বাদল সরকারের
স্বনির্বাচিত নাট্যসংগ্রহ

সারারাত্তির

যদি আর একবার

পাগলা ঘোড়া

শেষ নেই

অপেরা প্রকাশিত

পরিবেশক

নব গ্রন্থ কুটির ॥ ৫৪/৫ এ, কলেজ.স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক

সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

২৭/৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রণ

শ্রীশরৎচন্দ্র প্রধান

মহাপ্রভু প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১২, বিনোদ সাহা লেন, কোলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

গৌতম রায়

যোগাযোগ করুন

শ্রীমতী অঞ্জলি বসু

৫৩, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কোলকাতা ৭০০০১২

ফোন : ৩৪-৮৪০৬

বাদল সরকারের স্বনির্বাচিত নাট্যসংগ্রহ

....

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত নাটক

এবং ইন্দ্রজিৎ ।। বল্লভপুরের রূপকথা ।। রাম শ্যাম যদু

বড়ো পিসিমা ।। সলিউশনএক্স ।। বাকি ইতিহাস

পরে কোনদিন ।। কবি কাহিনী ।। স্পার্টাকুস

লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী
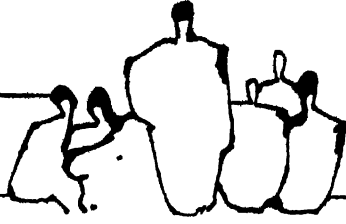
চরিত্র ● স্ত্রী / পুরুষ / বৃদ্ধ

প্রথম দৃশ্য

[শূন্য ঘর। আধা অন্ধকার ঘর। বাইরে বৃষ্টি। বাইরে প্রচণ্ড দুর্যোগ। কিন্তু ঘরে স্তব্ধতা, ঘরের স্থিরতা অবিচলিত। মনে হয় অব্যবহৃত ঘর। ঘরে পরিচয়হীন ছোট বড়ো জগদ্দল একগাদা জিনিসপত্র। গুদাম? না। গুদাম নয়। গুদামে সাজানো থাকে। এখানে কিছুই সাজানো নেই। তবু একটা সংহতি। এই এলো-মেলো রাখা যেন এক ইচ্ছাকৃত আজগুবি ঘর-সাজানো। কোথায় যেন প্রাণের আভাস। কোনো একটা প্রাণ যেন বেঁচে আছে; বাস করছে এই সংহত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে। কোনো একটা অস্তিত্বের গৃহকোণ এই ঘর। একান্ত নিজস্ব গৃহকোণ।

ওরা বাইরের। এ গৃহে ওদের অনধিকার প্রবেশ। দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা পেতে আশ্রয় খুঁজছে এই আবাসে। ক্ষণিকের জন্য। ভঙ্গ করছে এখানকার একান্ত নিজস্বতা। বাইরের কলরব, বাইরের ক্ষুদ্র বিবেচনা, আলোচনা, বাইরের কর্মব্যস্ত প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে ওরা আসছে এই জগৎ-ছাড়া নির্জন সংসারে।

দুম্ করে দরজা বন্ধ করলো ওরা। এখনো এ ঘরের বাইরে। ওদের কণ্ঠস্বর আঘাত করছে এ ঘরের সমাহিত নিস্তব্ধতাকে।]

স্ত্রীকণ্ঠ ॥ উঃ! এখানেও যে ভিজছি!

পুরুষকণ্ঠ ॥ এখানে দাঁড়ানো যাবে না। ছাত দিয়ে জল পড়ছে।

স্ত্রীকণ্ঠ ॥ ছাত কোথায়? ঐ দেখো—একদম ফাঁকা। কোথায় এলাম?

পুরুষকণ্ঠ ॥ এদিকে এসো। সরে এসো এদিকে।

স্ত্রীকণ্ঠ ॥ কোথায় যাবো? সব তো সমান।

[দরজা খুলে পুরুষ ঢুকলো ঘরে। আধা অন্ধকার ঘরটা দেখবার চেষ্টা করলো।]

পুরুষ ॥ এখানে চলে এসো, ভিতরে।

[স্ত্রী এলো ভিতরে]

স্ত্রী ॥ ভিতরে চলে এলে, না বলে কয়ে?

পুরুষ ॥ কাকে কি বলবো? দেখছো না—ভাঙা পোড়ো বাড়ী?

স্ত্রী ॥ আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। টর্চটা জ্বালো না।

পুরুষ ॥ টর্চ জ্বলছে না, বললাম না তোমায়?

[বলতে বলতে জ্বলে উঠলো টর্চ। অনির্দিষ্ট আলো পড়লো স্ত্রীর মুখে মুহূর্তের জন্য।]

আরে! জ্বলছে তো এখন?

স্ত্রী ॥ তবে?

পুরুষ ॥ তবে মানে? তুমি জানতে বোধহয়, টর্চ জ্বলবে!

[আলো ফেলে ঘরটাকে জানবার চেষ্টা করে পুরুষ]

স্ত্রী ॥ আহা, চেষ্টা করে দেখবে তো? একবার জ্বলে নি বলেই ফেলে দেবে টর্চ?

পুরুষ ॥ কি ছিল এটা? গুদাম?

স্ত্রী ॥ ছিল কেন? এখন নেই?

পুরুষ ॥ এই তেপান্তরের ফাঁকা মাঠে এখন আবার কি থাকবে?

স্ত্রী ॥ ফাঁকা জায়গায় বাড়ী থাকে না? দেওঘরের সেই বাড়ীটা দেখেছিলাম মনে আছে? পিকনিকের দিন?

পুরুষ ॥ সে বাড়ীটার আর্দ্ধেক ছাত ধসে গিয়েছিল? সে বাড়ীটার দরজাগুলো এমনি হাট করে খোলা ছিল? সব সময়ই তর্ক করবে, ভাববে না এক ফোঁটা।

স্ত্রী ॥ তর্ক কে করছে? মনে হোলো—বললাম।

পুরুষ ॥ মনে হোলো—বললাম! যখন যা মনে হবে—দুম করে বলে দেবে। বলবার আগে একটু বুদ্ধি খরচ করবে না।

[স্ত্রী চুপ করে গেলো। স্ত্রীর এই ধরণের নির্বুদ্ধিতায় পুরুষ যখনই এই ধরণের মেজাজ খারাপ করে, তখন স্ত্রীর আসল বুদ্ধি তাকে চুপ করিয়ে দেয়। কিন্তু ঘরের মেঝেয়

যদি আচমকা খরখর আওয়াজ হয়, তবে চুপ করে থাকা মুস্কিল।]

স্ত্রী ॥ উঃ মাগো!

পুরুষ ॥ কি হোলো?

[টর্চের আলো পড়ে স্ত্রীর উপর। খানিকটা নিজের উপরেও। কারণ স্ত্রী অতি নিকটে, এবং সে তার বাহুটা খামচে ধরেছে।]

স্ত্রী ॥ কি যেন সব সর সর করে চলে গেলো ওদিক দিয়ে!

পুরুষ ॥ (ওদিকে আলো ফেলে) কই?

স্ত্রী ॥ ঐ—ঐদিকে গেলো।

পুরুষ ॥ ইঁদুর টিঁদুর হবে বোধ হয়।

স্ত্রী ॥ সাপ নয় তো?

[সম্ভাবনাটা পুরুষের মাথায়ও এসেছিলো। তাই উত্তর দিতে মুহূর্তকাল দেরী হোলো এবং উত্তরে নিশ্চয়তার অতিরিক্ত প্রকাশ দেখা গেলো।]

পুরুষ ॥ সাপ না কচু! মাথা খারাপ তোমার? শীতকালে সাপ বেরোয়?

স্ত্রী ॥ শীতকাল কোথায়? সবে পুজো কাটলো!

পুরুষ ॥ আরে পশ্চিমে এই সময়েই শীত! তোমার শীত করছে না? আমার তো বেশ কাঁপুনি ধরেছে।

[স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বদলে গেলো সঙ্গে সঙ্গে]

স্ত্রী ॥ দেখি? একি, ওয়াটার প্রুফের কলারটা তুলে দাওনি? ঘাড়ের কাছে সমস্তটা ভিজে একেবারে—ছি ছি ছি!

পুরুষ ॥ ও আর কতোটুকু? ওয়াটার প্রুফটা ছিল বলে রক্ষে!

স্ত্রী ॥ কে আনতে বলে মশাই পই পই করে? তুমি তো বোঝা বইবার ভয়ে মরো রোজ।

পুরুষ ॥ বা বা বা! তাই বলে আজ এতোদূরে আসছি, না নিয়ে বেরোতুম?

স্ত্রী ॥ তুমি তো বেরুবার সময়ে শুকনো দেখলেই বলো—বিষ্টি হবে না!

পুরুষ ॥ আজ বলেছি?

স্ত্রী ॥ রোজই তো বলো।

পুরুষ ॥ রোজের কথা হচ্ছে না। আজ বলেছি কি না বলো।

স্ত্রী ॥ আজ একদিন হয়তো বলো নি—

পুরুষ ॥ (থামিয়ে দিয়ে) তাই বলো।

[স্ত্রীকে আবার চুপ করতে হোলো। আজ মুখে বলে নি বটে, তবে বলতে পারতো, মনে মনে ভেবেছিলো নিশ্চয়ই। বাড়ীর নিরাপদ আশ্রয়ে এ যুক্তিটা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা করা যেতো। কিন্তু এই পোড়ো ঘরে, অন্ধকারে, তার উপর—মাগো, কি সব ছুটোছুটি করছে ঘরে, থাকগে ওসব যুক্তি।]

তুমি ভিজেছো?

স্ত্রী ॥ না। পায়ের কাছের কাপড়টা ভিজেছে শুধু।

পুরুষ ॥ ইস্! এই মাঠের মধ্যে অমন লুটিয়ে পরবার কি দরকার ছিল? কে দেখছিল এখানে?

স্ত্রী ॥ লুটিয়ে কোথায় পরলাম? এই অ্যাতোখানি তুলে নিয়ে তো দৌড়েছি!

পুরুষ ॥ অ্যাতোখানি তুললে কখনো এ রকম ভেজে?

স্ত্রী ॥ এ তো ওয়াটার প্রুফের জল গড়িয়ে ভিজেছে। নিজেরটা দেখেছো চেয়ে?

[কথাটা সত্যি। তাই বলে পুরুষ তো চুপ করে যেতে পারে না। তাকে অন্য কথা বলতে হয়।]

পুরুষ ॥ নিংড়ে ফেলো। নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

স্ত্রী ॥ (নিংড়োতে নিংড়োতে) ইস্ নতুন শাড়ীটা!

পুরুষ ॥ নতুন? তোমার মা এটা দিয়েছেন অন্ততঃ তিন বছব হয়ে গেলো।

স্ত্রী ॥ তুমি তো সব জানো! মা দিয়েছে এটা?

পুরুষ ॥ তবে কে দিয়েছে?

স্ত্রী ॥ এটা তো বড়ো বৌদি দিলো গেলো পুজোয়? কতো খবর রাখেন আমার কাপড়ের!

পুরুষ ॥ আমার তো খেয়ে দেয়ে কম্মো নেই, তোমার বড়ো বৌদি বড়লোকি দেখাতে কবে কোন্ কাপড় দিলো তার হিসেব রাখি!

[এটা তর্ক নয়। এ আঘাত। অকারণ আর নির্মম মনে হয় এ আঘাত। খুব সহজভাবে আসে বলেই বেশী নির্মম। এ আঘাতে বাড়ীর নিরাপদ আশ্রয়ে চুপ করে যেতে শিখেছে স্ত্রী। কিন্তু এখানে এই অবাস্তব খাপছাড়া পরিবেশে সহ্য করা কঠিন হয়ে ওঠে।]

স্ত্রী ॥ যা তা বোলো না। বুঝলে ?

[ছোট জবাব। কিন্তু বলবার আগে এক মুহূর্তের নীরবতা কঠিন করে তুলেছে জবাবটাকে। গলার স্বরেও অনেক তফাৎ, অনেক ভিতর থেকে এসেছে ঐ কটা কথা। এতটা বোঝে না পুরুষ। কাঠিন্যটা বোঝে, কারণটা বোঝে না। বোঝার অভ্যাস নেই।]

পুরুষ ॥ কি হোলো ?

স্ত্রী ॥ কিছু হয়নি। চুপ করো।

পুরুষ ॥ কেন, কি বলেছি কি ?

স্ত্রী ॥ কিছু বলোনি,—এইখানে কি সারা রাত বসে থাকবে না কি ?

পুরুষ ॥ বৃষ্টিটা থামুক !

স্ত্রী ॥ বৃষ্টি আর থেমেছে আজ। বেরিয়ে দেখো না—কমলো কি না।

[প্রায় আদেশ। পুরুষকে যেতে হয়।]

পুরুষ ॥ টর্চটা তুমি রাখো।

স্ত্রী ॥ টর্চ আমি রাখবো, আর তুমি অন্ধকারে দেখবে কি করে বৃষ্টি কমলো কি না ?

পুরুষ ॥ আহা, হাত বাড়ালেই তো বোঝা যাবে !

স্ত্রী ॥ থাক, আর ভিজতে হবে না।

[অগত্যা টর্চ নিয়েই পুরুষ বেরোয়। টর্চে আর কতটুকু আলো, তবু ঘরটা যেন একেবারে নিভে যায়। একটা ফিসফিসে প্রতিধ্বনি—হবে না হবে না হবে না। মনের ভুল ? তাই হবে। স্ত্রী নড়ে চড়ে বসে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদিক ওদিক চমকে তাকিয়ে ফেলে। আবছা অন্ধকারে খানিক দূর দেখা যায়। কতকগুলি আকারহীন প্রয়োজনহীন বস্তুর আবছা আকৃতি। কিন্তু প্রতিধ্বনি যেন আরো স্পষ্ট। হবে না হবে না হবে না। স্ত্রী উঠে দাঁড়ায়। দরজার দিকে যেতে চায়। ছুটে পালিয়ে যাবার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছে। কিন্তু তবু নড়া যায় না। ঘরের সম্মোহন আটকে রাখে। আটকে রেখে শোনায়—হবে না হবে না হবে না। পুরুষ প্রবেশ করে আবার। তার হাতের আলো অন্ধকারের

খানিকটা চিরে দেয়। তার গলার স্বর প্রতিধ্বনিকে স্তব্ধ করে।]

পুরুষ ॥ নাঃ, বৃষ্টি থামে নি।

[বৃষ্টি যে থামে নি, সে তো জানা কথা। বলা হয়েছিল কমেছে কি না দেখতে। কিন্তু সে কথা বলতে গিয়ে থেমে যেতে হয়। ঐ আবার সেই প্রতিধ্বনি। থামে নি থামে নি থামে নি থামে নি থামে নি—]

কি হোলো? কি দেখছো অমন করে?

[দর্শনীয় বস্তুর দিকে টর্চের আলো ফেলে পুরুষ। একটা ভাঙা জগদ্দল বস্তু। কিন্তু তাই কি দেখছিলো স্ত্রী অমন করে চেয়ে?]

স্ত্রী ॥ (ফিসফিস করে) শুনতে পাচ্ছো না?

পুরুষ ॥ কি?

[কি? কিছুই না। থেমে গেছে সব। স্ত্রী হাসবার দুর্বল চেষ্টা করে।]

স্ত্রী ॥ আমার যেন মনে হোলো—ঘরটায় প্রতিধ্বনি হয়।

পুরুষ ॥ প্রতিধ্বনি? কই, শুনি নি তো এতোক্ষণ?

স্ত্রী ॥ ঐ যে তুমি বললে না—বৃষ্টি থামে নি? আমার যেন মনে হোলো প্রতিধ্বনি শুনলাম—থামে নি?

[ঠিকই। আবার শুরু হয়েছে—থামে নি, থামে নি, থামে নি—]

পুরুষ ॥ হ্যাঁ, সত্যি তো?

[সত্যি, কিন্তু নতুন কথার নতুন প্রতিধ্বনি হোলো না। সেই পুরোনো কথা—থামে নি, থামে নি, থামে নি। এ ভালো নয়। এ তো হবার কথা নয়? যা হবার কথা নয় তা হওয়া তো ভালো নয়। হঠাৎ চীৎকার করে প্রতিধ্বনি শুনতে চায় পুরুষ।]

এ—ই!

[চমকে কাছে সরে আসে স্ত্রী। এতোক্ষণ বহু কথা বলেছে ওরা, ঘরের একান্ত পরিবেশকে অনেক ক্ষুব্ধ করেছে। কিন্তু এ চীৎকার মাত্রা-ছাড়া। এ চীৎকার

অভদ্র, অশালীন। প্রতিধ্বনি আসে না। পুরোনো প্রতিধ্বনি থেমে যায়। ঘরের নিস্তব্ধতায় অসমর্থনের ভ্রূকুটি।]

পুরুষ ॥ কি হোলো? ভয় পেয়ে গেলে নাকি?

স্ত্রী ॥ না, চমকে গিয়েছিলাম। তুমি এমন চেঁচিয়ে উঠলে হঠাৎ।

পুরুষ ॥ দেখছিলাম—প্রতিধ্বনি হয় কি না।

স্ত্রী ॥ কই, হোলো না তো? (একটু চুপ করে শুনে) এখন তো হচ্ছে না আর?

পুরুষ ॥ আমার মনে হয় ঘরটার গড়নে কোনো একটা ব্যাপার আছে। এক একটা আওয়াজ ধরে নেয় বোধ হয়।

স্ত্রী ॥ সে আবার হয় না কি কখনো?

পুরুষ ॥ তা ছাড়া আর কি হতে পারে বলো?

[স্ত্রী চুপ করে রইলো। তার মুখে ভয়।]

কি? ভূত?

স্ত্রী ॥ আঃ, চুপ করো।

পুরুষ ॥ (হেসে উঠে) এ্যাই! ঠিক ধরেছি! ভূতের ভয় ঢুকেছে মাথায়।

স্ত্রী ॥ (দুর্বল হেসে) ধ্যাৎ! ভূত না তোমার মাথা।

পুরুষ ॥ বটে? ঐ দিকে যাও তো একবার?

স্ত্রী ॥ ওদিকে যাবো কি করতে?

পুরুষ ॥ যাও না। দেখি কতো সাহস।

স্ত্রী ॥ (দু পা এগিয়ে) কি হয়েছে? এই তো।

পুরুষ ॥ আরো যাও।

স্ত্রী ॥ (ফিরে এসে) হ্যাঁ, আর সাপে কামড়াক।

পুরুষ ॥ সাপ তো এদিকেও থাকতে পারে।

স্ত্রী ॥ এদিকটায় জঞ্জাল কম।

পুরুষ ॥ আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখানে দাঁড়াও।

[ওদিকে এগিয়ে গেলো কয়েক পা]

স্ত্রী ॥ কোথায় যাচ্ছো?

[পুরুষের পেছনে এক পা গেলো]

পুরুষ ॥ দাঁড়াও না ওখানে। একা দাঁড়াতে ভয় করছে?

স্ত্রী ॥ আহা, এতোক্ষণ একা ছিলাম না এ ঘরে?

পুরুষ ॥ (হাসতে হাসতে) যতো সাহস কলকাতায়! বাইরে এলেই ভূতের ভয়।

স্ত্রী ॥ মোটেই না।

পুরুষ ॥ না তো কি?

স্ত্রী ॥ আহা, হাজারিবাগের ঐ ফাঁকা বাংলোটায় একটা পুরো সন্ধ্যে আমি একা ছিলাম না? যেদিন তুমি ভবতোষবাবুদের এগিয়ে দিতে গিয়ে দেরী করলে?

পুরুষ ॥ সে তো চৌকিদার ছিল।

স্ত্রী ॥ কাঁচকলা ছিল। চৌকিদার কোথায় ভেগে গেলো তার পাত্তাই নেই! ঐ হ্যারিকেনের লাইটে তুটি ঘণ্টা আমি একদম একা—

[আবার প্রতিধ্বনি শুরু হোলো—একা, একা, একা। স্ত্রী ছুটে এলো পুরুষের কাছে। পুরুষও চমকে উঠেছিল, তার ঠাট্টার মেজাজ নেই আর।]

(অল্প পরে) চলো বেরোই।

[তার কণ্ঠস্বর চাপা। যেন সমীহ করছে ঘরের নীরবতাকে। কিংবা হয়তো ভয় করছে নতুন প্রতিধ্বনির। পুরুষের কণ্ঠও নেমে এসেছে।]

পুরুষ ॥ কোথায় বেরোবে? ভীষণ বৃষ্টি!

— ॥ হ্যাঁ, ভীষণ বৃষ্টি!

[এ প্রতিধ্বনি নয়। স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর—একেবারে ঘরের ভিতরে। নির্দিষ্ট এক জায়গায়। চমকানো টর্চের আলো সে জায়গায় ঠিকরে গিয়ে পড়ে। আলোকিত করে এক বৃদ্ধকে। বৃদ্ধই হবে। সমস্ত চুল পাকা, কপালে গালে চিবুকে গভীর রেখা কয়েকটা। কিন্তু প্রথম দৃষ্টির পরে আর অতোটা নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধ বলে মনে হয় না। ছোট্ট মানুষটি, লম্বা চওড়া নয়। অতি সাধারণ চেহারা, সাধারণ বেশভূষা। তবু যেন কোথায় অসাধারণত্ব আছে। হয়তো তুই চোখে। হয়তো দাঁড়াবার সহজ ঋজু ভঙ্গীতে। হয়তো এই অদ্ভুত পরিবেশে অভাবনীয় আকস্মিক আবির্ভাবে। এ আবির্ভাব যদি ভয়াবহ হোতো তবে বোধহয় এতো অসাধারণ

লাগতো না। কিন্তু বৃদ্ধের মুখ সরল অভ্যর্থনায় সহাস্য। যেন কলকাতার এক গলিতে রকে দাঁড়িয়ে ভিজতে দেখে দরজা খুলে আহ্বান জানাচ্ছেন শুকনো সাজানো বৈঠকখানায়।]

বৃদ্ধ ॥ ভীষণ বৃষ্টি। এখন যেতে পারবেন না। একটু বসে যান।

পুরুষ ॥ আ-আপনি—

বৃদ্ধ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা আমারই বাড়ী। বসুন। বসাবোই বা কোথায়? এ কি বসবার মত ঘর? এইখানেই বসুন একটু কষ্ট করে, কতোক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন?

[রুমাল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে দিলেন বৃদ্ধ এক ভাঙা আসবাবের। বাধা দিতে ভুলে গেলো এরা। বড়ো অবাস্তব, বড়ো অসম্ভব এখানে এই পরিচিত জগতের আপ্যায়ন।]

দাঁড়ান, আলোটা জ্বালি।

[কোথায় কোন সুইচ টিপলেন, বোঝা গেলো না, কিন্তু আলো জ্বললো। যথেষ্ট আলো, কিন্তু ঘরের বেখাপ্পা বস্তুগুলো এলোমেলো ছায়া ফেলেছে যেখানে সেখানে।]

হ্যাঁ ইলেকট্রিক। অবাক হয়ে গেলেন তো? ছোটো একটা ডায়নামো আছে। কেরোসিনে চলে।

পুরুষ ॥ আপনি—এখানে থাকেন?

বৃদ্ধ ॥ আমি এখানে থাকি। থাকবার যোগ্য মনে হচ্ছে না বাড়ীটাকে, না?

পুরুষ ॥ (অপ্রস্তুত) না না, তা কেন—

[বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠলেন। প্রাণখোলা হাসি।]

বৃদ্ধ ॥ লজ্জা পেয়ে গেলেন নাকি? ঠিক কথাই ভেবেছেন। বাড়ীটাকে বাসযোগ্য বলা চলে না। আমিও তেমনি আগোছালো—যেমন তেমন পড়ে আছে। অতিথি সজ্জন বড়ো একটা পায়ের ধুলো দেন না তো?

পুরুষ ॥ না আমি—সব খোলা পড়ে আছে দেখে—

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ খোলাই থাকে। কেউ আসে না। চোরও আসে না।

পুরুষ ॥ এখানে এরকমভাবে—

[প্রশ্ন আসছে। স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু উত্তরের সময় হয়নি। বৃদ্ধ সোজা স্ত্রীর দিকে ফেরেন।]

বৃদ্ধ ॥ ওয়াটার প্রুফটা খুলে ফেলুন। কাপড় ছাড়বেন? শাড়ী নেই কিন্তু। ধুতি দিতে পারি। তাও থান ধুতি।

স্ত্রী ॥ না না, দরকার নেই।

বৃদ্ধ ॥ কেন, থান ব'লে?

স্ত্রী ॥ না না, তা কেন, মানে—

বৃদ্ধ ॥ লাল কালি আছে। ধুতিতে যদি খানিকটা ছিটিয়ে দিই?

[বৃদ্ধের কথায় কৌতুকের আভাস। এ-সব কথা কেন? ওরা অস্বস্তি বোধ করে।]

স্ত্রী ॥ না, সে কথা নয়। এখুনি তো যাবো আমরা।

পুরুষ ॥ হ্যাঁ বৃষ্টি একটু কমলেই—

বৃদ্ধ ॥ বসুন, চা নিয়ে আসি।

[এরা কিছু বলবার আগেই বৃদ্ধ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অর্থাৎ চলে গেলেন। বড়ো বড়ো বস্তুগুলি লম্বা লম্বা ছায়ায় এমন অবস্থা করে রেখেছে যে একটু আড়ালে গেলেই মনে হয় উবে গেলো বুঝি।]

স্ত্রী ॥ আমার ভালো লাগছে না। চলো বেরোই।

পুরুষ ॥ বেরোবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে না কি?

স্ত্রী ॥ বৃষ্টিতে ভিজলে কি হবে? ভিজি নি কখনো?

পুরুষ ॥ হ্যাঁ, ভিজেছো—কলকাতায়, বাড়ীর ছাতে। একবার বাইরে গিয়ে দেখে এসো কি অবস্থা!

[স্ত্রী রওনা দিলো]

কোথায় যাচ্ছো?

স্ত্রী ॥ বাইরে গিয়ে দেখতে।

পুরুষ ॥ তোমার যে এক এক সময় কি মাথায় চাপে! মাঠ থৈ থৈ করছে জলে। ওদিকের রাস্তা তো খাল হয়ে গেছে নির্ঘাৎ এতোক্ষণে। তারপর এই অন্ধকার।

স্ত্রী ॥ টর্চ তো আছে।

পুরুষ ॥ টর্চ তো নৌকো নয়! পার হবে কিসে?

স্ত্রী ॥ আহা মাঠের মধ্যে কতো জল আর জমবে! বরং কলকাতা হ'লে জল জমতো।

পুরুষ ॥ বুদ্ধি কি ভগবান ঘটে একটুও দেন নি? যদি রাস্তা খুঁজে পাবে? শখ করে তো রাস্তা ছেড়ে মাঠ ভাঙতে নেমেছিলে!

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ, আমি একাই তো নেমেছিলাম!

পুরুষ ॥ তুমি তো বললে প্রথম—চলো মাঠ দিয়ে যাই!

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ, আর তুমি কিছুতেই রাস্তা ছাড়তে রাজী হচ্ছিলে না, আমি জোর করে তোমাকে টেনে নিয়ে এলাম!

পুরুষ ॥ আজে-বাজে কথা ব'লে তো কোনো লাভ নেই!

স্ত্রী ॥ কে আজে-বাজে কথা বলছে? তুমি তো বলছো—নৌকো চাই।

[পুরুষ জবাব দিলো না। স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতা যখন চরমে ওঠে, জবাব না দেওয়াই ভালো। এ নীরবতা আরও অসহ্য। স্ত্রীর কণ্ঠে ঝাঁজ বাড়ে।]

তা কি করবে কি? বসে থাকবে এখানে?

পুরুষ ॥ তা বৃষ্টি না কমলে আর কি করবো?

স্ত্রী ॥ বৃষ্টি যদি সারা রাত্তির পড়ে?

[পুরুষ জবাব দিলো না। কারণ জবাব নেই এর।]

কি, বলো? বৃষ্টি যদি চলে সারা রাত্তির?

[পুরুষ জবাব দিলো না। জবাব দিলো প্রতিধ্বনি। সারা রাত্তির, সারা রাত্তির।]

ওই আবার, শুনছো?

পুরুষ কি?

স্ত্রী ॥ ওই যে—প্রতিধ্বনি। সারা রাত্তির, সারা রাত্তির—

বৃদ্ধ ॥ সারা রাত্তির, সারা রাত্তির। কি সারা রাত্তির?

[বলা হয়নি, বৃদ্ধের প্রবেশ হয়েছে এর মধ্যে। কোথায় কোন্ বিদ্ঘুটে বস্তুর ছায়ার আড়াল থেকে হঠাৎ আবির্ভাব হয়, বোঝাই যায় না। এরাও বোঝেনি, তাই চমকে ওঠে। বৃদ্ধ হাতের ট্রে রাখেন এক প্যাকিং বাক্সের উপর।]

সারা রাত্তির কি?

পুরুষ ॥ আমার স্ত্রী বলছিলেন—যা বৃষ্টি, সারা রাত্তির চলাও আশ্চর্য নয়।

বৃদ্ধ ॥ কিছুই আশ্চর্য নয়। সারা রাত্তির ছুই চোখ মেলে জেগে কাটিয়ে দেয় মানুষ। তাও আশ্চর্য নয়। সারা রাত্তির ওইরকম জেগে থেকেছেন কখনো?

পুরুষ ॥ আমি? না, সারা রাত্তির নয়—তবে—

স্ত্রী ॥ তবে—কি? রাত বারোটা অবধিও জেগেছো কখনো? আমি তো দেখি নি।

[এ কথাটা এখানে এখন বলবার কি অর্থ হতে পারে? পুরুষের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।]

বৃদ্ধ আমি জেগেছি। সারা রাত্তির।
সারা রাত্তির, সারা রাত্তির
সারা রাত্তির জেগেছি দেখেছি
ছুই চোখ মেলে জেগেছি দেখেছি
তন্দ্রাবিহীন ছুই চোখ মেলে
সারা রাত্তির জেগেছি, দেখেছি, জেনেছি।

স্ত্রী ॥ আপনি কবিতা লেখেন নাকি?

[বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠলেন]

বৃদ্ধ ॥ এ কি একটা কবিতা হলো নাকি? ইংরেজীতে বলে না—ঘুম না হলে কল্পনা করবে একটা, একটা করে ভেড়া লাফিয়ে বেড়া পার হচ্ছে। ওই ভেড়া গুণতে গুণতে ঘুম এসে যাবে। এও তাই। ভেড়াকে বেড়া পার না করে কথা নিয়ে লোফালুফি। নিন চা নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

[পুরুষ চা মুখে নিলো। বেশী গরম, একটু চমকাতে হলো। বৃদ্ধের চোখে কৌতুক।]

স্ত্রী ॥ আপনার চা?

বৃদ্ধ ॥ আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন।

স্ত্রী ॥ (চট করে) চা তবে কে খায় বাড়ীতে?

[বৃদ্ধ হাসলেন। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন। কোনো শিশু নিজের বয়সের আন্দাজে বেশী বুদ্ধির পরিচয় যদি দেয় হঠাৎ কোনো কথায় তবে যেমন করে বড়োরা হাসেন—খানিকটা গর্বে আর অনেকটা স্নেহে।]

বৃদ্ধ ॥ না, এ বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি একা।

[স্ত্রী অপ্রস্তুত হলো। চায়ের পেয়ালা তুলে নিলো তাড়াতাড়ি।]

পুরুষ ॥ আপনি একা থাকেন ?

বৃদ্ধ ॥ চা-টা খাবার মত হয়েছে ?

স্ত্রী ॥ খুব ভাল হয়েছে চা।

বৃদ্ধ ॥ চায়ের খুব দরকার ছিল তার মানে।

পুরুষ ॥ দরকার বলে দবকাব ? সেই বেলা তিনটেয় একটা গেঁয়ো দোকানে চা খেয়েছি—ব্যাস্। তাও বিচ্ছিরি, তেঁতো !

বৃদ্ধ ॥ ক্ষিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব ?

পুরুষ ॥ ক্ষিদে ? না তেমন—

স্ত্রী ॥ (তাড়াতাড়ি) না না, সঙ্গে খাবার ছিল—এই সন্ধ্যেবেলা খেয়েছি।

[কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু পুরুষকে গুম খেয়ে যেতে হয়। মনে হয়—ক্ষিদের কথাটা মনে না করালেই ভালো হতো। বৃদ্ধ আবার হাসেন।]

বৃদ্ধ ॥ চায়ের সঙ্গে আর কিছু দিলাম না। খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছি, বেশীক্ষণ লাগবে না।

পুরুষ ॥ খিচুড়ি ?

[এ উক্তিটি বিস্ময়ের না আনন্দের বলা শক্ত। আপত্তির নিশ্চয়ই নয়। আপত্তি করলো স্ত্রী। মেয়েদের কি ক্ষিদে কম পায় ?]

স্ত্রী ॥ সে কি ? না না, তা হয় না।

বৃদ্ধ ॥ কেন হয় না ? খুব খারাপ রাঁধি না, খেয়ে দেখবেন।

স্ত্রী ॥ না না, খারাপ রাঁধবেন কেন ? কিন্তু—আমরা তো এক্ষুনি যাবো—বৃষ্টিটা একটু কমলেই—

বৃদ্ধ ॥ এইমাত্র যে বলছিলেন,—বৃষ্টি যদি সারা রাত্তির চলে ?

স্ত্রী ॥ (অনিশ্চিতভাবে) না, কমে যাবে।

পুরুষ ॥ সিগারেট ?

বৃদ্ধ ॥ সিগারেটও ছেড়ে দিয়েছি। ধন্যবাদ।

[পুরুষ সিগারেট ধরালো। অল্পক্ষণ নীরবতা।]

স্ত্রী ॥ একটু বেরিয়ে দেখো না, কমলো কিনা।

পুরুষ ॥ কি করে জানলেন ?

বৃদ্ধ ॥ পঁয়ত্রিশ হলেই চল্লিশ সংখ্যাটা মাথায় চাপে সাধারণতঃ। প্রায় ভীতির মতো। তা ছাড়া আমার ইউনিটের ঝোঁক—পাঁচ সাত্তে পঁয়ত্রিশ।

স্ত্রী ॥ আচ্ছা, আমার বয়স কতো বলুন তো ?

[বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। হাসি নেই এবার।]

বৃদ্ধ ॥ মেয়েদের বয়স আন্দাজ করতে নেই। নইলে বলতাম—যে বয়সে মেয়েরা সমস্ত পুরোনো জীবনটা খতিয়ে হিসেব করতে বসে—আপনার সেই বয়স।

স্ত্রী ॥ কতো ?

[হয়তো শোনাব ভুল, কিন্তু স্বরটা যেন একটু ফিসফিসে। একটু যেন সময় লাগলো প্রশ্নটা কবতে।]

বৃদ্ধ ॥ চার সাত্তে আঠাশ। বসুন খিচুড়িটা দেখে আসি।

[দুটো কথাই প্রায় এক স্বরে বলে বৃদ্ধ ছায়াব আডালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পুরুষ স্ত্রীর দিকে চেয়ে আছে। স্ত্রী তা জানে, জানে বলেই অন্য দিকে ফিরে আছে সে। অল্পক্ষণ।]

পুরুষ ॥ তোমার জন্মদিন গেলো কবে ?

স্ত্রী ॥ এব মধ্যে ভুলে গেলে ?

[খুব আস্তে বলা কথা। কিন্তু খুব স্পষ্ট। অভিমান নয়, একটা মেনে নেওয়া। একটা অভ্যাস। তবু একটা বঞ্চনার অনুভূতি। পুরুষের অস্বস্তি লাগে। হালকা হতে হয় অন্য কথা বলে।]

পুরুষ ॥ বুড়োর কিন্তু অদ্ভুত আন্দাজ! সব কটা লেগে যাচ্ছে!

[স্ত্রী কথা বললো না]

ওঃ ক্ষিদে যা পেয়েছে না ? নাড়িভুঁড়ি-শুদ্ধু যেন হজম হয়ে গেছে!

[স্ত্রী নীরব]

বুড়োর খিচুড়ির আইডিয়াটা ভালো। এমনি তো রাত্তিরে কি ভোগান্তি আছে কপালে কে জানে, তার উপরে যদি আবার খালি পেটে হতো—তবেই হয়েছিল আর কি!

[স্ত্রী তবুও নিরুত্তর]

কি, কথা বলছো না যে ?

স্ত্রী ॥ কি বলবো ?

পুরুষ ॥ একটা কিছু বলো ? একেবারে চুপ করে গেলে যে ?

স্ত্রী ॥ শুনছি ।

পুরুষ ॥ কি শুনছো ?

স্ত্রী ॥ তোমার কথা ।

পুরুষ ॥ (হেসে) আমার কথা এরকম নিঃশব্দে শুনে যাওয়া তো তোমার ধাতে ছিল না কোনোদিন ?

স্ত্রী ॥ আমার ধাতে কি আছে না আছে, তুমি জানো সব ?

পুরুষ ॥ জানি না ? সাত বছর ঘর করছি, তোমার ধাত জানবো না ?

স্ত্রী ॥ (অন্যমনস্কভাবে) সাত বছর !

পুরুষ ॥ কি হোলো ? বুড়োর সাতের থিওরী মাথায় ঢুকে গেছে নাকি ?

স্ত্রী ॥ বোধ হয় ।

পুরুষ ॥ এমন অদ্ভুত থিওরী কখনো শুনি নি বাবা । সাত একে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ ! বুড়োর মাথায় একটু ছিট আছে, না ?

স্ত্রী ॥ তা আছে । নইলে খামোখা দুটো উটকো লোকের জন্যে খিচুড়ি চাপায় ?

পুরুষ ॥ খিচুড়ির কথা কে বলছে ? আমি বলছি—বুড়োর কথাগুলো একটু ইয়ে না !

[কিন্তু স্বর মিলছে না । দুজনের স্বর মিলছে না ।]

কি হয়েছে তোমার বলো তো ?

স্ত্রী ॥ কি আবার হবে ?

পুরুষ ॥ কথাবার্তা বলছো না । বসে বসে কি যেন ভাবছো ।

স্ত্রী ॥ ভদ্রলোকের কথাগুলো ভাবছি ।

পুরুষ ॥ কোন্ কথা ?

স্ত্রী ॥ আঠাশ বছরে মেয়েরা কি করে না করে—ও জানলো কি করে ?

পুরুষ ॥ আঠাশ বছরে কি করে ? ও—ওই হিসেব ? কেন, তুমি হিসেব করো নাকি ?

স্ত্রী ॥ করি । সব মেয়েই বোধ হয় করে ।

পুরুষ ॥ কাঁচকলা করে !

স্ত্রী ॥ তুমি জানবে কি করে ?

পুরুষ ॥ তুমিই বা জানছো কি করে যে সব মেয়েই করে ?

স্ত্রী ॥ আমি তো করছি।

পুরুষ ॥ তোমার তো উদ্ভট কিছু শুনলেই মাথায় চাপে।

স্ত্রী ॥ কোন্ উদ্ভট কথা শুনে মাথায় চাপে আমার ?

পুরুষ ॥ চাপে না ? রঞ্জনের যতো উদ্ভট কথা তুমি হাঁ করে গেলো না ? অদ্ভুত কিছু দেখলে বা শুনলেই তোমার কল্পনা চাগিয়ে ওঠে। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ তুমি !

স্ত্রী ॥ এই গালাগালটা কতোবার যে তোমার মুখে শুনলাম ! শুনে শুনে এক-এক সময় মনে হয়, সত্যিই বুঝি কল্পনাপ্রবণ হওয়া একটা দোষ।

পুরুষ ॥ দোষ নয় ? কোথায় কোন আধপাগলা বুড়ো এক আজগুবি নামতা-পড়া থিওরী শোনালো—আর তুমি অমনি জীবনের হিসেব মেলাতে বসলে ! যতো সব !

[স্ত্রী নিরুত্তর]

তা হিসেব করে কি পেলে ? শূন্য ?

স্ত্রী ॥ আচ্ছা, কেন অমন করছো বলো তো ? কি করেছি আমি তোমার ?

[এ আবার কিরকম কথা ? কি রকম সুর ? অবাক হয়ে গেলো পুরুষ।]

পুরুষ ॥ কেন, কি করলাম ?

স্ত্রী ॥ কিছু করো নি। একটু চুপ করে বোসো তো ? এক্ষুনি খিচুড়ি আসবে।

[সাংঘাতিক অপমানিত বোধ করে পুরুষ। খুব কড়া কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু স্ত্রীকে কড়া কথা বলা তার স্বভাব নয়। তাছাড়া স্ত্রীর বহু খাম-খেয়ালীপনা সহ্য করা এতদিনে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। গুম হয়ে বসে সিগারেট ধরায়।]

স্ত্রী ॥ (হঠাৎ) আজ পনেরো তারিখ না ?

[পুরুষ কথা বলে না। ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়।]

সতেরো তারিখ আমরা কলকাতায় ফিরছি, না ?

[একই ভাবে জবাব আসে।]

আচ্ছা আর ক'দিন থেকে গেলে হয় না ?

পুরুষ ॥ কি ক'রে হবে? আঠারোই আমাকে অফিসে জয়েন করতে হবে না?

স্ত্রী ॥ দু'দিন পরে না হয় জয়েন করলে?

[এ সব কথার কি জবাব হয়? 'হুঁঃ' বলে একটা কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে পুরুষ অন্যদিকে ফেরে। স্ত্রীর মুখে সামান্য একটা হাসির আভাস ফুটে ওঠে। যেন প্রশ্নটা ইচ্ছে করে করেছে হিসেবের প্রয়োজনে।]

বৃদ্ধ ॥ আর একটু দেরী হবে।

[আবাব ভুল হয়ে গেলো। বৃদ্ধ প্রবেশ ক'রে কথা বলেন, না কথা বলে আবির্ভূত হন, বোঝা শক্ত।]

পুরুষ ॥ অ্যাঁ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে? বৃষ্টি তো—বৃষ্টি তো সমানে চলেছে বোধ হয়।

বৃদ্ধ ॥ না।

পুরুষ ॥ কমেছে?

বৃদ্ধ ॥ বেড়েছে।

পুরুষ ॥ বেড়েছে? কি সর্বনাশ!

বৃদ্ধ ॥ দুশ্চিন্তা করবেন না। খাবার আগে দুশ্চিন্তা করলে বদহজম হয়।

স্ত্রী ॥ সে ভয় করবেন না। খাবার জিনিস খেয়ে বদহজম আজ অবধি হয়নি ওর।

পুরুষ ॥ (অনেক উর্ধ্বে) সাধারণ মানুষের মতো আমার ক্ষিধে তেষ্টা পায়। আমার স্ত্রী মনে করেন সেটা যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়।

বৃদ্ধ ॥ আপনার স্ত্রী কবি। তিনি কল্পনার জগতে বিচবণ করেন।

স্ত্রী ॥ কবি? জীবনে কবিতা লিখিনি আমি!

বৃদ্ধ ॥ সব কবি কি কবিতা লেখে? আমি তো কবি, কিন্তু লিখিনা তো? শুধু বলি।

স্ত্রী ॥ আমি তো বলিও না!

বৃদ্ধ ॥ আপনি আরো বড়ো কবি। কবিতা আপনাকে নাড়া দেয়। ভাবায়। আনন্দ দেয়। কষ্ট দেয়। কবিতা আপনার কাছে কথা নিয়ে খেলা নয়।

পুরুষ ॥ উনি কবিতার রাজ্যে বাস করেন!

বৃদ্ধ ॥ (প্রচণ্ড উৎসাহে) সাধু সাধু! যথার্থ বলেছেন। কবিতার রাজ্যে

বাস করেন। কবিতা লেখেন না, বলেন না, কিন্তু কবিতার রাজ্যে বাস করেন। অদ্ভুত আপনার প্রকাশ করবার ক্ষমতা !

[পুরুষ একটু ঘাবড়ে যায়। আকস্মিক এই উচ্ছ্বাস সত্যি না পরিহাস বুঝে উঠতে পারে না। স্ত্রীও অবাক হয়।]

মাটির উপর দুটো পা রেখে যারা কবিতায় ভেসে যেতে পারে তাদের মতো সুখী আর কে আছে ? কি বলেন ?

স্ত্রী ॥ সুখী ?

বৃদ্ধ ॥ (হঠাৎ থেমে গিয়ে) কথাটা ভুল বললাম, না ? সুখ নয়। অন্য কিছু। সুখের চেয়ে অনেক বড়ো কিছু। কি নাম তার ? আনন্দ ? (পুরুষের দিকে ফিরে) কিন্তু আপনার এ সব ভালো লাগছে না বোধহয়। তাস খেলবেন ?

পুরুষ ॥ তাস ? তাস আছে ?

[বৃদ্ধ পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বার করলেন]

কিন্তু দুজনে কি খেলবো ?

স্ত্রী ॥ আমি তাস খেলতে পারি না।

বৃদ্ধ ॥ তাই তো। তাহলে ? ম্যাজিক্ দেখবেন তাসের ?

স্ত্রী ॥ (ছেলেমানুষী উৎসাহে) আপনি পারেন ম্যাজিক দেখাতে ?

বৃদ্ধ ॥ আলবৎ। বেছে নিন একটা তাস এর মধ্যে থেকে। দেখাবেন না আমায়।

[স্ত্রী একটা তাস তুললো। পুরুষের উৎসাহের প্রকাশ অতোটা নয়। তবু তাসটা ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো।]

দেখে নিয়েছেন ভালো করে ? আচ্ছা রাখুন এর মধ্যে যেখানে ইচ্ছে। এবার ফেটিয়ে দিন।

[স্ত্রী আনাড়ি হাতে ফেটিয়ে দিলো। পুরুষ তার হাত থেকে নিয়ে কায়দা করে ফেটালো। তারপর বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিলো।]

না না [illegible]কে দিতে হবে না। খুঁজে দেখুন তো তাসটা আছে কি না ?

[[illegible] খুঁজলো]
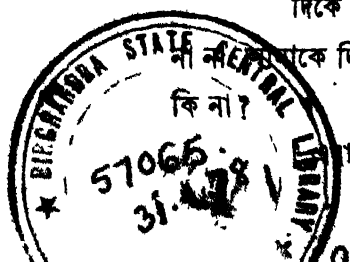
স্ত্রী ॥ কই, নেই তো ?

বৃদ্ধ ॥ নেই ? ভালো করে খুঁজেছেন ?

পুরুষ ॥ (খুঁজে) না, নেই।

বৃদ্ধ ॥ নেই ? হারিয়ে গেছে ? (তাস নিয়ে) আচ্ছা আর একটা ম্যাজিক দেখুন—

পুরুষ ॥ সে কি, এটা শেষ করুন ?

বৃদ্ধ ॥ কোন্‌টা ?

স্ত্রী ॥ তাসটা বার করবেন না, বা ?

বৃদ্ধ ॥ কোন্ তাস ?

স্ত্রী ॥ যেটা আমি বেছে নিলাম ?

[বৃদ্ধ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর চোখের উপর চোখ রাখলেন সোজা।]

বৃদ্ধ ॥ (গম্ভীরভাবে) আপনি বেছে নিয়েছিলেন। হারিয়ে গেছে। খুঁজলেই কি পাওয়া যাবে ?

[স্ত্রী চট করে কিছু বলতে পারলো না]

পুরুষ ॥ তাহলে আর ম্যাজিক কি হোলো ?

বৃদ্ধ ॥ (পুরুষের দিকে তাকিয়ে) ফিরে না পেলে আপনার শান্তি হচ্ছে না ?

পুরুষ ॥ তা না হলে তো শেষ হয় না খেলাটা ?

বৃদ্ধ ॥ শেষ একটা চাই ?

পুরুষ ॥ নিশ্চয়ই ?

বৃদ্ধ ॥ সে যেমনই শেষ হোক ? যদি তাসটা ফিরিয়ে দিই দুমড়ে মুচড়ে পিষে থেৎলে চটকে—তবু শেষ চাই ?

[বৃদ্ধের শেষ কথাগুলোয় একটা তীব্রতা। যেন সত্যি সত্যি কি একটা দুমড়ে মুচড়ে পিষে থেৎলে চটকে ফেলছে। নির্ঘাৎ বুড়োর মাথায় ছিট আছে।]

পুরুষ ॥ তা, তা কেন হবে ?

বৃদ্ধ ॥ তাই হয়।—দাঁড়ান। ফেলবেন না !

[পুরুষ এর মধ্যে শেষ সিগারেট বার করে প্যাকেটটা মুচড়ে ফেলতে যাচ্ছিল]

পুরুষ ॥ কেন—কি—

বৃদ্ধ ॥ ফেলবার আগে দেখুন ভালো করে কি ফেলছেন—

পুরুষ ॥ প্যাকেটটা। সিগারেট নেই, খালি—

[কিন্তু স্ত্রী বুঝেছে। প্যাকেটটা টেনে নেয়। ভিতরে হাতড়ায় একটা অহেতুক ব্যস্ততায়। দোমড়ানো মোচড়ানো একটা বস্তু বেরোয়।]

কি ওটা ?

স্ত্রী ॥ (প্রায় অস্ফুট স্বরে) হরতনের বিবি।

[কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে স্ত্রী। দোমড়ানো তাসটা হাতের মুঠোয় নিয়ে।]

পুরুষ ॥ সাবাস ! কি করে করলেন ?

বৃদ্ধ ॥ (স্ত্রীর দিকে চেয়ে, ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে) আমি চাইনি ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু—

[দুই বাহু মেলে একটা হালছাড়া ভঙ্গী করলেন]

পুরুষ ॥ কেন, কি হয়েছে ?

বৃদ্ধ ॥ (হঠাৎ) খিচুড়িটা হয়ে গেছে বোধহয়।

[অদৃশ্য হয়ে গেলেন]

পুরুষ ॥ কি হলো তোমার ? শরীর খারাপ লাগছে ?

স্ত্রী ॥ না, হ্যাঁ—একটু ক্লান্ত লাগছে।

পুরুষ ॥ লাগবে না ? কম হাঁটা হয়েছে আজ ? তার উপর এতোক্ষণ উপোস—

[থেমে গেলো। খাওয়ার কথাটা না তুললেই ভাল হতো।]

একটু শুয়ে পড়ো না। এইখানটায়।

[ধুলো ঝেড়ে একটা জায়গা খানিকটা পরিষ্কার করে দিলো। নিজের ওয়াটার প্রুফটা পাকিয়ে বালিশ বানাবার চেষ্টা করতে লাগলো।]

স্ত্রী ॥ ঠিক আছে তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

পুরুষ ॥ এই নাও। এসো।

স্ত্রী ॥ না, আমি শোবো না এখন।

পুরুষ ॥ কেন ? একটু জিরিয়ে নাও। এর পরে তো আবার—কি আছে কপালে কে জানে ?

[স্ত্রী আরও অধৈর্য হয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলো, পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলো। তারপর

আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে শুলো। পুরুষ মাথার কাছে বসলো।]

মাথা ধরেছে ?

স্ত্রী ॥ একটু।

পুরুষ ॥ কপালটা টিপে দেবো ?

স্ত্রী ॥ দেবে ?

[পুরুষ কপালটা টিপে দিতে আরম্ভ করলো। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসলো।]

পুরুষ ॥ কি হোলো ?

[স্ত্রী অল্পক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনলো]

স্ত্রী ॥ আচ্ছা তোমাব কিছু মনে হচ্ছে না ?

পুরুষ ॥ কি ?

স্ত্রী ॥ একটা যেন—একটা যেন—কি একটা যেন আছে এই ঘরে—এই বাড়ীতে। ঐ বুড়ো—আর—এই সব—

[হাত দিয়ে চারপাশের নামহীন বস্তুগুলো দেখালো]

পুরুষ ॥ হ্যাঁ কেমন যেন অদ্ভুত !

স্ত্রী ॥ না না, অদ্ভুত নয়, অদ্ভুত নয়। অদ্ভুত লেগেছিল প্রথমে। কিন্তু এখন—এখন ঠিক—আমি বোঝাতে পারছি না।

পুরুষ ॥ কি বলো না ?

স্ত্রী ॥ মনে হচ্ছে যেন—সব কি রকম—সরে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে যেন। যা কিছু ধরছি, যা কিছু ধরেছিলাম—সব যেন কেমন পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে। পায়ের নিচের জমিটাও কেমন যেন সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

পুরুষ ॥ ও কিছু না। ক্লান্তি। তাছাড়া অনেকক্ষণ খা—(থেমে গেলো)।

স্ত্রী ॥ তা হবে। কিন্তু ক্লান্ত তো লাগছে না ? ববং উল্টো ! খুব বেশী—খুব বেশী জেগে থাকলে যেমন হয়। যেন এক সঙ্গে অনেক কিছু দেখছি, অনেক কিছু ভাবছি এক সঙ্গে, এতো বেশী এক সঙ্গে যে তাল রাখতে পারছি না।

পুরুষ ॥ বেশী ক্লান্ত হলে অনেক সময় ওরকম হয়।

স্ত্রী ॥ না না, তা নয়, তা নয়। আচ্ছা—তোমার কিছু মনে হচ্ছে না ?

পুরুষ ॥ আমার কি হচ্ছে শুনলে তো ভালো লাগবে না তোমার।

স্ত্রী ॥ কি হচ্ছে ?

পুরুষ ॥ সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

স্ত্রী ॥ ক্ষিদে ? (একটু ভেবে) আমার তো ক্ষিদে পাচ্ছে না ? বরং মনে হচ্ছে আর কোনোদিন না খেলেও কিছু হবে না।

[এ কিন্তু খোঁচা নয়। যেন ক্ষিদের মতো বাস্তব কিছু একটা খোঁজা—যাতে ভর করে ফেরা যায়। চেনা জগতে ফেরা যায়। কিন্তু খুঁজলেই কি পাওয়া যায় ?]

পুরুষ ॥ ও কিছু না। খেতে বসলে দেখবে ঠিক হয়ে গেছে। শুয়ে পড়ো।

স্ত্রী ॥ না, আর শোবো না।

[উঠে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে গিয়ে বৃদ্ধের মুখোমুখি হয়ে থেমে গেলো।]

বৃদ্ধ ॥ অন্যায় হয়ে গেছে। আপনার কাপড়ের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। বহুদিন পরে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি তো ?

[বৃদ্ধের হাতে একখানা শাড়ী। রঙীন এবং পাড সমেত।]

স্ত্রী ॥ বললেন যে—শুধু থান ধুতি আছে ?

বৃদ্ধ ॥ (অনুতপ্ত) অন্যায় হয়ে গেছে। ঠাট্টা করছিলাম। তার ফলে এতোক্ষণ আপনাকে ভিজে কাপড়ে থাকতে হোলো।

স্ত্রী ॥ কিন্তু কাপড় তো ভেজেই নি বলতে গেলে। যা ভিজেছিল তাও শুকিয়ে গেছে এতোক্ষণে। দরকার নেই ছাড়বার।

বৃদ্ধ ॥ আপনার দরকার না থাক, আমার আছে। নইলে অন্যায়টা রয়েই যায়। এমনিই ছাড়ুন না হয়। অনেকক্ষণ তো এক কাপড়ে আছেন।

[কাপড় ছাড়তে সত্যিই ইচ্ছে করছিল। কাপড়টা নিলো স্ত্রী।]

স্ত্রী ॥ কিন্তু কাপড় পেলেন কোথায় ? আপনি তো একা থাকেন বললেন ?

বৃদ্ধ ॥ (হেসে) চিরদিন একা থাকতাম বলি নি তো !

[কিন্তু আর প্রশ্ন করতে দেওয়া চলে না। পুরুষের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ।]

এই নিন।

[এক প্যাকেট সিগারেট]

পুরুষ ॥ সিগারেট ?

বৃদ্ধ ॥ আপনার সিগারেট তো শেষ। প্যাকেট ফেলে দিলেন।

পুরুষ ॥ আপনি কি সব কিছু খেয়াল করেন ?

বৃদ্ধ ॥ কই আর করতে পারি ? কাপড়টা দিলাম ঠিক সময়ে ?

পুরুষ ॥ কিন্তু—সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন বললেন যে ?

[বৃদ্ধকে অগত্যা স্ত্রীর দিকে ফিরতে হোলো]

বৃদ্ধ ॥ ঐ ঘরটায় চলে যান। এই দিক দিয়ে। একটা বাথরুম জাতীয় ঘর আছে—জল ধরা আছে বালতিতে। আলো জেলে রেখেছি, চলে যান।

[স্ত্রী চলে গেলো। বৃদ্ধ এসে বসলেন পুরুষের কাছে মজলিসী ভঙ্গীতে।]

তারপর—বলুন। কলকাতার খবর-টবর বলুন।

পুরুষ ॥ আমি ভাবছি—সিগারেট খান না তবু ঘরে সিগারেট রাখেন—ব্যাপারটা কি ?

বৃদ্ধ ॥ (হালছাড়া হেসে) না আপনি ভোলবার পাত্র না। ভেবেছিলাম চেপে যাবো। দুর্বলতা মশাই দুর্বলতা। দিন কয়েক হোলো আবার সুরু করে ফেলেছি। তবে খুব কম। দিন, একটা দিন না হয়।

[সিগারেট ধরালেন]

আপনি কলকাতায় চাকরী করেন ?

পুরুষ ॥ হ্যাঁ।

বৃদ্ধ ॥ গভর্নমেণ্টে ?

পুরুষ ॥ হ্যাঁ। পি-ডব্লিউ-ডি।

বৃদ্ধ ॥ এদিকে বেড়াতে এসেছিলেন ? ছুটিতে ?

পুরুষ ॥ হ্যাঁ। ওর খুব বেড়াবার শখ। তাই প্রতি পুজোতেই দিন কতক আর্নড্ লীভ নিয়ে বেরোই।

বৃদ্ধ ॥ এ দিকটা পুজোর সময়ে খুব ভালো। তবে বৃষ্টি হলে—দেখছেন তো কি অবস্থা ?

পুরুষ ॥ আর বলবেন না। আর ওর হয়েছে—রাস্তা ছেড়ে মাঠ ভাঙতে পেলে আর কিছু চায় না। একেবারে ছেলেমানুষ।

বৃদ্ধ ॥ ছেলেপুলে নেই আপনাদের, না ?

পুরুষ ॥ না।

বৃদ্ধ ॥ কেন, ছেলেপুলে চান না ?

পুরুষ ॥ না, মানে—ঠিক তা নয়—

বৃদ্ধ ॥ যাক ও কথা। বয়স হলে কৌতূহল অশিষ্ট হয়ে ওঠে। মাপ করবেন।

পুরুষ ॥ না না তাতে কি হয়েছে? এমন কিছু গোপন কথা নয়।

বৃদ্ধ ॥ আপনি সন্তান খুবই চান মনে হয়।

পুরুষ ॥ হ্যাঁ চাই। আমরা দুজনেই চাই—মানে—

বৃদ্ধ ॥ মানে দুজনেই চাইতেন, কিন্তু এখন উনি চান না?

পুরুষ ॥ না না, চাইবে না কেন? চায়, তবে—

বৃদ্ধ ॥ আপনি আগের চেয়ে বেশী চান, উনি আগের চেয়ে কম চান?

পুরুষ ॥ হ্যাঁ তাই। তাই বোধহয়।

বৃদ্ধ ॥ আপনি আগের চেয়ে বেশী চান কেন?

পুরুষ ॥ কি জানি? আমার মনে হয় ছেলেপুলে হলে ও একটু—একটু বদলাবে।

বৃদ্ধ ॥ কি রকম বদল?

পুরুষ ॥ ও যেন কেমন ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। একটুতেই মেতে ওঠে, একটুতেই দমে যায়। কিছুতেই যেন ঠিক করে মন বসাতে পারে না।

বৃদ্ধ ॥ কিছুতেই মানে—সংসারে?

পুরুষ ॥ হ্যাঁ সংসারেও বটে। সব কিছুতেই।

বৃদ্ধ ॥ সন্তান হলে এটা বদলে যাবে মনে করেন?

পুরুষ ॥ নিশ্চয়ই।

বৃদ্ধ ॥ সংসারে মন লাগবে?

পুরুষ ॥ লাগবে না?

বৃদ্ধ ॥ আপনার দিকেও মন লাগবে বেশী করে?

পুরুষ ॥ অ্যাঁ?

বৃদ্ধ ॥ না, কিছু না। আপনার স্ত্রী এখন কম চান কেন?

পুরুষ ॥ কম চায়—সেটা আমার ধারণা। হয় তো কি চায় ঠিক জানে না। ছটফট করে বেড়ায়, যা দেখে তাই নিয়ে খুব মেতে ওঠে, তারপর আবার ছেড়ে দেয়।

বৃদ্ধ ॥ বরাবরই এই রকম?

পুরুষ ॥ না, বরাবর নয়। ক'দিন ধরে একটু বেশী অস্থির দেখছি। কখন যে কি মেজাজে কি মুডে থাকবে—বোঝা মুস্কিল।

বৃদ্ধ ॥ (অল্প হেসে) চার সাড়ে আঠাশ ?

[বুড়ো কি এতোক্ষণ তার আজগুবি থিওরী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল নাকি ? নাঃ, এতো কথা হড়হড় করে বলা উচিত হয়নি। কিন্তু কি বলা যায় এখন ?]

ছেড়ে দিন ও কথা। ও একটা বাজে থিওরী আমার। একা থাকি তো, তাই আবোল তাবোল মাথায় আসে।

[বুড়োই বাঁচালো যা হোক]

কলকাতায় ফিরছেন কবে ?

পুরুষ ॥ সতেরোই—পরশু। আঠারোই জয়েন করতে হবে।

বৃদ্ধ ॥ আমি একটু বেশী কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছি, না ? আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ?

পুরুষ ॥ না না, তাতে কি হয়েছে ?

[এখন অতোটা খাবাপ লাগছে না তো বলেছে বলে ?]

বৃদ্ধ ॥ আপনাকে দেখে একটা কথা আমাব মনে হয়।

পুরুষ ॥ কি ?

বৃদ্ধ। আপনার দুটো পা শক্ত জমিব উপরে আছে। ফাঁকা ব্যাপারে আপনি গা ভাসান না।

পুরুষ ॥ (খুশী হয়ে) আমি মশাই চিরকালই প্র্যাক্টিক্যাল।

বৃদ্ধ ॥ খুব ভালো গুণ। প্র্যাক্টিক্যাল না হ'লে এই দুনিয়ায় চলে না।

পুরুষ ॥ ঠিক বলেছেন।

বৃদ্ধ ॥ আপনাব স্ত্রী যেদিন সেটা বুঝতে পাববেন, এখনকার চেয়ে অনেক শান্তিতে থাকবেন।

পুরুষ ॥ (উৎসাহিত) আমাবও তাই মনে হয়। আপনি এতো বেশী বোঝেন কি কবে ?

বৃদ্ধ। যে অন্ধ, তার স্পর্শেব অনুভূতি, শ্রবণেব অনুভূতি প্রখর হয়, জানেন তো ? আমি একা থাকি, অনিদ্রায় ভুগি। তাই বোধহয় আমার বোঝবার অনুভূতি বেশী।

পুরুষ ॥ অনিদ্রা থাকলে বেশী বোঝা যায় ?

বৃদ্ধ। সারা রাত্তির ঘুম না এলে মানুষ ভাবে। ভাবলে বোঝা যায়।

পুরুষ ॥ আপনি সারা রাত্তির জাগেন ?

বৃদ্ধ ॥ সারা রাত্তির সারা রাত্তির।

[স্ত্রী প্রবেশ করেছে, কাপড় বদলে]

স্ত্রী ॥ কি সারা রাত্তির ?

বৃদ্ধ ॥ সারারাত্তির সারারাত্তির
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি
দুই চোখ মেলে জেগেছি দেখেছি
তন্দ্রাবিহীন দুই চোখ মেলে
সারারাত্তির জেগেছি দেখেছি জেনেছি।

স্ত্রী ॥ (প্রায় ফিসফিস করে) কি জেনেছেন ?

বৃদ্ধ ॥ যা জানতে নেই। যা জানলে শান্তি নষ্ট হয়। সান্ত্বনা ধ্বসে পড়ে। স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায়।

স্ত্রী ॥ জানলে ?

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ, জানলে।
স্বপ্নে নরম স্নিগ্ধ ছবিকে
গুঁড়িয়ে দিয়েছি মাড়িয়ে দিয়েছি
জেগে-থাকা চোখে তাড়িয়ে দিয়েছি
যন্ত্রণাঘন খোলা দুই চোখে
সারারাত্তির দেখেছি জেনেছি মেনেছি।

স্ত্রী ॥ তারপর ?

বৃদ্ধ ॥ তারপর আর নেই।

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ আছে। নিশ্চয়ই আছে।

বৃদ্ধ ॥ থাকলেও এখন নয়। খিচুড়ি তৈরী। (পুরুষকে) আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসুন। কাপড় ছাড়বেন ?

পুরুষ ॥ না না।

বৃদ্ধ ॥ আসুন, এই দিকে।

[পুরুষ চলে গেলো]

স্ত্রী ॥ আপনি রাতে জেগে থাকেন কেন ?

বৃদ্ধ ॥ মাঝরাত্রে উঠে আপনি কেন জানলায় বসে থাকেন ?

স্ত্রী ॥ কে বললে ?

বৃদ্ধ ॥ কেউ বলে নি। আমার চার সাত্তে আঠাশের থিওরী। থাকেন কি না বলুন ?

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ থাকি। কেন থাকি জানি না।

বৃদ্ধ ॥ ভাবেন।

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ ভাবি। কি ভাবি জানি না।

বৃদ্ধ ॥ ভাবেন—এতোটা বয়েস হোলো—কি পেলাম? সত্যিই কিছু পেলাম কি?

[স্ত্রী বৃদ্ধের দিকে তাকালো। ভাবলো।]

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ ভাবি। আপনি কি সব জানেন?

বৃদ্ধ ॥ ঐ রকম মাঝরাত্তিরে আর কিছুদিন জানলায় বসে থাকলে আপনিও জানবেন।

স্ত্রী ॥ (আপন মনে) এখন বুঝতে পারছি।

বৃদ্ধ ॥ কি বুঝতে পারছেন?

স্ত্রী ॥ এখানে—এই ঘরে বসে—কি একটা যেন মনে হচ্ছিল। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। প্রথমে ভেবেছিলাম ভয়। ভয় ছিল প্রথমে। আপনাকে দেখবার আগে। ভয় নয়। ক্লান্তিও নয়। একটা অস্বস্তি—না অস্বস্তিও নয়। কি তা এখনো বলতে পারবো না। এখন শুধু বুঝতে পারছি—ঠিক ঐ রকম মনে হয় আমার, যেদিন মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়।—আচ্ছা, কি হয় বলুন তো?

বৃদ্ধ ॥ চিন্তা করেন।

স্ত্রী ॥ চিন্তা তো সব মানুষ সব সময়ে করছে।

বৃদ্ধ ॥ কে বললে?

স্ত্রী ॥ করছে না? সব সময়েই তো আমরা কিছু না কিছু চিন্তা করি।

বৃদ্ধ ॥ তাকে কি 'চিন্তা করা' বলে?

[স্ত্রী ভাবলো। তবে কি সারাদিন সে চিন্তা করে না? শুধু এক একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙে যখন? আর এইখানে, এই ঘরে? এই ছায়ায় আলোয় মেশা অবাস্তব বস্তুতে ঠাসা ঘরে?]

স্ত্রী ॥ কিন্তু চিন্তা করে তো কিছুই পাই না? বরং সারাদিন সারাজীবন যতো কিছু পেয়েছি—তাও যেন নেই বলে মনে হয়।

বৃদ্ধ ॥ মনে হয়? তবু বলছেন চিন্তা করে কিছু পান না?

স্ত্রী ॥ (আপন মনে) এখন যেন রঞ্জনের কথা খানিকটা বুঝতে পারছি।

বৃদ্ধ ॥ (নীরস কণ্ঠে) রঞ্জনের কথা এখন থাক।

স্ত্রী ॥ রঞ্জনকে আপনি চেনেন?

বৃদ্ধ ॥ মনে হচ্ছে চিনি। সে কে তা জানি না। তার চেহারা কি রকম জানি না।

স্ত্রী ॥ তবে?

বৃদ্ধ ॥ এখন যার কথা আপনি 'খানিকটা বুঝতে পারছেন'—তাকে চিনি; সে আমার উত্তরপুরুষ। আমি হয়েছি, সে হবে। আমি জেনেছি, সে জানবে। আমি জেগে থাকি, সে জেগে থাকবে। তার কথা এখন থাক।

স্ত্রী ॥ কেন?

[বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। জ্বালাধরা দুই চোখ রাখলেন স্ত্রীর মুখের উপর।]

বৃদ্ধ ॥ কেন? জেগে থাকতে চান? জেগে থাকা মানে কি—তা জানেন? সারা রাত্তির জেগে থাকা?

স্ত্রী ॥ (অস্ফুট স্বরে) কি?

[বৃদ্ধ প্রশ্নটা শুনলেন কিনা বলা শক্ত। তাঁর চোখ এখন অন্যদিকে।]

বৃদ্ধ ॥ সা—রা—রা—ত্তি—র

সারারাত্তির প্রহরে প্রহরে

দণ্ডে দণ্ডে পলে অণুপলে

কতো অর্বুদ অণু পরমাণু

তিলে তিলে মিশে একটি রাত্রি বেঁধেছে।

অন্ধকারের দীর্ঘ সুতোয়

চূর্ণ চূর্ণ কণিকা কণিকা

কতো মুহূর্ত মুহূর্তমালা গেঁথেছে।

[চোখ ফিরে এলো স্ত্রীর দিকে]

জেগে-থাকা চোখ মেলে-রাখা চোখ

ঘুমের বিরামে বঞ্চিত চোখ

জ্বালাধরা দুটো নির্মম চোখ

স্বপ্ন-কোমল ধবল অঙ্গে

দৃষ্টি-কঠিন চাবুকের দাগ পেতেছে।

[বৃদ্ধ থামলেন]

স্ত্রী ॥ তারপর?

বৃদ্ধ ॥ তারপর? কিছু নেই। তার পরেও কিছু নেই। আগেও কিছু নেই। শুধু কথা। কথা, কথা, কতকগুলো কথা, কি হবে শুধু কতকগুলো কথা দিয়ে, বলুন?

[শেষ প্রশ্নটা পুরুষকে। সে যে এসেছে, এ যেন বৃদ্ধ জানতে পারলেন মাথার পেছনের দুটো চোখ দিয়ে।]

পুরুষ ॥ কি কথা?

বৃদ্ধ ॥ সব বাজে কথা মশাই। বিলকুল বাজে কথা। খিচুড়ি প্রস্তুত, আসতে আজ্ঞা হোক।

[থিয়েটারী ভঙ্গীতে বৃদ্ধ ভিতরের পথে আহ্বান জানালেন। পুরুষ ও স্ত্রী বেরুলো। বৃদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, সামনে অনেকদূরে চোখ রেখে। হাত রাখলেন এক অনির্দিষ্ট বস্তুর ছায়ায়। ঠিক করে ঘরের আলো নিভে গেলো। পর্দা নেমে এলো আস্তে আস্তে। বৃদ্ধের প্রস্থান দেখা গেলো না।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

....

[পর্দা সরলো অন্ধকারেই। বেরুবার আগে বৃদ্ধ যেখানে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, এবারেও ঠিক সেইখানে সেইভাবে দাঁড়িয়ে। সেবারে আলো নিভিয়েছিলেন, এবার জ্বাললেন।]

বৃদ্ধ ॥ আসুন।

[পুরুষ আর স্ত্রী এলো ঘরের ভিতর]

পুরুষ ॥ উঃ, খাওয়াটা বড়ো বেশী হয়ে গেলো। দারুণ রাঁধেন আপনি!

বৃদ্ধ ॥ রান্নার গুণ নয়, প্রয়োজনের গুণ। চায়ের প্রয়োজন ছিল—চা ভালো লেগেছিল। খাদ্যের প্রয়োজনে অন্তরাত্মা হাহাকার করছিল, তাই আমার রাঁধা খিচুড়িও দারুণ লাগলো।

স্ত্রী ॥ আমার তো ক্ষিদেয় অন্তরাত্মা হাহাকার করছিল না? আমি অতো খেলাম কি করে?

বৃদ্ধ ॥ কই আর খেলেন?

স্ত্রী ॥ খাইনি, বাঃ? তিনবার খিচুড়ি নিয়েছি আমি! খাবার সময়ে তো খেয়াল ছিল না, এখন ভাবছি কি করে এতটা পথ হাঁটবো।

বৃদ্ধ ॥ হাঁটবেন কেন?

স্ত্রী ॥ ফিরতে হবে না?

পুরুষ ॥ দশটা দশ।

বৃদ্ধ ॥ একটা কথা বলা হয়নি আপনাদের। খাওয়ার আগে বলে শান্তি ভঙ্গ করতে ইচ্ছে করলো না।

পুরুষ ॥ কি কথা?

বৃদ্ধ ॥ আসবার পথে একটা নদী পার হয়েছিলেন মনে আছে?

পুরুষ ॥ নদী? কই না তো?

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—একটা নালা-মতো ছিল বটে।

পুরুষ ॥ কোন্‌টা?

স্ত্রী ॥ ঐ যে একটা মাটি ফেলা বাঁধের মতো ছিল না? বাঁধে নামতে গিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম একবার?

পুরুষ ॥ ও, ঐ নালাটা!

বৃদ্ধ ॥ ঐ নালাটা এতোক্ষণে নদী হয়েছে। বাঁধ এখন পাঁচ হাত জলের নীচে। সাঁতরে পার হ'তে পাবেন, তবে ঐ স্রোতে অতি বড়ো সাঁতারুও চট করে নামতে ভরসা পাবে না।

পুরুষ ॥ পোল নেই কাছাকাছি?

বৃদ্ধ ॥ সব চেয়ে কাছের পোলটা মাইল পঁচিশ হবে।

[অল্পক্ষণ কথা বন্ধ]

পুরুষ ॥ তা হ'লে?

বৃদ্ধ । তা হ'লে এখানে রাত্রি যাপন। আর কোনো উপায় নেই।

স্ত্রী ॥ কিন্তু—

বৃদ্ধ ॥ কিন্তু কি?

স্ত্রী ॥ আপনার অসুবিধে—

বৃদ্ধ ॥ অসুবিধে আমার নয়—আপনাদের। চাদর বালিশ যে কটা আছে তাই দিয়ে বিছানা জাতীয় একটা কিছু হয়তো করে দিতে পারি, কিন্তু ঘুমোতে পারবেন কিনা জানি না।

পুরুষ ॥ কেন?

বৃদ্ধ ॥ ঘুমোনো যায় না এ বাড়ীতে। তবু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নদীর স্রোত নিরীক্ষণ করার চেয়ে ভালো। এ ঘরটা আর কিছু না হোক—শুকনো।

পুরুষ ॥ কি করবে?

স্ত্রী ॥ আমি কি বলবো? তুমি ঠিক করো।

বৃদ্ধ ॥ পরামর্শ করে ঠিক করবার সান্ত্বনা হয়তো পেতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় যা ঠিক করবার প্রকৃতি ঠিক করে রেখেছে।

পুরুষ ॥ কাল কিন্তু ভোরবেলা বেরিয়ে পড়তে হবে। পরশু সকালে গাড়ী—বাঁধা ছাঁদা বিস্তর কাজ বাকি।

বৃদ্ধ ॥ কালকের কথা কাল হবে। আজ এবং কালকের মাঝখানে যা আছে, সেইটাই এখন বড়ো কথা।

পুরুষ ॥ কি?

বৃদ্ধ ॥ রাত্তির। সারা রাত্তির। দশটা দশ থেকে পাঁচটা দশ। সাত ঘণ্টা।

পুরুষ ॥ (ঘড়ি দেখে) দশটা পনেরো এখন।

[ঘড়ি পুরুষের জীবনের একটা বড়ো অংশ। নিজের ঘড়ির সময় প্রায় নিজের কথার মতো নির্ভুল মনে করে সব পুরুষ।]

বৃদ্ধ ॥ পাঁচ মিনিট কমলো। এখনো চারশো পনেরো মিনিট বাকি।

স্ত্রী ॥ আপনি রাত্রিকে খুব ভয় করেন, না?

বৃদ্ধ ॥ ভয়? না। ভয় আগে করতাম। এখন সয়ে গেছে। এখন রাত্রি জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। নেশার মতো।

পুরুষ ॥ আচ্ছা ঘুমের ওষুধ খেয়েও কিছু হয় না?

বৃদ্ধ। ঘুমের ওষুধ আর খাই না। খাবার দরকার হয় না।

পুরুষ ॥ একেবারে না ঘুমিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে?

বৃদ্ধ ॥ জানি না। বোধহয় পারে না। বসুন, দেখি কি যোগাড় করা যায়।

[বৃদ্ধ ছায়ার আড়ালে হারিয়ে গেলেন]

পুরুষ ॥ আচ্ছা ভোগান্তি হোলো যা হোক আজ।

স্ত্রী ॥ ভোগান্তি আর হোলো কোথায়? এ বাড়ীটা না পেলে কি হোতো ভাবতে পারছো?

পুরুষ। তা ঠিক। বুড়োর মাথায় ছিট থাক আর যাই থাক, লোক অত্যন্ত ভালো। বিদেশে অবশ্য বাঙ্গালী মাত্রেই একেবারে অন্যরকম। চেনাই যায় না।

স্ত্রী ॥ তবে বিদেশেই চাকরী খোঁজো।

পুরুষ ॥ কেন?

স্ত্রী ॥ অন্যরকম হওয়া যাবে।

পুরুষ ॥ সে আবার কি ?

স্ত্রী ॥ কিছু না। তোমার ঘুম পাচ্ছে ?

পুরুষ ॥ ঘুম তো পাচ্ছে। কিন্তু বললো যে ঘুমোনো যাবে না এখানে ? তার মানে মশা কিংবা ছারপোকা কিছু একটার উৎপাত আছে নিশ্চয়ই।

[স্ত্রীর হঠাৎ মনে পড়লো একটা কথা]

স্ত্রী। এই তুমি বেরুবার সময়ে ঘরের জানলাটা বন্ধ করেছিলে ?

পুরুষ ॥ আমি কখন করলাম ? আমি তো তোমার আগে ঘর থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম ! তুমি বন্ধ করো নি ?

স্ত্রী ॥ একদম ভুলে গেছি। যা তাড়া লাগালে তুমি ! তালাচাবি হাতে ক'রে বাইরে দাঁড়িয়ে—

পুরুষ ॥ আমার দোষ হোলো ? এই হয়ে গেছে এই হয়ে গেছে—বলতে বলতে আধঘণ্টা কাটিয়ে দিলে তুমি—

স্ত্রী ॥ ঘর বোধ হয় ভেসে গেছে জলে !

বৃদ্ধ ॥ কি ভেসে গেলো ?

[বৃদ্ধ এসেছেন। হাতে কাঁথা চাদর বালিশ।]

স্ত্রী ॥ আমাদের ঘর। জানলাটা বন্ধ করা হয় নি।

বৃদ্ধ ॥ ঘর কি অতো সহজে ভেসে যায় ? ঘর অতি পোক্ত পদার্থ, অতি বড়ো দুর্যোগেও ভাসতে চায় না।

পুরুষ ॥ আপনি সব কিছুতেই একটা কাব্যিক অর্থ বার করে ফেলেন দেখছি।

বৃদ্ধ ॥ কাব্যিক অর্থ মিথ্যে নয়। বরং বেশী সত্যি। বেশী সত্যি বলেই বিশ্বাস হতে চায়না সহজে।

[বৃদ্ধ বিছানা পাততে সুরু করলেন। স্ত্রী সাহায্য করতে লাগলো।]

এই যে আপনাদের সাত বছরের ঘর। যত বড়ো দুর্যোগই আসুক, এ কি সহজে ভাসবে ?

স্ত্রী ॥ (হেসে) দুর্যোগ তো কখনো আসেনি। কি করে জানবো ?

পুরুষ ॥ (দৃঢ় বিশ্বাসে) দুর্যোগ আসবে না। এলেও কিছু হবে না।

বৃদ্ধ ॥ (স্ত্রীকে হঠাৎ) আপনার রাত্রে দাঁত মাজার অভ্যাস আছে ?

[বুড়ো কি সব কিছুই ভাবে !]

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ, আছে, কিন্তু—

বৃদ্ধ ।। যান, চলে যান, আপনি তো সব চিনে গেছেন এ বাড়ীর। টুথব্রাশ অবশ্য দিতে পারবো না, আঙুল দিয়ে মাজতে হবে। টুথপেস্ট রয়েছে বাথরুমে।

স্ত্রী ।। টুথপেস্ট আছে? কই দেখলাম না তো মুখ ধোবার সময়ে?

বৃদ্ধ ।। এই মাত্র রেখে এসেছি। দেখুন গিয়ে।

[স্ত্রী চলে গেলেন]

কি বলছিলেন আপনি?

পুরুষ ।। কি বলছিলাম?

বৃদ্ধ ।। বলছিলেন—দুর্যোগ আসবে না, এলেও কিছু হবে না।

পুরুষ ।। কি দুর্যোগ আসতে পারে বলুন? আমি তো কিছু ভেবে পাই না।

বৃদ্ধ ।। কতো কি ঘটতে পারে। দুটো মানুষ। দুটো আলাদা মানুষ, আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী, আলাদা চিন্তাধারা।

পুরুষ ।। ভুল করছেন। এই সাত বছর আমরা এক সঙ্গে আছি। শ্রেফ আমরা দু'জন—আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক কম। ওর সব কিছু আমি জানি। আমার সব কিছু ও জানে। প্রতি ব্যাপারে আমরা পরস্পরের উপরে নির্ভর করি।

বৃদ্ধ ।। কখনো কিছু ঘটে নি?

পুরুষ ।। ঘটবে না কেন? ঝগড়া ঝাঁটি রাগ অভিমান—সব কিছুই হয়। কিন্তু সে সব উপরের জিনিস। ভিতরে এমন একটা কিছু আছে যাতে দাগ পড়ে না।

বৃদ্ধ ।। কি সেটা?

পুরুষ ।। আমি ওকে অসম্ভব ভালোবাসি। ওকে ছাড়া আমার চলে না এক মুহূর্তও। ওরও আমাকে ছাড়া চলে না।

বৃদ্ধ ।। এবং উনিও আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসেন?

পুরুষ ।। নিশ্চয়ই বাসে।

বৃদ্ধ ।। তারপর?

পুরুষ ।। তারপর কি?

বৃদ্ধ ।। ভালোবাসলেই সব কিছু হয়ে গেলো? আর কিছু নেই?

পুরুষ ।। আর কি থাকতে পারে?

বৃদ্ধ ।। চেনা? জানা? বোঝা?

পুরুষ ।। বললাম তো—আমার সব কথা ও জানে, ওর সব কথা—

বৃদ্ধ ॥ আপনি জানেন। কিন্তু আজ অবধি আপনাদের কারো জীবনে না-জানাবার মতো কোনো ঘটনা ঘটেছে ?

পুরুষ ॥ যদি ঘটে, তাহলেও অজানা থাকবে না।

বৃদ্ধ ॥ আপনি রাত্রে সাধারণতঃ ক'ঘণ্টা ঘুমোন ?

পুরুষ ॥ অ্যাঁ ?

বৃদ্ধ। মাপ করবেন। বয়স হয়েছে, কথাবার্তাগুলোর সঙ্গতি কমে গেছে। আজকে তো ঘুমের বেশ খানিকটা ব্যাঘাত হবে, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

পুরুষ ॥ ঘুমোই ঘণ্টা আস্টেক। তা একদিন কম হ'লে কি আর মরে যাবো ?

বৃদ্ধ ॥ আট ঘণ্টা। আপনার স্ত্রী ক'ঘণ্টা ঘুমোন বলতে পারেন ?

পুরুষ ॥ তা কি ক'রে বলবো ? ঐ রকমই হবে। কিছু কম হবে। সকালে ও চা করে আমার ঘুম ভাঙায়।

বৃদ্ধ ॥ ধরুন, সাত সাড়ে সাত ?

পুরুষ ॥ তা হবে।

বৃদ্ধ ॥ আপনি কখনো মাঝরাতে উঠে দু'ঘণ্টা জেগে বসে থাকেন না তো ?

পুরুষ ॥ মাঝরাতে ? কোন্ দুঃখে ?

বৃদ্ধ ॥ আপনার স্ত্রী ?

পুরুষ ॥ কি বলছেন আপনি ? মাঝরাতে উঠে বসে থাকবে কেন ?

বৃদ্ধ ॥ এই দেখুন ! অন্ধ সবাইকে অন্ধ ভাবে। আমি ঘুমোতে পারি না তো, তাই ভাবি কেউই বুঝি ঘুমোয় না।

[স্ত্রীর প্রবেশ]

কোনো অসুবিধে হয়নি ?

স্ত্রী ॥ অসুবিধে কি হবে ? আপনি তো সব কিছু বুঝে নিয়ে একেবারে নিজের বাড়ীর মতো করে দিচ্ছেন।

পুরুষ ॥ তবে আমিও দাঁতটা মেজেই আসি।

বৃদ্ধ ॥ নিশ্চয়ই। (স্ত্রীকে) এই দেখুন। আপনার স্বামীরও যে রাত্রে দাঁত মাজার অভ্যেস থাকতে পারে—সেটা তো মাথায় আসেনি !

পুরুষ ॥ (হেসে) সেটা আপনার দোষ নয়। আমি রোজ মাজি না।

[পুরুষের প্রস্থান]

বৃদ্ধ ॥ আপনাদের স্বামী-স্ত্রীতে খুব মিল। আমার বড়ো ভালো লাগছে দেখে।

স্ত্রী ॥ কিসে মিল দেখলেন? রাত্রে দাঁত মাজায়?

[বৃদ্ধ হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন—সেই প্রাণখোলা হাসি।]

বৃদ্ধ। না না, দাঁত মাজাটা কিছু নয়।

স্ত্রী ॥ তবে?

বৃদ্ধ ॥ আপনার স্বামী আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসেন।

স্ত্রী ॥ তা বাসে। আমাকে ছাড়া ও থাকতে পারে না। ওর তো আত্মীয় বলতে কেউ নেই আর।

বৃদ্ধ ॥ আপনার স্বামী ভাগ্যবান পুরুষ। শুধু যদি একটি সন্তান থাকতো আপনাদের।

স্ত্রী ॥ (অল্প তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) কেন বলুন তো?

বৃদ্ধ ॥ কেন, আপনি সন্তান চান না?

স্ত্রী ॥ (একটু থেমে) না, এখন চাই না।

বৃদ্ধ ॥ কেন?

স্ত্রী ॥ চাইবো কেন?

বৃদ্ধ ॥ সারাদিন একা বাড়ীতে ব'সে থাকেন, ভালো লাগে?

স্ত্রী ॥ সারাদিন তো বাড়ীতে ব'সে থাকি না? আমিও তো চাকরী করি।

বৃদ্ধ ॥ চাকরীটা কি একটা বড়ো কথা হোলো?

স্ত্রী ॥ (অল্প থেমে) হ্যাঁ। আমার কাছে। টাকার জন্যে নয়। চাকরীটা আমার ভালো লাগে। ওটা আমি ছাড়তে চাই না।

বৃদ্ধ ॥ তা হ'লে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু আপনার স্বামীও কি তাই ভাবেন?

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ, ও-ও তাই ভাবে। ও বলে—বেশ আছি দু'জনে, কোনো ঝক্কি ঝামেলা নেই।

বৃদ্ধ ॥ তবে তো আর কোনো প্রশ্নই নেই। আপনারা যদি নিজেরাই পরস্পরের সব অভাব মেটাতে পারেন, কি হবে আর তৃতীয় ব্যক্তি?

[স্ত্রী হঠাৎ ফিরে একদৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইলো]

কি?

স্ত্রী ॥ (ধীরে ধীরে) আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি ঠাট্টা করছেন কি না।

বৃদ্ধ ॥ ঠাট্টা করবো কেন? কি আশ্চর্য!

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ সত্যি। ঠাট্টা করবেন কেন? কিন্তু তবু মনে হচ্ছে আপনি একটা কিছু টেনে বার করে আনতে চাইছেন। অনেক ভিতর থেকে। অনেক নীচ থেকে।

বৃদ্ধ ॥ কি?

স্ত্রী ॥ জানি না কি। একটা কিছু যা আমরা কেউ জানি না, কেউ জানতাম না,—কিন্তু আছে। কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনি যেন খুঁজে খুঁজে দেখছেন। বার করে আনতে চাইছেন। আমাদের দেখাতে চাইছেন।

[স্ত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের মুখের হাসি চোখের কৌতুক মুছে যেতে লাগলো। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেঙে পড়তে লাগলো মুখের প্রতিটি মাংসপেশী। গভীর হয়ে কেটে বসে যেতে লাগলো মুখের প্রতিটি রেখা।]

কি? কি সেটা? কি আছে ভিতরে? আপনি জানেন। নিশ্চয়ই জানেন। বলুন কি সেটা?

বৃদ্ধ ॥ (প্রায় আর্তকণ্ঠে) না, জানি না। আমি জানি না। বিশ্বাস করুন—আমি জানি না।

[কিন্তু স্ত্রী নির্মম। বৃদ্ধের দুর্বল অস্বীকার ছাপিয়ে তার তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা চলতে লাগলো।]

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ জানেন। নিশ্চয়ই জানেন। আপনি সব জানেন। কেন একবারে বলছেন না? কেন অল্পে অল্পে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখাচ্ছেন?

বৃদ্ধ ॥ আমি জানি না।

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ জানেন। কি জেনেছেন আপনি? আমিও জানবো।

বৃদ্ধ ॥ (প্রায় চীৎকার করে) না!

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ জানবো। এ আমাদের কথা, আমার জানবার অধিকার আছে।

বৃদ্ধ ॥ বলছি তো নেই! কিছু নেই জানবার!

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ আছে!

বৃদ্ধ ॥ কে বলেছে আছে?

স্ত্রী ॥ আপনি বলেছেন। আপনার প্রতিটি কথা প্রতিটি হাসি দিয়ে বলেছেন।

বৃদ্ধ ॥ কেন এলে তুমি এ বাড়ীতে? কেন এলে তোমরা? কেন নেমেছিলে

রাস্তা ছেড়ে মাঠে? আমি তো একা ছিলাম। আমার নিজের জানা নিয়ে, আমার নিজের সারারাত্তির নিয়ে, আমার নিজের দুটো খোলা চোখ নিয়ে! কেন এসেছো তোমরা?

[স্ত্রীর উদগ্র প্রশ্ন হঠাৎ শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়লো। একরাশ অবসাদ নিয়ে বসে পড়লো সে।]

স্ত্রী ॥ জানি না কেন এসেছি। আপনি শান্ত হোন। আপনাকে বলতে হবে না।

[বৃদ্ধ চেয়ে রইলেন স্ত্রীর দিকে]

আপনাকে বলতে হবে না। কিন্তু আমি জানবো। এই ঘরে বসে, এই রাত্রে আমি জানবো। সারা রাত্তির জেগে থেকে জানবো।

বৃদ্ধ ॥ না! এ ঘরে তোমরা থাকবে না। তোমাদের বিছানা আমি অন্য ঘরে করে দিচ্ছি।

[দু' হাতে সাপটে বিছানা তুলতে লাগলেন। স্ত্রী লাফিয়ে উঠে বৃদ্ধের বাহু চেপে ধরলো।]

স্ত্রী ॥ কেন?

বৃদ্ধ ॥ (রূঢ়স্বরে) আমার হুকুম। এটা আমার বাড়ী। এ আমার ঘর! ছেড়ে দাও আমাকে!

[বিছানার বোঝা ছিনিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে বসলো। তারপর হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হেরে যেতে যেতে জিতবার পথ খুঁজে পাবার এক হাসিতে উজ্জ্বল। উঠে ঘুরতে লাগলো নামহীন বস্তুগুলির ছায়ায় ছায়ায়। আলতো করে হাত বুলিয়ে যেন মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলো অনেকদিনের চেনা একটা ঘর। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে জানলায় বসে মনে করবার চেষ্টা করেছে কত্তোদিন সেই স্বপ্ন—যে স্বপ্ন ঘুম ভাঙিয়েছে। কি ছিল সে স্বপ্ন? এই ঘর? এই অনামী অবাস্তব গৃহসজ্জা? এই আলোয় ছায়ায় মেশা অশান্ত অনুভূতি? পুরুষ এলো ঘরে।]

পুরুষ ॥ বুড়ো চলে গেছে?—একি! বিছানা কোথায় গেলো?

স্ত্রী ॥ নিয়ে গেছে।

পুরুষ ॥ নিয়ে গেছে? সে কি?

স্ত্রী ॥ এ ঘরে আমাদের থাকা হবে না। অন্য ঘরে বিছানা পাতছে।

পুরুষ ॥ তাই বলো। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

স্ত্রী ॥ কিসের ভয়?

পুরুষ ॥ বুড়োর তো মাথার ঠিক নেই। হয়তো বলে বসলো—থাকতে হবে না এখানে—বেরোও!

স্ত্রী ॥ বললে আর কি হবে? বেরিয়ে যাবো।

পুরুষ ॥ বেরিয়ে যাবে? বেরিয়ে কোথায় যাবে শুনি? শুনলে না নদীর বাঁধ ডুবে গেছে?

স্ত্রী ॥ যদি এ বাড়ীটা না থাকতো? যদি এত খাতির করে না রাখতো?

পুরুষ ॥ যদি তালগাছটা বেগুনগাছ হতো! যদি আমরা মানুষ না হয়ে জন্তু হতাম! এসব কথার কোনো মানে আছে?

স্ত্রী ॥ এ বাড়ীটারই কি কোনো মানে আছে?

পুরুষ ॥ কাব্য রেখে ব্যাপারটা কি হয়েছে বলো দেখি? কোথায় বিছানা হচ্ছে?

স্ত্রী ॥ জানি না। অন্য কোনো ঘরে।

পুরুষ ॥ যে ঘরেই হোক, এ ঘরের চেয়ে ভালো। এমন জঞ্জাল আর কোনো ঘরে নেই বাবা।

[বৃদ্ধ এসেছেন। সংযত।]

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ এ ঘরটায় বড়ো জঞ্জাল। তাই যে ঘরে বসে আমরা খেলাম, সেই ঘরে বিছানা করে দিলাম।

পুরুষ ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে) না না জঞ্জাল কোথায়? এখানেই তো বেশ থাকতাম। আপনি কেন আবার অসুবিধে করে—

বৃদ্ধ ॥ অসুবিধে কার?

পুরুষ ॥ আপনার অসুবিধে—

বৃদ্ধ ॥ ঠিক উল্টো। রাত্রে সাধারণতঃ আমি এই ঘরেই থাকি।

পুরুষ ॥ এই ঘরে? আপনার বিছানা কই? সব আমাদের দিয়ে দিলেন নাকি?

বৃদ্ধ ॥ আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন—আমি রাত্রে ঘুমোই না।

পুরুষ ॥ হ্যাঁ, না, কিন্তু—শোবেন তো?

বৃদ্ধ ॥ শুইও না। ও বিছানাটা অকেজো পড়ে থাকে। ঐ শাড়ীটার মতো। আরও বহু অকেজো জিনিসের মতো। এ বাড়ির খুব কম জিনিসই আমার কাজে লাগে।

পুরুষ ॥ এতো অকেজো জিনিস জমিয়ে রাখেন কেন ?

বৃদ্ধ ॥ ফেলবার উপায় নেই আমার। কোনো কিছু ফেলবার উপায় নেই, ভোলবার উপায় নেই। এ সব বোঝা। আমার বোঝা। এই বোঝা বয়ে যেতে হবে যে আরও কতো ক—তো দিন—(হঠাৎ স্বর বদলে) যান শুয়ে পড়ুন গে। ঘুম পেয়েছে নিশ্চয়ই খুব।

পুরুষ ॥ তা পেয়েছে।

স্ত্রী ॥ আমার পায় নি।

বৃদ্ধ ॥ (আদেশের স্বরে) তবু শুয়ে পড়ুন। অনেক ধকল গেছে আজ।

স্ত্রী ॥ যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলবেন ?

বৃদ্ধ ॥ (প্রায় ভয়ে) না না, আর কথা নয়, অনেক রাত হয়ে গেছে—

স্ত্রী ॥ একটা কথা শুধু—

পুরুষ ॥ আচ্ছা কেন ওঁকে বিরক্ত করছো ?

স্ত্রী ॥ (কর্ণপাত না করে) আপনি এ ঘরে প্রথম বিছানা করেছিলেন কেন ?

বৃদ্ধ ॥ (একটু থেমে) শুনতে চান ?

স্ত্রী ॥ বলুন না ?

বৃদ্ধ ॥ স্বার্থপরতা। রোজ আমি একা জাগি, ভেবেছিলাম—আপনাদেরও জাগিয়ে রাখবো। কথা বলবো সারা রাত।

পুরুষ ॥ ইয়ে, আপনার যদি ইচ্ছে হয়—রাত জেগে গল্প করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

[প্রায় শহীদ হয়ে ভদ্রতা করার চেষ্টা করে পুরুষ। মনে ভয়—পাছে বুড়ো রাজী হয়ে যায়।]

বৃদ্ধ ॥ (মৃদু হেসে) না, আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। অনেক কথা বলা হয়েছে আজ অনেকদিন পরে। বাকী রাতটা আমি একা থাকতে চাই।

স্ত্রী ॥ ইস, আর একটু ভদ্রভাবে তাড়াতে পারতেন !

[বৃদ্ধের চোখের কৌতুক কি স্ত্রীর চোখে জমা হচ্ছে ?]

পুরুষ ॥ আঃ কি বলছো কি ? চলো—

স্ত্রী ॥ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে কি এতোই খারাপ লাগলো ?

বৃদ্ধ ॥ না, বরং খুব ভালো লাগলো।

স্ত্রী ॥ তবে তাড়াচ্ছেন কেন ?

বৃদ্ধ ॥ আপনি বোধ হয় ভাবছেন—আমি বিরাট স্বার্থত্যাগ করছি আপনাদের ঘুমোতে দিয়ে, তাই না ? এবং আপনি বিশ্রাম ত্যাগ করে—

স্ত্রী ॥ একটু আগে তো 'তুমি' বলছিলেন। এখন আবার আপনি সুরু করলেন কেন?

[স্ত্রীর কণ্ঠে প্রায় চটুলতা। পুরুষ অবাক হলো একটু। বৃদ্ধ সতর্ক।]

বৃদ্ধ ॥ হঠাৎ বলে ফেলেছি। আমার বয়সটা বিবেচনা করে মার্জনা করবেন।

পুরুষ ॥ না না, কি বলছেন? আমাকেও তুমি বলবেন—

স্ত্রী ॥ কতো বয়স আপনার?

পুরুষ ॥ আরে?

স্ত্রী ॥ বলুন না!

বৃদ্ধ ॥ আপনিই বলুন না?

স্ত্রী ॥ ছয় সাত্তে বিয়াল্লিশ। হয়েছে?

বৃদ্ধ ॥ না, হয় নি।

স্ত্রী ॥ তবে? পঁয়ত্রিশ? আঠাশ?

বৃদ্ধ ॥ (পুরুষকে) কটা বাজে?

পুরুষ ॥ দশটা—চৌত্রিশ।

বৃদ্ধ ॥ ঐ যাঃ! আপনাদের ঘরে খাবার জল রাখা হয় নি।

[অদৃশ্য হয়ে গেলেন]

পুরুষ ॥ আচ্ছা কি আরম্ভ করেছো কি? বুড়ো মানুষের সঙ্গে—

স্ত্রী ॥ কে বুড়ো মানুষ?

পুরুষ ॥ বুড়ো মানুষ না? কি মানে হয় ওরকম ছ্যাবলামি করবার?

স্ত্রী ॥ কি মানে হয়—তুমি বুঝবে না।

পুরুষ ॥ বোঝবার কিছু থাকলে তো বুঝবো?

স্ত্রী ॥ তুমি যা কিছু বোঝো না, তাতেই বোঝবার কিছু থাকে না!

পুরুষ ॥ (অল্প চটে) কি বোঝবার আছে শুনি?

স্ত্রী ॥ অনেক কিছু বোঝবার আছে। অনেক কিছুই বোঝো না তুমি।

পুরুষ ॥ (বিরক্ত হয়ে) বুঝি না তোমার পাগলামি!

স্ত্রী ॥ তবে আমাকেও বোঝো না।

[স্ত্রীর এ কথা যেন শুধু কথার পিঠে কথা নয়। এ যেন অনেক ভিতরের, অনেক দিনের জমে থাকা কথা। জবাব

দিতে গিয়ে পুরুষ থেমে গেলো। বৃদ্ধের কোনো কথা যেন মনে পড়ে গেলো তার।]

পুরুষ ॥ তোমাকে—বুঝি না ?

স্ত্রী ॥ না, বোঝো না। বুঝতে চাও না। বুঝতে চাও নি কোনোদিন।

পুরুষ ॥ বুঝতে চাই নি ?

স্ত্রী ॥ না চাও নি। যা কিছু বলতে চেয়েছি, ছেলেমানুষী বলে পাগলামি বলে থামিয়ে দিয়েছো।

পুরুষ ॥ ছেলেমানুষী করেছো তাই থামিয়ে দিয়েছি। যদি ছেলেমানুষী ছেড়ে একটু বড়ো হবার চেষ্টা করতে তা হলে তুমিও অনেক কিছু বুঝতে পারতে।

স্ত্রী ॥ তার মানে ?

পুরুষ ॥ তুমি জানো আমার সব কথা ? তুমি খবর রাখো, আমি কি চাই না চাই ?

[এ সব কি কথা ? এ সব তো বলবার কথা নয় ? এরা যে পরস্পরের সব কিছু জানে চেনে বোঝে ! এ সব তবে কি কথা ! এ কথা থামা দরকার। থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। পুরুষের কথা শেষ হবার আগেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছে।]

বৃদ্ধ ॥ (আদেশের স্বরে) না, এ ঘরে আর নয়। এ ঘরে থাকলেই কথা হবে, কথা বাড়বে।

স্ত্রী ॥ (প্রায় অশিষ্টভাবে) বাড়ুক না। আপনার তাতে কি ?

পুরুষ ॥ আঃ কি হচ্ছে ?

বৃদ্ধ ॥ আমার অনেক কিছু।

স্ত্রী ॥ কি অনেক কিছু ? বলুন না শুনি ?

[প্রায় রুখে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী। এ ভঙ্গী পুরুষ চেনে না। থমথমে একটা নীরবতা খানিকক্ষণ। বৃদ্ধ চোখ রাখলেন স্ত্রীর চোখে। তারপর সে চোখ চলে গেলো অন্যদিকে, ঘরের প্রতিটি কোণে। অনেক দূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগলো।]

বৃদ্ধ ॥ এই ঘরে বহু কথা জমা হয়ে আছে। বহু বহু কথা। অনেক কথা। ওরা যায় না। ওরা ভাসতে থাকে। ভারী বিষাক্ত বাষ্প হয়ে জমে

থাকে—এই ঘরে, ঐখানে, ঐ কোণে, ঐ দেওয়ালে, ঐ সব জিনিসের কোণে খাঁজে আনাচে-কানাচে। রাত্রে ওরা বেরোয়, ওরা ঘোরে, ছড়ায়, জড়ায়, কুণ্ডলী পাকায়। শত শত বিষাক্ত কিলবিলে সাপের মতো ওরা কুণ্ডলী পাকায়। আর চেনায়। আর জানায়। আর সারারাত্তির ধরে আমি ওদের মধ্যে বসে থাকি, ঘুরে বেড়াই পায়চারি করি। ওরা আমাকে চেনায়। আর জানায়। আর বোঝায়। আর চেতনার বিষে বিষে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সব বিষ গিয়ে জমা হয় আমার এই দুটো চোখে। এই দুটো চোখে। এই দুটো জেগে থাকা, খুলে রাখা, মেলে ধরা চোখে। এই দুটো চোখ! সারা রাত্তির! সারা রাত্তির!

সারারাত্তির খোলা দুই চোখে
জমে থাকা বিষ ছোবলে ছোবলে
বিষাক্ত যতো কথার ছোবলে
কতো হলাহল চেতনার বিষ
সারারাত্তির এই দুটো চোখে নিয়েছি।
পুষে রাখা কথা জমে থাকা কথা
চেতনার বিষে বিষাক্ত কথা
এই ঘরে এই বিষের আধারে
সারা রাত্তির ছড়িয়ে ছড়িয়ে গিয়েছি।
তবু এ আমার—এ আমার কথা,
এ ঘর আমার, এ আমার বিষ,
যতো কথা আছে আনাচে কানাচে
ছায়াতে ছায়াতে কোণে খাঁজে মিশে
যতো কথা আছে সবই একা আমি
একে একে এনে পুষে পুষে রেখে দিয়েছি।

হ্যাঁ, আমি একা! আর কেউ নয়! আমি একা! এ আমার ঘর! তোমরা যাও! শুতে যাও!

[নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো ওরা। না বেরোনো পর্যন্ত বৃদ্ধ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে দাঁড়ালেন সেই পুরোনো জায়গায়, পুরোনো ভঙ্গীতে। হাত দিলেন পুরোনো ছায়ায়। আলো নিভে গেলো।

অন্ধকারের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো।]
সারারাত্তির আমি তো একাই
যতো কথা সবই আমি তো একাই
একে একে এনে পুষে পুষে বেখে দিয়েছি।
[পর্দা নেমে এলো অন্ধকারে]

তৃতীয় দৃশ্য

[অন্ধকার। বৃদ্ধের ছায়া মূর্তি ঘবেব এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। ওদিক থেকে এদিকে আসছে। নিয়মিত ছন্দে গুণে গুণে পদশব্দ বাজছে। এদিক থেকে ওদিক। ওদিক থেকে এদিক। আজব একটা ঘড়ি যেন নির্ভুল স্পন্দনে একে একে গুণে গুণে সাবা বাত্রেব মুহূর্তগুলিকে পাব করে দিচ্ছে।

সহসা ঘড়ি থামলো। ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ আলো নিভিয়েছিলেন, সেইখানে থামলো।]

বৃদ্ধ ॥ কে ?

[আলো জ্বলে উঠলো। বৃদ্ধের হাত সেই আলো-জ্বলা ছায়াতে। ঘবের দবজার কাছে স্ত্রী। চুল খোলা। ঘাড ছাপিয়ে পিঠ ছাপিযে চুলের বাশ ছড়িয়ে পড়েছে। আশ্চর্য, এতো চুল কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল এতোক্ষণ ? এতো দীর্ঘ, এতো ঋজু, এতো অসাধারণও তো লাগে নি ওকে আগে ? এক মুহূর্ত, এক দীর্ঘ মুহূর্ত ওরা চেয়ে রইলো, পরস্পরের দিকে দৃষ্টি স্থির। দেহ স্থির।]

কেন এলে ?

স্ত্রী ॥ ঘুম ভেঙে গেলো।

বৃদ্ধ ॥ কেন ?

স্ত্রী ॥ মাঝরাত্তিব যে ? ঘুম ভাঙবে না ?

বৃদ্ধ ॥ তবে যাও, জানলায় বসে থাকো গে।

স্ত্রী ॥ জানলায় বসে ছিলাম এতোক্ষণ।

বৃদ্ধ ॥ কতোক্ষণ ?

স্ত্রী ॥ সারাক্ষণ। আমি ঘুমোই নি।

বৃদ্ধ ॥ উঠে এলে কেন ?

স্ত্রী ॥ জানলায় বসে থাকতে ভালো লাগলো না।

বৃদ্ধ ॥ কেন ?

স্ত্রী ॥ বিশ্রী ভাঙা একটা চাঁদ উঠেছে। ফ্যাকাসে তার আলো। মাঠের জলে সে আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। মাঠের পর মাঠ। আর জল। চারদিক থম্‌থম্ করছে। ভয় করলো।

বৃদ্ধ ॥ ভয় করলো ?

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ, ভয় করলো। বড়ো একা লাগলো।

বৃদ্ধ ॥ একা ? ঐ ঘরে তো তোমার স্বামী আছে ?

স্ত্রী ॥ ও তো ঘুমোচ্ছে।

বৃদ্ধ ॥ জাগিয়ে দাও।

স্ত্রী ॥ লাভ নেই।

বৃদ্ধ ॥ কেন ?

স্ত্রী ॥ আরো তো কতোবার এরকম ভয় করেছে রাত্রে। বাড়ীতে। বিদেশে। ওকে জাগিয়েছি। কিছু হয় না।

বৃদ্ধ ॥ কেন ?

স্ত্রী ॥ পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

বৃদ্ধ ॥ তুমি কি করো ?

স্ত্রী ॥ আমি সেই ভয় বুকে করে বসে থাকি। শুয়ে থাকি। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

বৃদ্ধ ॥ তবে তাই করো গে। এ ঘরে এলে কেন ?

স্ত্রী ॥ এ ঘরে তুমি আছো তাই।

বৃদ্ধ ॥ 'তুমি' ?

স্ত্রী ॥ ক্ষতি কি ? কাল সকালে আবার আপনি বলবো।

বৃদ্ধ ॥ আমার বয়স কতো বেশী জানো ?

স্ত্রী ॥ তোমার বয়সে আমি বিশ্বাস করি না।

বৃদ্ধ ॥ তার মানে ?

স্ত্রী ॥ তোমার যে বয়স আছে তাই বিশ্বাস করি না।

[বৃদ্ধ এক মুহূর্ত কথা বললেন না]

বৃদ্ধ ॥ তুমি এ ঘরে এসেছো কেন ?

স্ত্রী ॥ বললাম তো—তুমি আছো বলে।

বৃদ্ধ ॥ আমি আছি তো কি ?

স্ত্রী ॥ তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

বৃদ্ধ ॥ এই ঘরে ?

স্ত্রী ॥ এই ঘরেই তো তোমার যতো কথা।

বৃদ্ধ ॥ এই মাঝরাত্তিরে ?

স্ত্রী ॥ মাঝরাত্তিরেই তো তোমাব যতো কথা।

বৃদ্ধ ॥ এই ঘরে মাঝরাত্তিরে আমাব কথা তুমি কবে শুনেছো যে বলছো ?

স্ত্রী ॥ অনেকদিন শুনেছি। এই ঘবেব স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছে। মাঝরাত্তিরে জানলায় বসে তোমাব কথা শুনেছি। তোমার সঙ্গে কথা বলেছি।

বৃদ্ধ ॥ তুমি কি উন্মাদ ?

স্ত্রী ॥ না।

বৃদ্ধ ॥ তবে আবোল তাবোল বলছো কেন ?

স্ত্রী ॥ কি বলেছি ?

বৃদ্ধ ॥ আজ সন্ধ্যাব আগে তুমি আমাকে চিনতে ?

স্ত্রী ॥ চিনতাম। এখানে দেখে চিনতে একটু দেরী হয়েছিল। এখন চিনেছি।

বৃদ্ধ ॥ তবু বলতে চাও তুমি উন্মাদ নও ?

স্ত্রী ॥ তুমি জানো আমি উন্মাদ নই। তুমি জানো আমি কি বলছি, কেন বলছি। জানো না ?

[বৃদ্ধ নিরুত্তর]

বলো ? জানো না ?

বৃদ্ধ ॥ (ধীরে ধীরে) হ্যাঁ, জানি। আমার উত্তরপুরুষ। রঞ্জন।

স্ত্রী ॥ রঞ্জন !

[প্রতিধ্বনির মতো নামটা ছড়িয়ে পড়লো ঘরে। অপূর্ব তার অনুরণন।]

বৃদ্ধ ॥ এখানে রঞ্জনের নাম করবার মানে কি তা বোঝো ?

স্ত্রী ॥ খানিকটা বুঝলাম। নাম ক'রে। আরো বুঝতে চাই। আরো জানতে চাই। এই ঘর। মাঝরাত্তির। তুমি। এখন যদি না জানি তবে কোনোদিনই যে জানা হবে না জীবনে।

বৃদ্ধ ॥ নাই বা হোলো ?

স্ত্রী ॥ আমি জানবো।

বৃদ্ধ ॥ দুনিয়ায় বহু কথা আছে যা না জানাই ভালো।

স্ত্রী ॥ আমি জানবো।

বৃদ্ধ ॥ জানার যন্ত্রণা কি তা জানো?

স্ত্রী ॥ মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছো।

বৃদ্ধ ॥ যন্ত্রণা নেই?

স্ত্রী ॥ আছে। তার আগে আরো কিছু আছে। সেটাকে কেন বার বার চাপা দিয়ে যন্ত্রণার ভয় দেখাচ্ছো?

বৃদ্ধ ॥ তার আগে কি আছে?

স্ত্রী ॥ আনন্দ।

[আবার সেই অনুরণন। রঞ্জনের মতো। আনন্দ।]

বৃদ্ধ ॥ কতোক্ষণের?

স্ত্রী ॥ যতোক্ষণই হোক!

বৃদ্ধ ॥ তার জন্য কি দাম দিতে হয় জানো?

স্ত্রী ॥ কি দাম?

বৃদ্ধ ॥ সুখ। শান্তি।

[স্ত্রী ভাবলো]

স্ত্রী ॥ আমি সুখে আছি। আমি শান্তিতে আছি। প্রতিদিন। প্রতি মাস। প্রতি বছর। সাত বছর। আঠাশ বছর। সুখ আর শান্তি।

বৃদ্ধ ॥ কি বলছো?

স্ত্রী ॥ ওজন করছি। দেখছি—সাত বছরের, আঠাশ বছরের সুখ আর শান্তির কতোটা ওজন। দাঁড়িপাল্লার একদিকে সমস্তটা তুলছি। সমস্ত সুখ আর শান্তি।

বৃদ্ধ ॥ আর অন্যদিকে?

স্ত্রী ॥ এক কণা আনন্দ। সে আনন্দের সবটা পাই নি। তার আভাস পেয়েছি। বুঝতে পারছি না তার ওজন।

বৃদ্ধ ॥ অনেক কম হবে তার ওজন।

স্ত্রী ॥ জানি না। এদিকে বেশী নেই।

বৃদ্ধ ॥ যখন জানবে তখন আর ফিরিয়ে নেবার পথ থাকবে না যে?

স্ত্রী ॥ তবু জানতে চাই।

[এক নীরবতা। বৃদ্ধ ভাবছেন।]

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জনকে তুমি চেনো?

স্ত্রী ॥ যেটুকু চেনা আমার সাধ্যে কুলোয়।

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জনকে তুমি ভালোবাসো?

স্ত্রী ॥ (হেসে) রঞ্জনকে ভালোবাসবো—সে সাহস আমার কোথায়?

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জন কি তোমাকে ভালোবাসে?

স্ত্রী ॥ আকাশের তারা কি মাটির ফুলকে ভালোবাসে?

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জন কি এতো দূরের?

স্ত্রী ॥ আমি তাই ভাবি।

বৃদ্ধ ॥ কেন?

স্ত্রী ॥ আমার কি আছে? আমি অতি সাধারণ।

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জন কি অসাধারণ?

স্ত্রী ॥ আমার চোখে।

বৃদ্ধ ॥ তুমি স্বপ্ন দিয়ে তৈরী করেছো রঞ্জনকে। কল্পনা দিয়ে। রঞ্জন তা নয়।

স্ত্রী ॥ রঞ্জন তাই। আমি যে রঞ্জনকে দেখি। সে রঞ্জন আকাশ, মাটি তাকে বাঁধতে পারে না। সে রঞ্জন বাতাস, স্পর্শ পাই, কিন্তু ধরতে পারি না। সে রঞ্জন এক ব্যাপ্তি। তার দু' চোখ চলে যায় মাটি পেরিয়ে, পৃথিবী পেরিয়ে, প্রতিদিনের মুহূর্তদের পেরিয়ে, দিগন্তের ওপারে। তার চোখে বিশ্ব, অনেক বড়ো বিশ্ব, এতো বড়ো যে সে আমাদের প্রতিদিনের খুঁটিনাটিতে ধরা পড়ে না।

বৃদ্ধ ॥ তার চোখে বিশ্ব, তাই তার চোখে জ্বালা। তাই তার চোখ নিমেষহীন, পলকহীন। তার চোখ খোলা থাকে, মেলা থাকে, অন্ধকারে, প্রতি রাত্রে, সারা রাত। তার চোখের আগুন তাকে পোড়ায়। যন্ত্রণা দেয়। শেষ করে ফেলে। রঞ্জন বৃদ্ধ। রঞ্জন শেষ। তাকে ভুলে যাও।

স্ত্রী ॥ তাকে আমি চাই।

বৃদ্ধ ॥ তুমি তাকে চাও?

স্ত্রী ॥ আমি তাকে চাই। কতোদিন রাত্রে, মাঝরাত্রে, আঠাশটা বছর ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে মিশে গেছে। আমি হাতড়ে হাতড়ে খুঁজেছি—অর্থ খুঁজেছি, সঙ্গতি খুঁজেছি, মূল্য খুঁজেছি। ও শূন্যতার ভার সহ্য করতে পারি নি। অস্থির হয়ে

উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে খুঁজেছি। তখন বুঝতে পারিনি। আজ যতো মাঝ-রাত্রের ঘুমভাঙা জানলা এসে মিশেছে এই ঘরে, এই জেগে-থাকা রাতে। আমার যতো শূন্যতা যতো রিক্ততা সব এই ঘরে, এই জেগে থাকা রাতের আগুনে জ্বলে গলে ঝালাই হয়ে তৈরী হয়েছে একটা ধারালো অভাব। আমি চাই। আমি রঞ্জনকে চাই।

বৃদ্ধ ॥ তোমার স্বামী?

স্ত্রী ॥ আমি জানি না।

বৃদ্ধ ॥ তোমার জগৎ?

স্ত্রী ॥ আমি জানি না।

বৃদ্ধ ॥ আর রঞ্জন?

স্ত্রী ॥ আমি জানি না। রঞ্জন আমাকে চায় না। চাইবে না। চাইতে পারে না। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আমার চাওয়া—সে আমার। আমার চাওয়া—সে আমি। যতোদিন জানতে পারি নি—শূন্য হয়ে ছিলাম। আজ জেনেছি—আজ আমি পূর্ণ। আজ আমার একটা অর্থ আছে। আজ আমি আছি। আজ থেকে আমি থাকবো।

বৃদ্ধ ॥ শুধু একটা চাওয়া নিয়ে তুমি থাকবে?

[স্ত্রীর দু' চোখ জ্বলে উঠলো হঠাৎ]

স্ত্রী ॥ শুধু একটা চাওয়া! আঠাশ বছরের শূন্যতা ভাসতে ভাসতে এসে আজ এই চাওয়ার চড়ায় ঠেকেছে, আর তুমি বলছো শুধু একটা চাওয়া?

[বৃদ্ধ সহসা দু' হাত শূন্যে ছড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন]

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জন! তুমি শোনো!

[গমগম করে উঠলো সারা ঘর। নাম-না-জানা বস্তুদের ছায়ারা যেন নড়ে চড়ে বসলো। প্রতিধ্বনি হয়ে পরস্পরের কানে কানে ফিস ফিস ক'রে বলতে লাগলো—তুমি শোনো, তুমি শোনো। স্ত্রী চেয়ে রইলো বৃদ্ধের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে।

বৃদ্ধ বলতে আরম্ভ করলেন। স্ত্রীর দিকে না চেয়ে, কোনো কিছুর দিকে না চেয়ে, ধীরে ধীরে বলতে

লাগলেন। মেলে ধরতে লাগলেন যেন অনেকদিনের লুকিয়ে রাখা এক ইতিহাস।]

রঞ্জনের চোখে বিশ্ব, রঞ্জনের চোখে জ্বালা, আর রঞ্জনের মনে স্বপ্ন। রঞ্জনের চোখ, আর রঞ্জনের মন। চোখ যা দেখেছে, মন তা দেখতে চায়নি। চোখ যা মেনেছে, মন তা চীৎকার ক'রে অস্বীকার করতে চেয়েছে। রঞ্জনের মন স্বপ্ন বুনেছে। দিনের পর দিন পরম যত্নে পরম ধৈর্যে স্বপ্ন বুনেছে। আর রঞ্জনের চোখ ছুরির ফলা হয়ে একদিনে সে স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন করে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। একবার, দুবার, বার বার। রঞ্জনের রক্তাক্ত মন প্রতিবার নতুন করে আবার বুনেছে স্বপ্নের জাল। জানে ছিঁড়ে যাবে। জানে থাকবে না। চেনে তার পরম শত্রু দুটো চোখের ধারালো নির্মমতাকে। তবু এক নির্বোধ তাগিদে বার বার বুনে গেছে সেই একই স্বপ্নের জাল।

স্ত্রী॥ কি সে স্বপ্ন?

বৃদ্ধ॥ একটি মেয়ের মানসমূর্তি।

স্ত্রী॥ কে সে?

বৃদ্ধ॥ কে সে? কেউ না। সে যে কেউ হতে পারে। শুধু একটা শর্তে।

স্ত্রী॥ কি শর্ত?

বৃদ্ধ॥ তাকে নির্বোধ হ'তে হবে। চূড়ান্ত নির্বোধ হ'তে হবে। একটা কারণহীন যুক্তিহীন বুদ্ধিহীন ভালোবাসায় তাকে ভালোবাসতে হবে। চাইতে হবে রঞ্জনকে একমুখী একান্ত নির্বোধ চাওয়া দিয়ে। এক সর্বত্যাগী, সর্বগ্রাসী, সর্বাঙ্গিক চাওয়া দিয়ে। যতো মেয়ে সে দেখেছে, যতো মেয়েকে সে চিনেছে, প্রত্যেককে ঘিরে তার মন এই একই স্বপ্নের জাল বুনেছে। প্রত্যেকের মধ্যে খুঁজেছে তার অলীক অসম্ভব মানস মূর্তি। খুঁজেছে এক আজগুবি অবাস্তব সৃষ্টিছাড়া চাহিদা নিয়ে।

স্ত্রী॥ পায় নি?

বৃদ্ধ॥ কি ক'রে পাবে? তার দুই চোখ, মনের পরম শত্রু দুটো জেগে-থাকা মেলে-রাখা চোখ প্রতিবার ছিঁড়ে দিয়েছে স্বপ্ন। প্রতিবার প্রমাণ করেছে—রক্তমাংসের মানুষ মেলে না, কোনোদিন মিলবে না তার স্বপ্নের সঙ্গে।

স্ত্রী ॥ কেন?

বৃদ্ধ ॥ কেন? তুমি মূর্খ। তুমি জানো না। ওরা রঞ্জনকে দেখেছে বাইরে থেকে। কাছে গেছে। চেয়েছে। বলেছে—ভালবাসি। দু' হাত ভরে এগিয়ে দিয়েছে রাশি রাশি স্বপ্নের সুতো। রঞ্জনের মন সেই সুতো নিয়ে স্বপ্ন বুনেছে।

কিন্তু তারপর? দুটি নির্মম চোখের আলোয় ফুটে উঠেছে সে দানের কার্পণ্য। ফুটে উঠেছে রক্তমাংসের মানুষ। সে মানুষের আছে অনেক কিছু। অনেক অন্য চাওয়া, অনেক পিছুটান। কেন থাকবে না? কেন সে সমস্ত কিছু ভুলে দেবে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে?

স্ত্রী ॥ দেবে না?

বৃদ্ধ ॥ কেন দেবে? কিছু তো পাবার নেই তার বদলে? রঞ্জনের মন তো বলে নি—তুমি দাও, তাহলে আমি দেবো? সে শুধু বলেছে—আমি চাই, তুমি দাও। শুধু দাও নয়, সব দাও। সে শুধু বলেছে—তুমি চাও, তুমি ভালোবাসো। তোমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে, চেতনা দিয়ে, সমগ্রতা দিয়ে আমাকে চাও, আমাকে ভালোবাসো, আমাকে দাও। তার বদলে আমি কিছু দেবো না। শুধু বলবো—হ্যাঁ, তোমাকেই স্বপ্ন দেখেছি এতোদিন।

স্ত্রী ॥ তবুও দেবে না?

বৃদ্ধ ॥ তবুও? কে দেবে এই অসম্ভব দেওয়া?

স্ত্রী ॥ (চীৎকার করে) রঞ্জন! আমি দেবো।

বৃদ্ধ ॥ তুমি—দেবে?

স্ত্রী ॥ (চীৎকার করে) তুমি শুধু বলো—আমাকে স্বপ্ন দেখেছো।

[ঘরের মধ্যে রাত্রি থেমে দাঁড়ালো এক মুহূর্ত। সময়ের অমোঘ গতি স্তব্ধ হোলো মুহূর্তের জন্য। ঘরের ছায়ারা চেয়ে রইলো বিস্ময়ে। এক মুহূর্ত। তারপর অনেক দূর থেকে অনেক গভীর থেকে বৃদ্ধ ঘোষণা করলেন।]

বৃদ্ধ ॥ তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

[স্ত্রী ঝাঁপিয়ে পড়লো বৃদ্ধের বুকে। বিশ্ব উজাড় করে ঢেলে দিলো বৃদ্ধের বুকে। নিজেকে নিঃশেষ করে

মিশিয়ে দিলো বৃদ্ধের বুকে। বৃদ্ধ গ্রহণ করলেন একখানি হাতে। রাশি রাশি চুলের মধ্যে একখানি হাত—স্বপ্নের স্বীকৃতি। অন্য হাত সেই পুরোনো ছায়ায়। আলো নিভে গেলো। অন্ধকারে দুজনে এক। দুজনে একটি অন্ধকার।]

সারারাত্তির কথার পাথরে
শান দিয়ে দিয়ে কথার পাথরে
আমার দু' চোখে শান দিয়ে দিয়ে
খোলা দুই চোখে নির্মম শান রেখেছি।
স্বপ্নের ভয়ে সজাগ প্রহরী
সারারাত্তির ধাবালো দু চোখে জেগেছি।
তবু মনে মনে আবার আবার,
স্বপ্ন বুনেছি আবার আবার,
নির্বোধ এক অধ্যবসায়ে
প্রতি বার বার নির্বোধ মনে
তোমাকে স্বপ্ন তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

[পর্দা কি নামবে? শেষ কি হবে? এ ঘর কি সার্থক হবে একটা গভীর স্বীকৃতিতে? নিঃশেষে মিশে থাকা একটা গভীর ছায়ার সমাপ্তিতে?]

কে

[শেষ হোলো না। আলো জ্বললো। বৃদ্ধের বুক ঢেকে এখনো সেই স্বপ্ন। স্ত্রীর চুলের রাশিতে এখনো সেই স্বীকৃতি। ঘরে এখনো সেই পুরোনো আলো, পুরোনো ছায়া। কিন্তু সামনে, তাব বাইরে, অন্যদিকে ফিরে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে—পুরুষ।]

তুমি?

পুরুষ ॥ হ্যাঁ আমি

[স্বীকৃতি সরে গেলো, স্বপ্ন খসে গেলো বুক থেকে। ছায়া চিরে গেলো দু' ভাগে, আলাদা আলাদা, দূরে দূরে।]

বৃদ্ধ ॥ কি চাও তুমি ?

পুরুষ ॥ মৃত্যু !

বৃদ্ধ ॥ কেন ?

পুরুষ ॥ লজ্জায়। দুঃখে। ঘৃণায়।

স্ত্রী ॥ কেন ?

[মুখ তুললো পুরুষ। উঠে দাঁড়ালো। স্ত্রীর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ।]

পুরুষ ॥ কেন তুমি জানো না ?

স্ত্রী ॥ না।

পুরুষ ॥ তোমার লজ্জা হয় না !

স্ত্রী ॥ কেন লজ্জা হবে ?

পুরুষ ॥ তোমার পাপ তোমাকে লজ্জা দেয় না ?

স্ত্রী ॥ আমার—পাপ ?

পুরুষ ॥ হ্যাঁ, তোমাব পাপ। জানো না পাপ কাকে বলে ?

স্ত্রী ॥ জানি।

পুরুষ ॥ জানো ? তবে বুঝতে পারছো না কি পাপ তুমি কবেছো ?

স্ত্রী ॥ না পারছি না। আমি পাপ কবিনি।

পুরুষ ॥ পাপ করোনি ? তুমি ছাড়া আমার কেউ ছিল না !

স্ত্রী ॥ ছিল না বলছো কেন ? তোমার যা ছিল, তা আছে।

পুরুষ ॥ মিথ্যে কথা !

স্ত্রী ॥ না। সত্যি কথা। আর যে কিছু দেবার ছিল আমার সে খবব তো তুমি রাখো নি।

পুরুষ ॥ আমি তোমার সব কিছু চেয়েছি।

স্ত্রী ॥ আমার সব কিছু ? আমার সব কিছু কি—তা তুমি কোনোদিন জেনেছিলে ? জানতে চেয়েছিলে ?

পুরুষ ॥ তুমি জানিয়েছো কোনোদিন ?

স্ত্রী ॥ কি করে জানাবো ? কাকে জানাবো ? যার কাছে আমি একটা সন্তানদানের যন্ত্র, তাকে ? যার কাছে আমি শুধু প্রতিদিনের অভ্যস্ত আরামের ব্যবস্থা করবার যন্ত্র—তাকে ?

পুরুষ ॥ কি বলছো তুমি ?

স্ত্রী ॥ সত্যি কথা। এই ঘরে, এই রাত্রে, সত্যি ছাড়া আমার মুখ দিয়ে কিছু বেরোবে না।

পুরুষ ॥ তুমি আমাকে ভালোবাসো নি?

স্ত্রী ॥ বেসেছি। যেটুকু তুমি চেয়েছো দরকারে। তোমার সংসার চালাবার, সাজাবার, সুন্দর করবার দরকারে। তোমার অভ্যস্ত জীবনের ছন্দরক্ষার দরকারে। সে দরকার তো আমি মিটিয়েছি।

পুরুষ ॥ এইটুকু? আর কিছু নয়?

স্ত্রী ॥ আর কি?

পুরুষ ॥ আমি তোমায় ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম।

স্ত্রী ॥ জানি। আমিও তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম।

পুরুষ ॥ আমার ভালোবাসায় কোনো ফাঁকি ছিল না।

স্ত্রী ॥ আমার ভালোবাসাতেও কোনো ফাঁকি ছিল না।

পুরুষ ॥ আমি আজও তোমাকে ভালোবাসি!

স্ত্রী ॥ আমিও ভালোবাসি।

পুরুষ ॥ মিথ্যে কথা!

স্ত্রী ॥ বলেছি তো—এ ঘরে এ রাত্রে মিথ্যে বলা সম্ভব নয়।

পুরুষ ॥ তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে—অন্যের কাছে যেতে না।

স্ত্রী ॥ আমাদের ভালোবাসা! কতোটুকু তার গণ্ডী? কতোটুকু তার সীমানা? যতোটুকু ভালোবেসে তোমাকে বিয়ে করেছি, যতোটুকু ভালোবেসে তোমার সঙ্গে সাত বছর ঘর করেছি, তার এক ফোঁটা কমে নি, এক ফোঁটা বাড়ে নি।

পুরুষ ॥ সে ভালোবাসা মিথ্যে! তুমি আমাকে ঠকিয়েছো!

স্ত্রী ॥ যদি তাই হয়, তুমি তো ঠকেই বিয়ে করেছো। তুমি তো এতোদিন ধরে ঠকে এসেছো। কাল আমরা হোটেলে ফিরবো। পরশু আমরা কলকাতায় ফিরে যাবো। যদি মাঝ রাত্রে এমনভাবে তুমি না আসতে, চিরদিন তো ঠকে যেতে, জানতেও পারতে না।

পুরুষ ॥ তুমি আমাকে বলতে না! তুমি আমাকে ঠকিয়ে যেতে?

স্ত্রী ॥ কেন বলবো? তুমি তো জানতে চাইতে না? এতোদিন ধরে তোমাকে যেটুকু ভালোবেসেছি, তোমার যেটুকু অভাব মিটিয়েছি, তার বাইরে যে আমার কিছু আছে তা তো তুমি জানতে চাও নি?

পুরুষ ॥ তুমি কি জানিয়েছো?

স্ত্রী ॥ আবার সেই এক কথা। একই কথা ঘুরে ফিরে আসছে। একই কথার চক্রে ঘুরছি আমরা। চলো যাই।

পুরুষ ॥ কোথায় যাবো?

স্ত্রী ॥ ঘরে।

পুরুষ ॥ ঘর? কোথায় ঘর? আমার ঘর ভেসে গেছে। তুমি ভাসিয়ে দিয়েছো।

স্ত্রী ॥ তোমার ঘর যা ছিল, তাই আছে। তাই থাকবে।

পুরুষ ॥ অসম্ভব।

স্ত্রী ॥ কেন অসম্ভব?

বৃদ্ধ ॥ জানা। জানার যন্ত্রণা। ও এখন জানে।

পুরুষ ॥ লজ্জা করছে না তোমার কথা বলতে? তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম।

বৃদ্ধ ॥ কেন?

পুরুষ ॥ কেন? তোমাব বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম!

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ নিয়েছিলে। আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম।

পুরুষ ॥ নিঃসঙ্কোচে আমার স্ত্রীব সঙ্গে তোমাকে মিশতে দিয়েছিলাম!

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ দিয়েছিলে। আমি নিঃসঙ্কোচে মিশেছিলাম।

পুরুষ ॥ তুমি সে বিশ্বাসকে অপমান করেছো। আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আমার স্ত্রীকে পাপেব পথে টেনে নিয়ে গেছো!

বৃদ্ধ ॥ বিশ্বাস! অপমান! পাপ! শুনছো? শোনো! তোমরা শোনো!

[ছায়ারা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো। প্রতিধ্বনি হয়ে একে অন্যকে বলতে লাগলো—শোনো, তোমরা শোনো।]

বিশ্বাস। অপমান। পাপ। প্রেম। বিবাহ। সংসার। শুনছো তোমবা? শোনো!

পুরুষ ॥ তুমি অতি নীচ! আমার ঘর ভেঙে দিয়েছো। আমার একমাত্র সম্বল কেড়ে নিয়েছো। আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছো। তার পরেও আমাকে নিয়ে তামাসা করছো তুমি—তোমার নীচতার সীমা নেই!

স্ত্রী ॥ চুপ করো!

পুরুষ ॥ কেন, গায়ে লাগছে বুঝি!

স্ত্রী ॥ না। কানে লাগছে। চেঁচিও না।

পুরুষ ॥ নির্লজ্জ বেহায়া তুমি!

স্ত্রী ॥ আচ্ছা, তাই। তুমি থামো।

পুরুষ ॥ আর কজন আছে তোমার এরকম? আর কজনের কাছে গিয়ে ঠকিয়েছো আমায়?

স্ত্রী ॥ চুপ করবে তুমি?

পুরুষ ॥ কেন চুপ করবো? তোমাকে বিশ্বাস করে সকলের সঙ্গে মিশতে দিয়েছি। যা চেয়েছো তাই করতে দিয়েছি। এই তার শোধ?

[স্ত্রী দৃঢ় পায়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। পুরুষ এক লাফে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো।]

কোথায় যাচ্ছো!

স্ত্রী ॥ চলে যাচ্ছি।

পুরুষ ॥ কোথায় চলে যাচ্ছো!

স্ত্রী ॥ জানি না। তোমার কাছ থেকে দূরে। তুমি তো আমাকে আর চাও না?

পুরুষ ॥ থাক হয়েছে। অনেক নাটক করেছো!

স্ত্রী ॥ নাটক কিসের?

পুরুষ ॥ এই রাত্রে দুর্যোগের মধ্যে কোথায় যাবে শুনি?

স্ত্রী ॥ সে আমি বুঝবো।

পুরুষ ॥ তুমি তো সব বোঝো! ভাবছো ও তোমায় আশ্রয় দেবে? ভুলেও ভেবো না।

স্ত্রী ॥ কারো আশ্রয়ের ভরসা আমি রাখি না। পথ ছাড়ো!

পুরুষ ॥ তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কোথায় যাবে?

স্ত্রী ॥ জানি না। রাস্তায়।

পুরুষ ॥ রাস্তা? সমস্ত রাস্তা জলে ডুবে গেছে—জানো না?

স্ত্রী ॥ সে আমি বুঝবো। তুমি পথ ছাড়ো।

পুরুষ ॥ কেন যাবে?

স্ত্রী ॥ কি করবো না হলে? সারা জীবন তোমার ঐ সব কথা শুনবো?

পুরুষ ॥ কথা আমি এমনি এমনি বলছি?

স্ত্রী ॥ ঐ আবার। ছাড়ো, যেতে দাও।

পুরুষ ॥ না! না! বলবো না। কিছু বলবো না। তুমি ঘরে যাও। আমি আর কিছু বলবো না।

স্ত্রী ॥ ঠিক তো?

পুরুষ ॥ ঠিক।

[স্ত্রী ফিরে সোজা চলে গেলো ঘরে। পুরুষ বৃদ্ধের দিকে ফিরলো।]

কেন তুমি এমন করলে? কেন নষ্ট করে দিলে আমার জীবন? কি করেছি আমি তোমার? কি করেছি?

[বৃদ্ধ নিরুত্তর। নিশ্চল।]

আমার কেউ নেই। ও ছাড়া আমাব কেউ নেই। কেন এমন করলে? কেন ওকে কেড়ে নিলে? ও না থাকলে আমি কি করে বাঁচবো?

বৃদ্ধ ॥ ও তো আছে?

পুরুষ ॥ (চীৎকার করে) ও আছে? ওকে থাকা বলে? আমি ভুলতে পারবো ভেবেছো আজ রাত্রের কথা? এই ঘর, এই অন্ধকার, তোমরা দুজন—উঃ আমি আর সহ্য করতে পারছি না—

[ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলো পুরুষ। বৃদ্ধ আবার নিশ্চল। একটি দীর্ঘ মুহূর্ত।]

বৃদ্ধ ॥ মন বসে তবু আবার আবার
স্বপ্ন বুনেছে আবাব আবাব
নির্বোধ এক অধ্যবসায়ে
প্রতি বার বার নির্বোধ মনে
তোমাকে স্বপ্ন তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

[বৃদ্ধ থামলেন। এখানেই থামবার কথা। কিন্তু না। আবার শুরু হোলো।]

নির্মম শান ধারালো দু' চোখ
ধারালো ছুরিতে আবার কাটবে?
আবার কি দেবে বাতাসে ছড়িয়ে
ছিঁড়ে খুঁড়ে সব বাতাসে ছড়িয়ে?
এ ঘরের রাতে আবার কি চোখ
স্বপ্নের দেনা ধারালো ছুরিতে চোকাবে?

আবার কি মন ধ্বংসাবশেষ
স্বপ্নের মতো ধ্বংসাবশেষ
ভিখিরি এ মন কুড়িয়ে কুড়িয়ে
আবারও কি সব স্মৃতির থলিতে ঢোকাবে ?

[কে জবাব দেবে ? দিতে পারে বৃদ্ধের জেগে থাকা চোখ। কিন্তু সে চোখে যেন প্রশ্ন, যেন সংশয়। প্রায় যেন আশা। ছুটে ঘরে এলো স্ত্রী। ভেঙে পড়লো একটা আসনে।]

স্ত্রী ॥ আমি এ পারছি না, পারছি না, কতো সহ্য করা যায় ?

[কাছে এলেন বৃদ্ধ। খুব কাছে। ঝুঁকে পড়লেন পরম স্নেহে। কিন্তু স্পর্শ করলেন না।]

বৃদ্ধ ॥ কি হয়েছে ?

স্ত্রী ॥ পাগল করে দিচ্ছে আমাকে ! ঐ একই কথা। বার বার ঐ একই কথা। এক মুহূর্ত শান্তি দেবে না আমায় ?

বৃদ্ধ ॥ শান্তি ?

[সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ]

শান্তি খুঁজছো ?

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ। আমি আর কিচ্ছু চাই না। শুধু একটু শান্তিতে থাকতে চাই।

বৃদ্ধ ॥ শান্তি চাও ?

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ শান্তি।

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জনকে চাও না ?

[তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসলো স্ত্রী]

স্ত্রী ॥ কে বলে চাই না ?

বৃদ্ধ ॥ দুটো এক সঙ্গে কি করে হবে বলো ?

[স্ত্রী ভাবলো]

স্ত্রী ॥ হয় না, না ?

বৃদ্ধ ॥ কিছুদূর হয়। তারপর আর হয় না। আনন্দ আর শান্তি—এরা বোধহয় শত্রু।

স্ত্রী ॥ তবে চাই না শান্তি ! আনন্দ চাই ! রঞ্জনকে চাই ! রঞ্জনকে এনে দাও।

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জন তোমার সারা জীবনের শান্তি নষ্ট করবে।

স্ত্রী ॥ করুক।

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জন তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নেবে।

স্ত্রী ॥ নিক!

বৃদ্ধ ॥ কিচ্ছু দেবে না।

স্ত্রী ॥ না দিক। শুধু বলুক—তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি। এনে দাও তাকে।

বৃদ্ধ ॥ আমার হাত ধরো।

[স্ত্রী বসে, বৃদ্ধ তার পিছনে দাঁড়িয়ে। ডান হাতখানা বৃদ্ধের দুহাতে ধরা, বুকের কাছে। চোখ অনেক দূরে।]

এসেছে রঞ্জন?

স্ত্রী ॥ জানি না। বড়ো ঠাণ্ডা তোমার হাত। এতো ঠাণ্ডা কেন?

[বৃদ্ধ কথা বললেন না। স্ত্রী তার হাতটা এনে নিজের গালের উপর রাখলো।]

এতো ঠাণ্ডা কেন তোমার হাত রঞ্জন?

বৃদ্ধ ॥ আমি বৃদ্ধ।

স্ত্রী ॥ তুমি রঞ্জন।

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জন বৃদ্ধ।

স্ত্রী ॥ না।

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জন মৃত। আমি রঞ্জনের প্রেতাত্মা। আমার মনে রঞ্জনের মনের স্বপ্ন। আমার চোখে রঞ্জনের চোখের জ্বালা। আমার এ ঘর রঞ্জনের ঘব। আমার এ রাত রঞ্জনের রাত। সারারাত। সারারাত্তির।

স্ত্রী ॥ না, না, না!

বৃদ্ধ ॥ সারা রাত্তির। কিন্তু রাত শেষ হয়ে আসছে। বৃষ্টি থেমে আসছে। আমিও শেষ হয়ে যাচ্ছি।

স্ত্রী ॥ আমার তবে কি থাকবে?

বৃদ্ধ ॥ তোমাব ঘর।

স্ত্রী ॥ আমার ঘর ভেসে গেছে।

বৃদ্ধ ॥ (প্রায় দুঃখিতভাবে) ঘর ভাসে নি। ভেবেছিলাম ভাসবে। প্রায় চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাসে নি। ঘর ভাসে না। অতি বড়ো দুর্যোগেও ভাসে না।

স্ত্রী ॥ কিসের উপর দাঁড়াবে ঘর

বৃদ্ধ ॥ জানি না। ভালোবাসা নয়। বিশ্বাস নয়। চেনা জানা নয়। আর কিছু। হয়তো অভ্যাস। হয়তো দিনের আলো। হয়তো রাতের ঘুম।

স্ত্রী ॥ আর রঞ্জন ?

বৃদ্ধ ॥ বৃষ্টি থেমে গেছে। ভোর হয়ে আসছে। এখুনি আলো ফুটবে। জল নেমে যাবে। ফেরার পথ জেগে উঠবে দিনের আলোয়। রাত শেষ হয়ে যাবে।

স্ত্রী ॥ আর রঞ্জন ?

বৃদ্ধ ॥ রঞ্জন একটা রাত। একটা জেগে-থাকা রাত। অসম্ভব একটা ঘরে অসম্ভব একটা জেগে-থাকা রাত। যদি ভুলতে না চাও, ভুলো না।

স্ত্রী ॥ ভুলবো না। ভুলবো না, ভুলবো না ! এ রাত আমার ! একটা রাত। সারা রাত। সারা রাত্তির।

বৃদ্ধ ॥ যা হবার হোক। সারারাত্তির
তবু তো দু' চোখ সারারাত্তির
মনের স্বপ্ন তবু তো দু' চোখ মেনেছে।
শেষ হয় হোক। তবু তো রাত্রি—
অসম্ভবের সম্ভাবনাকে জেনেছে।

[ছায়ারা কি মিলিয়ে আসছে ? বৃদ্ধের চোখে কি ঘুম ? আলো কি ফুটছে ? জানি না। পর্দা নেমে এসেছে। সব কিছু পর্দার আড়ালে। ঐ ঘর, ঐ রাত—সব কিছু।]

যদি আর একবার

চরিত্র

সত্যসিন্ধু	
ব্রজলাল	বনলতা
রতিকান্ত	করুণা
সঞ্জয়	অতসী

এবং
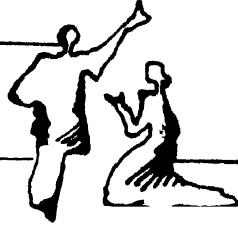
বড়চাজিন ও ছুটকুজিন

....

* প্রথম অঙ্ক *

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

....

[নীচু পাঁচিলে ঘেরা এক টুকরো চওড়া বারান্দা। তার একপাশে বাড়ীর ভিতরে যাবার পথ। অন্যপাশে একফালি বাগান। বারান্দা আর বাগান থেকে আলাদাভাবে একটা রাস্তায় পড়া যায়। সেটা গেছে সমুদ্রে। বারান্দায় খান দুই হাল্কা টেবিল, খান পাঁচেক চেয়ার। বাগানে একটা বেদীমতো বসবার জায়গা, বারান্দা থেকে সেটা সহজে নজরে পড়ে না।

সত্যসিন্ধু এসে দাঁড়ালো মঞ্চের সামনের দিকে, আলাদা আলোয় উজ্জ্বল। দর্শকদের অভিবাদন জানালো।]

সত্য ॥ সুধীজন,
চারুশীলা মহিলা ও বিচক্ষণ মহোদয়গণ,
নাটকের আরম্ভেই করি নিবেদন,

অধমের নাম—সত্যসিন্ধু শেঠ।
পেশা—কোনোমতে ভরা পেট। নিবাস—
যখন যেখানে জোটে অন্নের আশ্বাস। বর্ত্তমানে
গেড়েছি শিকড় এইখানে। বঙ্গ উপসাগরের কূলে
কতিপয় ঘর তুলে নির্মিত হয়েছে এক
মনোরম অতিথি-নিবাস।
খাস কলকাতা হ'তে
যদি চলে যেতে চান সমুদ্র সৈকতে
বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায়, হাওয়া বদলের অভিলাষে,
কর্মক্লান্ত মনটাকে তাজা করে আনার প্রয়াসে,
তবে নিন, লিখে নিন, আসল ঠিকানা—
নেপচুন হ্যাপী লজ, ব্রজপুর-অন-সী, ব্রজপুর থানা।
এ হোটেলে আমি, সত্যসিন্ধু শেঠ—ম্যানেজার।
আজ্ঞে? হোটেলটা কার?
ইয়ে, মানে—সে কথা এখন থাক।
দেখা যাক—
হোটেলের বারান্দায়, বাগানের কোণে
কি কাহিনী এ নাটক বোনে।

[যেতে গিয়ে ফিরে এলো]

ওহো, সরি! ভুলেছি আসল কথাটাই—
এ নাটক গাঁজাখুরি, এর কোনো মাথামুণ্ডু নাই।

[চলে গেলো। আলো ফুটলো। ভোরের আলো। সত্য এলো বারান্দায়। সমুদ্রের দিকে চেয়ে যুক্তকরে নমস্কার জানালো।]

প্রণাম বরুণদেব। নেপচুন, তোমাকে প্রণাম।
সূর্যদেব, গাত্র তোলো, হয়েছে সময়।

[আলো বাড়লো। সূর্যদেব কথা রেখেছেন।]

ধন্যবাদ সূর্যদেব। তোমাকেও প্রণাম জানাই।
বসুন্ধরা, মা জননী, নমস্কার নিও।
ব্রজ! ব্রজ!

[দেবতার সাড়া এলো না। সত্য ফিরে তাকালো
ভিতরের দিকে।]

ব্রজ! ওরে ব্রিজলাল!
বলি এ্যাই হতচ্ছাড়া ব্রজের দুলাল!

ব্রজ ॥ (ভিতর থেকে) জী হুজুর মালিক সরকার!

সত্য ॥ (দর্শকদের) শুনলেন? বিনয়ের অবতার!
বেটা হদ্দ কুঁড়ে, পাকা চোর, অতিশয় পাজি!

[ব্রজ এলো]

ব্রজ ॥ (দাঁত বার ক'রে) সীয়ারাম সীয়ারাম, সেলাম বাবুজি।

সত্য ॥ বলি, ক'টা বাজে?

ব্রজ ॥ সাড়ে পাঁচ। চুল্লী আঁচ হোয়ে গেলো।

সত্য ॥ চায়ের কি হোলো?

ব্রজ ॥ পানি আছে চুল্লীপর।

সত্য ॥ তিন নম্বর দিদিমণি গেছে সেই ভোরে!
এসেই এখনি
চা কই চা কই ক'রে মাথা খাবে তোর!

ব্রজ ॥ নহী নহী, তিন লম্বর দিদিমণি মাথা নহী খাবে।
আচ্ছা দিদি, সাচ্চা দিদি,
আঠ আনা বকশিস দিলো কাল।

সত্য ॥ সে কি! তোকে?

ব্রজ ॥ হাঁ সাব, হমাকে!
না তো কি খেঁদির মাকে দিবে?

সত্য ॥ তোকে যে বকশিস দেয়, তাকে আমি দেবতুল্য মানি!
বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, অন্নপূর্ণা তিনি।

ব্রজ ॥ নহী নহী, ওন্নপূর্ণা কেনো হোবে?
তিন লম্বর হোলো মিস্ বনলতা রায়।
আপ বোড়ো ভুলে যান নাম!

সত্য ॥ তাই বটে। আভি যাও, করো গিয়ে কাম।
চা বানাও, কুঁড়ের সর্দার—

ব্রজ ॥ জী সরকার। পানি হ্যায় চুল্লীপর।

[পাঁচিলে ব'সে খৈনি বার করলো। রতিকান্ত সান্যাল

এলো ভিতর থেকে। পরিধানে পায়জামা, মূল্যবান
ড্রেসিং গাউন। হাতে পাইপ।]

সত্য ॥ নমস্কার, মিস্টার সান্যাল।

ব্রজ ॥ (উঠে) সেলাম হুজুর, সীয়ারাম।

সত্য ॥ এতো ভোরে আজ?

রতি ॥ হ্যাঁ, না, মানে—ভেঙে গেলো ঘুম।

সত্য ॥ কেন কেন? অসুবিধে ছিল না তো কিছু?

রতি ॥ না না, অসুবিধে কিছু নেই, এমনি উঠেছি।
মনে হোলো সী-সাইডে ভোরেই তো ভালো?
[সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলো]

ব্রজ ॥ বিলকুল খাঁটি বাৎ সাব।
মিস্ রায় ওহি লিয়ে হর রোজ
ভোরে ভোরে চোলে যান নহানেকে লিয়ে।

রতি ॥ (সত্যকে) এক কাপ চা কি পাওয়া যাবে?

সত্য ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়! ব্রিজলাল—

ব্রজ ॥ সীয়ারাম! পানি হ্যায় চুল্লীপর!
[ভিতরে ছুটলো]

সত্য ॥ ঘরেও কি চা পাঠিয়ে দেবো? মিসেস সান্যাল—

রতি ॥ (শশব্যস্তে) না না, ওঠে নি এখনো,
না তোলাই ভালো। কাল রাতে
ঘুমোয় নি ভালো ক'রে। ইয়ে, মানে, আপনি কি
রোজই এতো ভোরে—?

সত্য ॥ (হেসে) হ্যাঁ, আমার তো বহু কাজ সকালেই।
যাই দেখি, মালিটার সাড়া নেই। কি যে করে সব!
[বলতে বলতে বাগানে নেমে চলে গেলো। রতিকান্ত
সমুদ্রের দিকে ফিরে কি যেন খুঁজতে লাগলো। তারপর
ফিরে নিজের পোশাকটা খেয়াল করে তাড়াতাড়ি
ভিতরের দিকে গেলো। সঞ্জয় বেরোচ্ছিল, প্রায় ধাক্কা
লাগলো। পরিধানে পায়জামা পাঞ্জাবী, খুব পরিষ্কার
নয়।]

রতি ॥ ওঃ! এক্সকিউজ মি—

সঞ্জয় ॥ আরে, রতিকান্তবাবু! আপনার
এতো ভোরে ওঠার অভ্যেস। জানা ছিল না তো?

রতি ॥ না না, অভ্যেস কোথায়? আজই শুধু—
আপনি যে এতো তাড়াতাড়ি?

সঞ্জয় ॥ তাড়াতাড়ি ব'লে তাড়াতাড়ি? চার ঘণ্টা আগে!

রতি ॥ কি ব্যাপার?

সঞ্জয় ॥ ঘটনাটা স্যার
অতীব বিস্ময়কর বলা যেতে পারে।
অসম্ভবও বলা চলে প্রায়।

রতি ॥ মিরাকল্‌?

সঞ্জয় ॥ তাও বলা যায়।
আসল কারণখানা খুলে বলি তবে
জুৎ ক'রে বসে।

[রতিকান্তকে বসাবার চেষ্টা করলো]

রতি ॥ ইয়ে। আপনি বসুন,
এখুনি আসছি আমি। মানে এই
পোশাকটা ছেড়ে রাখি—

সঞ্জয় ॥ কেন কেন? বেরুবেন না কি?

রতি ॥ না। হ্যাঁ, ঐ—মানে, সমুদ্রের ধারে—
সময়টা মন্দ নয়, সূর্যোদয়—

সঞ্জয় ॥ সূর্যোদয়! কই? কই? কোনোদিন দেখি নি জীবনে!

[সমুদ্রের দিকটায় গেলো পরম আগ্রহে]

রতি ॥ উদয় অবশ্য এতোক্ষণে
গেছে চুকে। তবু যাকে বলে—

সঞ্জয় ॥ চুকে গেলো? যাচ্চলে!
এবারও তাহলে ফস্কে গেলো?
এতো ভোরে বিছানা ছেড়েও?
তবে আর বাকি জীবনেও হবে না কখনো।
আয়ু আর কতোটুকু বাকি?

রতি ॥ না না, সে কি?

সঞ্জয় ॥ আর কি, বলুন? ছত্রিশ বসন্ত হোলো পার,

বাকি;আর কতো দিন ?

রতি ॥ অন্ততঃ ছত্রিশ আরো—

সঞ্জয় ॥ তাও যদি হয়, কটা দিন ওঠা হবে তার
ভূতুড়ে এ ভোর রাতে ? কটা দিন তারও
মনে রবে আকাশে তাকাতে ? আবারও ধরুন—
পূবের আকাশটারও দেখা পাওয়া চাই !
ইয়ে—সূর্য তো পূবেই ওঠে, না ?

রতি ॥ (হেসে) তাই তো শুনেছি।

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ, শোনা কথা।
জীবনের অধিকাংশ কানে শোনা,
চাক্ষুষ হোলো না দেখা অনেক কিছুই।

[সিগারেট বার করলো]

রতি ॥ আচ্ছা, আমি—ইফ্‌ ইউ পারমিট্‌—

সঞ্জয় ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয় ! পোশাক চড়িয়ে নিন।

[রতি ভিতরের দিকে গেলো]

আমিও না হয় ঘুরে আসি আপনারই সাথে।

[রতি থমকে গেলো]

সূর্যোদয়
নাই হোলো দেখা ? তবুও প্রভাতে
সমুদ্রের তীরে পদচারণায়
স্বাস্থ্যলাভ। কি বলেন ?

রতি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ভালো কথা। মানে ইয়ে, যাকে বলে—

সঞ্জয় ॥ আপত্তি নেই তো কোনো ?

রতি ॥ (কাষ্ঠ হেসে) না না, আপত্তি কিসের ? ভালোই তো, ভালোই তো,
তবে কিনা, গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে যদি—
মানে, বিনা চায়ে বেরুনোটা—

সঞ্জয় ॥ মহাপাপ, মহাপাপ ! খাঁটি কথা বলেছেন।
বিনা চায়ে বেরুনো তো দূরে থাক,
বিছানা ছাড়াই মহাপাপ ! বসে যান রতিকান্তবাবু, তিন কাপ
পর পর খেয়ে

প্রায়শ্চিত্ত করি। (হেঁকে) বাবা ব্রিজলাল! জড়িঘড়ি
চা-পানি বুলাও!
বসুন, কি হোলো আপনার?

রতি ॥ হ্যাঁ, না। মানে—পোশাকটা ছাড়া দরকার—

সঞ্জয় ॥ চা খাবার আগে?
না না, রতিকান্তবাবু! পাতকের ভার
আরো বাড়াবেন? রীতি নীতি ধর্মজ্ঞান
সবই হারাবেন? তা ছাড়া ধরুন—
আপনার এ গাউন, এ তো খোদ
চায়েরই পোশাক?

[ব্রজলাল এলো। হাতে ট্রেতে টী পট, কাপ ডিশ।]

এই তো, এই তো ব্রিজলাল,
বেঁচে থাক বাবা। ধনে-পুত্রে লক্ষীলাভ হোক।

ব্রজ ॥ সেলাম হুজুর, সীয়ারাম।

সঞ্জয় ॥ রাম রাম, সেলাম সেলাম। সকালে মেলেই চোখ
কেন তোর পেলাম না দেখা
অমৃতের ভাণ্ড হাতে?

ব্রজ ॥ বাবুসাব, এ রোকোম ভোর রাতে
কথুনো তো আপনিকে দেখেছি না? তাই—

সঞ্জয় ॥ সে কথা পরম সত্য। তোর দোষ নাই,
আমারই বিভ্রম।

[ব্রজ এর মধ্যে দু' কাপ চা ঢেলে এদের টেবিলে
দিয়েছে। বাকি সরঞ্জাম অন্য টেবিলে।]

(রতিকে) গৃহিণী কি সুখস্বপ্নে মজ্জমান?

রতি ॥ (হেসে) জানি না স্বপ্নের কথা। ঘুমে মজ্জমান।
এটুকুই জানি। আপনার?

সঞ্জয় ॥ আমারও তদ্রূপ।

[ব্রজ দু' কাপ চা ঢেলে নিয়ে ভিতরের দিকে যাচ্ছে
দেখে সগর্জনে]

এই! কোথা যাস?

ব্রজ ॥ (ঘাবড়ে) মেমসাব? আপনির, হুজুরের—?

সঞ্জয় ॥ কোনো হুজুরের মেজাজ
এখনো ওঠে নি! রাখ্! রেখে দে এখনি কাপ!

ব্রজ ॥ জী হুজুর। ম্যানেজারসাব
কুনখানে জানেন বাবুজি?

রতি ॥ ওদিকে, বাগানে।

[ব্রজ এক কাপ চা টেবিলে রেখে অন্য কাপটা নিয়ে বাগানে নেমে চলে গেলো]

সঞ্জয় ॥ খেয়েছিল বেটা! হতভাগা এটাও জানে না—
যতোক্ষণ গৃহিণী ঘুমোন, ধরণীতে শান্তি থাকে।
খুলে বলি আপনাকে—
আজ যে সঞ্জয় ঘোষ শেষরাতে ছেড়েছে বিছানা,
একমাত্র হেতু তার, জানা—
ঘরণীর বাক্যমুক্ত ধরণীকে কি রকম লাগে।
আগে কোনোদিন
প্রিয়ার সুকণ্ঠ ছাড়া ভেঙেছে যে ঘুম—
এ কথা পড়ে না মনে।
এ অবশ্য ব্যক্তিগত কথা, একান্ত নিজস্ব আমাদের।
মিসেস সান্যাল, যতোদূর দেখি—
অতি শান্ত, মধুর স্বভাব। তাই নয়?

রতি ॥ (হেসে) দূর থেকে তাই মনে হয়।

সঞ্জয় ॥ (দীর্ঘশ্বাসে) আমার পত্নীর কণ্ঠসুধা
দূরে দূরান্তরে প্রচারিত রতিকান্তবাবু।

রতি ॥ আপনি লেখক। এক্সাজারেশন
করেছেন ধর্মজ্ঞান।

সঞ্জয় ॥ আমার পত্নীর গুণপনা—
যতোই অত্যুক্তি করি, নাগাল পাবে না।

[ব্রজ খালি হাতে ফিরে ভিতরে চলে গেলো

রতি ॥ আচ্ছা, মিস্টার ঘোষ, যদি কিছু মনে না করেন—

সঞ্জয় ॥ মনে আমি কিছুই করি না
গৃহিণীর কাংস্যকণ্ঠ ছাড়া। নির্ভয়ে বলুন
যা আছে বলার।

[সত্য এর মধ্যে কাপ হাতে নিঃশব্দে এসে বাগানে বসেছে। ওরা দেখে নি।]

রতি ॥ বলছিলাম কি—
এই যে বলেন বার বার
আপনার স্ত্রীর কথা, এ কি সীরিয়াস ?

সঞ্জয় ॥ তবে কি ভাবেন আপনি ? পরিহাস ?

রতি ॥ গোড়ায় ভেবেছি তাই। অনেকেই দেখি—
এ রকম ঠাট্টা ক'রে বলে। আসলে গভীর প্রেম।

সঞ্জয় ॥ (গম্ভীরভাবে) অনেকের কথা
অনেকেই জানে। আমি শুধু জানি এই—
অতীতের একখানি ভুলে
জীবনের কাজ ছারখার হয়ে গেছে।

রতি ॥ তার মানে ?

সঞ্জয় ॥ পরিহাস ? পরিহাস বিধাতার।
ঐ ক্ষুরধার রসনার সাথে
যদি আমি বদ্ধ না হতাম
বিবাহবন্ধনে চিরজীবনের মতো—
সঞ্জয় ঘোষের নাম অন্যভাবে লেখা হোতো তবে
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। আপনার কাছে
জানাতে সঙ্কোচ নেই, আমার যা আছে আজ,
তাই নিয়ে ব্রজপুরে সমুদ্রবিলাস
দুঃসাহসী কাজ। তবু কেন
এসেছি জানেন ? আটটি বছর ধরে একটানা
গঞ্জনার ঠেলা খেয়ে।

রতি ॥ কি গঞ্জনা ?

সঞ্জয় ॥ দারিদ্র্যের। তার মতো মহামূল্য মেয়ে
আমাকে বিবাহ ক'রে কি যাতনা সয়,
কি দারিদ্র্যে অর্থকষ্টে কাটায় জীবন—
এই কথা। এই একমাত্র কথা প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায়।
অথচ মজাটা এই—
ঐ একই গঞ্জনার চাপে

লেখার-বারোটা বাজে, উপার্জনও পরিমাপে কমে।

রতি ॥ (অল্প থেমে) তার মানে, ওঁর সাথে বিয়েটা না হয়ে যদি আপনার—

সঞ্জয় ॥ হয় নি, হয় নি বিয়ে,করেছি আমিই !
হওয়া তো অন্যের হাতে, নিয়তির মতো।
আমিই করেছি বিয়ে বেছে বেছে দেখে শুনে
প্রেমে পড়ে গেছি ধরে নিয়ে। এ আমারই ভুল।
যা তার মাশুল—এতোদিন আমিই দিয়েছি.
আরো দিতে হবে বহুদিন।
কিন্তু সরি, কি বলছিলেন ?

রতি ॥ বিশেষ কিছুই নয়, শুধু
ইচ্ছে হয় জানবার—
কেমন ওয়াইফ পেলে আপনার কেরীয়ার,
মানে—এ্যাজ এ রাইটার—
সাক্‌সেস্ হোতো ?

সঞ্জয় ॥ মাই গড্ ! রতিকান্তবাবু।
এটা কি প্রশ্ন হোলো ?
শূন্য ঘর শূন্য ঘর ! ঘরণীবিহীন
স্ত্রীচরিত্রবিবর্জিত পবিত্র আশ্রম -চিরকুমারের বাসা.
নিশ্ছিদ্র শান্তিতে ঠাসা একার সংসার !
লেখকের একমাত্র স্বপ্ন এই, লক্ষ্য এই,
বাঁচবার লেখবার উপায়ও এই ! তবু ক্ষণিকের ভুলে
কতো শত লেখকের মৃত্যু হয় আরম্ভেরও আগে,
সরস্বতী ভাগে—মনসার দুর্বাক্যের বিষে।

রতি ॥ এর তবে সমাধান কিসে ?

সঞ্জয় ॥ সমাধান ? কিছু নেই। একবার ভুল হলে
গতি নেই আর। শুধু এই বকবক—
যতোটুকু হাল্কা হয় ভার।

রতি ॥ আপনি লেখক, আপনার
আলাদা প্রবলেম। আমি চাই—

সত্যকার প্রেম। একা থেকে ব্যাচেলর জীবন যাপন—
সে আমার নয়।

সঞ্জয় ॥ সে তো অতি ন্যায্য কথা। আপনি তো
ব্যাচেলর নন? দুঃখ নেই।

রতি ॥ দুঃখ সেই কারণেই!

সঞ্জয় ॥ মানে?

রতি ॥ ভগবান জানে, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের কোনো গাফিলতি
কখনো ঘটে নি। গৃহিণীর মর্যাদার ক্ষতি
আমা হতে কখনো হবে না।
তাতে যদি তিলে তিলে মৃত্যু হয়,
তা হলেও নয়।

সঞ্জয় ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান!
তবে কি বলতে চান—মিসেস সান্যাল—?

রতি ॥ দেখুন মিস্টার ঘোষ, আপনার কাছে
আমার নিজস্ব কথা কিছু যদি কন্‌ফাইড করি,
আশা করি—

সঞ্জয় ॥ বিলক্ষণ! আপনার বিশ্বাসের কোনো অমর্যাদা—

[রতিকান্ত হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ালো। গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে সমুদ্রের দিক থেকে বনলতা এলো। সদ্যস্নাতা, হাতে আধভিজে কাপড়ের ব্যাগ। সঞ্জয়ও উঠে দাঁড়ালো।]

রতি ॥ নমস্কার মিস রায়। স্নান হয়ে গেলো?

সঞ্জয় ॥ নমস্কার নমস্কার।

বনলতা ॥ সর্বনাশ!

রতি ॥ কেন কেন?

সঞ্জয় ॥ আমাদের নমস্কারে আপনার সর্বনাশ কিসে?

বনলতা ॥ নমস্কারে নয়। আবির্ভাবে। এ কি সারপ্রাইজ?
এতো ভোরে যুগল উদয়? অথচ একটু আগে
স্বচক্ষে দেখেছি সান্‌রাইজ!
পুবেই উঠেছে সূর্য, পশ্চিমে তো নয়?

সঞ্জয় ॥ দেখেছেন সূর্যোদয়?

বনলতা॥ আমি তো রোজই দেখি। আজ বুঝি
আপনাদের পালা ?

[চা ঢালতে গেলো]

সঞ্জয় ॥ (দুঃখে) কই আর হোলো মিস্‌ রায় ?
ফস্কে গেলো আজও।

রতি ॥ ও চা টা তো ঠাণ্ডা একেবারে !
দাঁড়ান, দেখছি আমি—

বনলতা ॥ যথেষ্ট গরম, ব্যস্ততার কিছু নেই।

রতি ॥ না না, তা কি হয় ? ব্রিজলাল ! ব্রিজলাল !

[মহা ব্যস্ত হয়ে ভিতরে চলে গেলো]

বনলতা ॥ কাণ্ডটা দেখুন ! অবশ্য এ চা-টা
ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সত্যি, তবু মিছিমিছি—

সঞ্জয় ॥ আপত্তিটা কি ? এই ফাঁকে আমাদেরও
দু পাত্র উষ্ণতা যদি জোটে ?

বনলতা ॥ আপনি ভীষণ স্বার্থপর। অতসী কোথায় ?

সঞ্জয় ॥ এখনো নিদ্রায় মগ্না। স্বার্থপর কেন ?

বনলতা ॥ লেখকেরা স্বার্থপরই হয়।

সঞ্জয় ॥ আই সী, জাতেরই দোষ।
হায় রে সঞ্জয় ঘোষ, কেন যে লেখক হতে গেলি ?

[রতিকান্ত এলো]

রতি চা আনছে ব্রিজলাল—দু মিনিট।
ওটা রেখে দিন।

বনলতা ॥ থ্যাঙ্ক ইউ। করুণাও ওঠে নি এখনো ?

রতি ॥ যতোদূর জানি—তাই।

সঞ্জয় ॥ নেপচুন হ্যাপী লজে আপনার মতো
এমন জাগ্রতা দেবী আর কেউ নাই।

বনলতা ॥ (হেসে) কি দেবী ? শ্মশান কালী ?

সঞ্জয় ॥ তোবা তোবা, তাই কি বলেছি ?

রতি ॥ গেছেন সঞ্জয়বাবু। সাহিত্যিক ক্লোরড্‌ !

সঞ্জয় ॥ তা কি করে হয় ? আমি তো ফ্লোরেই আছি বরাবর
চিৎ হয়ে শুয়ে।

[সিগারেটের প্যাকেট খুললো, একটাও সিগারেট নেই]

অন্তঃসারশূন্য এই প্যাকেটটার মতো।

রতি ॥ তবু ইন দ্য ব্যাট্‌ল্ অফ্ উইট—
মিস্ রায়ের জিৎ।

সঞ্জয় ॥ মেয়েদের বরাবরই জিৎ। ইয়ে—
দু পাঁচ মিনিট যদি মাপ করে দেন,
সিগারেট কিনে আনি। বুদ্ধির গোড়ায় কিছু ধোঁয়া দিয়ে ফের
ব্যাট্‌লের চেষ্টা করা যাবে

[সঞ্জয় চলে গেলো। বনলতা রতিকান্তর দিকে তাকালো। রতিকান্ত আগে থেকেই বনলতার দিকে চেয়েছিল গভীর দৃষ্টিতে।]

রতি ॥ বনলতা!

বনলতা ॥ বলো।

রতি ॥ আর একটা দিন কেটে গেলো।

বনলতা ॥ আর একটা দিন।

রতি ॥ এসে গেলো ফেরার সময়। ফেরা।
কিন্তু কোথা?

বনলতা ॥ কলকাতা। ছুটির মেয়াদ শেষ।

রতি ॥ তবু গত সন্ধ্যার রেশ
র'য়ে যাবে। যতো দূরে যাই,
যতো কাজে নিজেকে ডোবাই এ ছুটি ফুরোলে।

বনলতা ॥ গত সন্ধ্যার
এতোই কি দাম? যে শূন্যতা
হাসিমুখে সহ্য করে চলো, তার কতোটুকু
ভরাবার শক্তি রাখি? আমি শুধু
শুনে যেতে পারি, চেষ্টা করি বোঝবার।

রতি ॥ ঐ শোনাটুকু, ঐ বোঝা, ফীল করা,
নীরব সীম্‌প্যাথী—এ যে কতোখানি দামী,
কি করে জানাবো আমি? এই শূন্য জীবনের
গুটিকয় মুহূর্তের দান যেটুকু পেলাম—
তার জন্য র'য়ে যাবো চিরঋণী।

বনলতা ॥ ছি ছি, ও কথা বোলো না।

শুধু কি দিয়েছি? পাই নি কি কিছু?

রতি ॥ তোমায় কি দিতে পারি? আমার লোনলীনেস্ দিয়ে

তোমাকে ডিস্‌টার্ব্ করি শুধু।

বনলতা ॥ কাল সন্ধ্যার পর

এই কথা শোনালে আমাকে?

রতি ॥ আমার যে দুর্বিসহ ভার

তার চাপে রিক্ত হয়ে আছি। কি দেবো তোমায়?

বনলতা ॥ দিও না কিছুই। যা পাবার,

এমনিই পাই, আরো পাবো।

রতি ॥ সবই সহ্য করে গেছি, আজও করি,

তবু মাঝে মাঝে মন

বিদ্রোহে চীৎকার করে ওঠে!

কেন, কেন তোমার সাক্ষাৎ

পাই নি তখন—যখন সময় ছিল?

তোমার আমার মধ্যে যে বাঁধন অনুভব করি—

তার কেন প্রকাশ হোলো না

সঠিক মুহূর্তটিতে? যদি আর একবার

জীবন আরম্ভ করা যেতো—

বনলতা ॥ অতীত আসে না ফিরে। ঠিক ওরকম

আমিও ভেবেছি কতো। বৃথা যতো স্বপ্ন বিলাস!

জীবনের পথ বেছে নিতে

একবার ভুল হলে আর গতি নাই।

রতি ॥ সত্যি তাই! একবার ভুল হলে—

[বনলতা মুখে আঙুল দিয়ে থামতে ইসারা করলো॥
ব্রজ চা নিয়ে এলো।]

ব্রজ ॥ রাম রাম দিদিমণি। চা লায়েছি গরমাগরম।

বনলতা ॥ রাম রাম ব্রিজলাল।

[সত্য এতোক্ষণ পরম উপভোগে শুনছিল। এখন উঠে
এলো বারান্দায়।]

সত্য ॥ আরে, মিস্ রায় ? হয়ে গেলো স্নান ?
সমুদ্র কেমন ছিল আজ ?

বনলতা ॥ ভালো, তবে খানিকটা রাফ্ ।

সত্য ॥ থাক বাবা ব্রিজলাল, আমরাই ঢেলে নেবো 'খন ।
তুমি যাও, ব্রেকফাস্ট লাগাও ।

[ব্রজ চলে গেলো । সত্য চা ঢালতে গেলো । সঞ্জয় ফিরে এলো ।]

সঞ্জয় ॥ এই যে পৌঁছে গেছে চা ? বেছে বেছে
কেমন মুহূর্তটিতে আমিও পৌঁছে গেছি, দেখেছেন ?

সত্য ॥ আপনি যে এতো ভোরে ?

সঞ্জয় ॥ অতি বড়ো মুনি ঋষি,
তাদেরও তো হয়ে যায় পদস্খলন
মাঝে মধ্যে ? আমারও এ তাই, সত্যবাবু ।

[সত্য এক কাপ চা এগিয়ে দিলো]

আহা দিন দিন ! আপনি দীর্ঘায়ু হোন,
ঘরের ছপ্পড় ফুঁড়ে আসুক বৈভব ।

[সবাই চা নিলো]

বনলতা ॥ সত্যবাবু, গাঁয়ে আজ কিসের উৎসব ?

সত্য ॥ কে বলেছে ?

বনলতা ॥ আমায় বলে নি কেউ, দেখলাম—
দলে দলে এলো সব সমুদ্রের তীরে,
মেয়ে পুরুষের মেলা । ঐ পাশে,
ভিলেজের রাস্তা ঘেঁষে
বুড়ো বকুলের নীচে এসে পূজো দিলো,
সমুদ্রে ভাসালো ফুল, মালা বেলপাতা—
কিসের এ পূজো ?

সত্য ॥ কে জানে কিসের ?
এদের তো বারোমাসে ছত্রিশ পরব ।

বনলতা ॥ আর গান । গান শুনে মনে হয়—
এ পূজো ভয়ের । যেন কোনো অপদেবতাকে
শান্ত রাখা চাই ।

সঞ্জয় ॥ তাই না কি ? তবে তো কোনো কাকে
পদ্ধতিটা শিখে নিতে হবে।

বনলতা ॥ আচ্ছা সত্যবাবু, বুড়্‌ঢাজিন কাকে বলে এরা ?

সত্য ॥ বুড়্‌ঢাজিন ? কোথায় শুনলেন ?

বনলতা ॥ আমি তো বেড়াই ঘুরে ঘুরে,
গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলি, কথা শুনি,
ঐ তো আমার দোষ।

রতি ॥ দোষ ? শুনুন শুনুন মিস্টার ঘোষ !
এমন যে স্বাস্থ্যকর কিউরিয়সিটী—

বনলতা ॥ বলুন না সত্যবাবু ?

সত্য ॥ (ধীরে ধীরে) এরা বলে বুড়্‌ঢাজিন সমুদ্দুরে থাকে,
সমুদ্রের অপদেবতা সে।
বুড়্‌ঢাজিন খেয়ালী দেবতা,
দয়ালু দেবতা, মানুষের দুঃখ দেখে
বুক ফাটে তার।
কার কোন্ উপকার করা যায়
তাই খুঁজে খুঁজে ফেরে বছরের একদিন।

বনলতা ॥ বছরেব একদিন ? কোন্‌দিন ?

সত্য ॥ (হেসে) সে কথা জানি না। নইলে আমারও কতো
অপূর্ণ বাসনা ছিল মনে, কিছুই হোলো না তার।

রতি ॥ যতো সব আজগুবি কুসংস্কার, সুপারস্টিশন !

সত্য ॥ সে কথা একশোবার।

বনলতা ॥ বুড়্‌ঢাজিন এতো যদি উপকারী হয়,
গাঁয়ের এ হাল কেন তবে ?

সত্য ॥ ওরে বাবা ! পাছে উপকার করে বুড়্‌ঢাজিন—
এই ভয়ে বছরের ঐ দিন ওরা সব
কাঁটা হয়ে থাকে ভয়ে, দোরে দিয়ে রাখে খিল।

বনলতা ॥ সে কি ? কেন কেন ?

সত্য ॥ ওরা বলে—বুড়্‌ঢাজিন
ভালো মনে যাই দিয়ে যাক,
ফল তার ভালো হয় নাকো।

বনলতা ॥ কি রকম ? কি রকম ?

[হঠাৎ করুণা এলো ভিতর থেকে। কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত।]

করুণা ॥ আরে, সবাই এখানে ?
(রন্তিকে) তুমি—তুমি কখন উঠেছো ?

রন্তি ॥ এই তো এখনি। মানে—কিছুক্ষণ আগে।

করুণা ॥ বনলতা ? ইয়ে, অতসী কোথায় ?

বনলতা ॥ ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। কেন, কি ব্যাপার ?

করুণা ॥ ব্যাপার ? না, কিছু নয়, এমনি জিজ্ঞেস—
আচ্ছা আমি—আমি দেখি গিয়ে—

সঞ্জয় ॥ (শশব্যস্তে) মিসেস সান্যাল !

করুণা ॥ (চমকে) অ্যাঁ ? কি, কি ?

সঞ্জয় ॥ আপনি কি—অতসীকে ওঠাতে যাচ্ছেন ?

করুণা ॥ আমি ? হ্যাঁ না, মানে—কেন, ইয়ে—অতসীর
শরীর কি ভালো নেই ?

সঞ্জয় ॥ (নিশ্বাস ফেলে) অতসীর শরীর খারাপ
আমি তো দেখিনি কোনোদিন।

করুণা ॥ তবে ?

সঞ্জয় ॥ না কিছু না ! যান, ভুলে দিন।

বনলতা ॥ কি ব্যাপার বলো দেখি ?

করুণা ॥ (কাষ্ঠ হেসে) না না, ব্যাপার কি হবে ?

[যেতে গিয়ে ফিরে]

ইয়ে, বনলতা ! একটু এসো না ভাই, কথা আছে।

রন্তি ॥ (বিরক্ত) কি হয়েছে বলো দেখি ?
আমরা এখানে এক
ইন্টেরেস্টিং বিষয়ের ডিস্‌কাশন—

করুণা ॥ তবে থাক বনলতা, পরে হবে।
আমি যাই—

বনলতা ॥ (কৌতূহলে) না না, চলো,
কি কথা বলবে বলো, শুনে আসি।
আসছি এখনি।

[করুণা আর বনলতা ভিতরে গেলো]

রতি ॥ আসরটা ভেঙে দিয়ে গেলো!
কখন যে কি খেয়াল চাপে!

সঞ্জয় ॥ (আপনমনে) 'রতি-কান্ত-বাবু'।

রতি ॥ কি, বলুন?

সঞ্জয় ॥ (পূর্ববৎ) 'মিস্টার সান্যাল'। 'সত্যবাবু'।

সত্য ॥ আজ্ঞে?

সঞ্জয় ॥ 'মিস্টার'। 'বাবু'। 'আজ্ঞে', 'কি বলুন'।
অথচ ওদের দেখেছেন?
দশদিন গেছে কি না গেছে, এরই মধ্যে—
'বনলতা শোনো ভাই', 'করুণা কোথায়'?
'অতসীটা এখনো ঘুমোয়'?
'চলো ভাই, এসো ভাই, তুলে দিই গিয়ে'!

সত্য ॥ (হেসে) এ কি ঈর্ষা আপনার? না কি রাগ?

সঞ্জয় ॥ কোনোটাই নয় সত্যবাবু। যা ঘটে, যা হয়,
তাই শুধু বলা।

ব্রজ ॥ (ভিতর থেকে, ঘণ্টা বাজিয়ে হেঁকে) বির্কফাষ্ট! বির্কফাষ্ট!

সত্য ॥ বেটা যেন নিলামের দারোয়ান!

[প্রকাণ্ড এক ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ব্রজর প্রবেশ]

ব্রজ ॥ বির্কফাষ্ট রিডী সাব—হুজুর—বাবুমশাই!

সঞ্জয় ॥ (কানে হাত চাপা দিয়ে) যাই! যাই বাবা, যাই যাই!

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[আধ ঘণ্টা পরে। করুণা এলো, চাপা উত্তেজনা। পাঁচিলে ঝুঁকে বাগানটা দেখে নিলো এদিক ওদিক। অতসী এলো, সেও উত্তেজিত।]

করুণা ॥ বনলতা কই?

অতসী ॥ আসবে এখনি। ওদিকে নেই তো কেউ?

করুণা ॥ না।

অতসী ॥ দেখি ওরা কতোদূর গেলো।

[সমুদ্রের দিকে তাকালো]

করুণা ॥ দেখা যায় ?

অতসী ॥ ঐ তো ওখানে—সমুদ্রের কাছাকাছি প্রায়।
আমার রত্নখানি হাত নেড়ে বক্তৃতায় রত।
ঐ শুধু জানে,
বড়ো বড়ো কথা শুধু মুখের দোকানে !

[বনলতার প্রবেশ। প্রসাধন বেড়েছে এর মধ্যে।]

করুণা ॥ অতসী ! অতসী এসো, বনলতা এসে গেছে।

[তিনজনে একটা টেবিল ঘিরে বসলো]

বনলতা ॥ ভালো করে ভেবে দেখো—
সী-বীচে হারায় নি তো কাল ?

করুণা ॥ না না অসম্ভব ! সমুদ্রের তীরে
গেছি তো বিকেলে কাল ? সন্ধ্যেবেলা ফিরে
পরিষ্কার মনে আছে—দেরাজে রেখেছি খুলে।

বনলতা ॥ রাতে আর করো নি তো বার ?

করুণা ॥ না না, একেবারে গেছি ভুলে।

অতসী ॥ তারপরে দরজাটি খুলে রেখে
চলে গেছো খাবার সময়ে দুজনেই ?

করুণা ॥ ঠিক তাই।

অতসী ॥ স্পষ্ট কথা বলি ভাই,
অতোখানি অখেয়ালী হওয়া
ঠিক নয়। খাবার সময়
আমি তো প্রতিটি বেলা দরোজায় তালা দিয়ে যাই।

করুণা ॥ আমি কি ভেবেছি ছাই
এ রকম হ'তে পারে ?

অতসী ॥ আহা, দুনিয়া কি সাধুতে বোঝাই ?
বলি তবে শোনো।
আমার বিয়ের আগে, একবার
কোনো এক বিয়েবাড়ী প'রে গেছি জড়োয়ার সেট্।
সেট্ মানে—নেকলেস, ব্রেসলেট্, আর

[ঝম করে ঝাঁঝরের শব্দ। বনলতার হাত ছিটকে

কানে ছিল এক জোড়া দুল।
ভুল হোলো কোনখানে জানো—

বনলতা ॥ কিন্তু অতসী ভাই, এদিকটা ভাবো,
যা কিছু করার আছে, তাড়াতাড়ি করে ফেলা চাই।

অতসী ॥ (বাধা পড়ায় বিরক্ত) তা ভাবো না, ভাবো না বাবা,
আমি কি বলেছি কোনো কথা ?
সতর্কতা কি জিনিস আমি শুধু তাই—

বনলতা ॥ (করুণাকে) আমার তো মনে হয় মিস্টার সান্যাল
জানলেই ভালো।

করুণা ॥ ওরে বাবা! তা'হলে রক্ষে নেই,
তিনমাস ক্যাট্‌ ক্যাট্‌ কথা শোনাবে সে!

বনলতা ॥ না না, কি যে বলো ?
অত্যন্ত সিম্‌প্যাথেটিক—

[করুণা বনলতার দিকে সোজা তাকালো]

করুণা ॥ বনলতা, কতোবার শোনাবো তোমায়—
ইংরিজী জানি না আমি।

বনলতা ॥ ওহো, সরি! মানে ওটা
অতি সাধারণ কথা কিনা ? শক্ত কিছু নয়—

করুণা ॥ দুঃখের বিষয়,
সাধারণ ইংরিজীও হয় নি কো শেখা।
পুরোনো বনেদী ঘর,
মেয়েরা ইংরিজী শেখে—ভাবাও দুষ্কর। চাকরি করার
ছিল না তো দর[illegible]নো ?

বনলতা ॥ (চাপা রাগে হেসে) [illegible]খাপড়া শেখবার
সুযোগ পাওনি—ভালো কথা। তাই নিয়ে
অহঙ্কার কেন ?

করুণা ॥ অহঙ্কার করি নি মোটেই—

বনলতা ॥ আর, আমি যে চাকরি করি তাতে
লজ্জার কোনো কিছু নেই।
স্টেনো হয়ে কাজ শুরু করে
আমি আজ পাবলিক রিলেশনে

কোম্পানীর সীনিয়র অফিসার।

করুণা ॥ জানি জানি! কতোবার শোনাবে ও কথা?

অতসী ॥ এবার কে নিয়ে এলো বাজে কথা?
যতো দোষ আমারই কেবল?

বনলতা ॥ আমি খালি—

করুণা ॥ যেতে দাও, যেতে দাও ও সব কচালি!
মুখ্যু আমি। কখন কি বলে ফেলি
ভুলে যাও ভাই! এখন কি করি বলো।

বনলতা ॥ আমি তো বলেছি—

করুণা ॥ সে হবে না ভাই। ওর কাছে বলা যদি যেতো,
তবে আর তোমাদের কাছে
পরামর্শ কেন চাইলাম?

বনলতা ॥ না পেলে তো বলতেই হবে?

অতসী ॥ আলবাৎ পাওয়া যাবে!
চোর কে যে—সে তো পরিষ্কার?

করুণা ॥ কিন্তু ধরো, করেছে পাচার
এরই মধ্যে? নিয়েছে তো রাত্রে কাল—

বনলতা ॥ ডিনার টাইমে। পেয়ে গেছে অনেক সময়
আনডাউটেড্—মানে যাকে বলে—
নিঃসন্দেহ।

অতসী ॥ করুক পাচাব। তবু ক'রে দেবে বাব
চাপ খেলে পরে।

বনলতা ॥ চাপ দেবে কি রকম করে?
হাতে নাতে পড়ে নি তো ধরা?

অতসী ॥ হাতে নাতে ধরছি দেখো না
ফাঁদ পেতে।

করুণা ॥ ফাঁদ?

অতসী ॥ দেখো শুধু চোখ মেলে—কি করেন চাঁদ।

[অতসী হাতের আংটি খুলে দেখালো। তারপর উঠে বাগানে গেলো। এরাও গেলো। বেদীর উপর আংটিটা রেখে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিরে এলো অতসী ওদের

নিয়ে। ইসারায় বসালো ওদের। নিজে ভিতরের দিকে গিয়ে হাঁকলো।]

ব্রজলাল! ব্রজলাল!

ব্রজ ॥ (ভিতর থেকে) জী হুজুর মেমসাব!

অতসী ॥ বাইরে এসো তো একবার!

ব্রজ ॥ (ভিতর থেকে) হাঁ হাঁ দিদিমণি, আভি আসছি বাহার।

অতসী ॥ (অন্যদের) যা কিছু বলতে হয়, আমি আছি।
তোমরা গল্প করো শুধু। ভাব করো—
কিছুই হয় নি যেন।

[এরা যথাসম্ভব নির্বিকারতার ভাব করলো। কিন্তু কথা বেরুলো না।]

চুপ ক'রে বসে আছো কেন? কথা বলো

করুণা ॥ কি কথা বলবো বলো?

বনলতা। যা খুশী বলো না তাই—

করুণা ॥ তুমিই করো না স্বরু?

অতসী ॥ কি আশ্চয! এমনিতে এতো কথা বলো-

করুণা ॥ আমি আর কটা কথা বলি? বনলতা—

অতসী ॥ (চাপা গলায়) চুপ! এসে গেছে!
শিগ্‌গির স্বরু করো কথা!

করুণা ॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে) জানো বনলতা। আমি আজ, ইয়ে—

[থেমে গেলো। ব্রজর প্রবেশ।]

বনলতা ॥ (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) তাই বলছিলাম—
এমন সুন্দর দিন, মানে—
সমুদ্রটা কি যে ভালো লাগছিল আজ,
মনে কি যে এলো ভাব—
যেন ঠিক—যেন—যাকে বলে—

ব্রজ ॥ সেলাম মেমসাব!

[বনলতার পিঠ ব্রজর দিকে ছিল। আঁৎকে উঠলো কণ্ঠস্বরে।]

বনলতা ॥ অ্যাঁ কে? ও, ও তুমি? ব্রিজলাল?

ব্রজ ॥ কি হুকুম বোলেন মেমসাব।

বনলতা ॥ হুকুম? সে আমি নই, আমি নই—

অতসী ॥ আমি ডাকলাম। ইয়ে, ব্রজলাল।
দেখো তো বাগানে গিয়ে—
আংটিটা কোথায় যে খুলে প'ড়ে গেলো—

ব্রজ ॥ আংটি? সোনেকা ছিল?

অতসী ॥ সোনা না তো কি? পান্না বসানো—

ব্রজ ॥ পান্না ভি ছিল? কুনখানে? গিরলো কুথায়?

অতসী ॥ ঐ তো বাগানে। বেঞ্চিতে বসে বসে তিনজন
এতোক্ষণ কথা বলেছি তো?
কখন যে প'ড়ে গেছে খুলে—
দেখো না বেরিয়ে?

ব্রজ ॥ হাঁ হাঁ তুবন্তু দেখছে!
রোবে তো মিলিয়ে যাবে ঠিক।

[বলতে বলতে বাগানে নেমে গেলো। করুণা উঠে দেখতে গেলো, অতসী হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলো। কথা বলতে বললো ইঙ্গিতে।]

করুণা ॥ বনলতা, কি বলছিলে তুমি?

বনলতা ॥ আমি? মানে, ঐ—
ভোরবেলা বাঁচের উপর সূর্যোদয়,
মানে সানরাইজ্—সে এক অপূর্ব দৃশ্য,
যাকে বলে ম্যাগনিফিসেণ্ট,
গ্লোরিয়াস! বুঝেছো করুণা? ও, না,
গ্লোরিয়াস মানে—মহিমা, মহিমান্বিত

[আর পেরে উঠলো না, থেমে গেলো।]

অতসী ॥ (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক!
মহিমই তো নাম? এতোক্ষণে মনে পড়ে গেলো—
মহিম, মহিম, ঠিক!

[এর মধ্যে ব্রজ আংটিটা পেয়েছে। হাতে নিয়ে বারান্দার দিকে চেয়ে ট্যাঁকে গুঁজে ফেললো। সত্য যে নিঃশব্দচরণে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা দেখলো না।]

সত্য একটু হেসে সরে গেলো। ব্রজ আরো খোঁজবার ভাণ করলো।]

করুণা ॥ (ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে) কে মহিম ?

অতসী ॥ (জলন্ত চোখে) কে মহিম ? এতোক্ষণ কি বললাম তবে ?

করুণা ॥ (খেয়াল করে) হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ মহিম মহিম ! মহিমই তো ! মহিম না ?
(আর্ত আবেদনে) বনলতা !

বনলতা ॥ বটেই তো, মহিম মহিম ? আমিও তো ববাবরই বলছি— মহিম !

[তাবপর আ.র কি বলা যায় ? কাতরভাবে অতসীর দিকে তাকালো। অতসী উদভ্রান্ত খুঁজে যে কথাটি পেলো, সেটা বনলতার দিকে ছুঁড়লো প্রশ্নেব সুরে, আঙুল দেখিযে—যেন বনলতাব দোষ।]

অতসী ॥ সূর্যোদয ?

বনলতা ॥ (বিভ্রান্ত) সূর্যোদয় ?

অতসী ॥ (নির্মম) সূর্যোদয় চমৎকার নয় ? বীচেব ওপর ?

বনলতা ॥ (কাতব) সে কথা তো বলেছি একবার ?

অতসী ॥ (হিংস্র) ফেব বলো ! রোজ বাজ ভোরবাতে সমুদ্রেব পারে আমরা কি যাই ?

করুণা ॥ (আত্মবক্ষার্থে আক্রমণ) যাই ? বলো ?

বনলতা ॥ (তিক্তস্বরে) গেলে বাঁচা যেতো !

ব্রজ ॥ (চেঁচিয়ে) মেমসাব !

অতসী-বনলতা-করুণা ॥ (আঁৎকে উঠে একসঙ্গে) অ্যাঁ ??

অতসী ॥ (সামলে) পাওয়া গেলো, ব্রজলাল ?

ব্রজ ॥ নহী তো, নহী তো মেমসাব ? বিলকুল নহী।

[উঠে এলো বারান্দায়]

অতসী ॥ সে কি ? যাবে কোথা ?

ব্রজ ॥ কোতো ঢুঁডলাম বাগিচায়। উধারে কুথাও নাই।

[সত্য আবার নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে আড়ালে]

অতসী ॥ ঠিক বাৎ ?

ব্রজ ॥ বিলকুল ঠিক। আপনিকে বোলি মেমসাব,
হামার আন্দাজ—বাহারে গিরেছে বালুপর।

অতসী ॥ বাহারে যাই নি মোটে, গিরবে কি করে?
বাগিচায় গেছি শুধু, সকালেও দেখেছি আঙুলে।

ব্রজ ॥ তোবে হোতে পারে খুলে
রাখেছেন গোসল-খানায়। ঘাবড়ান মৎ,
আভি দেখিয়ে আসছি হামি—

[ভিতরের দিকে গেলো]

অতসী ॥ (বজ্রকণ্ঠে) ব্রিজলাল! ইধারে আও!

[ব্রজ থেমে গেলো। এরাও চমকে গেলো গলা শুনে।]

ইধারে এগিয়ে আও এক্ষুনি
ভালো যদি চাও।

ব্রজ ॥ মেমসাব—

অতসী ॥ চোপরাও!
আংটিটা এখুনি নিকাল দাও!

ব্রজ ॥ আংটি?

অতসী ॥ শুধু আংটি নয়—

করুণা ॥ আমার কানের দুল --

ব্রজ ॥ দুল?

অতসী ॥ কানকা মাকড়ি! বুঝা নেই?
ন্যাকা সেজে যাতা হায়?
হামলোক সবাইকো বোকা পাতা হায়?

[সত্যর মুখে উপভোগের হাসি]

ব্রজ ॥ দিদিমণি, সচ্ বাৎ—হনুমান দেওকা কসম—

অতসী ॥ পাপ কাহে বাড়াতা ব্রিজলাল,
মিথ্যে বাৎ বলে? আংটিকা ফাঁদ পেতে রাখা ছিল
বাগিচামে। শুধু ঐ মাকড়িকা জন্যে।

[ব্রজ আংটি বার করে টেবিলে রেখে মাটিতে বসে পড়লো। ভেঙে পড়লো নকল কান্নায়।]

ব্রজ ॥ দিদিমণি, অঙ্গুঠা দেখকে
লালচ লাগলো, লিয়ে লিলো,

কস্থর হো গয়া দিদিমণি
(কান মলে) আর কভি নহী হোগা,
কিসিকো বতাও মৎ—

অতসী ॥ ঠারো ঠারো! মাকড়িঠো কাঁহা?

ব্রজ ॥ মাকড়ি মালুম নহী,
হামি লিয়েছি না। হনুমান দেওকা কসম—

অতসী ॥ বটে? তবে পুলিস বোলাও! বনলতা!

বনলতা ॥ হাঁ হাঁ নিশ্চয়।

[অনিশ্চিতভাবে বাইরের দিকে এগুলো]

ব্রজ ॥ মেমসাব, শুনিয়ে তো বাৎ—

অতসী ॥ করুণা, জলদি গিয়ে
ম্যানেজারবাবুকো বোলাও। ঠ্যাটামিটা করি দূর—

ব্রজ ॥ (আর্তকণ্ঠে) সবুর সবুর।

[অন্য ট্যাক থেকে দুল বার করে দিলো]

হাঁথ জোড়ি, পাঁও ধোরি দিদিমণি।
পুলিস বুলাও মৎ! সব তো দে দিয়া?

অতসী ॥ পুলিস না বোলালেও
ম্যানেজারবাবুকো তো নিশ্চয় বোলেগা।
চোট্টা কাঁহাকা—

বনলতা ॥ হাঁ হাঁ ঠিক! এ সমস্ত থীফ্‌দের
এনকারেজ কখনো কোরো না!

ব্রজ ॥ দিদিমণি, গরীব আদমী—

করুণা ॥ ওঃ! গরীব দেখাতা! চুরি করে করে
গেস্টদেব আগেও কি ফাঁক নেহি করা?

অতসী ॥ ঠিক কথা!

ব্রজ ॥ কভি নহী কিয়া দিদিমণি,
এহি পহ্‌লা কস্থর। হনুমান—

অতসী ॥ রাখ্‌ তোর হনুমান। পয়লা কস্থর।
তুই বেটা জাত চোর—দেখেই বুঝেছি।
সিঁদকাঠি দিয়ে তোর হাতে খড়ি!

ব্রজ ॥ মেমসাব বিশোয়াস্‌ মান—

সিঁদকাঠি দেখা নহী কভি !

ক্লাস ফোর লিখাই পড়াই—অংরেজী ভি জানে থুড়ু থুড়ু,

ক্যাট ব্যাট ক্লেভার বোয়, রাম হ্যাজ এ নাইস টোয়,

লিটিল গার্ল বিগ বোক্স, ফ্যাট হেন এগ্লাই কোক্স,

টেবিল চিয়ার লুকিং গেলাস—

অতসী ॥ আরে গেলো। কি বলতে চাস ?

ব্রজ ॥ বাপুজী মরিয়ে গেলো—ব্যস।

পড়াই খতম হোলো। ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে ইধার উধার

কাম কভি মিলে, কভি নহী মিলে,

ভুখা থাকি। ভুখা না রহ্‌লে কোই

চোর নহী হোতা, দিদিমণি।

[করুণা বনলতার মুখে সহানুভূতি, অতসীও আগের চেয়ে নরম।]

অতসী ॥ তাই ব'লে সোনার গহনা ?

ছোটখাটো কিছু হলে তবু বোঝা যেতো।

ব্রজ ॥ হোয়ে গেলো চুক এক দফা-

অতসী ॥ এক দফা ?

ব্রজ ॥ হাঁ হাঁ, দো দফে দো দফে ! মগর একঠো বাৎ

জোড় হাঁথ—বাপুজী বাঁচিয়ে যেতো দো চার বরষ,

বিশ তিশ রুপেয়া রহ্‌তো ঘোরে

বির্জলাল চোর কভি নহী হোতো !

পানের ডুকান দিতো একঠো ছোটাসা,

কারবারে বরাবর সাফ মাথা ছিলো। এখুনো ভি

মওকা হোনেসে লগা দিতো পানকা ডুকান। মেমসাব,

বিশঠো রুপেয়া যোদি দিয়ে দেন দোয়া ক'রে—

অতসী ॥ ও মা, দেখো দেখো, এ যে উল্টে টাকা চায় !

বনলতা ॥ অডাসিটী

লিমিট ছাড়িয়ে যায় দেখি !

করুণা ॥ কে বলতে পারে ?

অতসী ॥ তার মানে ? বলার কি আছে ?

করুণা ॥ ঠিকমতো সুযোগ না পেলে, কতো মানুষেরই

হয়ে যায় সব গণ্ডগোল। এই তো আমারই দেখো—

ব্রজ ॥ হাঁ হাঁ বোলুন বোলুন, ঠিক বাৎ—

অতসী ॥ থামো তোম! না করুণা, এ সবের
দিও না প্রশ্রয়। পুলিসের হাতে নাও যদি দিতে চাও,
হোটেলে চাকরি এর হবেই ঘোচাতে।

ব্রজ ॥ ফারাক কি হোলো তাতে দিদিমণি?
সে তো একহি বাৎ হোলো! কাম ছুটে গেলো—
ফির ভুখা, ফির চোরী—
তোবে যান, পুলিসই বুলান। ভুখা মেরে
চোরী কেনো কোরাবেন আর? হনুমান দেও,
চোরী ফির না করাও, ভগোয়ান!

[ব্রজ শহীদ হয়ে বসলো। হাত জোড় করে, শূন্যে চোখ রেখে। এরা বিভ্রান্ত।]

বনলতা ॥ (অবশেষে) এই ব্রিজলাল! তুমি যাও,
কাজ করো গিয়ে। ততোক্ষণ
ভেবে দেখি তিনজন।

অতসী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো।

ব্রজ ॥ জী হুজুর। সীয়ারাম সীয়ারাম।

[ব্রজ ভিতরে গেলো, শহীদী ভাব বজায় রেখে।]

অতসী ॥ কি করবে বলো?

করুণা ॥ গয়না তো পাওয়া গেলো ফিরে। আমি বলি—
কেন আর মিছে গণ্ডগোল?

অতসী ॥ কিন্তু করুণা,
হাতে নাতে চোর ধরে ছেড়ে দেয় কেউ?

বনলতা ॥ অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্
ছেড়ে দেওয়া চলে না যদিও, তবে—

করুণা ॥ চাকরিটা খেয়ে দিলে লাভ কিছু হবে?
আমি ভাই মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে, যুক্তিতর্ক
বুঝি না কিছুই, শুধু মনে হয়—
চোর হয়ে জন্মায় না কেউ। অবস্থা বিপাকে পড়ে
ও হয়েছে চোর, আমরা হয়েছি সব যার যা হবার।

বনলতা ॥ কিন্তু যদি করো কন্‌সিডার—

অতসী ॥ অবস্থার ফের যদি বলো,
কথাটায় মিথ্যে কিছু নেই। আমাকেই ধরো—
বাবার তো টাকা ছিল, কতো ভালো ভালো
পাত্র জুটেছিল। তবু কোন্‌ মতিচ্ছন্নে
ইংরিজীতে এম. এ. দেখে আচ্ছন্ন হলাম
বিত্তে চমকে, ভগবান জানে! কোন্‌ চোখে
দেখেছি যে ওকে সে সময়ে—
বাবা-মার উপদেশ ঠেলে, সব ফেলে—
অবস্থাগতিকে
মানুষের কি ভুলই যে হয়!

বনলতা ॥ ইংরিজীতে এম. এ. পাস?
তবু আশা মিটলো না?

অতসী ॥ তখন কি জানি ছাই—
লেখক হবার ইচ্ছে, রোজগারে মতিগতি নাই?

করুণা ॥ বলে নি সে কথা আগে?

অতসী ॥ বলে নি তা নয়। তবে
ছোকরা বয়সে কতো লোক কতো কথা বলে।
ভেবেছি দুদিন গেলে সখ ঘুচে যাবে,
খেলে সংসারের ঠেলা।

করুণা ॥ লেখাও তো কাজ?

অতসী ॥ লিখে কটা টাকা আসে ভাই পোড়া বাংলাদেশে?
তাও যদি সিনেমাতে নিতো কোনো বই!
সিনেমার গল্প লেখা আলাদা ক্ষমতা,
সে মুরোদ কই?

বনলতা ॥ যাই বলো, তবু তো পেয়েছো কালচার—

অতসী ॥ ঝাঁটা মারি কালচারের মুখে! চাল নেই, চুলো নেই,
কালচার ধুয়ে ধুয়ে খাবো! বনলতা, যদি বিয়ে করো,
কালচার ছেড়ে ভাই কারবারী ধরো।

করুণা ॥ (বাঁকা হেসে) তোমার ও কথা
বনলতা কোনোদিন মানবে না ভাই।

অতসী ॥ না মানলে আমার কি ছাই ?
দেখে না শিখলে সব ঠেকে শেখে।
বনলতা ॥ আমার শেখার কিছু নাই।
বিয়ে তো হবে না আর—
করুণা ॥ কপালে কি আছে কার, বলা যায় কিছু ?
বনলতা ॥ কপাল মানি না আমি। বিয়ে
করা কি না করা—সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন।
করুণা ॥ (হঠাৎ জ্বালাধরা কণ্ঠে) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, তুমি তো স্বাধীন !
[উঠে অন্যদিকে গেলো]
বনলতা ॥ (চেয়ে থেকে) হিংসে হয় ?
করুণা ॥ (ফিরে না তাকিয়ে) হিংসে ? ভাবো কি নিজেকে ?
[অতসী কি বলতে গেলো, বনলতা ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলো তাকে।]
বনলতা ॥ (স্থিরকণ্ঠে) যা বলার বলো না করুণা ?
লজ্জা করো কেন ?
করুণা ॥ (হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে) নিশ্চয়, হিংসে করি !
তোমার ডিগ্রীকে নয় ! অফিসারী চাকরিকেও নয় !
হিংসে করি—স্বাধীনতা, ইচ্ছেমতো অধিকার নিজস্ব জীবনে !
তোমার হারালে ভুল নাই কোনো
জবাবদিহির ভয়। ভোরবেলা সমুদ্রের স্নানে
তোমাকে হয় না নিতে কারো অনুমতি। এই হিংসে করি—
হিংসে করি এই অধিকার।
বনলতা ॥ করুণা তোমার
কিছু জানা নেই। স্বাধীনতা দেখো, হিংসে করো,
একা থাকা কাকে বলে কিছুই জানো না।
করুণা ॥ আমার যা দাম্পত্য জীবন,
তার চেয়ে একা থাকা শতগুণে ভালো।
বনলতা ॥ (তীব্রস্বরে) যা পেয়েছো জীবনের দান, তার জন্য
ধন্যবাদ দিও বিধাতাকে !
করুণা ॥ জীবনের দান ? তুমি কি খবর রাখো ? মিসেস সান্যাল
তুমি যদি হতে, দেখতাম—

জীবনের দান নিয়ে কতো বড়ো বড়ো কথা
মুখ দিয়ে বার হয় !

অতসী ॥ তুমি যেন একেবারে ক্ষেপে গেলে দেখি ?
এ কথা তো মানো—স্বামীটি তোমার
সরকারী বড়ো অফিসার ? কতো তাঁর রোজগার—

করুণা ॥ রোজগার ! টাকা ! ভুলেও ভেবো না
টাকাতেই সমস্ত অভাব মিটে যায় ।

অতসী ॥ টাকাটাই সব নয়, জানি । কিন্তু যদি
ভদ্রভাবে চলাটাও শক্ত হয়, যদি কেস্ করো
ষ্টার্ভেশন—মানে, উপবাস যদি—

করুণা ॥ (ঝাঁঝে) ষ্টার্ভেশন মানে আমি জানি ভাই ।
যতোখানি ভাণ করি রাগের জ্বালায়,
ততোটা মুখ্যু নই । ক্লাস টেনে উঠে তবে ঠেকে গেছি আমি ।

বনলতা ॥ এতোদিন বিশুদ্ধ ন্যাকামি
কেন তবে করেছিলে ভাই ?

করুণা ॥ তোমার ইংরিজী বুলি শুনে ।
তুমি বি. এ. পাস ইংরিজীতে
বিদ্যের প্রচার করে করে
চমক লাগাতে পারো বিদ্বানের মনে । অল্পবিদ্যা আমি,
আমি কেন সহ্য করি ?

বনলতা ॥ এই কি কারণ ?

করুণা ॥ (স্থিরকণ্ঠে) আরো আছে ।
আমার বিদ্যের ত্রুটি দিয়ে
পতিদেবতার মান প্রতিপদে ক্ষুণ্ণ করি । প্রতিপদে
খোঁটা খেতে হয়, হতে হয় তুলনায় ম্লান,
পাছে ভুলে যাই—মিষ্টার সান্যাল আজ আরো বড়ো হোতো
ধনে মানে পদমর্যাদায়, অল্পবিদ্যা স্ত্রীর ভারে
জর্জরিত না হলে জীবন ।

বনলতা ॥ (উত্তেজিত) ভুল ভুল—এ তোমার আগাগোড়া ভুল !
হিংসের বাঁকা আয়নাতে,
সব কিছু বাঁকাচোরা দেখো তুমি !

করুণা ॥ (অল্প থেমে, স্থিরকণ্ঠে) বনলতা। ঠিক এই রকমের কথা আগেও শুনেছি—
অন্য বিদুষীর মুখে। একবারও ভেবো না কো মনে—
তুমিই প্রথম।

বনলতা ॥ (লাফিয়ে উঠে) কি বলছো তুমি ?

অতসী ॥ করুণা, করুণা! বনলতা!

করুণা ॥ হিংসে করি আমি—সত্যি কথা। কিন্তু সেটা
এরকম হিংসে নয়। আমি শুধু চাই
যেটুকু বিত্তে আছে সম্বল করে
কোনো এক নিরুদ্বেগ সাদাসিধে
চাকরির স্বাধীনতা। বিবাহিত জীবনের দাসত্বের অপমান থেকে
মুক্তি চাই শুধু। যে মেয়ের এইটুকু আছে,
তাকে আমি হিংসে করি, তোমাকেও হিংসে করি
এই কারণেই। আমার স্বামীর দুঃখে কতোখানি জোগালে সান্ত্বনা,
কতোখানি হলে আবিষ্কার তার চোখে—
সে নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই!

[করুণা সবেগে ভিতরের দিকে গেলো]

অতসী ॥ আরে আরে, বলে দাও।
চোরটার কি ব্যবস্থা করি ?
কি যে সব হয়ে গেলো কথায় কথায়—

করুণা ॥ যা ইচ্ছে করো! আমার গয়না পেয়ে গেছি,
উদ্ধার পেয়ে গেছি দুকথা শোনার হাত থেকে,
আর কিছু চাই না আমার।

[চলে গেলো ভিতরে]

অতসী ॥ কি যে সব মাথা গরমের দল!

বনলতা ॥ (ফোঁস করে) আমাকে বোলো না! আমি মাথা
গরম করি নি মোটে।

অতসী ॥ করছো এখনই।

বনলতা ॥ নিজের মনের বিষ দিয়ে
করুণা নিজেও কষ্ট পায়,
অন্যকেও ধ্বংস করে যন্ত্রণায় তিলে তিলে।

অতসী ॥ 'অন্তের' খবরে
তোমার কি দরকার বাপু ?

বনলতা ॥ আমার অসহ্য লাগে। একজন পেয়েও বোঝে না
কতোখানি পেলো, যা পেয়েছে পায়ে ঠেলে ঠেলে
নষ্ট করে! অথচ হয়'তো অন্য কেউ
অপেক্ষায় মরে। হয় তো পাবার কথা তারই
যোগ্যতার কথা যদি ওঠে।

অতসী ॥ কে সে বনলতা ?
অন্য কেউ—কে সে অন্য কেউ ?

বনলতা ॥ অতসী সেজো না বোকা! আমার সঙ্কোচ নেই আর।
জানি এর মানে নেই কিছু, তবু সত্য স্বীকার করার
সাহসটা রাখি।

[সত্য নীরবে উঠে হাসিমুখে বেরিয়ে গেলো]

অতসী ॥ (অল্প পরে) সব স্বপ্ন। সব মিথ্যে আশা।
জীবনের প্রথমেই গোলমাল হয়ে গেছে সব,
ফেরাবার উপায় তো নেই!
মরুক গে! ব্রিজলাল—

বনলতা ॥ ব্রিজলাল ভুলে যাও। ছেড়ে দাও ওকে।
আমরা সবাই ব্রিজলাল। অতীতের ভুলে
সকলেরই হয়ে গেছে সব গোলমাল।

[টেবিলে রাখা ব্যাগ থেকে কালো চশমা বার করলো]

যাবে ? সমুদ্রের ধারে ?

অতসী ॥ (উঠে) চলো যাই। করুণাকে ডাকবো না ?

বনলতা ॥ তুমি তবে করো ডাকাডাকি! আমি এগোলাম।

[দ্রুত বেরিয়ে গেলো]

অতসী ॥ বাব্বা! মেজাজটা কি ?
আধুনিক মেয়েদের খুরে পেন্নাম!

[করুণাকে ডাকবে কি না ভেবে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের দিকে একাই চলে গেলো। সত্য এসে বাগান দিয়ে বারান্দায় উঠলো, চেয়ে দেখলো সমুদ্রের দিকে। তারপর এগিয়ে এলো দর্শকদের দিকে। আবার সে একক আলোয়

উজ্জ্বল। মুখে চোখে হাসি। যেন সে আর দর্শকরা নাটকের চরিত্রদের নিয়ে এক মহা কৌতুকের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।]

সত্য ॥ সুধীজন।

চারুশীলা মহিলা ও বিচক্ষণ মহোদয়গণ।

পৃথিবীর পরিক্রমা বন্ধ যদি না হয়, তা হলে

সকালের ভার নেবে দ্বিপ্রহর। সেও যাবে চলে,

অপরাহ্ন দখল জানাবে, ক্ষণিকের, তারপর

সন্ধ্যা হবে। দিনান্তের দাবী নিয়ে রাত্রির প্রহর

বসে রবে অপেক্ষায়। ক্লান্তিহীন আয়াঙ্গগতিতে

পৃথিবী অক্লান্ত খাটে দিনগুলি পার করে দিতে;

সভ্যতার ইতিহাস বৃদ্ধ হলে ক্ষতি নাই তার।

ক্ষতি কার? বনলতা? সঞ্জয়-অতসী-করুণার?

ব্রজলাল? রতিকান্ত? অথবা কি আমার আপনার?

ভুলপথে মোড় ঘুরে সবই যদি হাহাকারে ডোবে,

অতীতের প্রতারণা বর্তমান ডোবায় বিক্ষোভে—

তবে কি বা আসে যায় সভ্যতার আয়ুক্ষয় হলে?

পৃথিবী যাক না ঘুরে, দিন আসুক, দিন যাক চলে।

[সত্য থামলো। দূরে মাদলের শব্দ, গ্রামে উৎসবের বাদ্যধ্বনি। ধিতাং তা, ধিতাং তা। সত্যর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন মাদলের তালে মিশে যাচ্ছে।]

কিন্তু না! এখন এসব তর্ক না।

আজকে থাকুক বক্তৃতা, মাদল বাজে ধিতাং তা! ধিতাং তা।

আজকে বাতাস নেশায় চুর, আজকে মাতাল সমুদ্দুর,

সূয্যিমামা যায় টাটে, রাত হোলো যে দিন কাটে,

আকাশ কালো অন্ধকার, তারার চোখে ঠাট্টা কার?

এক্ষুনি চাঁদ উঠবে ঠিক, ঢাকবে আলোয় দিগ্‌বিদিক।

মাদল বলে—'ধিতাং তা, সামাল সবাই, ঘরকে যা!'

ভয়টা কিসের, ভয়টা কি? দেখতে মজা চাস না কি?

আজকে যে দিন বছরকার, আজকে সে দিন চমৎকার!

[একটা প্রচণ্ড স্ফূর্তিতে সত্যর গলা চড়ছে, নাচ বাড়ছে]

মাদল বাজে থিংতা তা! জোরসে বাজা থিতাং তা!
থিংতি নাতিন থিতাং তিন! আজ সে এক মজার দিন!
থিংতি নাতিন থিতাং তিন! আজ সে কি এক দারুণ দিন!
আসবে হেথায় বুড়ো জিন! বুড়ো জিন! বুড়ো জিন!

[ঝম করে ঝাঁঝরের প্রচণ্ড শব্দ। আলো নিভে গেলো। আর একটা আলো উজ্জ্বল করলো বারান্দার পাঁচিলের একটা অংশ। পাঁচিলে ঘোড়সওয়ারের মতো দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসে আছে—বুড়োজিন।

কয়েক সেকেণ্ড মাদল বেজে চলেছে। বুড়োজিন স্থির। আরো আলো। সত্যকে দেখা গেলো বারান্দায়, তার চোখ বুড়োজিনের চোখে। অন্ধকার হয়ে গেলো। মাদলের শব্দ ততোক্ষণে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।]

॥ বিরতি ॥

* দ্বিতীয় অঙ্ক *

....

[ঝম করে ঝাঁঝরের শব্দ। আলো। বুড়োজিন আর সত্য একইভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে। মাদল বাজছে আগেকার তালে। বুড়োজিনের মাথাভরা পাকা চুলের রাশি। মুখভরা সাদা গোঁফদাড়ি। কিন্তু কচি মুখ, কচি দেহ। আসলে সে একটি ছোট্ট ছেলে (অথবা মেয়ে), চুল গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে বুড়ো সেজেছে। তার গলা রিণরিণে মিষ্টি আর তীক্ষ্ণ। কথার স্বরে শিশুসুলভ চাপল্য আর স্ফূর্তি। তার চলাফেরা ভাবভঙ্গী যেন উচ্ছল নৃত্য—জীবনী-শক্তিতে ভরপুর। তার সব কথাই চীৎকার।]

সত্য ॥ (হাসিমুখে) পৌঁছে গেছো, বুড়োজিন?

বুড়ো ॥ থিংতি নাতিন থিতাং তিন!

সত্য ॥ (মহানন্দে) ঠিক বলেছো বুড়োজিন!

[বুড়োজিন তড়াং করে লাফিয়ে নেমে এলো। মাদলের তালে একটা শিশু-তাণ্ডব নাচলো। তারপর একটা টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলো।]

বুড়ো ॥ হোটেলটা কার ? শুনতে চাই !

সত্য ॥ তোমার হোটেল ! সন্দ নাই ।

বুড়ো ॥ হুকুমমতো চলছো কি ?

সত্য ॥ একেবারে নেই ফাঁকি ।

বুড়ো ॥ ধিতাং নাতিন ধাতিং তা ! কজন এবার বাসিন্দা ?

সত্য ॥ ছজন পাবে বুড়োজিন—তিনটে মেয়ে, পুরুষ তিন ।

[বুড়োজিন লাফিয়ে নেমে একটু নেচে নিলো]

বুড়ো ॥ ধিতাং নাতিন ধিতাং তি ! দুঃখ তাদের বড্ডো কি ?

সত্য ॥ (আনন্দে) আজগুবি এই বছবটা—দুঃখে পাগল সব কটা !
ভাবছে ওদেব ছয় জনাই—পেতাম যদি সুযোগটাই,
জীবনটাকে আব একবার সাজিয়ে নিতাম চমৎকার ।

[বুড়োজিন শুনে দুঃখে ফোঁৎ ফোঁৎ করে কেঁদে উঠলো একবার । হাতের মুঠোয় চোখের জল মুছে আরো খানিক নৃত্য করে এক লাফে চেয়ারে উঠে দাঁড়ালো ।]

বুড়ো ॥ ঘুচবে ওদেব দুঃখ ঠিক, বুড়োজিনের শরণ নিক ।
বাগানটাতে আজ রাতে বেরিয়ে আসুক জোছ্‌নাতে ।
পায় নি যা সব তাই পাবে, জীবনটাকে শোধরাবে ।

সত্য ॥ ধিতাং তিনা বিতাং তিন ! এই না হলে বুড়োজিন ?

বুড়ো ॥ তোমার উপব বইলো ভার—সব কটাকে করবে বাব ।

সত্য ॥ কিচ্ছু তোমার চিন্তা নেই, বাইরে আছে সকলেই ।

বুড়ো-সত্য ॥ (একসঙ্গে) বিংতি নাতিন ধিতাং তা
ধিতাং নাতিন ধিতাং তা !
ধিতাং তা ধিতাং তা বিতাং তা বিতাং তা !

[ঝম করে ঝাঁঝর বাজলো । সব অন্ধকার । তারপর ধীরে ধীরে চাঁদের আলোয় বাগান বারান্দা ভরে গেলো । বুড়োজিন অদৃশ্য । সত্য দর্শকদের দিকে ফিরে ।]

সত্য ॥ রাতের পৃথিবী রাতের আকাশ রাতের চাঁদ
রাতের বাতাসে পরীরা পেতেছে আজব ফাঁদ
রাতের সাগর জ্যোৎস্নানীল
দুরন্ত ঢেউ দরাজদিল
সোনালী বালির আলিঙ্গনের মেটায় সাধ .
রাতের আকাশে হেসে কুটি কুটি রাতের চাঁদ ।

রাতের মানুষ নালিশ তোমার স্তব্ধ হোক
রাতের সাগরে ডুবুক তোমার ব্যর্থ শোক
ভুলের মাশুল দিও না আর
সুরু করে দেখো আর একবার
আবার জীবন সাজাক তোমার নতুন চোখ
নতুন অতীত এনেছে রাতের কল্পলোক।

[সত্য গিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলো। হঠাৎ ঝম করে ঝাঁঝরের শব্দ হোলো দূরে। সত্য বাহুর ভঙ্গীতে আনন্দ প্রকাশ করলো। আর একটা ঝম, সত্য ফিরে হাসিমুখে দু হাত ঘসতে লাগলো। তৃতীয় ঝম! সত্য হাততালি দিয়ে উঠলো। চতুর্থ ঝম! পঞ্চম! ষষ্ঠ! সত্য আনন্দে প্রায় নাচছে। ষষ্ঠ আওয়াজটা হতে উন্মুখ হয়ে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালো অধীর দৃষ্টিতে। কাকে যেন দেখতে পেলো। মুহূর্তে ফিরে এলো তার ম্যানেজারী ভঙ্গী।]

সত্য ॥ আসুন সঞ্জয়বাবু!

[সঞ্জয় সমুদ্রের দিক থেকে উঠে এলো। হাতে পেট ফোলা ব্যাগ একটা।]

এরই মধ্যে এলেন যে ফিরে?

[সঞ্জয় টেবিলে ব্যাগ রেখে ঝুপ করে বসলো ক্লান্তভাবে]

সঞ্জয় ॥ ভালো লাগলো না। সেই একই বালি,
একই ঢেউ সমুদ্রের জলে।

সত্য ॥ (হেসে) তবু লোকে বলে—চন্দ্রালোকে সমুদ্রের ঢেউ
বালির উপরে বসে দেখা—
এর চেয়ে কাম্য কিছু নেই।

সঞ্জয় ॥ যারা বলে, একা তারা ছিল না নিশ্চয়!

সত্য ॥ মনে হয়—লেখকেরা চিরদিনই একা।

সঞ্জয় ॥ হয় তো বা। হয় তো এ অভিশাপ।
কোনো এক গুরুতর পাপ
ঘটেছিল জন্মান্তরে।

সত্য ॥ অভিশাপ? কি আশ্চর্য! সাহিত্যবাসরে

এতো খ্যাতি আপনার—

সঞ্জয় ॥ অতি সত্য কথা, সত্যবাবু।
খ্যাতি আর নিঃসঙ্গতা—এরা দুই ভাই।

সত্য ॥ তাই হবে।

সঞ্জয় ॥ তবে মিছে খ্যাতি নিয়ে খোঁচা দেন কেন ?

সত্য ॥ অত্যন্ত দুঃখিত।

সঞ্জয় ॥ আপনি তো অবিবাহিত ?

সত্য ॥ (হেসে) করবো না অস্বীকার, ঘটনাটা অবিকল তাই।

সঞ্জয় ॥ এ অবস্থার দায়িত্বটা কার ?

সত্য ॥ অর্থাৎ ?

সঞ্জয় ॥ এ কি স্রেফ নির্জলা বরাৎ ? না কি কোনো বিশিষ্ট কারণে
সঙ্গহীন ক্লিষ্টতায় আস্থা রেখেছেন ?

সত্য ॥ না না, অবস্থাটা সেরকম নয়।
কারণও বিশেষ নেই। সঙ্গহীনতায়ও
মারাত্মক কোনো ক্লেশ এখনো করি না অনুভব।

সঞ্জয় ॥ সবই কি সম্ভব—বিপুলা এ পৃথিবীতে ?
(ঝুঁকে বসে) সত্যবাবু, এখানে নিভৃতে
যদি প্রাণ খুলে আপনাকে দুটো কথা বলি,
কিছু যায় আসে ?

সত্য ॥ অনায়াসে যা খুশী তা বলে যান,
পাঁচকান না হবার দায়িত্ব আমার।

সঞ্জয় ॥ সত্যবাবু, অতীতের অর্বাচীন বুদ্ধিহীনতায়
বিবাহকে দায় মনে করে, ধরে নিয়ে সাহিত্যের অন্তরায়,
প্রতিজ্ঞার কঠিন শাসনে
বিবাহবন্ধন থেকে চিরমুক্ত রেখেছি নিজেকে। ভুলে গেছি—
সঙ্গের বন্ধন থেকে শতগুণ কঠিন বাঁধন
নিঃসঙ্গ জীবনে। আজ কেন মনে পড়ে এতো কথা,
বলি তা, শুনুন। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে
বেরিয়েছি সবে—(আহা কবে গেছে
সে সমস্ত দিন)—একজন এলো এ জীবনে।
উচ্ছল প্রাণের বন্যা দিয়ে

ভেঙে দিয়েছিল প্রায় প্রতিজ্ঞার মজবুত বাঁধ।
জীবনের অপূর্ব আস্বাদ সেই একবারই—

সত্য ॥ (উঠে) ভেরী সরি! কে যেন আসছে ফিরে—

[সমুদ্রের দিকে গেলো]

সঞ্জয় ॥ কে এলো জ্বালাতে?

সত্য ॥ মিস্টার চৌধুরী যেন, মিসেসের সাথে।

সঞ্জয় ॥ গুড্ গড্! আমার এখন
একেবারে মন নাই মুখোমুখি কথা বলবার! আমি যাই!

[দ্রুতপদে বাগানে নেমে চলে গেলো। উঠে এলো সস্ত্রীক মিস্টার ব্রজলাল চৌধুরী। ব্রজলালের মাথায় দামী টুপি, হাতে দামী ছড়ি, মুখে দামী চুরুট। বস্তুতঃ পুরো চেহারাটাতেই যেন একটা দামী টিকিট মারা। স্ত্রী অতসী মূল্যবান শাড়ি-গহনায় মোড়া—সেটাও যেন ব্রজলালেরই দামের টিকিট।]

ব্রজ ॥ নমস্কার মানিজারবাবু! বোসে বোসে দেখছেন চুপ কোরে
পুণমের ওপোরূপ শোভা? কবিতা লেখুন!

[ব্রজ উচ্চহাস্য করলেন নিজের রসিকতায়]

সত্য ॥ (হেসে) আসুন আসুন। হোটেলের মানেজার কবে কোন্‌খানে
কবিতার মানে বোঝে? লেখা তো দূরের কথা।

ব্রজ ॥ হাঁ হাঁ ঠিক বাৎ। হামাদের দুজনেরই
কাম কোরে খেতে হোয়, কবিতার সময় কুথায়?
কি বোলো ওতোসী, তুমার কি মনে হোয়?

অতসী ॥ (ক্লান্তভাবে বসে) সে তো ঠিক।

ব্রজ ॥ বেঠিক কি বোলি হামি কভি? সোব দামী কোথা।
তা না হোলে এতো টাকা
কামাই কি কোরে হোলো? রূপেয়া তো দামী চীজ?
কি বোলেন মানিজারবাবু?

সত্য ॥ দামী বলে দামী? রূপেয়ার বীজ
পুঁতে দিলে গাছ হয়ে রূপেয়া ফলাবে
এমন তো শুনি নি কখনো।

ব্রজ ॥ (উচ্চহাস্যে) শুনো শুনো! মানিজার মজাদার কোথা বোলে

বরাবর, তবু খাটি বাৎ।
নেহাৎ বেকার আছে কালেজের লিখাই পড়াই
রূপেয়া কামাই যোদি নাই হোয় কুছ্।

অতসী ॥ দু চার বছর
কলেজে পড়েছি আমি। সেটা যে বেকার
তাতে প্রশ্ন নেই।

ব্রজ (উচ্চহাস্যে) এই দেখো—পরিবার
গোসা হোয়ে গেলো! হামি কি তুমার কোথা বলি?
বুঝলেন মানিজার—কারবার নিয়ে থাকি,
সময় ছিলো না বাকি কালেজে পড়ার।
কিন্তু বরাবর ছিলো মোনে—
বৌ হোবে কালেজের পাস।
আর হোতে হোবে খাস বনেদী ঘোরের।
বেহারে ঢুঁড়েছি ঢের এ রোকম মেয়ে,
কুথা পাবো? তার চেয়ে বঙ্গালীই ভালো—
মোনে হোলো শেষে। বাংলাদেশে
হোলো তো অনেক সাল? বোন্ধুরা বোলে—
বির্জলাল বঙ্গালী বনিয়ে গেছে।

অতসী (উঠে) আমি যাই। শুয়ে পড়ি গিয়ে—

ব্রজ ॥ কেনো কেনো? রাত তো হোয় নি খুব?

সত্য ॥ শরীর আছে তো ভালো? সমুদ্রে ডুব
বেশী দিয়েছেন না কি?

ব্রজ ॥ আরে না না, ফাঁকি
দিবার মতলব তাড়াতাড়ি।

অতসী না, আমার মাথা ধরে গেছে ভারী।

ব্রজ ॥ তোবে তো ইখানে আরো ভালো। চাঁদের আলোতে বোসে
খোলা হাওয়া খাবে, মাথা ধোরা পালাবে এখুনি।
মানিজার, দু বোতল লিমোনেড হোবে?

অতসী না না লেমোনেড থাক।

ব্রজ ॥ কেনো কেনো, থাক কেনো? খাওয়া যাক। মানিজার—

সত্য ॥ আনছি এখুনি।

[ভিতরে চলে গেলো]

অতসী ॥ খাবো না দিয়েছি বলে! তুমি একা খেও দু বোতল।

ব্রজ ॥ পাগল হোয়েছো? তুমারই জোন্তে বোলা।

অতসী ॥ আমারই জন্তে—কাঁচকলা!

ব্রজ ॥ কি হোয়েছে বোলো তো তুমার? সারাদিন
লগাতার খিটমিট! এতো টাকা দিয়ে
সী-সাইডে আনলাম চেঞ্জ হোবে বোলে—
মেজাজ যা কোরে আছো—দেখে মোনে হোয়
পয়সাটা জোলে গেলো বিলকুল!

অতসী ॥ তবে চলো—সমুদ্রে হাওয়া খাই গিয়ে।
খরচা উসুল হবে রসিয়ে রসিয়ে!

[ক্রুদ্ধ অতসী দ্রুতপায়ে সমুদ্রের দিকে বেরিয়ে গেলো]

ব্রজ ॥ কি ব্যাপার? আরে শুনো শুনো—

[ব্রজ পেছন পেছন চলে গেলো। সত্য ট্রেতে লেমোনেড গ্লাস ইত্যাদি এনে নির্বিকারভাবে টেবিলে রেখে বাগানের দিকে গেলো সঞ্জয়ের খোঁজে। বনলতা বারান্দায় এলো সমুদ্রের দিক থেকে।]

বনলতা ॥ সত্যবাবু!

সত্য ॥ (ফিরে) এই যে এখানে। কি বলুন?

বনলতা ॥ ওরা কেউ এসেছে এ দিকে?

সত্য ॥ ওরা মানে—মিস্টার সান্যাল? কই, না তো?

বনলতা ॥ 'পান কিনে আনি' বলে সেই যে গিয়েছে—

সত্য ॥ দেখেছেন—পানের দোকানে?

বনলতা ॥ সেখানেও নেই। এইমাত্র দেখলাম গিয়ে।

সত্য ॥ যদি খুব দরকার থাকে, আমি তবে একবার—

বনলতা ॥ দরকার? না না, দরকার কিছু নেই।
ভালোই হয়েছে। আমি তবে চলে যাই শুতে,
মাথাটা ধরেছে—

সত্য ॥ আপনারও মাথাধরা?

বনলতা ॥ আর কারো আছে নাকি—মাথাধরা?

সত্য ॥ মিসেস চৌধুরী—

বনলতা ॥ বেচারী অতসী।

সত্য ॥ কেন ? মাথা ধরে আছে বলে ?

বনলতা ॥ দোষটা আসলে
মাথার মোটেই নয়। অতসীর ব্যথাটা কোথায়
সে কথা আমিই বুঝি খালি।
মরুক গে যাক যতো কথার পাঁচালী ! যদি দেখা হয়—
দয়া করে জানিয়ে দেবেন—
মাথা ধরে আছে বলে শুতে চলে গেছি।

[ভিতরে গেলো। এর মধ্যে সঞ্জয় বাগানে এসেছিল। কথা শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন উঠে এলো বারান্দায়।]

সত্য ॥ আসুন সঞ্জয়বাবু, কিছুটা সময়
পাওয়া যেতে পারে নিরিবিলি।

[বলতে বলতে ব্রজ এলো। মেজাজ গরম।]

ব্রজ ॥ এতোখানি সিলি
বঙ্গালী মেয়েরা হোয়, আগে যদি জানতাম তোবে
কোন্ শালা ডোবে এ রোকম ঝুটমুট ?

[সবেগে ভিতরে চলে গেলো]

সঞ্জয় ॥ অসভ্য ব্রুট্।

সত্য ॥ আজ্ঞে ?

সঞ্জয় ॥ কিছু না। যাক্‌গে !

সত্য ॥ তখন যা হচ্ছিল কথা—

সঞ্জয় ॥ মুড্ চলে গেছে সত্যবাবু। ভাগ্যের ফেবে পড়ে
হয়ে আছি কাবু একেবারে।

[ব্যাগ খুলে একটা বেঁটে চ্যাপ্টা বোতল বার করলো]

হবে নাকি—এক পাত্র?

সত্য ॥ (হেসে) আপনিই খান। আমার কেবলমাত্র সাদা জল চলে।

[অন্য টেবিল থেকে লেমোনেডের গ্লাস একটা এনে দিলো]

সঞ্জয় ॥ এও সাদা—বিশুদ্ধ জিন।

সত্য ॥ যে জিন চেপেছে ঘাড়ে। তাকে সামলাতে

তটস্থ রাত্রিদিন। আর জিন হজম হবে না।

সঞ্জয় ॥ (এক চুমুক খেয়ে) তার মানে ?

ব্রজ ॥ (ভিতর থেকে হেঁকে) মানিজারবাবু ! মানিজার !

সত্য ॥ (চেঁচিয়ে) যাই স্যার। (সঞ্জয়কে) আবার যে পড়ে গেলো বাধা ?

সঞ্জয় ॥ যাবেন না, চেঁচাক গে হ'তো পারে গাধা।

সত্য ॥ (হেসে) ও কথা বলে কি আর হোটেলের ম্যানেজারি চলে ?
দেখে আসি, একটু বসুন।

[সত্য ভিতরে গেলো। সঞ্জয় গ্লাস খালি করে আবার ঢালছে, অতসী এলো।]

অতসী ॥ (থমকে) এ কি সঞ্জয়।

[সঞ্জয় চমকে উঠে দাঁড়ালো]

ওটা কি খাচ্ছো তুমি ?

সঞ্জয় ॥ এর নাম জিন।

অতসী ॥ ও তো মদ !

সঞ্জয় ॥ (থেমে) 'জিন' কথাটায়
ইংরিজীতে মদই বোঝায়।
হিন্দীতে আছে বটে আরেকটা ম্যানে—

অতসী ॥ (কোমল কণ্ঠে) সবাই তা জানে। আমার প্রশ্ন সেটা নয়।

সঞ্জয় ॥ কি তবে প্রশ্ন বলো ?

অতসী ॥ জীবনটা এরকম নষ্ট করো কেন ?

সঞ্জয় ॥ নষ্ট যদি ক'রে থাকি, সে তো
বহুদিন আগে ঘটে গেছে। যেদিন তোমাকে
ছেড়ে চলে গেছিলাম—সাহিত্যিক হবো বলে।

অতসী ॥ হয়েছো তো সাহিত্যিক।

সঞ্জয় ॥ হয়েছি তা ঠিক। কিন্তু
হারিয়েছি যতো, পেয়েছি কি ততো ফিরে ? একখানি ভুলে—

অতসী ॥ ভুলটা কি একাই তোমার ? আমি কি করি নি ভুল
সে সময় ? মনে ছিল দারিদ্র্যের ভয়,
বাড়ীর তুমুল কাণ্ড, চেঁচামেচি আপত্তির ভীতি।
সে সব স্বীকৃতি
মন খুলে করেছি তো গত তিনদিনে

যখনই পেয়েছি নির্জন।

সঞ্জয় ॥ দারিদ্র্যের ভয়
হয় তো সেদিন খাঁটি ছিল। আজ
নিয়তির ঠাট্টাটি দেখো! টাকা নিয়ে কি করবো বহু ভেবে ভেবে
অবশেষে জিন কিনে খাই।
অবশ্য তোমার স্বামী যতো টাকা রাখে
তার আমার সিকি ভাগও নাই।

অতসী ॥ আমার পাওনা ছিল এ কথার খোঁচা।

সঞ্জয় ॥ তোমাকে দিই নি খোঁচা, বিশ্বাস করো।
আমি শুধু বারোমাস নিজেকেই খোঁচা দিয়ে যাই।
যতো দুঃখ পাই, জানি সবই আমারই তো দোষ।
যদি সঞ্জয় ঘোষ মিথ্যে এক প্রতিজ্ঞার কবল ছাড়িয়ে
জোর দিয়ে জানাতো সেদিন--
'অতসী, তোমাকে চাই শুধু, আর কিছু
নাও যদি পাই; তবে আজ---

অতসী ॥ তবু মেনে নিতে হবে—প্রতিজ্ঞা তোমার
হয় নি তো একান্ত নিষ্ফলা। সাহিত্যের অচঞ্চলা খ্যাতি—

সঞ্জয় ॥ ভুল ভুল অতি ভুল। সাহিত্যের সাফল্য আমার
আরো ঢের বেশী হোতো, যদি
নিত্যসঙ্গী হয়ে তুমি এতোদিন প্রেরণা জোগাতে।

অতসী ॥ সত্যি তাই মনে করো?

সঞ্জয় ॥ মনে করি? এ আমার ধ্রুবজ্ঞান।
বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।
আজ যে লেখার হাত ক্লান্ত এতো,
মনে আজ এতো অবসাদ, সাহিত্যসৃষ্টির পথে
এই কি সহায়? নিষ্করুণ রিক্ততায়
কল্পনার স্রোতে আজ ভাঁটা পড়ে গেছে।
তাই তো ধরেছি মদ।

অতসী ॥ (দুহাতে মাথা চেপে বসে) ওঃ! কি ভুল করেছি!

সঞ্জয় ॥ একখানি ভুল
জীবন নির্মূল ক'রে রেখে যায়,

ফেবার উপায় রাখে না।

[সত্য এসে থমকে দাঁড়ালো। অতসী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছলো অন্য দিকে ফিরে।]

সত্য ॥ মিসেস চৌধুরী। আপনার স্বামীকে এখনি
এ্যাস্‌পিরিণ দিয়ে আমি শুইয়ে রেখেছি, মাথা না কি তাঁর
ভীষণ ধরেছে।

অতসী ॥ তবেই মরেছে! আজ আর শান্তি নেই সারারাত!

সত্য ॥ আপনাকে এই কথা জানাবার হুকুম দিলেন---
ঘুম না কি আসবে না আপনি না গেলে।

অতসী ॥ তবে তো সমস্ত কিছু ফেলে
এখনি ছুটতে হয়। গেলাম সঞ্জয়বাবু।

[অতসী ভিতরে চলে গেলো]

সত্য ॥ আবার আরম্ভ হোক তবে
যে কথায় এতোবার বাধা পড়ে গেলো।

সঞ্জয় ॥ আজ থাক। আজ বড়ো মাথা ধরে গেছে।

সত্য ॥ সে কি? আপনারও? এ্যাস্‌পিরিণ---

সঞ্জয় ॥ যেতে দিন যেতে দিন। আমি ঘুরে আসি একবার
সমুদ্রের ধার থেকে।

[বোতল ব্যাগে ভরে সঞ্জয় চলে গেলো। সত্য দুহাত ঘসে নিঃশব্দে হাসলো। খুব উপভোগ করছে সে। করুণা আর রতিকান্ত এলো সমুদ্রের দিক থেকে। খানিকটা সন্তর্পণে।]

সত্য ॥ এই যে আসুন। আজ রাত
বড়ো চমৎকার। তাই নয়?

করুণা সত্যি তাই।

রতি ॥ ইয়ে, সত্যবাবু। বনলতা ফিরেছে কি?

সত্য ॥ ফিরেছেন কিছুক্ষণ আগে।
মাথা ধরে গেছে বলে শুয়ে পড়লেন।

করুণা আহা, তাই না কি? তাহলে মিস্টার সান্যাল,
তাড়াতাড়ি ঘরে যান।

রতি ॥ মাথা যদি ধরে, এতোক্ষণে তাহলে নিশ্চয়

ঘুমিয়ে পাথর। তাই নয়?

সত্য ॥ মনে হয় তাই।

রতি ॥ তবে আর কাঁচা ঘুম ভেঙে
লাভটা কি হবে? তার চেয়ে কিছুক্ষণ এখানেই বসি।

সত্য ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো।
এমন চাঁদের আলো আজ। আমি চলি,
বহু কাজ বাকি আছে।

[ভিতরে চলে গেলো]

রতি ॥ তবু ভালো বসা যাবে এখানেই।

করুণা ॥ না না চলো, বাগানেই বসি।

[দুজনে বাগানে গিয়ে বসলো]

এটা খুব অন্যায় হোলো।
বনলতা রাগ করে শুতে চলে গেলো।

রতি ॥ আমি কি করতে পারি বলো?

[সত্য চুপি চুপি বারান্দায় এসে বসলো]

করুণা ॥ পান কিনে সোজা চলে এলে—

রতি ॥ করুণা, তোমায় একা পেলে
এতো কথা বলবার থাকে—

করুণা ॥ তবু এই লুকোচুরি—

রতি ॥ লুকোচুরি আমারও স্বভাবে নাই
একেবারে। নির্বিচারে বলে দিতে চাই—
সত্য বলে মেনেছি যা। কিন্তু সেটা
ওর সহ্য হবে কেন? ওর তো তেমন মন নেই?
কষ্ট থেকে ওকে বাঁচাতেই
আমি কষ্ট পাই সত্য চেপে রেখে।

করুণা ॥ তোমার এ কষ্ট দেখে আমি দুঃখ পাই।
স্ত্রী যদি স্বামীর কথা বোঝবার
ক্ষমতা না রাখে, তার চেয়ে নাই আর ট্র্যাজিক ঘটনা।

রতি ॥ সত্যি তাই।

[সত্য হঠাৎ চমকে ভিতরের দিকে তাকালো। নিঃশব্দে
দ্রুত বেরিয়ে গেলো বাইরে। বনলতা বারান্দায় এলো]

করুণা ॥ কি ক'রে যে হোলো এ রকম!
লেখাপড়া কম তো করে নি? বি. এ. পাস।
আমি তো কখনো কলেজের
ডিঙোই নি চৌকাঠ।

রতি ॥ করুণা তোমার মন উন্মুক্ত আকাশ,
উদার দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠ।
ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রী পেয়ে
বাঙালী মেয়েরা শুধু স্টাইলটা শেখে,
অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়।

[বনলতা আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছে]

করুণা ॥ না না ছি ছি, এ কথাটা বলা ঠিক নয়। বনলতা
হয় তো একটু বেশী সাজে গোজে। তাই বলে
অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে—এ কথা বলা কি চলে?

রতি ॥ জানি অন্যায়
আমার ও কথা বলা। মনে যাই ভাবি, মুখে
স্ত্রীর নামে কোনো কথা আনতেই
লজ্জায় মরে যাই। তবু সত্যি তাই,
তোমাকে লুকোই আমি সে ক্ষমতা নাই।

করুণা ॥ আমি তো বুঝি না অতোশত,
মুখ্যু মেয়ে আমি। সামান্য চাকরি করে তবু চেষ্টা করি
যাতে কারো বোঝা হয়ে না থাকতে হয়।

রতি ॥ তোমার তো জয় সেখানেই। চরিত্রের জোর
ডিগ্রীতে আসে না কারো। কঠোর সংযমে
জীবনকে যে পেরেছে চ্যালেঞ্জ জানাতে,
তার সাথে কেন যে হোলো না পরিচয়
জীবনের প্রথম প্রভাতে? আজ রাতে
সে কথাই বার বার মনে আসে।

করুণা ॥ তোমাকে নিশ্চয়
বনলতা খুবই ভালোবাসে। তবু মনে হয়—
তোমার গভীর মন বোঝবার
তার কোনো ক্ষমতাই নাই।

[বনলতা হঠাৎ পাঁচিলের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো]

বনলতা ॥ ঠিক তাই। অতোটা গভীরে ডুবে ডুবে
জল খেয়ে যাওয়া—
এ কি আর যার তার কাজ? এ তোমারই সাজে।

রতি ॥ এ কি, বনলতা। ঘুমোও নি তুমি?

বনলতা ॥ ঘুমোলে যে এতো সব দামী দামী কথা
শোনাই হোতো না? উদার দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠ,
উন্মুক্ত আকাশ—পেতাম না কিছুরই আভাস?

রতি ॥ ছি ছি বনলতা। সামান্য ভদ্রতাটুকু ভুলে গেলে?
আড়ি পেতে কথা শোনা অতি নীচু কাজ।

বনলতা ॥ জানি সেটা। তোমরা যে উঁচু মন নিয়ে
লুকিয়ে পালিয়ে আজ এখানে জমেছো,
তাও দেখে শিখতে পারি নি।

করুণা ॥ সত্যিই পারো নি। তোমাকে কষ্টের হাত থেকে
বাঁচাবার এ চেষ্টাকে অপমান করে—

বনলতা ॥ আহা মরে যাই! সত্য চাপা দিতে
তোমাদেরও বড়ো কষ্ট হয়! ভাবলাম—
সে কষ্ট বাঁচাই। উদারতা তোমাদেরই একচেটে নয়।

রতি ॥ বনলতা, কালচার যদি থাকে ছিটেফোঁটা বাকি—

বনলতা ॥ কালচার? বলে কাকে? আমি তো খবর রাখি
স্টাইলের শুধু, এর বেশী শিখি নি কলেজে!
কালচার পাবে সব করুণার কাছে। অভ্যেস আছে তার
চুপি চুপি কালচার বিতরণ করা।

রতি ॥ করুণার নামে
শুনবো না কোনো কথা। দোষ যদি থেকে থাকে কিছু—
সবই তা আমার!

বনলতা ॥ মহানুভবতা
এমন কি দেখেছো করুণা কোনোখানে?
তোমার আগেই যারা এসেছিল
তারা কিন্তু সকলেই জানে—
কতো উচ্চ মন ওর, কতোটা উদার!

করুণা ॥ মিথ্যে এ দুর্ভোর
দরকার কিছুই ছিল না বনলতা। তোমার স্বামীকে আমি
কেড়ে নিতে চাই নি কখনো।

বনলতা ॥ কেড়ে নিতে? ছেড়ে দিতে এতো কষ্ট ভেবেছো আমার?
এতোদিনে ছেড়ে দিয়ে নিজেই যেতাম
যে কোনো চাকরি নিয়ে। বিবাহিত জীবনের
যতো সুখ তুমি ভেবে থাকো,
ততোটা মোটেই নেই। পড়ে আছি এই ভেবে শুধু—
সমাজের চোখে ওর আলোমুখ কালো হয়ে যাবে।

করুণা ॥ এতোখানি দয়া?

বনলতা ॥ দয়া নয়, বিবাহের পবিত্র বন্ধন!
বিয়ে করে হয়ে গেছে একমাত্র ভুল
তার শাস্তি সারাটা জীবন।

[বনলতা ছুটে ঘরে চলে গেলো। অল্পক্ষণ চুপচাপ।]

রতি ॥ এতো ভালো দিন গেছে আজ,
এমন সুন্দর রাত, সব
ছারখার করে দিয়ে গেলো।

করুণা ॥ তবু তার অপরাধ ক্ষমা করবার
মহত্ত্ব তোমারই আছে জানি।

রতি ॥ মহত্ত্ব এ নয় তো করুণা,
বিবাহিত পুরুষের দায়িত্বের ভার—
এ তো বইতেই হবে। একমাত্র সান্ত্বনা এই—
প্রাণ খুলে তোমাকে বলার
অধিকার দিয়েছো যে।

করুণা ॥ বলতে যে পেরেছো আমাকে, তাতেই সার্থক আমি,
আর কিছু চাইবার নেই।

রতি ॥ (নিঃশ্বাস ফেলে) চলো গিয়ে বাগানেই বসি।

করুণা ॥ বনলতা—?

রতি ॥ যা হবার হয়েই তো গেলো। দু চারটে কথা
বলে যদি মনের এ ভার কিছু হাল্কা হয় তাই—

করুণা ॥ চলো তবে যাই।

[দুজনে বাগানের ওদিকে বেরিয়ে গেলো। সত্য এলো সন্তর্পণে, মনে হয় কাছাকাছিই লুকিয়ে ছিল। তার মুখে চোখে আনন্দ। মাদলের ধ্বনি আবার ভেসে এলো। সত্য হাতে তালি দিচ্ছে, ঠোঁট নড়ছে তার।]

সত্য ॥ ধিতাং তা ধিতাং তা, ধিতাং তা ধিতাং তা,
ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন, ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন,
ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন, বাজ রে মাদল ধিতাং তিন,
আজকে সে এক মজার দিন, আজ এসেছে বুড়্‌ঢাজিন।
আজকে এলো বুড়্‌ঢাজিন! বুড়্‌ঢাজিন! বুড়্‌ঢাজিন।

[ঝম করে শব্দ। অন্ধকার। তারপর অন্ধকার-চেরা আলোর রশ্মিতে পাঁচিলে ঘোড়সওয়ার বুড়্‌ঢাজিন।]

ধিংতি নাতিন ধিতাং তিন, ফের এসেছে বুড়্‌ঢাজিন।

[আবো আলো। বুড়্‌ঢাজিন নেচে নিলো খানিক। লাফিয়ে উঠলো টেবিলে।]

বুড়্‌ঢা ॥ ধিতাং নাতিন ধিতাং তা, যার যেটা চাই পাচ্ছে তা!
কষ্ট কারুর থাকছে না, ধিতাং নাতিন বিতাং তা।

সত্য ॥ ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন, সাবাস বটে বুড়্‌ঢাজিন।
চাইলো যে যা পাচ্ছে তাই, সাবাস তোমায় মন্দ নাই।

বুড়্‌ঢা ॥ এই হোটেলের সবাইকার দুঃখ কিছুই নাই তো আর?

সত্য ॥ (মহানন্দে) সেই তো মজা বুড়্‌ঢাজিন! আবার সবাই শান্তিহীন!
যা পেলো তা রুচছে না, কষ্ট কিছুই ঘুচ্‌ছে না!

বুড়্‌ঢা ॥ (ভীষণ রেগে) ধিতাং নাতিন ধিতাং তাই,
খারাপ তোমার মুণ্ডুটাই।
চাইলো যা তা পায় যদি, তাহলে আবার কষ্ট কি?

সত্য ॥ মজার কথা সেইটা তো, পেয়েছে সব 'এইটা' তো।
কেমন যে হয় 'অন্যটা', জানলো না তো কেউ সেটা?

বুড়্‌ঢা ॥ কারুর ভালো করতে নাই! নেমকহারাম সব কটাই!
ধিতাং নাতিন ধিতাং তা, সবাই তোরা চুলোয় যা!

সত্য-বুড়্‌ঢা ॥ (একসঙ্গে) ধিতাং নাতিন ধিতাং তাক,
সবাই ওরা চুলোয় যাক।
ধিতাং নাতিন ধিতাং তাক, সবাই ওরা চুলোয় যাক।

[দপ করে আলো নিভে গেলো। তারপর চাঁদের আলো আবার। কেউ নেই। বনলতা একটা ভারী স্যুটকেস টানতে টানতে এনে ফেললো বারান্দায়। হাঁপাতে লাগলো রাগে আর পরিশ্রমে।]

বনলতা ॥ যাক গে চুলোয়—সমাজের নিন্দে ভয় যতো !
আর কতো সহ্য করা যায় ?

[বসলো। তারপর বাইরেটা দেখলো উঠে গিয়ে। থমথমে নির্জন। ফিরে এলো দ্বিধা নিয়ে।]

এতো রাতে ট্রেন পাওয়া যাবে ?

[কে উত্তর দেবে ?]

না থাকুক ট্রেন। ষ্টেশনেই পড়ে থাকা যাবে।

[স্যুটকেসের কাছে গিয়ে আবার থামলো]

না হয় তো সকালেই যাবো।
গোছানো তো রইলোই সব !

[রতি আর করুণা বাগানে এলো কথা বলতে বলতে]

রতি ॥ অসম্ভব জানি। তবু যেন একখানি কবিতার কলি
খালি মনে আসে ঘুরে ফিরে বার বার।

[সাড়া পেয়েই বনলতা স্যুটকেশ টানতে সুরু করেছে]

করুণা ॥ বলো —কি সে কবিতার কলি ?

রতি ॥ করুণা সান্যাল।

[বনলতা দাঁড়িয়ে গেলো]

করুণা সান্যাল করুণা সান্যাল। যেন চিরকাল এই—

[সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতেই বনলতার মুখোমুখি]

এ কি !

বনলতা ॥ বলো বলো ! 'করুণা সান্যাল করুণা সান্যাল,
যেন চিরকাল'—তারপর ?

রতি ॥ কোথায় চলেছো তুমি এতো রাতে ?

বনলতা ॥ তাতে কি তোমার কিছু প্রয়োজন আছে ?
তুমি করুণার কাছে বসে নাম জপ করো।

রতি ॥ বনলতা, বাড়াবাড়ি অনেক করেছো।
সবেরই তো সীমা আছে—

[ঝম করে ঝাঁঝের শব্দ। বনলতার হাত ছিটকে কপালে উঠলো, যেন কে বাড়ি মেরেছে কপালে।]

বনলতা ॥ সীমা? এ কি—আমি—

আমি—এ কি—তুমি—মিস্টার সান্যাল!

রতি ॥ আবার কি নতুন খেয়াল—

[ঝম! রতিকান্তর হাত কপালে]

মাই গড। এ কি হোলো?

করুণা ॥ কি হোলো? কি হোলো হঠাৎ?

রতি ॥ করুণা তোমায়—এ কি। আপনি তো—

আপনি তো—মিস্ রায়!

করুণা ॥ মিস্ রায়? ও তো বনলতা, মিসেস সান্যাল!

বনলতা ॥ মিসেস সান্যাল? আমি?

করুণা ॥ আর না তো কে?

[ঝম! করুণার কপালে হাতুড়ি।]

মা গো! আমার কপালে যেন মারলো কে—

বনলতা ॥ হাতুড়ির ঘা?

করুণা ॥ ঠিক তাই, হাতুড়ির বাড়ি!

রতি ॥ আমারও কপালে যেন তারই চোট!

করুণা ॥ কিন্তু তুমি—

বনলতা ॥ সত্যি, আমি—

রতি ॥ না না, তুমি—

করুণা ॥ বনলতা রায়—

বনলতা ॥ মিস্টার সান্যাল—

রতি ॥ করুণা তোমায় যেন—

মিস রায়—

করুণা ॥ কি সব স্বপ্ন যেন—

আমি তবে এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছি?

বনলতা ॥ স্বপ্ন তো আমিও দেখেছি—

রতি ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও, স্বপ্ন নয়!

মনে হয় যেন—

করুণা ॥ আমি যেন বিয়েই করি নি।
চাকরিতে ঢুকেছি কোথায়—
রতি ॥ কি আশ্চর্য, আমিও তো ঐ স্বপ্ন—
আমি আর মিস রায় যেন, ইয়ে মানে—(থেমে গেলো)
করুণা ॥ বিবাহিত, তাই নয় ?
বনলতা ॥ তাই যেন। কিন্তু সে তো—
রতি ॥ সবুর সবুর। দু মিনিট। ছেড়ে দিলে গোলমাল
হয়ে যাবে সব। ভেবেচিন্তে কথা বলা চাই—
করুণা ॥ কোন্ কথা ?
রতি ॥ কি কথা হচ্ছিল ঠিক
হাতুড়ির আঘাতের আগে ?
করুণা ॥ তুমি যেন বলছিলে—করুণা সান্যাল—
রতি ॥ এই পাওয়া গেছে !
ভুলে গেলে চলবে না—'করুণা সান্যাল' !
ভুলে গেলে সব গোলমাল।
বনলতা ॥ ভোলার কি আছে আর ?
করুণা সান্যাল ও তো বরাবরই ?
করুণা ॥ বরাবর ? তাই হবে।
(রতিকে) তবে কেন সুর করে এতোবার
'করুণা সান্যাল করুণা সান্যাল' বলে ডাকাডাকি, কবিতার মতো ?
বনলতা ॥ কবিতাটা কবিতাই রইলো না আর ! হয়ে গেলো
সাদামাটা একখানি নাম। বাঁচা গেলো !
রতি ॥ না না মিস রায় ! ইয়ে, আপনি তো মিস রায়, তাই নয় ?
বনলতা ॥ সে রকমই মনে হয়।
করুণা ॥ ঠিক জানো ? মিসেস সান্যাল নয় ?
বনলতা ॥ (স্বস্তির নিশ্বাসে) না করুণা। মিসেস সান্যাল তুমি,
আমি মিস রায়।
রতি ॥ আমি তবে কাকে—কার কাছে—?
বনলতা ॥ প্রেম নিবেদন ? নিজেরই পত্নীর কাছে,
অনিয়ম কিছুই হয় নি। করুণা, লেগেছে ভালো ?
করুণা ॥ ভালো ? কিন্তু বনলতা,

স্যুটকেস নিয়ে তুমি কোথা চলেছ্ছো ?

বনলতা ॥ অ্যাঁ ? হ্যাঁয়ে, মানে —স্টেশনে বোধ হয় ।

করুণা ॥ কি কারণে ?

বনলতা ॥ তাই তো ভাবছি ! হয় তো বা—

রতি ॥ এই তো—নিশ্চয় ! কেন নয় ?
মানে—স্যুটকেস কেন ? স্যুটকেস ধরে
এক পা এক পা করে সাবধানে ভেবে যাওয়া চাই !
স্যুটকেস যেন না হারাই !

বনলতা ॥ হারাবে কি করে ? আমরা তো রয়েছি এখানে ।

রতি ॥ না না, মানে—সে হারানো নয় !
মনে মনে ধ'রে থাকা । অর্থাৎ কি না—
এই যে জটিল যতো গণ্ডগোল, কে যে কার ইয়ে—

করুণা ॥ (ব'সে প'ড়ে) আর কোনো গণ্ডগোল নেই ।
আমাকেই করেছিলে বিয়ে । মিসেস সান্যাল, সেই আমিই ।

রতি ॥ তবে আমি খামোখা তোমায়
অতো সব বোকা বোকা কথা—?

করুণা ॥ খামোখাই বটে । সে কথা বলার ছিল বনলতাকেই—

বনলতা ॥ আমাকেই ? হ্যাঁঃ !
এতোদিন ঘর করি, কখনো শুনি নি—

রতি ॥ না না । এই তো বিপদ ! এখানেই গণ্ডগোল !
ঘর কি করেছি এতোদিন
আপনার সাথে ?

বনলতা ॥ না—হ্যাঁ—কিন্তু

করুণা ॥ ঘর নয়, করেছিলে প্রেম ।

রতি ॥ কার সঙ্গে ? বাগানে তো তোমাকেই—
না না, থামো । একখানা কথা ধরো ।
'প্রেম' । সেই ভালো—প্রেম । কে করেছে ?

করুণা ॥ তুমি ।

রতি ॥ কার সাথে ?

করুণা ॥ ঐ তো, বনলতার—

বনলতা ॥ না করুণা, আজ রাতে বাগানে যে চাঁদের আলোয়—

করুণা ॥ সেটা তো আদৌ সত্যি নয় ?

বনলতা ॥ কেন নয় ? স্যুটকেস নিয়ে তবে কেন আমি—?

রতি ॥ স্যুটকেস ! স্যুটকেস ধরে থাকো !

করুণা ॥ (বনলতাকে) কি মুস্কিল ! আমি তো ওর বৌ !

রতি ॥ এই পাওয়া গেছে ! এইটারই জবাবটা
দাও দেখি কেউ ? কে আমার বৌ ?

করুণা ॥ বনলতা।

বনলতা ॥ না, করুণা—

করুণা ॥ না না সে কি, তুমি—আমি—

বনলতা ॥ (একই সঙ্গে) তা না তো কি, আমি—তুমি—

রতি ॥ (চীৎকার করে) ঠিক করে ভেবে বলো একে একে !
(করুণাকে) তুমি বলো আগে, কে আমার বৌ ?

করুণা ॥ (দীর্ঘশ্বাসে) আমি। আর কার হবে এ কপাল ?

রতি ॥ (বনলতাকে) তুমি বলো, কে আমার বৌ ?

বনলতা ॥ (এক গাল হেসে) ঐ যে—করুণা। ঈশ্বরেরও অসীম করুণ
আমার উপর।

রতি ॥ (মর্মাহত) তাই। তাই হবে। তবে এতোদিন যাকে
সত্যি বলে ভেবে, জীবনের উপলব্ধি বলে ভেবে
(করুণাকে) মন খুলে তোমাকে বলেছি—
(বনলতাকে) না না, বলেছি তোমাকে—
(হাল ছেড়ে) দুজনকেই—
তার কোনো গভীরত' নেই ? আন্তরিকতার
কোনো চিহ্ন নেই তাতে ?

করুণা ॥ আছে আছে। গভীরতা তাব
রাস্তার ফাটলে জমা জলের মতন !

রতি ॥ (ব্যথায়) কিন্তু আমি যখন বলেছি,
বিশ্বাস করেছি সারা মন প্রাণ দিয়ে—

বনলতা ॥ সে কথা সম্পূর্ণ ঠিক।
আন্তরিকভাবে তুমি নিজের মনের গভীবতা
অনুভব করে থাকো।

করুণা ॥ বনলতা, আমরাও কম তো যাই নি ?

বনলতা ॥ তাও ঠিক।

করুণা ॥ (চমকে) ও কে? কে ওখানে?

[সঞ্জয় এসে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে। অল্প টলছে সে।]

সঞ্জয় ॥ লোকে বলে—সঞ্জয় ঘোষ। পেশায় লেখক।
সাহিত্যের সাধনায় চিরকুমারের ব্রত নিয়ে
শেষে রত সুরার সেবায়।

করুণা ॥ চিরকুমারের ব্রত? আপনার স্ত্রী তো
জলজ্যান্ত বর্তমান!

বনলতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, অতসী তো—

সঞ্জয় ॥ হায় দেবী। আপনার কথা যদি সত্যি হোতো!
অতসীকে প্রত্যাখ্যান করে আজ আমার এই হাল।

[অতসীর প্রবেশ]

করুণা ॥ এই যে অতসী। দেখো দেখো, কর্তার তোমার
মাথার কি গণ্ডগোল—

রতি ॥ না না থামো, হয় তো এ আমাদেরই মতো—

অতসী ॥ কার কথা বলছো করুণা? আমার স্বামী তো শুয়ে আছে
মাথাধরা নিয়ে। এতোক্ষণ তারই কাছে বসে—

বনলতা ॥ কি যে আজেবাজে বকো! তোমার স্বামী তো ঐ—

[সঞ্জয়কে দেখালো। অতসী স্তম্ভিত, ভীত।]

অতসী ॥ বনলতা আমি—কখনো তোমার সাথে করেছি কি
খারাপ ব্যবহার? তবে কেন এভাবে আমায়—

সঞ্জয় ॥ কি বা আসে যায়? জানি তুমি মিসেস চৌধুরী, তবু—

রতি-বনলতা-করুণা ॥ (একসঙ্গে) মিসেস চৌধুরী!!

সঞ্জয় ॥ এরা তো জানে না কেউ? অতসী চৌধুরী
আসলে অতসী ঘোষ হোতো,
যদি না মূর্খের মতো জীবনের দান
প্রত্যাখ্যান করে—

রতি ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান! মিস্টার চৌধুরী কোন্ জন?
তাঁর সঙ্গে আলাপের
সৌভাগ্য হবে না আমাদের?

[ব্রজলালের প্রবেশ]

ব্রজ ॥ অতসী, তুমি যে—চোলে এলে বেশ ?

রতি ॥ মাই গুড্‌নেস !

ব্রজ ॥ মাফ কোরবেন। হাপনাকে দেখি নাই হামি।
আরে আরে, হাপনারা সোবাই ইখানে ?

বনলতা ॥ এ যে—এ যে ব্রজলাল ?

ব্রজ ॥ (দাঁত বার করে) হাঁ হাঁ মিসেস সান্যাল,
বিৰ্জলাল চৌধুরীই আছে। চিনে লিতে এতো দেরী কেনো ?

করুণা ॥ দেওয়া গিয়েছিল তবে পানের দোকান ?

ব্রজ ॥ পানের দুকান—সুরুতে দিয়েছি একবার।
লোজ্জার কুছু নাই তাতে। কারবার ছোটা থেকে শুরু হোয়
বরাবর। বাজারে হামার দর আজ
ন' লাখেরও কুছুটা উপর।

বনলতা ॥ এতোটা উন্নতি
পানের দোকান থেকে—সিধে পথে ?

ব্রজ ॥ (চটে) সিধা না তো বাঁকচুর কিসে ? তবু তো ইনকম ট্যাক্স
ফাঁক ক'রে দিলো, প্রায় সোবই দিয়ে দিতে হোলো।

রতি ॥ 'প্রায়' সবই ?

সঞ্জয় ॥ কিছুই দেয় নি, সব ব্ল্যাক মানি !
চেনা যায় এক নজরেই।

ব্রজ ॥ দেখুন মিস্টার ঘোষ—

করুণা ॥ বনলতা দেখো দেখো ! গোড়াতে সুযোগ পেলে
ব্রজলাল কি দেখাতে পারে !

রতি ॥ আরে আরে, ভেবে কথা বলো !

বনলতা ॥ প্রশ্ন হোলো—গিয়েছে কি চুরির অভ্যেস ?

অতসী ॥ বনলতা, এ কি যা তা তুমি—

ব্রজ ॥ শুনে লিন মিসেস সান্যাল—

বনলতা ॥ ব্রিজলাল, এখুনি তো হাভুড়ির বাড়ি খাবে। তার আগে
চটপট বলো দেখি—চুরি কি দিয়েছো ছেড়ে ?

করুণা ॥ না কি আরো বড়ো করে—

ব্রজ ॥ (চেঁচিয়ে) কাগজে যা লিখেছিলো
লোহার কোণ্ট্রাক্ লিয়ে—ঝুট ছিলো সব !

করুণা ॥ আহা, এই তো বেরুলো।
ব্রজ ॥ (রক্তচক্ষু) কি বেরুলো? আদালতে কুছু
প্রোমাণ কি হোয়েছিলো?
করুণা ॥ প্রমাণ যেটুকু হোলো, সেটা এই—
আর একবার সুযোগ পেলেই
স্বভাব বদলে যাবে, মানে নেই তার।
চোর যে, সে চোরই রয়ে গেলো।
বনলতা ॥ হোলো আরো বড়ো চোর—দিনে মানে লুঠ!
ব্রজ ॥ (চীৎকার করে) ঝুট ঝুট বিলকুল ঝুট!
অতসী ॥ সবাই কি ক্ষেপে গেলে না কি? আমি—

[ঝম। হাতুড়ি পড়লো অতসীর কপালে।]

উঃ মা গো!
ব্রজ ॥ কি হোলো? কি হোলো ওতসী?
বনলতা ॥ (আনন্দে) মেমসাব বলো ব্রিজলাল। 'ওতসীর'-র কাল
হোলো শেষ!
সঞ্জয় ॥ আমি তো কিছুই—

[ঝম! সঞ্জয় কাহিল।]

আরে আরে! কি রকম হোলো?
ব্রজ ॥ হামি দেখে লিবে! মানহানি কেস ঠুকে দিবে!
চোলো তো অতসী, ঘোরে যাই।
অতসী ॥ এ কি! ব্রিজলাল—তুই?
ব্রজ ॥ আরেব্বাস! 'তুই' বোলে দিলে?
সঞ্জয় ॥ তাহলে অতসী, এতোক্ষণ স্বপ্ন দেখে গেছি?
জীবনসঙ্গিনী হয়ে তুমিই রয়েছো আগাগোড়া?
ব্রজ ॥ আরে আরে!
অতসী ॥ পোড়াকপালের দোষ!
সঞ্জয় ॥ জানো, সে মজার স্বপ্ন এক! আমাকে বিয়ে না ক'রে
তুমি যেন ওর হাতে প'ড়ে—সে কি মনস্তাপ!
ব্রজ ॥ শাট্ আপ্!
অতসী ॥ কি আশ্চর্য, আমিও দেখেছি—
যেন এই চোরটাকে বিয়ে ক'রে—
ব্রজ ॥ (দিশাহারা) ওতসী! ওতসী!
অতসী ॥ থাম্ বেটা! পুলিসে দেওয়াই ছিল ঠিক,
দয়া করে ছেড়ে দিয়ে মাথায় তুলেছি!

ব্রজ ॥ (উদ্‌ভ্রান্ত চীৎকারে) হামি—

[ঝম ! হাতুড়ির শেষ ঘা ব্রজর কপালে ।]

হামি—হামি—হামি—

[গলা নেমে এলো]

বনলতা ॥ হঁ্যা ব্রিজলাল, তুমি, তুমি !
গিয়ে থোড়া চা বানাও দেখি ?

ব্রজ ॥ (কপালে হাত বুলিয়ে) তাজ্জবকি বাৎ !
নিদ্‌ হোয়ে গেলো না কি—

অতসী ॥ বক বক করো মাৎ। বলা যা হয়েছে শুনা হায় ?

ব্রজ ॥ (বিহ্বলভাবে) হঁা বোলুন মেমসাব ?

সঞ্জয় ॥ কতোবার বলা যায় ? চা, চা, গরম চা-পানি !

ব্রজ ॥ হঁা হুজুর, এই কোরে আনি ।

[ভিতরে চলে গেলো]

সঞ্জয় ॥ জানি না কি ক'রে
সকলেই এক স্বপ্ন দেখে ।

রতি ॥ স্বপ্ন নয়, গোলযোগ রয়েছে কোনোখানে !

সঞ্জয় ॥ তার মানে ? ম্যাজিক দেখালো না কি কেউ ?

করুণা ॥ না কি কোনো পরী এলো বর দিতে
সমুদ্রের ঢেউয়ে চড়ে ?

বনলতা ॥ (হঠাৎ কি মনে পড়ায়) পরী ? সমুদ্রের ঢেউ ?

অতসী ॥ আহা, কি বরই না দিলো !

সঞ্জয় ॥ কেন ? ব্রিজলাল ভালো বর নয় ?

অতসী ॥ ঐ আনো—বদরসিকতা !

সঞ্জয় ॥ রসিক সে যতো বদই হই, সাহিত্যিক বটে ।

অতসী ॥ আহা, সাহিত্যের নামডাকে দিকবিদিক অন্ধকার একেবারে !

সঞ্জয় ॥ নামডাক কতো হ'তে পারে
বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি পেলে—দেখলে তো স্বপ্নেই সেটা ?

রতি ॥ না না স্বপ্ন নয়, নিশ্চয় জটিল কিছু আছে—

বনলতা ॥ (চিন্তিত) আমি যেন পেয়ে গেছি প্রায়—

অতসী ॥ (সঞ্জয়কে) স্বপ্নে তো আরো দেখলাম—নাম হলে কি কি হয় !

সঞ্জয় ॥ আর কিছু না হলেও, টাকা হয় । যে টাকার লোভে
চোরকেও বিয়ে করো তুমি ।

অতসী ॥ (ক্রুদ্ধ) আর তুমি ? তুমি মদ ধরো !
জিন নিয়ে সারাদিন—

বনলতা ॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে) জিন ! বুড়্ঢাজিন !

সকলে ॥ (একসঙ্গে) বুড্‌ঢাজিন?

বনলতা ॥ মনে নেই? আজই তো সকালে
সত্যবাবু শোনালেন? 'বছরের একদিন
বুড্‌ঢাজিন বার হয় মানুষের
দুঃখের ঘটাতে অবসান?

রতি ॥ সত্যবাবু! সত্যবাবু কোথায় গেলেন?
এ সমস্ত তারই শয়তানি!

অতসী ॥ ম্যানেজার? ছিল তার ভিতরে ভিতরে এতো?

রতি ॥ বোঝা যাবে সব কিছু! খোঁজা যাক তাকে!

[সকলে 'সত্যবাবু,' 'ম্যানেজারবাবু' বলে ডাকতে ডাকতে কেউ ভিতরে, কেউ বাগান দিয়ে চলে গেলো। সত্য এসে সামনে দাঁড়ালো নির্বিকার মুখে।]

সত্য ॥ সুধীজন! চারুশীলা মহিলা ও বিচক্ষণ মহোদয়গণ!
মহামতি রতিকান্ত, ব্রিজলাল এবং সঞ্জয়,
অতসী, করুণা আর বনলতা পেয়েছে সময়
ঠিক রাস্তা বেছে নিতে অতীতের চৌমাথায় ফিরে।
দেখে যদি হিংসে হয়, ব্রজপুরে সমুদ্রের তীরে
নেপ্‌চুন হ্যাপি লজ—ঠিকানা তো আগেই দিয়েছি;
বছরে যে একদিন, সে কথাও বলেই নিয়েছি।
পৃথিবীর পরিক্রমা চলবে তো আরো বহুদিন,
সভ্যতার ইতিহাস অসমাপ্ত, এখনো বিলীন
ভবিষ্যৎ অজানার অন্ধকারে। অতীতের ভার
তবু যদি ক্লান্ত করে—বুড্‌ঢাজিন করুক উদ্ধার।
নাটক আর একটু বাকি, তবু যে এসব কথা বলি,
হেতু তার—আমি আর নেই এতে। নমস্কার, চলি।

[সত্য বাগানে বেদীতে শুয়ে পড়লো। তার মুখে প্রশান্ত হাসি। ডাকতে ডাকতে ভিতর বাইরে থেকে সবাই এসে প্রায় একসঙ্গে তাকে আবিষ্কার করলো।]

রতি-সঞ্জয় ॥ (একসঙ্গে) এই তো এখানে!

বনলতা-অতসী-করুণা ॥ (একসঙ্গে) কই কই কোথায় কোথায়?

ব্রজ ॥ এই যে, ইখানে!

রতি ॥ ঘুমিয়েছে না কি? সত্যবাবু!

[তারপর সবাই সভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ালো। নিস্তব্ধতা। সঞ্জয় হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ি দেখলো। উঠে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো।]

ব্রজ। সীয়ারাম! সীয়ারাম!

রতি এ কি পরিণাম!

সঞ্জয় (অল্প পরে) ভিতরেই নিয়ে যাই?

[পুরুষরা সত্যর দেহ তুলে নিয়ে ভিতরে গেলো, মেয়েরা মাথা নীচু করে অনুসরণ করলো। মাদলের শব্দ। তারপর—ঝম! অন্ধকার। তারপর একক আলোয় উজ্জ্বল বুড়্‌ঢাজিন, পাঁচিলে ঘোড়সওয়ার।]

বুড়্‌ঢা। ধিতাং তা ধিতাং তা, ধিতাং নাতিন ধিতাং তা,
ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন, আজকে সে এক মজার দিন!
আসবে যে আজ ছুট্‌কু জিন! ছুট্‌কু জিন! ছুট্‌কু জিন!

[ঝম করে ঝাঁঝরের শব্দ আবার। কে যেন লাফিয়ে পড়লো। আর একটা আলোর রশ্মি। দেখা গেলো আর একটি পাকা চুল-দাড়িওয়ালা শিশু, বুড়্‌ঢাজিনের অপেক্ষাকৃত ছোট সংস্করণ। বুড়্‌ঢাজিন লাফিয়ে নেমে এলো পাঁচিল থেকে। দুজনে নাচতে লাগলো।]

ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন, সত্যসিন্ধু ছুট্‌কুজিন!
ধিতাং তিনা ধিতাং তিন, আজকে সে এক মজার দিন,
আজ এসেছে ছুট্‌কুজিন, আজ জুটেছে ডবল জিন!
ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন, ধিতাং নাতিন ধিতাং তিন!

[হাত ধরাধরি করে দুজনে নাচছে। মাদলের শব্দ জোর হয়ে উঠলো ক্রমে। তারপর অন্ধকার ঢেকে দিলো ওদের।]

চরিত্র ● শশী / সাতু / হিমাদ্রি / কার্তিক ও মেয়েটা

প্রথম অঙ্ক

[বড়ো তক্তপোষ। দুটো নীচু টুল। একটা সরা চাপা জলের কলসী। পেছনে বাঁদিকে দরজা, তারপর জানলা, তারপর দেওয়াল ঘুরে সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে ঘরের সীমা নির্দেশ করছে। দর্মার দেওয়াল, টিনের চাল, খানিকটা ভগ্নদশা। ডান পাশের জায়গাটা যেন ঘরের বাইরে। রাত। ঘরে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। খোলা দরজা আর জানলার বাইরে একটা লাল আভা নেচে নেচে উঠছে। ঘরের বাইরের অংশের পেছন দিকটা অন্ধকার।

চারজন তাস খেলছে—টোয়েন্টি নাইন। দুজন তক্তপোষে বসে, দুজন টুলে। এক পিট খেলে খেলা সংক্রান্ত কথা আরম্ভ হোলো।]

সাতু ॥ ডিক্লেয়ার!

কার্তিক ॥ চিড়িয়া? আহাহা! ডবলের খেলা, মনে আছে তো?

সাতু ॥ আঠারোর ডাক!

হিমাদ্রি ॥ ইস্, শশীদা!

কার্তিক ॥ এই!

সাতু ॥ ব্যাস, আর পিট নেই! কি তাস নিয়ে ডেকেছিলেন?

কার্তিক ॥ আঠারোত্তিন একুশ—তেইশ-চব্বিশ—সাতাশ-আঠাশ—তিরিশ—একত্রিশ—খেলা মরে ভূত!

সাতু ॥ বের করুন—দুটো কালো!

কার্তিক। চারটে হোলো শশীবাবু! আর একটা হোলেই কালো পাঞ্জা!

শশী ॥ একবার দেখে আসা দরকার বোধহয়—

হিমাদ্রি ॥ আমি যাচ্ছি।

শশী ॥ না না, তুমি বারবার যাচ্ছো, আমি যাই এবার—

হিমাদ্রি ॥ তাতে কি হয়েছে? আপনি বসুন—

[হিমাদ্রি চলে গেলো]

শশী ॥ যাঃ! হিমাদ্রি বেচারা প্রত্যেকবার—

কার্তিক ॥ আহা, বয়স কম আছে, যাক না? বয়সকালে আমরা অমন কতো গেছি—

সাতু ॥ কার্তিকবাবু খুব যে বয়স দেখাচ্ছেন? কতো বয়স হোলো আপনার?

কার্তিক ॥ তা হোলো স্যার, মেঘে মেঘে বেলা কম যায় নি!

সাতু ॥ কতো? পঞ্চাশ?

কার্তিক ॥ পঞ্চাশ?

সাতু ॥ আর না হয় পঞ্চান্নোই হোলো—

কার্তিক ॥ পঞ্চান্নো—?

সাতু ॥ আরো বেশী বলতে চান?

কার্তিক ॥ অ্যাঁ? (তারপর হেসে) আজ্ঞে না—আমার এই উনপঞ্চাশ পুরলো গেলো ফাল্গুনে—

সাতু ॥ (হা হা করে হেসে) উনপঞ্চাশ! এই নিয়ে বয়স দেখাচ্ছেন কার্তিকবাবু? উনপঞ্চাশ আমি পেরিয়ে গেছি দু বছর আগে!

শশী ॥ তার মানে? আপনি ফিফ্‌টি ওয়ান??

সাতু ॥ ইয়েস স্যার! ফিফ্‌টি ওয়ান! হাফ্‌ সেঞ্চুরী প্লাস ওয়ান।

শশী ॥ ইম্‌পসিব্‌ল্‌!

কার্তিক ॥ তার মানে—আমার থেকে আপনার বয়স বেশী?

সাতু ॥ তাই তো দাঁড়ালো।

শশী ॥ (কার্তিককে) দেখে কেউ বলবে?

কার্তিক ॥ আমার বিশ্বেস হয় না।

সাতু ॥ গড্‌স্‌ ট্রুথ্‌!

শশী ॥ আমার ধারণা ছিল, কার্তিকবাবু আপনার থেকে অন্ততঃ দশ বছরের বড়ো—

সাতু ॥ (আবার অট্টহাস্য) মাঠে ঘাটে কুলি খেদিয়ে খেতে হয় শশীবাবু—শনি রবি নেই—রোদ্দুর বিষ্টি দিন রাত—কিস্‌স্যু নেই! বুড়ো হবার টাইম পেলাম কোথায়?

কার্তিক ॥ হা হা—এটা বেড়ে বলেছেন! বুড়ো হবার টাইম নেই, অ্যাঁ? যেমন, মরবার ফুরসৎ নেই—কথায় বলে না? হা হা—

শশী ॥ নাঃ, আপনাকে দেখলে মনে হয়, সাতুবাবু, পোস্টমাস্টারি চুলোয় দিয়ে ঠিকেদারী ধরি।

সাতু ॥ বলেন কি? অমন সুখের চাকরি ছেড়ে এই ছন্নছাড়া জীবন পছন্দ হোলো?

শশী ॥ আরে দূর মশাই—ছন্নছাড়া। ছন্ন-ধরা হয়েই বা কি ঘটা হোলো জীবনে? আপনি তবু দেশ-বিদেশ ঘুরছেন, পাঁচ রকম দেখছেন—ইণ্টারেস্টিং লাইফ।

কার্তিক ॥ আমার স্যার ইণ্টারেস্টিং লাইফে সখ নেই। যা আছি বেশ আছি।

শশী ॥ হ্যাঃ! বেশ আছেন! নিক্তি মেপে চোখের মাথা খেয়েছেন, আর ঘরের কোণে টুলে বসে বসে গেঁটে বাত গজিয়েছেন—

কার্তিক ॥ ভায়া, ঐ ঘরের কোণে বসে চশমার ফাঁক দিয়েই কার্তিক-কম্পাউণ্ডার তামাম দুনিয়া দেখছে। সেও কম ইণ্টারেস্টিং নয়। সবাইকেই ঘুরে ফিরে ডাক্তারখানায় হাজ্‌রে দিতে হয়—প্রায় এই এইখেনকার মতনই—

শশী ॥ হ্যাঁ, আপনারাই তো এইখানকার সিংহদ্বার—

[সাতকড়ির অট্টহাস্য]

কার্তিক ॥ তা বলছেন বলুন। তবু ঐ সিংহদ্বারে আপনারা সেধেই আসেন। আবার দক্ষিণাও দেন।

সাতু ॥ খাঁটি কথা কার্তিকবাবু! ঠিক কথা! তবে আমি আপনাদের সিংহদরজায় শেষ কবে যে গেছি মনেই পড়ে না। এ কাঠখোট্টা শরীরে রোগ ব্যাধি ঢুকতে চায় না—

কার্তিক ॥ বলবেন না স্যার, বলবেন না। বলতে নেই।

সাতু ॥ (অট্টহাস্য) বলতে নেই, করতে নেই, দেখতে নেই, জানতে নেই, খেতে নেই—এই শুনে শুনে বুড়ো হলুম কার্তিকবাবু। অথচ করলাম না জানলাম না হেনো বস্তু বাকি নেই বিশেষ, তবু তো টিঁকে আছি ঠিক।

কার্তিক ॥ আহা, খেতে নেই শুনে মনে পড়লো সাতুবাবু! ওটা বের করবেন না?

সাতু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। (উঠলো)

শশী ॥ হিমাদ্রির সামনে একটু কেমন যেন—

কার্তিক ॥ আহা, হিমাদ্রি তো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে শেখেনি!

শশী ॥ না, ছেলেমানুষ তো?

কার্তিক ॥ কিসের ছেলেমানুষ? তিরিশের কাছাকাছি হতে চললো, এখনো খোকাবাবুটি আছে না কি?

শশী ॥ ইস্কুল মাস্টার তিরিশেও খোকা রয়ে যায়। তার ওপর ওর আবার আদর্শ ক্ষাদর্শ বাই আছে—

সাতু ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—আদর্শ! হাঃ হাঃ—

শশী ॥ হাসবেন না সাতুবাবু! আদর্শ খুব কাজের জিনিস! অনেক উব্গারে লাগে। আমার খান-দুই থাকলে পারতো।

কার্তিক ॥ তা রাখলেই পারতেন?

শশী ॥ অতো সোজা না কি? ও মাল ঠিক পয়সার মতো, জমিয়ে রাখা মুস্কিল।

সাতু ॥ কেন, হিমাদ্রিবাবু তো জমিয়ে রেখেছেন বেশ?

শশী ॥ রেখেছে কি না ভগবান জানে! বুলি তো অনেকেই কপচায়।

কার্তিক ॥ যাক্ গে সাতুবাবু, মেলা কথা হয়ে যাচ্ছে, আপনি বের করুন।

[সাতকড়ি উঠে ঘরের কোণে রাখা ব্যাগটা থেকে চারটে গ্লাস আর একটা চ্যাপ্টা বেঁটে বোতল বার করে আনলো।]

দেখি? বাঃ! বিলিতী মাল কদ্দিন যে খাই নি।

শশী ॥ চারটে গেলাস কি হবে? হিমাদ্রি খাবে ভেবেছেন?

সাতু ॥ অতো কি হিসেব করেছি? চারজন আছি, চারটে নিয়ে এলাম।

কার্তিক ॥ তা বেশ করেছেন। বলা যায় না, কাউকে বলবো না কথা দিলে হিমাদ্রির আদর্শ টলতেও পারে।

শশী ॥ হ্যাঃ! ভালোমানুষটাকে না বখিয়ে স্বস্তি নেই, না?

কার্তিক ॥ আমার বখাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ভায়া। না বখালে ভাগে বেশী পাবো।

সাতু ॥ ভাগ নিয়ে চিন্তা করবেন না কার্তিক বাবু।

[ব্যাগ থেকে আর একটা বোতল বার করলো]

কার্তিক ॥ এ কি! আপনি কেন গাঁটের পয়সা খরচ করে—

শশী ॥ হ্যাঁ, সত্যি—

সাতু ॥ (অট্টহাস্য) পয়সা কি গাঁটে থাকবার জন্যে তৈরী হয়েছে? আপনিই তো এইমাত্র বললেন—পয়সা রাখবার মতো মালই নয়।

শশী ॥ না, তবু মল্লিকবাবু যখন দিলেনই—

সাতু ॥ মল্লিকবাবু কেন দিলেন, আমি সেইটা বরং ভেবে পাই না—

কার্তিক ॥ দেবে না মানে? এমনি এমনি এই ভূতুড়ে রাত্তিরে লোকে বেরুবে—ইয়ার্কি!

সাতু ॥ না বেরুলে মল্লিকের কি?

[শশী আর কার্তিক হাসলো]

কার্তিক ॥ আপনি এ অঞ্চলে নতুন সাতুবাবু, তার ওপব সারাদিন রাস্তায় খোয়া পেটাচ্ছেন, ব্যাপাব-ট্যাপার খোঁজ পান না।

সাতু ॥ কি ব্যাপার?

কার্তিক ॥ সে আছে। মল্লিকবাবুর স্বার্থ আছে।

সাতু ॥ স্বার্থ?

শশী ॥ আপনি মেয়েটাকে চিনতেন?

সাতু ॥ নাঃ! এই প্রথম দেখলাম।

শশী ॥ মেয়েটা কে, কি বৃত্তান্ত, সে সব খবরও বাখেন না বোধ হয়?

সাতু ॥ নাঃ। কোত্থেকে রাখবো?

কার্তিক ॥ আপনি যে কি কাবণে বেরুলেন ভেবে পাই না।

সাতু ॥ বেরুবো না, বাঃ? খবরটা জানলাম যখন—তাব উপর আপনারা আসছেন—

কার্তিক ॥ আরে আমি তো এসেছি মশায় বিলিতীর টানে। আর আপনি কি না নিজেই বিলিতী বয়ে নিয়ে এসে—

শশী ॥ সত্যি, আপনি সারাদিন খাটেন, আপনাকে ডাকাটা আমার অন্যায় হয়েছে—

সাতু ॥ কি যে বলেন!

কার্তিক ॥ না ডেকে করতেন কি শশীবাবু?

শশী ॥ তাও ঠিক। কটা লোক বেরুতো এ গাঁয়ের—এই ভুতুড়ে মাঝ রাত্তিরে? তার উপর ঐ মেয়ের জন্যে—

সাতু ॥ ঐ মেয়ে মানে? ঐ মেয়ে কি?

[হঠাৎ অন্ধকারচিরে খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। ঘরের বাইরের অন্ধকার অংশটা জ্বলে উঠলো। খোলা চুল, কোমরে আঁচল জড়ানো। মেয়েটা হেসেই চলেছে। ঘরের আলোটা নিভে গিয়ে তিনজনকে ছায়া-মূর্তি করে রেখেছে। তাদের দেহ স্থির, তারা হাসি শোনে নি কেউ।]

মেয়েটা ॥ (হাসতে হাসতে) আমি কি! আমি কে! কি বৃত্তান্ত! তোমরা জানো না? তোমরা জানো না কেউ? আমি কি? আমি কে? কি বৃত্তান্ত?

[আলো কমে অন্ধকার হয়ে গেলো আবার। মেয়েটার চেহারা, মেয়েটার হাসি মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। ঘরে আবার আলো। কথাবার্তার কোনো বিরতিই যেন পড়ে নি।]

সাতু ॥ ঐ মেয়ে কি ব্যাপার বুঝলাম না।

কার্তিক ॥ অনেক ব্যাপার সাতুবাবু। অনেক ব্যাপার।

শশী ॥ আমি মেয়েটার কোনো দোষ দেখি না।

কার্তিক ॥ মেয়েটার একমাত্র দোষ হোলো—সে মেয়ে!

শশী ॥ তা বলতে পারেন।

সাতু ॥ আপনারা রহস্য ঘনিয়ে তুললেন যে। মনে হচ্ছে যেন একটা গল্প আছে এর মধ্যে?

[আবার অন্ধকার হয়ে গেলো ঘর। বাইরে আলোয় ফুটে উঠলো মেয়েটা।]

মেয়েটা ॥ গল্প? কার গল্প নেই? কার রহস্য নেই? তোমরা? তোমাদের গল্প নেই? তোমাদের রহস্য নেই? বার করে নিয়ে এসো না গল্পগুলো! তোমাদের সব গল্পগুলো। দেখবে সব গল্প মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তোমাদের গল্প, আমাদের গল্প —সব—মিলে মিশে একাকার—

[আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। আলো কমতে লাগলো।]

তোমাদের—আমাদের—সব গল্প—মিলে—মিশে—একাকার—

[মিলিয়ে গেলো। ঘরে আলো।]

শশী ॥ গল্প—হ্যাঁ, তা তো আছেই।

কার্তিক ॥ গল্প না থাকলে মল্লিকবাবু বিলিতী বোতল বের করে? শশীবাবু অবিশ্যি বোতলের জন্যে আসেনি। হিমাদ্রির তো কথাই নেই।

শশী ॥ আছে দাদা, আমারও স্বার্থ আছে, এমনি এমনি আসি নি। হিমাদ্রির মতো আদর্শও আমার নেই, সাতুবাবুর মতো—

সাতু ॥ বাঃ! আমি তো এসেছি আপনাদের কোম্পানীর জন্যে। সেটা স্বার্থ নয়?

শশী ॥ খানদানী স্বার্থ। আমার স্বার্থটা কিঞ্চিৎ মোটা। মল্লিকবাবুকে খুশী করতে পারলে ট্রান্‌স্‌ফারের ঝামেলা বাঁচে। আমাদের ওপর মহলে ওনার যথেষ্ট জানাশোনা আছে।

সাতু ॥ আপনারা আবার বাড়িয়ে বলেন। যেন এমনিতে আসতেন না—

কার্তিক ॥ এমনিতে? এই শর্মা নয় অন্ততঃ।

সাতু ॥ আপনি বলতে চান একটা মেয়ে যদি এই অবস্থায় —মানে তার যদি এক পক্ষাঘাত-রোগী বাপ ছাড়া তিনকূলে কেউ না থাকে—

শশী ॥ ও সাতকড়িবাবু, আপনারও হিমাদ্রির মতো আদর্শ গজাচ্ছে না কি এই বয়সে?

[সাতকড়ি উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লো। হিমাদ্রি ফিরে এলো।]

ঠিক আছে?

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ। এখন বেশ কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্দি।

শশী ॥ বোসো বোসো—

[হিমাদ্রি বসতে গিয়ে বোতল গ্লাস দেখে একটু থমকে গেলো। তারপর বসলো। কার্তিক শশীর দিকে চেয়ে একটু মুখ টিপে হাসলো।]

কার্তিক ॥ কই সাতুবাবু, ওটা কি খুলবেন না?

সাতু ॥ অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। (বোতল খুলে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে) হিমাদ্রিবাবু কিছু মনে করবেন না। আপনার শুনলাম এ সব চলে না—

হিমাদ্রি ॥ না না, মনে করবার কি আছে? আমার—আমাকে নিয়ে ভাববেন না—মানে—

শশী ॥ আমি এতোটা খাবো না।

সাতু ॥ কোথায় এতোটা! এই তো সুরু সবে। সোডা নেই, জল লাগবে না কি কারো?

কার্তিক ॥ আজ্ঞে না। এ জিনিস আমি জল দিয়ে মাটি করতে রাজী নই।

সাতু ॥ শশীবাবু?

শশী ॥ নাঃ, ঠিক আছে। নীট্ই ভালো।

সাতু ॥ বাঃ! সবাই এক পথের পথিক। এই তো চাই।

কার্তিক ॥ ও হিমাদ্রি। একটু চেখে দেখবে না কি?

হিমাদ্রি ॥ না না, আমার ও সব—পোষায় না, মানে—আপনারা খান।

কার্তিক ॥ আমরা তো খাবোই। তুমিও না হয় খেয়ে দেখলে একদিন?

হিমাদ্রি ॥ না না—

কার্তিক ॥ ভয় নেই, তোমার ছাত্ররা কিছু জানতে পারবে না। হেডমাস্টার মশাইও জানবেন না।

হিমাদ্রি ॥ না, সে জন্যে না।

শশী ॥ (বক্রস্বরে) প্রিন্সিপ্ল্?

[হিমাদ্রি হঠাৎ চোখ তুলে সোজা শশীবাবুর দিকে তাকালো। তার তোৎলামি বন্ধ হয়ে গেলো।]

হিমাদ্রি ॥ প্রিন্সিপ্ল্ও নয় শশীবাবু। স্কুলটীচার দেখলেই আপনারা ধরে নেন সে প্রিন্সিপ্ল্-এর ডিপো।

শশী ॥ ম্‌ম্‌—হ্যাঁ—তা, কথাটা ভুল বলোনি।

সাতু ॥ তবে একটু চেখে দেখতে বাধা কি?

হিমাদ্রি ॥ বাধা—ভয়! স্কুলটীচারের প্রিন্সিপ্ল্ না থাকলেও, প্রিন্সিপ্ল্-এর পোশাকটা পরে থাকতে হয়। না হলে চাকরি যায়।

কার্তিক ॥ তা এখানে দু'চুমুক খেতে ভয়টা কি?

হিমাদ্রি ॥ এখানেই থামবে, দু'চুমুকেই থামবে, তা আমি কি করে জানবো কার্তিকদা?

সাতু ॥ ওটা আপনার ভুল ধারণা হিমাদ্রিবাবু। একদিন খেলেই নেশা জন্মে যায়, তা নয়। মনের জোর যদি থাকে—

হিমাদ্রি ॥ আমার মনের জোর কতোটা আমি জানি না সাতকড়িবাবু। যেটুকু দেখেছি, তাতে বিশেষ ভরসা পাই না।

কার্তিক ॥ এটা অতিরিক্ত বিনয় হয়ে গেলো না?

হিমাদ্রি ॥ বিনয়? হুঁঃ!

কার্তিক ॥ দেখো, মুখের সামনে বলতে চাইনে, কিন্তু এ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মাস্টার ছাত্র সকলের মুখে তোমার যা সুখ্যাতি শুনি—

হিমাদ্রি ॥ (হেসে উঠে) কি সুখ্যাতি কার্তিকদা? আমি অংক ভালো পড়াই?

কার্তিক ॥ না, তার চেয়ে বেশী। সে সব শুনে তোমার কাজ নেই, তবে একথা ঠিক, যার মনের জোর নেই, তার কপালে ও ধরণের সুখ্যাতি জুটতো না।

হিমাদ্রি ॥ ওরা কতোটুকু জানে? ওরা যাকে মনের জোর বলে ভুল করে তার আসল নাম কি জানেন? শূয়োরের গোঁ। সে যে কি চীজ তা আমার চেয়ে বেশী কে জানবে?

[মেয়েটা হেসে উঠলো আবার—আলোয়। ঘরের আলো নেভে নি এবার।]

মেয়েটা ॥ এই দেখো। এই তো গল্প? এই তো রহস্য? এক এক জনের এক একটা গল্প। এক একটা রহস্য। কে কার গল্প জানে? বলো? কে কার গল্পের খবর রাখে?

হিমাদ্রি ॥ নিন, স্বরু করুন আপনারা।

সাতু ॥ চীয়াস।

শশী ॥ চীয়ার্স।

কার্তিক ॥ সে আবার কি?

হিমাদ্রি ॥ (হেসে) সে কি কার্তিকদা, চীয়ার্স বলে খেতে হয় আপনি জানেন না?

কার্তিক ॥ নাঃ। আমি বলি—তারা তারা কালী ব্রহ্মময়ী মা!

[ঢক ক'রে এক চুমুকে অনেকখানি খেয়ে মুখটা ঈষৎ বিকৃত করলো]

আহা, এমন না হলে বিলিতী? বুক জুড়িয়ে গেলো একেবারে।

শশী ॥ বুক জলে গেলো বলুন!

কার্তিক ॥ ও একই কথা ভায়া, একই কথা।

মেয়েটা ॥ সত্যি? বুক জলা আর বুক জুড়োনো—একই কথা? সত্যি? সত্যি বলছো? (পেছনের দিকে আঙুল দেখিয়ে) তা'হলে ঐ যে ধূ ধূ করে আগুন, ও কি জলছে? না জুড়োচ্ছে?

[দপ্ করে অন্ধকার হয়ে গেলো মেয়েটা]

শশী ॥ আর কতোক্ষণ লাগবে মনে হয় হিমাদ্রি ?

হিমাদ্রি । আর ঘণ্টা দুই বড়ো জোর। ধূ ধূ করে আগুন জ্বলছে।"

কার্তিক ॥ হ্যাঁ, কাঁচা বয়সের মড়া, পুড়তে বেশীক্ষণ লাগে না।

[হঠাৎ একটা কুকুর দীর্ঘ আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো। সাতকড়ি ভয়ানক চমকে উঠলো।]

কার্তিক। ও কি সাতুবাবু ? কুকুরের ডাক শুনে ওরকম চমকে উঠলেন কেন ?

সাতু ॥ (অল্প হেসে) কুকুরের এই চীৎকারটা আমার চিরদিনই অসহ্য লাগে।

[মেয়েটার মুখ জানলায় হঠাৎ]

মেয়েটা ॥ চিরদিন ? সত্যি ?

শশী ॥ হ্যাঁ, এক একটা আওয়াজ আছে, ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন—

সাতু ॥ (গম্ভীর) না, ছেলেবেলা থেকে নয়। চিরদিন বললাম, আসলে —মরুক গে।

[গ্লাসে চুমুক দিলো।]

মেয়েটা ॥ কেন, মরুক গে কেন ? বলো না, বলো না ! তোমার গল্পটা ?

সাতু ॥ কি কার্তিকবাবু ? চারটে কালো বেরিয়ে রয়েছে, পাঞ্জাটা ক'রে দেবেন না ?

মেয়েটা ॥ বললে না ? তোমার গল্পটা ?

শশী ॥ করাচ্ছি পাঞ্জা। হিমাদ্রি এসো তো, দু দু করে কালোগুলো বুজিয়ে লাল করে দি !

[তাস বিলি হোলো, চারটে করে। মেয়েটা জানলা ছেড়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো ? উৎসুক চোখে দেখছে এদের।]

আপনার ডাক।

সাতু ॥ ষোলো।

হিমাদ্রি পাস।

শশী ॥ আছি।

সাতু ॥ সতেরো।

শশী ॥ আছি।

সাতু ॥ পাস।

শশী রং করলো। আরো চারটে করে তাস বিলি

হোলো। খেলা সুরু হোলো। মেয়েটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঝুঁকে একে একে হাতের তাস দেখতে লাগলো। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে এলো।]

মেয়েটা ॥ (মৃদু কণ্ঠে) সাহেব বিবি। জোড়া জোড়া। সাহেব বিবি জোড়া জোড়া। না না না। আমপাতা জোড়া জোড়া। আমপাতা জোড়া জোড়া। মারবে চাবুক ছুটবে ঘোড়া। ওরে বিবি সরে দাঁড়া। আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।

[গলা ক্রমেই চড়ছে। হাত মুঠো হয়ে উঠেছে। মুখে যন্ত্রণা।]

পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে। বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে। অল রাইট—ভেরী গুড—

[হঠাৎ দু হাতে গাল চেপে ধরে ঐ কুকুরটার মতোই আর্তনাদ করে উঠলো]

না—আ—আ—আ—

সাতু ॥ আঠাশ উনত্রিশ—ডুবে গেছে। পাঞ্জা।

[মেয়েটা ছিটকে সরে গেলো সামনে একপাশে। এদের দিকে তার চোখ। দর্শকদের দিকে এলো চুলের রাশি।]

পাঞ্জা। (বোতল তুলে) আসুন কার্তিকবাবু। শশীবাবু গেলাসটা এগিয়ে দিন।

শশী ॥ না, আমার শেষ হয়নি এখনো।

সাতু ॥ আরে নিন নিন—কালো পাঞ্জা খেয়েছেন, শোকটা ডোবান।

[মেয়েটা ঘুরে দাঁড়ালো। খেলোয়াড়দের দিকে আঙুল দেখিয়ে দর্শকদের বললে।—]

মেয়েটা ॥ শোক ডোবাবে? মদে?

[খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেলো ঘরের বাইরে দিয়ে, পেছনে, এলোচুল দুলিয়ে। সাতু তাস বিলি করতে গেলো।]

শশী ॥ না, আর থাক। আর ভালো লাগছে না।

কার্তিক ॥ কেন স্যার? হারছেন বলে?

শশী ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) তা বলতে পারেন। তবে, জিতলেই কি সব সময় ভালো লাগে?

সাতু ॥ বলেন কি? জিতলে ভালো লাগবে না?

শশী ॥ না। সব জেতা ভালো লাগার জেতা নয়।

সাতু ॥ যেমন?

শশী ॥ যেমন? এই তো মুস্কিলে ফেললেন, অতো ভেবেচিন্তে কি বলেছি কথাটা? যেমন ধরুন, আপনি একটা কোনো জেদ নিয়ে আপনার বৌয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক করলেন—

সাতু ॥ (অট্টহাস্য) আমার বৌ! আপনি আর উদাহরণ খুঁজে পেলেন না?

কার্তিক ॥ কেন, বিয়ে কি একেবারেই করেন নি?

সাতু ॥ একেবারেই না। একবারও না। সময় পেলাম কই?

শশী ॥ অভাবটা কি শুধু সময়েরই সাতুবাবু?

সাতু ॥ ঐ হোলো। কথার কথা আর কি?

কার্তিক ॥ বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়নি কোনোদিন?

সাতু ॥ ইচ্ছে কি দুঃখে হবে বলুন? বিয়ে করে লোকে যা পায়, তা যদি আমি বিয়ে না করেই পেতে পারি, এবং আরো অনেক ভালোভাবে পেতে পারি—

হিমাদ্রি ॥ সত্যিই কি তাই পাওয়া যায়?

সাতু ॥ কথাটা আপনার বোধহয় ভালো লাগলো না হিমাদ্রিবাবু?

হিমাদ্রি ॥ আমার ভালো লাগা না-লাগার কথা হচ্ছে না। জিজ্ঞেস করছি—সত্যিই কি তাই পাওয়া যায়?

সাতু ॥ যদি বলেন পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—তবে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু বংশরক্ষার ব্যাপারে কোনোদিন বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা বোধ করি নি, কি করবো বলুন?

হিমাদ্রি ॥ বংশরক্ষার কথা আমি বলিনি।

সাতু ॥ তবে? ঘর? সংসার? গৃহিণীর পবিত্র হস্তের পবিত্র চচ্চড়ি?

[সাতু হা-হা করে হাসলো]

ও সব কিছু নয় হিমাদ্রিবাবু, কিছু নয়! আপনিও জানেন, আমিও জানি—আসল ব্যাপারটা আলাদা।

কার্তিক ॥ আসল ব্যাপারটা আপনি কোথায় পেতেন?

সাতু ॥ চুনোপুঁটি ঠিকেদারের জীবন কার্তিকবাবু! কুলিকামিন আছে, পাড়া-বেপাড়া আছে—

কার্তিক ॥ ও! ভদ্রঘর বাদ?

সাতু ॥ ভদ্রঘর বলতে আপনারা যা বোঝেন, সেটা যে একে নয়। তবে তাঁরা ভদ্রমহিলা, না 'ওরা'— [illegible] করে উঠতে পারি নি।

[শশী এরমধ্যে দরজায় গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ ফিরে এসে নিজের গ্লাসটা তুলে বাড়িয়ে দিলো সাতকড়ির দিকে।]

শশী ॥ আর একটু দিন তো।

সাতু ॥ এই তো, কথার মতো কথা বলেছেন। আসুন স্যার। (ঢেলে) কার্তিকবাবু?

কার্তিক ॥ (গ্লাস শেষ করে বাড়িয়ে দিয়ে) আছি! আমার কাছে 'পাস' পাবেন না।

সাতু ॥ কি হিমাদ্রিবাবু? মত পরিবর্তন হোলো না কি?

হিমাদ্রি ॥ (হেসে) না, এখনো হয় নি।

[শশী এবার জানলায়]

কার্তিক ॥ শশীবাবু, ছটফট করে বেড়াচ্ছেন কেন?

শশী ॥ (ফিরে) অ্যাঁ?—না, বসে বসে পা ধরে গেছে।

[খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা। আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে ঘরের বাইরে ওপাশে। এদিকে অন্ধকার। শুধু জানলার কাছে শশী খানিকটা আলোয়।]

মেয়েটা ॥ পা নয়, পা নয়—মাথা। মাথা ধরে গেছে। ধরবে না মাথা? ভিতরে কতো কি রয়েছে, কতো কি ঘুরছে নাগোরদোলার চর্কি পাকের মতো। বনবন বনবন করে ঘুরছে, বোঝা যাচ্ছে না চেনা যাচ্ছে না, ছায়াবাজীর মতো—বনবন বনবন করে ঘুরছে—

শশী ॥ (স্পষ্ট উচ্চারণে কিন্তু অনেকটা আপনমনে) মালতী।

[মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠলো আবার]

মেয়েটা ॥ মালতী? মালতী ক—বে মরে ভূত হয়ে গেছে। আমার মতো। পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, ঠিক ঐ রকম (পেছনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে)—অমনি ধূ ধূ আগুনে, আমার মতো।

[শশী চমকে ফিরে দাঁড়ালো। যেন সামনে কাউকে অবাক হয়ে দেখছে।]

শশী ॥ মালতী !

মেয়েটা ॥ হঁ্যা গো, মালতী ! বলো না, বলো না, তোমার হারজিতের গল্পটা ? (দর্শকদের দিকে) ভারী সুন্দর গল্পটা, ভারী মিষ্টি। আমার খুব ভালো লাগে।

[শশী জানলা ছেড়ে এগিয়ে এলো সামনে—মাঝখানের দিকে]

শশী ॥ মালতী ! তুমি—তুমি এখানে এলে কেন ?

[মেয়েটা এগিয়ে এলো। সে এখন মালতী হ'য়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে বিষণ্ন হাসি, কিন্তু চোখে জ্বালা।]

মালতী ॥ তাড়িয়ে দেবে ?

শশী ॥ তুমি কথা দিয়েছিলে, কোনোদিন তুমি—

মালতী ॥ আমি কথা দিই নি।

শশী ॥ কথা হয়েছিলো, আর কোনোদিন—

মালতী ॥ কথা হয় নি। তুমি বলেছিলে। তুমি। সব তোমার কথা।

শশী ॥ হঁ্যা, হতে পারে—কিন্তু—তাই কি ভালো নয় ?

মালতী ॥ ভালো। খারাপ। উচিত। অনুচিত। মঙ্গল। অমঙ্গল। সব তুমি ঠিক ক'রে দিয়েছো। সব তুমি ঠিক জানো। তুমি তো বিধাতা ? তোমার বিধানে তো ভুল হয় না ?

শশী ॥ মালতী তুমি নিজেও জানো—

মালতী ॥ (হঠাৎ জ্বলে উঠে) কি জানি ? নিজে কি জানি ?

শশী ॥ তুমি জানো না ? এরকমভাবে এ সময়ে আমার কাছে আসা মানে—

মালতী ॥ চলে যেতে বলছো ?

শশী ॥ তাছাড়া আর কি পথ আছে মালতী ?

মালতী ॥ হঁ্যা, চলেই যাবো। এর আগেও চলে যেতে বলেছো, চলে গেছি। যে পথে যেতে বলেছো, সেই পথেই গেছি। তোমারই জিৎ। বরাবর।

শশী ॥ জিৎ ?

মালতী ॥ জিৎ নয় ? জেতো নি তুমি ?

শশী ॥ কিসের জিৎ ? জিৎ কিসের ?

মালতী ॥ তোমার জিৎ। তোমার নিজের উপর জিৎ। পেরেছো তুমি। ভেসে যাও নি, খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছো। নিজের কাছে হেরে যাও নি তুমি।

শশী ॥ আমি কি হার-জিতের কথা ভেবে—

মালতী ॥ না, তা কেন? তা কেন ভাববে? তুমি ভেবেছো ভালো-মন্দর কথা, উচিত-অনুচিতের কথা, মঙ্গল-অমঙ্গলের—

শশী ॥ (প্রায় চেঁচিয়ে) মালতী!

মালতী ॥ (ব ‌ন কণ্ঠে) হ্যাঁ, চলেই যাবো। আমি জানতাম, তুমি চলে যেতেই বলবে। তোমাব জিতেব আত্মপ্রসাদ তুমি ছাড়তে পারবে না।

[শশী কি বলতে গেলে', কিন্তু মালতী বলতে দিলো না। এক পা এগিয়ে এলো জ্বালাধরা চোখ শশীর চোখে রেখে।]

যাবার আগে শুধু তোমাকে জানিয়ে যাবো—কেন এসেছিলাম।

[মালতী জামার সব চেয়ে নীচের বোতামটা খুলতে লাগলো।]

শশী ॥ (স্তম্ভিতভাবে) এ কি করছো মালতী?

[দপ কবে মঞ্চেব সব আলো নিভে গেলো। মেয়েটার অর্ধোন্মাদ খিলখিল হাসি শুধু অন্ধকার চিরে। ঘরেব আলো জ্বললো। শশী আগেব মতো জানলায়। মেয়েটা নেই।]

কার্তিক ॥ পাটা আমারও ধবে গেছে।

[উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো]

কার্তিক ॥ তারা, তারা মা!

সাতু ॥ (হেসে উঠে) চীয়ার্স! নিন, কারণ-বারি।

[কার্তিকের হাতে তার গ্লাসটা তুলে দিলো]

কার্তিক ॥ কারণ-বারি। শ্মশান-কালীর মন্ত্রঃপূত বারি! মা! মা!

[পান করলো]

সাতু ॥ কি শশীবাবু? সত্যিই আর খেলবেন না?

শশী ॥ (এক পা এগিয়ে এসে) বলেন যদি, খেলতে পারি—

সাতু ॥ না না, ভালো না লাগলে, কি দরকার? তার চেয়ে বরং—গল্প সল্প হোক।

[মেয়েটা ছুটে এলো, ঘরের বাইরে তার কোণটায়]

মেয়েটা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো। গল্প সল্প হোক।

[দু হাতে চিবুক রেখে গল্প শুনতে বসলো, পরম উৎসাহে : শশীও বসেছে এর মধ্যে।]

কই, বলো?

সাতু ॥ কি কার্তিক বাবু! বলুন কিছু?

কার্তিক ॥ আমি?

সাতু ॥ আপনি তো সিংহদ্বারে বসে তামাম দুনিয়া দেখতে পান বললেন সেই দুনিয়ার গল্পই রসালো দেখে দু একটা ছাড়ুন!

হিমাদ্রি ॥ রসালো গল্প? শ্মশানে? (হেসে উঠলো)

সাতু ॥ শ্মশানেই তো রসালো গল্প জমে। গরম শয্যা দরকার ভূতের গল্পের জন্যে। আমি লেপের গরমের কথা বলছি না অবিশ্যি—

[হা হা করে হাসলো নিজের রসিকতায়]

কার্তিক ॥ তা যা বলেছেন। শ্মশানে রসালো গল্পই ভালো জমে। যাকে বলে —প্রেমের গল্প।

হিমাদ্রি ॥ প্রেম! (হেসে উঠলো)

কার্তিক ॥ (মিটি মিটি হেসে) কেন হিমাদ্রি? পাকসিটে-মারা বুড়োর মুখে প্রেম কথাটা শুনে হাসি পেলো?

হিমাদ্রি ॥ না, আমি মোটেই ও জন্যে হাসি নি!

কার্তিক ॥ তবে?

হিমাদ্রি ॥ কি জানি? এ শ্মশানের সঙ্গে প্রেমটা ঠিক মেলাতে পারলাম না বলে হাসি পেলো বোধ হয়।

শশী ॥ (হঠাৎ অত্যধিক জোর দিয়ে) প্রেম মানেই শ্মশান। শ্মশান মানেই প্রেম।

মেয়েটা ॥ (হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে) মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা।

কার্তিক ॥ হ্যাঁ, তা কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেন নি।

মেয়েটা ॥ হ্যাঁ মিথ্যে! একেবারে মিথ্যে!

সাতু ॥ বুঝলাম না ঠিক। শ্মশানে প্রেমের গল্প জমতে পারে, কিন্তু প্রেম

মানেই শ্মশান, শ্মশান মানেই প্রেম, এটা ঠিক—মানে, মিলটা কোথায় ?

শশী ॥ সাংঘাতিক মিল—এক জায়গায়।

সাতু ॥ কোন্ জায়গায় ?

শশী ॥ আগুন। ঐ যে জ্বলছে ? পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

মেয়েটা ॥ (প্রবল প্রতিবাদে) কক্ষণো না! কক্ষণো না! প্রেম পুড়িয়ে ছাই করে দেয় ? কক্ষণো না!

সাতু ॥ (হেসে) আই সী। প্রেমের আগুন ?

মেয়েটা ॥ (প্রায় আর্তস্বরে) না! না! ও আগুন পোড়ায় না, ও আগুন জুড়োয়! পোড়ায় না, জুড়োয়!

কার্তিক ॥ প্রেমের আগুন ? হ্যাঁ, তা বলা যায়। তবে শ্মশানের আগুনের আগে প্রেমের আগুনে জ্বলে নেওয়াটা মন্দ না।

মেয়েটা ॥ (উদগ্রীব স্বরে) হ্যাঁ হ্যাঁ। বলো, বলো!

কার্তিক ॥ তাতে অন্ততঃ বেঁচে থাকার একটা মানে দাঁড়ায়।

সাতু ॥ তবে কি আপনি বলতে চান—জ্বলুনি না খেলে বেঁচে থাকার মানে দাঁড়ায় না ?

কার্তিক ॥ আপনার আমার হয় তো দাঁড়ায়। মেয়েদের কথা জানি নে।

[জানলার কাছে গেলো]

মেয়েটা ॥ জানো না ? জানো না ?

হিমাদ্রি ॥ তার মানে—জানেন।

সাতু ॥ (হেসে) ঠিক। তার মানে বলতে চান—প্রেমের আগুনে না পুড়লে মেয়েদের জীবনে মানেই দাঁড়ায় না।

কার্তিক ॥ (ফিরে) আমি আমাদের বাঙালী মেয়েদের কথা বলছি।

সাতু ॥ তাই হোলো না হয়।

কার্তিক ॥ তাও সব্বাইকার কথা বলছি না।

সাতু ॥ (হেসে) হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, বিশেষ কারো কথা। সেই গল্পটাই তো বের করতে চাইছি।

মেয়েটা ॥ আছে ? গল্প আছে ? বলো না। তোমার গল্প আমি কিচ্ছু জানি না।

কার্তিক ॥ (হেসে) আরে না মশাই, আমার গল্প কিছু নেই।

মেয়েটা ॥ নেই ? সত্যি নেই ?

কার্তিক ॥ এই মেয়েটার কথাই ধরুন না?

[মেয়েটা হঠাৎ পাথর হয়ে গেলো]

সাতু ॥ হ্যাঁ, কথাটা উঠলো একবার, তারপর চাপা পড়ে গেলো। এই মেয়েটার কি ব্যাপার, তখন কি বলছিলেন?

মেয়েটা ॥ (মিনতি করে) না না! না! ও গল্পটা এখন থাক! ওটা এখন থাক! ওটা পরে, কেমন? ওটা পরে হবে।

কার্তিক ॥ এই মেয়েটা তো এখন জ্বলছে। শ্মশানের আগুনে। এর বেঁচে থাকাটার কি মানে দাঁড়িয়েছে ওর নিজের কাছে বলতে পারেন?

সাতু ॥ কেন, এ মেয়েটা আপনাদের ঐ 'প্রেমের আগুনে' কখনো জ্বলে নি"

[কার্তিক শশী হিমাদ্রি তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠলো। মেয়েটা দু'হাতে কান চাপা দিয়ে ছুটে চলে গেলো।]

শশী ॥ প্রেমের আগুন? এই মেয়েটা?

কার্তিক ॥ (কর্কশ অশালীন স্বরে) প্রেম বলতে অবিশ্যি আপনি যদি বলেন—

হিমাদ্রি ॥ (বাধা দিয়ে) আহাঃ, কার্তিকদা।

সাতু ॥ কেন? কি হোলো?

কার্তিক ॥ (বক্রস্বরে) এ সব খারাপ ব্যাপার হিমাদ্রির ভালো লাগে না।

হিমাদ্রি ॥ ব্যাপারের কথা নয়। আপনি কি ভাষায় বলবেন, সেটা তো জানি?

কার্তিক ও হো, ভাষাটারই দোষ। তা তুমিই বলো, তোমার পবিত্র ভাষায়।

শশী ॥ পবিত্র ভাষা! 'পবিত্র'!

হিমাদ্রি ॥ (চটে) শশীদা—

শশী ॥ (ঠোঁট উল্টে) মর্যালিস্ট!

হিমাদ্রি ॥ কে মর্যালিস্ট?

শশী ॥ কে নয়? তুমি, আমি, কার্তিকবাবু—

কার্তিক ॥ আমাকে বাদ দিয়ে বলুন শশীবাবু। আপনাদের মর্যালিটির মুখে আমি—যাক গে! খারাপ কথা বলা বারণ, বলবো না।

সাতু ॥ আহা হা, রাগারাগি কেন? বেশ তো গল্প সল্প হচ্ছিল!

হিমাদ্রি ॥ গল্প বিশেষ কিছু নেই সাতুবাবু। আমি দু'কথায় বলে দিচ্ছি

শুনুন। এই মেয়েটার মা মরে গেছলো ওকে জন্ম দিতে। তিনকুলে থাকবার মধ্যে ছিল বুড়ো বাবা—

কার্তিক ॥ বুড়ো? অথর্ব বলো। পঞ্চাশ বছর বয়সে ষোলো বছরের কচি মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল—

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যা হয়ে থাকে হরদম। যা আমাদের কার্তিকদাই কোন দিন করে বসবেন হয়তো—

কার্তিক ॥ দেখো হিমাদ্রি আমি আর যাই করি—

সাতু ॥ এই এই—আবার রাগারাগি সুরু হয়ে গেলো। ও রকম করলে গল্প হয়?

কার্তিক ॥ (হঠাৎ ফিক করে হেসে) আচ্ছা ঠিক আছে, হিমাদ্রি বলো। যে ভাবে ইচ্ছে হয় বলো।

হিমাদ্রি ॥ না, থাক। শশীদা বলুন না হয়।

শশী ॥ গল্প সত্যিই কিছু নেই সাতুবাবু। এর কাহিনী নিয়ে কেউ ছোট গল্পই লিখবে না, উপন্যাস তো দূরের কথা।

সাতু ॥ তা নাই লিখলো, কাহিনীটাই শুনি। আমরা তো এখানে সাহিত্য সভা করতে বসি নি?

কার্তিক ॥ (হা হা করে হেসে) ঠিক কথা। আমাদের হোলো গে—শ্মশান-বান্ধব সমিতির অধিবেশন।

সাতু ॥ হ্যাঁ, বলুন শশীবাবু?

শশী ॥ ঐ তো শুনলেন—মেয়েটার বুড়ো বাপ ছাড়া কেউ ছিল না। শুধু বুড়ো নয়, আবার পক্ষাঘাতের রোগী, নড়া চড়া নেই।

[হঠাৎ কুকুরটা কেঁদে উঠলো আবার। শশী থেমে গেলো। সাতু এবার যেন আরো চমকে উঠলো প্রথমে। দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত কান্নাটা শুনলো। তারপর হঠাৎ এক ঝাঁকানিতে হাতের গ্লাসের মদটা ছিটিয়ে ফেলে দিলো।]

কার্তিক ॥ হাঁ হাঁ ও কি করলেন? পয়সার মাল—

সাতু ॥ (সামলে নিয়ে) একটা পোকা পড়েছে মনে হোলো। বেশী ছিল না।

[শক্ত হাতে বোতল থেকে অনেকটা ঢেলে নিলো। শশীকে আর কার্তিককেও দিলো।]

হিমাদ্রি ॥ (উঠে) যাই, একবার দেখে আসি—

সাতু ॥ আমি দেখছি—(উঠে পড়লো)

হিমাদ্রি ॥ না না, আপনি গল্পটা শুনুন—

সাতু ॥ ফিরে এসে শুনবো এখন। দেখি, কুকুরটাকেও খেদিয়ে দিতে পারি কি না—

[সাতকড়ি বেরিয়ে গেলো। শশী এক চুমুক খেলো।]

শশী ॥ এঃ, বড়ো বেশী খাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

কার্তিক ॥ কিছু ভাববেন না। বে-এক্তেয়ার হয়ে পড়লে আপনাকে বয়ে নিয়ে যাবো বাড়ীতে।

শশী ॥ (হেসে) আবার ফিরতি পথেও কাঁধ লাগাবেন?

হিমাদ্রি ॥ কি যে বলেন শশীদা!

শশী ॥ (আরো হেসে) অলক্ষুণে কথা? বলতে নেই, ষাট ষাট? অ্যাঁ? এ তো মেয়েদের মতো কথা হয়ে গেলো হিমাদ্রি!

হিমাদ্রি ॥ (লজ্জিত হেসে) তা হবে। মেয়েরাই তো এ সব সংস্কার মাথায় ঢোকায় ছেলেবেলা থেকে।

[কার্তিক বসে তাস ভাঁজছিলো আপন মনে]

কার্তিক ॥ এসো হে হিমাদ্রি, ততোক্ষণে একবাজি পেটাপেটিই খেলি।

[হিমাদ্রি বসলো। তাস বিলি হোলো। একটা ক'রে তাস ফেলে লাল কালো মিলিয়ে পিট তোলা। শশী উঠে জানলায় গেলো।]

হিমাদ্রি ॥ কার্তিকদা, আপনি কিছু মনে করলেন না তো?

কার্তিক ॥ (অবাক হয়ে) অ্যাঁ?—ও হো, ঐ কথায়? মাথা খারাপ!

[খেলা চললো। মেয়েটা ওদিকে ফুটে উঠলো আলোয়। বসে আছে সে।]

শশী ॥ বাইরেটা কি অন্ধকার রে বাবা। চাঁদ কি একেবারেই নেই আজ?

কার্তিক ॥ (খেলতে খেলতে) আছে। ছোট সাইজ।

মেয়েটা ॥ (যেন আপন মনে) আচ্ছা, সেদিন চাঁদটা কি সাইজের ছিল?

শশী ॥ (বাইরের দিকে চেয়েই) তাতে কি আসে যায়?

মেয়েটা ॥ না, ভাবছিলাম। এই রকম ছোটই ছিল বোধ হয়। না কি বড়ো? পূর্ণিমার রাত ছিল না কি সেটা? বড়ো গোল রূপোর থালার মতো চাঁদ?

শশী ॥ (একই ভাবে) কি আসে যায়? কে খেয়াল করেছে?

মেয়েটা ॥ খেয়াল করে দেখো নি, না? হ্যাঁ, শ্মশানে এসে কে আর অতো খেয়াল করে? মড়া পোড়াতে এসেছো, মড়া পুড়িয়ে চলে যাও।

শশী ॥ (আগের মত) মালতী।

মেয়েটা ॥ হ্যাঁ গো, মালতী। মালতীর মড়া। পোড়াতে গিয়েছিলে, মনে নেই? তুমি, তোমার সেই গুণধর বন্ধু—প্রদীপ না দীপক কি যেন নামটা?

শশী ॥ প্রদীপ।

মেয়েটা ॥ হ্যাঁ, প্রদীপ। বেশ বাহারি নাম। আরো কে কে যেন ছিল সব—শ্মশানবন্ধুর দল। মনে নেই?

শশী ॥ প্রদীপ। শয়তান।

মেয়েটা ॥ (হেসে উঠে) হ্যাঁ ঠিক। শয়তান। শয়তান নয়? ওর জন্যেই তো মালতী—

শশী ॥ (ঘুরে দাঁড়িয়ে) মালতী।

[মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে মালতী হয়ে উঠে দাঁড়ালো। শশী এগিয়ে এলো তার দিকে।]

মালতী!

মালতী ॥ না। না, না, না—

শশী ॥ মালতী শোনো—

মালতী ॥ না, না—

শশী ॥ শোনো মালতী। শোনো। এ ছাড়া—

মালতী ॥ না না, আমি পারবো না। আমি পারবো না।

শশী ॥ (ওর কথার উপরেই) এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মালতী, কোনো রাস্তা নেই।

মালতী ॥ আমি পারবো না। এখন আমি কিছুতেই পারবো না!

শশী ॥ এই একমাত্র পথ মালতী, আর কোনো রাস্তা নেই—

মালতী ॥ এখন আমি পারবো না। এখন আর আমি কিছুতেই—কিছুতেই—

শশী ॥ কিন্তু মালতী, তুমি যদি প্রদীপকে বিয়ে না করো—

মালতী ॥ (আর্তস্বরে) না, না, বোলো না। বোলো না! এখন সে আর কিছুতেই হয় না—কিছুতেই—

শশী ॥ কিন্তু তুমি তো এতোদিন—ওকেই—

মালতী ॥ এতোদিন জানতাম না—এতোদিন বুঝি নি—এখন আমি—এখন আমি কিছুতেই ওকে বিয়ে করতে পারবো না—তুমি—

শশী ॥ মালতী—

মালতী ॥ তুমি—তুমি—কেন জানালে আমাকে? তুমি কেন—তুমি কেন—এলে? তুমি কেন—

শশী ॥ কিন্তু আমি তো তোমাকে কখনো বলি নি—

মালতী ॥ তুমি কেন—হ্যাঁ, জানি! জানি! তুমি আমাকে কখনো বলো নি। কোনোদিন বলো নি! কিন্তু কেন? কেন বলো নি?

শশী ॥ কেন, তুমি জানো না?

মালতী ॥ হ্যাঁ জানি! প্রদীপ তোমার বন্ধু। প্রদীপ তোমার ভাই! তোমার আপন খুড়তুতো ভাই! প্রদীপের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে তোমার—জানি জানি সব জানি!

শশী ॥ তা হলে কেন—?

মালতী ॥ (চীৎকার করে) শুধু সেই জন্যেই তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দেবে?

শশী ॥ শুধু?

মালতী ॥ শুধু সেই জন্যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না? শুধু প্রদীপের জন্যে?

শশী ॥ মালতী—

মালতী ॥ প্রদীপ যদি না থাকতো, প্রদীপের সঙ্গে আগে যদি বিয়ের কথা না হোতো—তাহলে তুমি আমাকে—?

শশী ॥ মালতী, ওরকমভাবে ভেবে কি কোনো—?

মালতী ॥ বলো না, তাহলে? তা হলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে না?

শশী ॥ এটা কি একটা প্রশ্ন হোলো?

মালতী ॥ তবে? তবে? এখন শুধু প্রদীপের কাছে তোমার মুখ থাকবে না বলে—

শশী ॥ (দৃঢ়কণ্ঠে) প্রদীপের কাছে নয় মালতী। আমার নিজের কাছে। আমার নিজের কাছে নিজের মুখ থাকবে না।

[মালতী স্তব্ধ হয়ে গেছে]

এরকমভাবে নিজের কাছে হেরে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করলে

নিজেও সুখী হতে পারবো না, তোমাকেও সুখী করতে পারবো না।

মালতী ॥ হেরে গিয়ে ?

শশী ॥ হ্যাঁ মালতী। হেরে গিয়ে। তুমি যদি আজ প্রদীপকে ছেড়ে—

মালতী ॥ কিন্তু তুমি আমাকে বিয়ে না করলেও, প্রদীপকে তো আমি আর কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না। তা হলেও তুমি হেরে যাবে ?

শশী ॥ (একটু থেমে) তা হলেও হেরে যাবো।

মালতী ॥ কেন ?

শশী ॥ আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না —আমার জন্যেই তুমি প্রদীপের জীবনটা নষ্ট করে দিলে।

মালতী ॥ আর— আর—সুখী হতে পারবে না ?

শশী ॥ পারা কি সম্ভব ?

মালতী ॥ সম্ভব নয় ?

শশী ॥ তুমি কি আমাকে চেনো না মালতী ?

[মালতী খানিকক্ষণ বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলো শশীর মুখের দিকে। তারপর ভয়ার্ত চোখে দু পা পিছিয়ে গেলো, ডান হাতের মুঠোটা মুখের সামনে উঠে এলো ভয়ের ভঙ্গীতে তারপর হঠাৎ ফিরে ছুটে চলে গেলো। একটা নিশ্বাস টানা বোবা আর্তস্বর শুধু বাতাসে ভেসে রইলো। শশী ধীরে ধীরে জানলার দিকে ফিরে চললো।]

কার্তিক ॥ আমার সব খতম হয়ে এলো যে ?—এই পেয়েছি, লাল ! যাক, তবু খানিকক্ষণ লড়া যাবে।

[হঠাৎ বাইরে কুকুরটা মার-খাওয়া চীৎকার করে উঠলো- কেঁই ! কেঁই, কেঁই, কেঁই। পালাচ্ছে, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আওয়াজটা।]

হিমাদ্রি ॥ (হেসে) মেরেছে কুকুরটাকে সাতুবাবু !

[সাতকড়ি ফিরে এলো হাত ঝাড়তে ঝাড়তে]

কি ? তাড়ালেন ?

সাতু ॥ হ্যাঃ ! এই ঘরের কাছেই ঘাপ্‌টি মেরে বসেছিল বেটা ! মেরেছি একটা পোড়াকাঠ ছুঁড়ে।

শশী ॥ লাগিয়েছেন তো ঠিক ?

সাতু ॥ হ্যাঁ, একেবারে পিঠের ওপর।

শশী ॥ আমি মারলে ঠিক দশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে যেতো।

সাতু ॥ না না, একেবারে কাছ থেকে মেরেছি—

শশী ॥ ও কাছ থেকে মারলেও তাই। আমার টিপ একদম নেই। যা মারি, সব উল্টো দিকে চলে যায়।

[সাতু বসে গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিলো]

কার্তিক ॥ (তাস ঠেলে) নাও। থাক এবার।

সাতু ॥ কি খেলছিলেন ?

কার্তিক ॥ পেটাপেটি। এমনি সময় কাটানো আর কি ?

[হিমাদ্রি উঠে আড়মোড়া ভেঙে একটা সশব্দ হাই তুললো। কার্তিক তুবার তুড়ি দিলো।]

সাতু ॥ কি হিমাদ্রিবাবু ? ঘুম পেলো নাকি ?

হিমাদ্রি ॥ নাঃ, মড়া পোড়াতে এসে আমার ঘুম পায় না একদম, কেন কে জানে ?

সাতু ॥ আপনি অনেক মড়া পুড়িয়েছেন হিমাদ্রিবাবু ?

হিমাদ্রি ॥ তা, অনেক না হলেও, বারো চোদ্দটা তো হবেই।

সাতু ॥ আপনি ?

কার্তিক ॥ আমার লেখা জোখা নেই। প্রকাণ্ড গুষ্ঠি—কেউ না কেউ মরছেই হরদম। বেঁচে থাকতে সম্পর্ক নেই, মরলে গিয়ে কাঁধ লাগিয়ে দায়টা চুকিয়ে আসি। তারপর গুষ্ঠির বাইরে হলেও মালের গন্ধ যদি থাকে—

সাতু ॥ শশীবাবু, আপনারও নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা ?

শশী ॥ হ্যাঁ, তা হবে।

সাতু ॥ আমিই তা হলে এখানকার সব চেয়ে আনাড়ি। আমার এটা ধরে তিনটে হোলো।

কার্তিক ॥ সে কি। মোটে ?

সাতু ॥ তা হবে না কেন বলুন ? ছেলেবেলা থেকেই ঘরছাড়া, পথে পথে ঘোরা। ঐ তিনটের একটাও আমার নিজের কেউ নয়।

[মেয়েটা ছুটে এলো তার জায়গায়]

মেয়েটা ॥ কি ? কি ? কি বললে ?

হিমাদ্রি ॥ আত্মীয় কেউ নেই আপনার ?

সাতু ॥ দেশে জ্ঞাতগুষ্ঠি কে আছে না আছে জানি না। সেই পনেরো বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলুম, তারপর থেকে আর খোঁজ রাখি না।

হিমাদ্রি ॥ ঘর বলতে তাহলে কিছু নেই আপনার ?

সাতু ॥ (অট্টহাস্য করে) ঘর ? যেখানে যখন থাকি, সেটাই ঘর ! তাঁবু, ডাকবাংলো, কুলিবস্তি, ভাড়া করা চালা ঘর, এঁদো হোটেল—কতো জায়গায় থাকলাম !

মেয়েটা ॥ আর ? আর কোথাও থাকো নি ?

সাতু ॥ হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে বেশ সাজানো গোছানো শোবার ঘরেও রাত কাটে। তাতে খরচ বেশী পড়ে, তবু থাকাটা থাকার মতো হয়।

[হা হা করে হেসে উঠলো]

হিমাদ্রি ॥ ও, বুঝেছি।

সাতু ॥ (হাসতে হাসতে) বুঝেছেন ? বড়ো অসৎ-সংস্পর্শে পড়ে গেছেন হিমাদ্রিবাবু ! চরিত্র থাকলে হয়।

হিমাদ্রি ॥ (হেসে) সঙ্গদোষে চরিত্র যাবার বয়স কি আর আছে ?

শশী ॥ না না, হিমাদ্রির চরিত্র যাবার মতো মালই নয় ! টাইট চরিত্র একেবারে।

হিমাদ্রি ॥ (হেসে) শশীদা আজ আমার চরিত্রের উপর খুব রেগে আছেন মনে হচ্ছে ?

শশী ॥ তোমার চরিত্র নয়। আর আজ বলেও নয়। 'চরিত্র' বস্তুটার উপরই আমি হাড়ে-চটা—বরাবর।

মেয়েটা ॥ বরাবর ?

শশী ॥ (না শুনে) বরাবর না হলেও অন্ততঃ বহুদিন ধরে।

হিমাদ্রি ॥ (হেসে) কতোদিন ধরে ?

মেয়েটা ॥ দশ বছর সাত মাস, তাই না ?

শশী ॥ তা প্রায় বছর দশেক হবে।

কার্তিক ॥ তার মানে কি—দশ বছর আগে চরিত্রটি প্রথম খুইয়েছিলেন ?

শশী ॥ চরিত্র খোয়াই নি। চরিত্রে বিশ্বাস খুইয়েছি।

কার্তিক ॥ ওই একই কথা।

মেয়েটা ॥ না, এক কথা নয়।

শশী ॥ আচ্ছা সাতুবাবু, ঐ যে আপনি—যাকে বলে বেশী খরচ দিয়ে ঘর ভাড়া করেন—ওখানে আপনার—দরকার মেটে ?

সাতু ॥ ওখানেই দরকার মেটে, আর কোথাও মেটে না।

শশী ॥ আপনি ভাগ্যবান লোক।

সাতু ॥ ভাগ্যবান আপনিও হতে পারেন। সিধে রাস্তা। যদি বলেন নিয়ে যেতেও পারি।

শশী ॥ না, আমি গেছি। কাজ হয় নি।

সাতু ॥ মানে ?

শশী ॥ মানে, দরকার মেটে নি।

সাতু ॥ তাহলে বিয়ে করে ফেলুন।

শশী ॥ বিয়েও করে দেখেছি।

সাতু ॥ ও, বিয়ে করেছেন ? সে কবে ?

শশী ॥ করেছিলাম বছর আষ্টেক আগে। একটা চেষ্টা আর কি ?

সাতু ॥ কিসের চেষ্টা ?

শশী ॥ ঐ—কি বলবো—দরকার মেটে কিনা চেষ্টা করে দেখা।

সাতু ॥ মিটলো না ?

শশী ॥ নাঃ! বরং দুটি বছর নরক যন্ত্রণা। যাক তবু শেষ অবধি যে রেহাই দিয়ে গেছে, এইটাই বাঁচোয়া।

সাতু ॥ ও, মারা গেছেন ?

হিমাদ্রি ॥ থাক ও কথা।

শশী ॥ (একটু বিরক্তভাবে) এর আবার থাকাথাকির কি আছে হিমাদ্রি ? (সাতুকে) মরে নি সাতুবাবু। পালিয়ে গেছে।

হিমাদ্রি ॥ (তাড়াতাড়ি) মানে, বাপের বাড়ি ফিরে গেছে।

শশী ॥ ও হ্যাঁ, পালিয়ে গেছে বললেই কারো সঙ্গে পালিয়ে গেছে মনে হয়, না ? হিমাদ্রির এসব দিকে কড়া নজর! কেউ ভুল বুঝলেই সর্বনাশ, না হিমাদ্রি ?

হিমাদ্রি ॥ আমি সে জন্যে বলি নি।

শশী ॥ যেন তাতে কিছু এসে যায়!

হিমাদ্রি ॥ বলছি তো আমি সে জন্যে—

শশী ॥ (না শুনে, সাতুকে) তবে আমার দিক থেকে নিশ্চিন্দি। বাপ-মার আদুরে মেয়ে ছিল, বাড়ীও বাইরে—পাটনায় থাকে ওরা। শুনেছি

লুকিয়ে চুরিয়ে আবার বিয়ে দিয়েছে। (হঠাৎ হেসে উঠে) লুকিয়ে চুরিয়ে—বুঝলেন সাতুবাবু? যেন আমি জানতে পারলে বাগড়া দেবো! আমি!!

সাতু (অট্টহাস্য করে) তা অতো লুকোনো, তবু আপনি জানতে পেরে গেলেন?

শশী সে অনেক রকম হিতৈষী থাকে সাতুবাবু। চোখ গোল করে এসে শুনিয়ে গেছে। আমি কিছু করবো না শুনে আমার সঙ্গে তাদের কথা বন্ধ এখন। সেটাও বাঁচোয়া।

[মেয়েটা এতোক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিল]

মেয়েটা (হঠাৎ) আচ্ছা, এসব গল্প করছো কেন? মালতীর গল্প করবে না?

সাতু ॥ তা হলে তো আপনাকে নিয়ে মুস্কিল শশীবাবু! ঘর পেতেও হোলো না, ঘর ভাড়া করেও হোলো না, আপনাকে এখন আমি কোথায় পাঠাই?

শশী ॥ (হেসে) চুলোয়! ঐ যে জ্বলছে?

সাতু ॥ সে তো আছেই, আমাদের সকলেরই। কিন্তু তদ্দিন?

শশী ॥ তদ্দিন অন্যদের চুলোয় তুলে তুলে কাটিয়ে দেবো একরকম করে।

মেয়েটা ॥ বলবে না? মালতীর গল্প বলবে না?

সাতু ॥ তা এরকম হাল হোলো কি করে আপনার? না ঘরকা না ঘাটকা?

মেয়েটা ॥ বলো না, বলো না!

সাতু ॥ প্রেম টেম করেছিলেন নাকি কম বয়সে?

শশী ॥ (হো হো করে হেসে) প্রেম! বাঙালীর ছেলের আবার প্রেম! অত মুরোদ কোথায়?

কার্তিক ॥ কেন, বাঙালীর ছেলের প্রেম করবার মুরোদ নেই?

শশী ॥ কার আছে না আছে, জানি না দাদা। আমার ছিল না।

[মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে, খানিকটা উত্তেজিতভাবে।]

মেয়েটা ॥ আর বাঙালী মেয়ের? বাঙালী মেয়ের?

সাতু ॥ তা আপনি প্রেম করুন না করুন, আপনার প্রেমে কোনো মেয়ে পড়ে নি?

[মেয়েটি উন্মুখ]

শশী ॥ (হেসে উঠে) আমার প্রেমে? দুনিয়ায় এতো লোক থাকতে?

মেয়েটা ॥ মিথ্যেবাদী! মিথ্যেবাদী! মিথ্যেবাদী!

[বলতে বলতে ছুটে চলে গেলো]

শশী ॥ তাছাড়া আমার প্রেমে কেউ পড়লে আমার এই—যাকে বললেন 'না ঘরকা না ঘাটকা'—এ অবস্থা হবে কেন?

সাতু ॥ তাও তো বটে। আপনি তো মশায় ভাবিয়ে তুললেন?

কার্তিক ॥ ও আর ভেবে কি হবে সাতুবাবু। দিন, গেলাসটা ভরে দিন।

সাতু ॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আসুন। (ঢাললো) আপনি?

[শশী কি যেন ভাবছে, সাড়া দিল না]

শশীবাবু?

শশী ॥ (চমকে) অ্যাঁ?

সাতু ॥ গেলাসটা দিন।

শশী ॥ ও! (প্রায় উদগ্রীবভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ, দিন।

[গ্লাসে যেটুকু ছিল এক চুমুকে শেষ করে বাড়িয়ে দিল! সাতু ঢেলে দিলো।]

সাতু ॥ (হেসে) তারা তারা মা।

কার্তিক ও শশী ॥ (হেসে) তারা তারা মা।

[সকলে একসঙ্গে পান করলো]

সাতু ॥ আমাদের কি কথা হচ্ছিল যেন?

কার্তিক ॥ শশীবাবুর বৌয়ের কথা।

সাতু ॥ না না, তার আগে, তার আগে। আমি বেরুবার ঠিক আগেই—

হিমাদ্রি ॥ ও, এই মেয়েটার গল্প বলছিলেন শশীদা।

সাতু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। (ভেবে) গল্পটা কি শেষ হয়েছিল?

শশী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ! ও গল্প কখন হয়ে চুকে গেছে!

সাতু ॥ হয়ে গেছে? শেষটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না তো?

কার্তিক ॥ শেষটা মরে গেলো আর কি? সেই সুবাদে আমরা এখানে বসে বিলিতী মারছি।

হিমাদ্রি ॥ (হেসে) আপনাদের তিনজনেরই নেশাটা যেন একসঙ্গে জমে উঠলো মনে হচ্ছে?

সাতু ॥ (হিমাদ্রির কথায় কান না দিয়ে) না না, মরে গেলো, সে তো জানা কথা। তার আগে! কি যেন একটা রহস্য ছিল।

শশী ॥ রহস্য?

কার্তিক ॥ না না, রহস্য কহস্য কিছু ছিল না। সিধে ব্যাপার।

[মেয়েটা ফুটে উঠেছে আলোয়]

সাতু ॥ আরে হ্যাঁ মশাই, ছিল! আমার বেশ মনে আছে। আরে, তাই নিয়েই তো প্রথম কথাটা উঠলো!

কার্তিক ॥ কি কথা উঠলো?

সাতু ॥ কি কথা মনে থাকলে আর আপনাদের জিজ্ঞেস করবো কেন?

মেয়েটা ॥ ও গল্পটা থাক না? কি হবে মনে করে?

হিমাদ্রি ॥ ও, ঐ প্রেমের আগুনের কথা?

সাতু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—অ্যাঁ? প্রেমের আগুন? না না, তারও আগে, আপনি তখন বাইরে গিছলেন—এই বোতল নিয়ে কি যেন কথাটা উঠলো—

কার্তিক ॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে! আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন—এ ছুঁড়িটা মরলো, তো মল্লিকবাবু বোতল দিতে গেলো কেন?

সাতু ॥ এ্যাই। এই কথাটাই এতোক্ষণ—তবে? বলেছিলাম না, রহস্য একটা ছিল?

হিমাদ্রি ॥ এই আপনার রহস্য?

মেয়েটা ॥ মালতী! মালতী! তুমি আসবে না? এরা কি আমার গল্পই করবে?

সাতু ॥ হ্যাঁ, বলুন শশীবাবু!

[শশী অন্যমনস্ক ছিল]

শশী ॥ অ্যাঁ?

সাতু ॥ রহস্যটা প্রকাশ করুন?

শশী ॥ কি রহস্য?

মেয়েটা ॥ মালতী! তুমি আসবে না?

সাতু ॥ সে কি মশাই, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

মেয়েটা ॥ মালতী!

শশী ॥ ঘুমিয়ে—? নাঃ! না, ঘুমোবো কেন?

হিমাদ্রি ॥ (হেসে) নেশা হয়েছে সাতুবাবু, শশীদা বুঁদ!

শশী ॥ না, মোটেই না—আমি—

মেয়েটা ॥ মালতী!

সাতু ॥ না না, নেশা হতে যাবে কেন? বলুন শশীবাবু।

শশী ॥ কি বলবো?

সাতু ॥ এই মেয়েটার কথা—

শশী ॥ কার কথা ?

মেয়েটা ॥ মালতী !

সাতু ॥ এই যে মেয়েটা—যাকে পোড়াতে এসেছেন—

শশী ॥ (চমকে) মালতী ?

[মেয়েটা এতোক্ষণে নিশ্চিন্ত হোলো]

হিমাদ্রি ॥ (অবাক হয়ে) মালতী ?

মেয়েটা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মালতী ।

সাতু ॥ ও, এই মেয়েটার নাম মালতী ছিল বুঝি ?

[কার্তিক শশীর কথা খেয়াল করে নি]

কার্তিক ॥ এই মেয়েটার ? মালতী ? না তো ?

সাতু ॥ তবে যে শশীবাবু—

[শশী হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো]

শশী ॥ আমি একটু—আমি একবার—আসছি আমি—

[দরজার দিকে গেলো]

সাতু ॥ সে কি ? (তারপর খেয়াল করে) ও, বাইরে যাচ্ছেন ? আচ্ছা ঘুরে আসুন ।

[শশী ততোক্ষণে বেরিয়ে গেছে]

কার্তিক (উঠে) আমারও একবার খোলসা হওয়া দরকার ।

[দরজার দিকে গেলো]

সাতু ॥ তবে চলুন, আমিও যাই । বাঙালীর ইউনিটি দেখিয়ে আসি । (উঠে) হিমাদ্রিবাবু ?

হিমাদ্রি (হেসে) না, আমার দরকার নেই ।

[কার্তিকের পেছন পেছন সাতু বেরিয়ে গেলো । হিমাদ্রি টুলে বসেছিল, তক্তপোষের ধারে মাথা রেখে পা লম্বা করে আধশোয়া হয়ে একটা আড়মোড়া ভাঙলো ।]

মেয়েটা ॥ (একটু কাছে এসে, ফিস ফিস ক'রে) এই, শোনো ।

[হিমাদ্রি নড়লো না । মেয়েটা আর এক পা এগুলো ।]

এই শোনো । শোনো না ? শোনো ! শুনছো ?

[হিমাদ্রি হঠাৎ তড়াক করে খাড়া হয়ে বসলো, যেন

একটা আওয়াজ শুনেছে। এদিক ওদিক তাকালো। মেয়েটাকে অবশ্য দেখতে পেলো না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়ের ট্যাঁকে গোঁজা হাতঘড়িটা বার করে দেখলো। দেখে রেখে দিলো। তক্তপোষের পাশ দিয়ে অলসভাবে দরজার দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো! বোতলটা তুলে দেখলো একবার।]

মেয়েটা ॥ খাবে? খাও না? খাও না একটু? কিছু হবে না।

[হিমাদ্রি একটু থেমে মাথা নেড়ে রেখে দিলো বোতলটা। জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো।]

আচ্ছা, না খেলে। কিন্তু তোমার গল্পটা বলো না? বলো না এদের—তোমার গল্পটা।

[একটু অস্থিরভাবে হিমাদ্রি ফিরে এলো]

মনে পড়ছে তো! পড়ছে না?

[হিমাদ্রি বোতলটার দিকে তাকালো। একটু যেন হাত বাড়ালো।]

হ্যাঁ হ্যাঁ, খাও না? এই বেলা খেয়ে নাও, ওরা জানতে পারবে না।

[হিমাদ্রি হাত টেনে ঘুরে দাঁড়ালো]

খাবে না? আচ্ছা, তা হলে ঐ দিকটায় দেখো। ঐ যে—লাল আগুন ঝলসে ঝলসে উঠছে?

[হিমাদ্রি জানলায় গেলো]

দেখেছো? ঝলসে ঝলসে উঠছে? মনে পড়ছে না? মনে পড়ছে? তখন যে গিয়ে অতোক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে, মনে পড়ে নি? বলো? মনে পড়ছে না?

[হঠাৎ হিমাদ্রির বিকৃত চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো]

হিমাদ্রি ॥ সে কি আমার দোষ?

মেয়েটা ॥ কার দোষ তবে? কার দোষ?

[হিমাদ্রি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। তার দু হাত মুঠো।]

হিমাদ্রি ॥ (প্রায় হিংস্রকণ্ঠে) চুলোয় যাক!

মেয়েটা ॥ (হাসি মুখে) চুলোতেই তো গেছে। যায় নি? এমনি জ্বলজ্বল করেই তো জ্বলেছে। তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছো। দেখো নি?

হিমাদ্রি ॥ (যন্ত্রণায়) মিলি!

মেয়েটা ॥ (উৎসাহে) হ্যাঁ হ্যাঁ, মিলি! মিলি!

হিমাদ্রি ॥ মিলি! আমি—আমি—

মেয়েটা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বলো না, বলো না, ভারী সুন্দর গল্পটা—

হিমাদ্রি ॥ আমি—আমি কি করতে পারতাম?

[মেয়েটা এলোচুল খোঁপা করে জড়ালো। শাড়ীর আঁচলটা ঘুরিয়ে পরলো—আধুনিক শহুরে মেয়ের কায়দায়। যেন তৈরী হয়ে দাড়াচ্ছে হিমাদ্রির অপেক্ষায়]

হিমাদ্রি ॥ (নিজের মনে) এ হয় না। এ হবে না। এতো তফাৎ! আকাশ পাতাল তফাৎ।

[মেয়েটা মিলি হয়ে এগিয়ে এলো]

মিলি ॥ হিমাদ্রি।

[হিমাদ্রির দেহ কঠিন হয়ে উঠলো।]

হিমাদ্রি!

হিমাদ্রি ॥ বলুন।

মিলি ॥ (আহত) 'বলুন'?

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ বলুন। কি করতে হবে?

মিলি ॥ আমি এমন কি করেছি হিমাদ্রি যে তুমি এরকম করছো?

হিমাদ্রি ॥ আপনি? আপনি যাই করুন, আমার তাতে কি বলবার আছে?

মিলি ॥ হিমাদ্রি, আমি জানি, আমি জানি তুমি—কিন্তু সব সময়ে পেরে উঠি না যে? যে সমাজে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছি, যাদের ছোটবেলা থেকে দেখছি, মিশছি—

হিমাদ্রি ॥ আমাকে এসব কথা বলছেন কেন মিস্ রায়? আমি আপনার ভাইকে পড়াই, সে সম্বন্ধে যদি কিছু বলার থাকে—অথবা সে কাজে আমার যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে—তো বলুন।

[মিলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো]

মিলি ॥ তুমি আমার সামান্যতম দোষও সহ্য করতে পারো না, না?

[হিমাদ্রি চুপ]

আমার বাবা বড়োলোক—এইটাই আমার সবচেয়ে বড়ো অপরাধ, না?

[হিমাদ্রি চুপ]

(হঠাৎ যন্ত্রণায়) তুমি কি চাও আমি হাঁটু গেড়ে বসে তোমার কাছে ক্ষমা চাই?

হিমাদ্রি ॥ মিস রায়—

মিলি ॥ বলো! বলো! তাই চাও তুমি? যদি চাও তো আমি তা-ই করবো! তুমি জানো আমি তা-ই করবো। আমার না ক'রে উপায় নেই। সেই জন্যেই কি বারবার আমার মুখটাকে মাটির উপরে ঘষে দাও তুমি?

হিমাদ্রি ॥ মিস রায়, আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, এখন কথাবার্তা না বলাই ভালো। আমি যাই।

[হিমাদ্রি ফিরে গেলো জানলায়]

মিলি ॥ হিমাদ্রি! হিমাদ্রি! (যন্ত্রণায় বিকৃত স্বরে) আই হেট্ ইউ! আই হেট্ ইউ—হেট্ ইউ—হেট্ ইউ!

[ছুটে চলে গেলো। হিমাদ্রি জানলায় দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে চেয়ে। সাতকড়ি আর কার্তিকের হাসির আওয়াজ শোনা গেলো। হিমাদ্রি চমকে সরে এলো জানলা ছেড়ে। সাতু আর কার্তিক ঢুকলো ঘরে।]

সাতু ॥ হা হা হা হা হাঃ হা—যা বলেছেন! খাঁটি কথা!

কার্তিক ॥ কিন্তু শশীবাবু একটু যেন—

সাতু ॥ ও কিছু না। অনেকদিন পরে খাচ্ছেন তো? একটু বাইরে বসলেই ঠিক হয়ে যাবে।

কার্তিক ॥ (দরজায় গিয়ে দেখে) না, কাছাকাছিই বসেছেন—দেখা যাচ্ছে।

হিমাদ্রি ॥ কি, শশীদার শরীর খারাপ হয়েছে না কি?

সাতু ॥ না না, একটু মাথাটা ধরেছে, তাই বললেন খানিকক্ষণ বাইরে বসবেন। ভাববার কিছু নেই।

[কার্তিক আর সাতু বসে গ্লাসে চুমুক দিলো। হিমাদ্রি দরজায় গিয়ে বোধহয় শশীকে দেখলো।]

কার্তিক ॥ তারা তারা মা, পার করো!

সাতু ॥ (হেসে উঠে) এখনি পার হতে চান না কি?

কার্তিক ॥ না না, এখুনি নয়। বেশ আছি এই দুনিয়ায়। (একটু ভেবে)

তবে কি জানেন, পার হলেও খুব লোকসান নেই। আমি কাউকে খাওয়াই পরাই না, কাজেই আমি পার হলে কেউ কাঁদবেও না।

সাতু ॥ না খাওয়ালে পরালে কাঁদে না বুঝি কেউ ?

কার্তিক ॥ (আবার ভেবে) কই, আমার তো তেমন কেউ দেখছি না। আপনার কেউ আছে না কি ?

সাতু ॥ আমার ? নাঃ। কাঁদা তো দূরে থাক, অল্পসল্প আসতো যেতো —এমনও কেউ বাকি নেই।

কার্তিক ॥ সব চুলোয় দিয়েছেন ?

সাতু ॥ সব বলতে তো—অনেক বোঝায়। অন্ততঃ একাধিক। তাই না ?

কার্তিক ॥ আপনার কি—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ?

[সাতু অট্টহাস্য করলো।]

সাতু ॥ একমেবাদ্বিতীয়ম্! বাপরে! অতো ভারী ব্যাপার কিছু ছিল না মশাই। কোত্থেকে থাকবে বলুন ? পনেরো বছর বয়স থেকে যা লাইফ লীড্ করেছি তাতে—

কার্তিক ॥ সে কি মশাই ? আমার তো ধারণা ছিল দেশ-বিদেশ ঘুরলে নানারকম অভিজ্ঞতা হয়—

সাতু ॥ ও, অভিজ্ঞতার কথা বলছেন ?

কার্তিক ॥ না, হ্যাঁ—অভিজ্ঞতা মানে, নানারকম সম্পর্কও তো অভিজ্ঞতা—অর্থাৎ মেয়েদের সঙ্গে—

সাতু ॥ আমার সম্পর্ক কি রকম মেয়েদের সঙ্গে, তা তো শুনলেনই। আমি মরে গেলে তাদের কারো কিছু আসবে যাবে, এটা ভাবা শক্ত।

কার্তিক ॥ কেন, শরৎবাবু যাদের কথা লিখেছেন, তাদের কারো দেখা পেলেন না ?

[সাতু অট্টহাস্য করলো। হিমাদ্রি খানিকটা চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। মেয়েটা ফুটে উঠলো আলোয়।]

সাতু ॥ না, কই আর পেলাম ?

মেয়েটা ॥ আচ্ছা, কেন তোমরা বলতে চাও না বলো তো ? কেন তোমরা চেপে যাও ? লুকিয়ে রাখো ? বলতে ইচ্ছে করে না ? চীৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে করে না ?

[হিমাদ্রি হঠাৎ দরজা ছেড়ে এগিয়ে এলো]

হিমাদ্রি ॥ সাতুবাবু আমি মত বদলেছি। আমাকে একটু দেবেন ?

সাতু ॥ (মহোৎসাহে) এই তো! এই তো, কথার মতো কথা! নইলে এক যাত্রায় পৃথক ফল—ও কি জমে?

[মহা সমারোহে চতুর্থ গ্লাসে ঢালতে সুরু করলো]

কার্তিক ॥ তার উপর শ্মশানযাত্রা!

সাতু ॥ হ্যাঁ, ঠিক কথা।

হিমাদ্রি ॥ ব্যাস ব্যাস, আর না।—ইস্‌, অতোটা দিলেন কেন?

সাতু ॥ কিচ্ছু না মশাই—হোমিওপ্যাথির ডোজ্‌। তবে একেবারে নীট্‌টা আর খাবেন না প্রথম দিনেই, একটু জল দিয়ে দি, দাঁড়ান।

হিমাদ্রি ॥ না, আপনারা যেমন খাচ্ছেন, তাই খাবো।

কার্তিক ॥ ব্রেভো ব্রাদার। তবে একটু অল্প অল্প করে চুমুক দিও

[হিমাদ্রি এক চুমুক খেয়ে মুখ বিকৃত করলো। মেয়েটা উৎসুক চোখে দেখছিল।]

মেয়েটা ॥ খেয়েছো? এবার বলবে?

হিমাদ্রি ॥ এ্যাঃ। এ তো ভয়ানক বিস্বাদ মশাই? কি সুখে খান?

কার্তিক ॥ এর স্বাদ জিভে নয় ভায়া—মগজে।

মেয়েটা ॥ হ্যাঁ, মগজে। তাই তো লোকে বলে? ঐ আগুনের মতো। জলে আর জুড়োয়। জুড়োয় আর জ্বলে তাই না? তাই না?

কার্তিক। (বোতলটা তুলে) এ বোতলটা শেষ হয়ে এলো।

সাতু ॥ তবে? বুদ্ধি করে আর একটা বোতল না আনলে কি হোতো বলুন দেখি?

কার্তিক ॥ বুদ্ধি তো ওদিকে আমারও টনটনে ছিল সাতুবাবু। কিন্তু শুধু বুদ্ধি দেখিয়ে তো সা মশায়ের দোকান থেকে মাল বের করা যায় না?

[সাতু অট্টহাস্য করলো]

মেয়েটা ॥ আর একটু খাও না? আর একটু খাও।

[হিমাদ্রি আর এক চুমুক খেলো]

ভোলবার জন্যে খাচ্ছো? না। ভোলা যাবে না। আরো মনে পড়বে। আরো। তখন গল্প বলবে, কেমন? বলবে তো?

[শশী ফিরে এলো দরজায়]

সাতু ॥ আসুন আসুন! মাথা সাফ হয়েছে?

শশী ॥ মাথা? কেন, মাথার কি হয়েছে?—আমার গেলাস কোন্‌টা?

সাতু ॥ এই যে। দাঁড়ান ভরে দি।

[ভরে দিলো। শশী এক চুমুক খেয়ে গ্লাসটা নিয়ে জানলায় দাঁড়ালো।]

শশী ॥ উঃ, কি অন্ধকার রাত রে বাবা! এমন আর দেখি নি।

মেয়েটা ॥ দেখো নি? সেদিন কি তবে পূর্ণিমা ছিল?

সাতু ॥ শশীবাবু, আপনার গল্পটা আর শেষই করলেন না।

শশী ॥ (ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে) গল্প?

মেয়েটা ॥ (ফিসফিস করে) হ্যাঁ। গল্প। মালতীর গল্প। মালতী।

সাতু ॥ এই মেয়েটার গল্প।

মেয়েটা ॥ (শশীর দিকে চোখ রেখে) না। আমার গল্প না। মালতীর গল্প। মালতী।

[শশী হঠাৎ এগিয়ে এসে গ্লাসটা রাখলো তক্তপোষে।]

শশী ॥ (উত্তেজিত স্বরে) আচ্ছা সাতুবাবু, একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

সাতু ॥ (অবাক হয়ে) কেন দেবো না?

শশী ॥ (দ্রুতকণ্ঠে) ধরুন, আমি আপনার বন্ধু, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু—

সাতু ॥ সে তো বটেই!

শশী ॥ না না, আরো ঘনিষ্ঠ, ধরুন একেবারে ছেলেবেলা থেকে,—কিম্বা হয়তো আমি আপনার ভাই, ছোট ভাই, আর আমি—আমি আপনার সঙ্গে একটা মেয়ের আলাপ করিয়ে দিলাম—বললাম—একে আমি বিয়ে করবো—মেয়েটাও ধরুন আমাকে বিয়ে করতে চায়। আপনি—আপনি কি তাকে—(থেমে গেলো)

মেয়েটা ॥ না, না! আরো বলো। এতে কি করে হবে?

শশী ॥ (কপালে একবার হাত চালিয়ে) না। না। ঠিক করে বলা হোলো না। ধরুন, আপনি জানেন—আমি দুশ্চরিত্র। না, তাও না, আরো বড়ো কথা—আমি নিষ্ঠুরচরিত্র—স্বার্থপর—আমি—আমি—আমার সঙ্গে বিয়ে হলে মেয়েটা সুখী হবে না—আপনি জানেন—আপনি খুব ভালো করে জানেন সে কথা—তা হলে কি—? (আবার থেমে গেলো)

মেয়েটা ॥ আরো বলো। সব বলো।

আর—তারপর যদি দেখেন আপনি মেয়েটাকে ভালোবাসছেন—মেয়েটাও—মেয়েটাও আপনাকে ভালোবাসছে—মেয়েটা বুঝতে

পারছে প্র—আমাকে বিয়ে করলে তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে—তাহলে—তাহলেও কি আপনি—মেয়েটাকে—আমার হাতে তুলে দেবেন ?

[সকলে চুপ করে শুনছিল। চুপ করেই রইলো।]

বলুন! তুলে দেবেন? জেনে শুনে? তুলে দেওয়া উচিত মনে করবেন? কর্তব্য মনে করবেন? আমি বন্ধু ব'লে? ভাই ব'লে?

সাতু ॥ (ধীরে ধীরে) বড়ো শক্ত প্রশ্ন শশীবাবু। এর জবাব আমি দিতে পারবো না।

শশী ॥ কার্তিকবাবু?

[কার্তিক ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো]

হিমাদ্রি?

হিমাদ্রি ॥ (একটু থেমে) আজ সকালে যদি প্রশ্নটা করতেন—কিম্বা বিকেলেও—এক কথায় বলে দিতাম—হ্যাঁ উচিত! কারণ সে বন্ধুর বাগ্‌দত্তা।

মেয়েটা ॥ (রুদ্ধশ্বাসে) এখন?

শশী ॥ এখন?

হিমাদ্রি ॥ (ধীরে ধীরে) এখন—জানি না শশীদা। (একটু থেমে, হাতের গ্লাসটা তুলে) জানলে বোধহয় এটা খাবার দরকার হোতো না।

মেয়েটা ॥ (মুখ তুলে, প্রায় কুকুরটার মতো আর্তস্বরে) মালতী-ঈ-ঈ। এরা জানে না! এরা কেউ জানে না! জানলেও বলে না।

[ঘরের আলো মেয়েটার কথার মধ্যে কমে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। শশী এদিকে এগিয়ে এসেছে।]

শশী ॥ মালতী!

[মেয়েটা মালতী হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। দুটো উজ্জ্বল আলো দুজনকে আলোকিত করেছে। বাকি সব অন্ধকারে।]

মালতী।

মালতী ॥ হ্যাঁ চলেই যাবো। আমি জানতাম তুমি চলে যেতেই বলবে। তোমার জিতের আত্মপ্রসাদ তুমি ছাড়তে পারবে না।

[শশীর উদ্যত কথা থামিয়ে দিয়ে এক পা এগিয়ে এলো আগের মতো]

যাবার আগে শুধু তোমাকে জানিয়ে যাবো—কেন এসেছিলাম।

[মালতী জামার সবচেয়ে নীচের বোতামটা খুলতে লাগলো]

শশী ॥ (স্তম্ভিতভাবে) এ কি করছো মালতী ?

[মালতীর হাতের আঙুল থেমে গেলো। তার চোখে প্রথমে অল্প বিস্ময়, পরে উপলব্ধি। তারপর মুখে একটা মর্মান্তিক জ্বালাধরা হাসি ফুটে উঠলো। শশী সম্মোহিতের মতো সেই হাসির দিকে চেয়ে রইলো।

মালতী নীচের বোতামটা খোলা শেষ করে ধীরে ধীরে ঘুরে শশীর দিকে পিঠ করে দাঁড়ালো। তারপর আস্তে আস্তে জামাটা তুলে পিঠের খানিকটা অনাবৃত করে দেখালো। একটা অস্ফুট চীৎকার করে শশী এক পা পিছিয়ে গেলো।]

এ কি !!

মালতী ॥ তোমার বন্ধু। তোমার ভাই।

শশী ॥ (রুদ্ধস্বরে) ক্‌কেন ?

মালতী ॥ বলেছিলাম—আমি তাকে ঘেন্না করি, আর তোমাকে ভালবাসি।

[শশী নির্বাক। মালতী জামা নামিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো। বোতামটা আবার লাগাতে সুরু করলো।]

কি দিয়ে করেছে জানো ?

[শশীর মুখে কথা ফুটলো না]

তুমি আমাদের বিয়েতে যে রূপোর বড়ো ছুরিটা উপহার দিয়েছিলে ? সেইটা গরম করে।

[শশী নির্বাক]

রূপো খুব তাড়াতাড়ি গরম হয় তো ? ওর হাতে সময় বেশী ছিল না।

[শশী চেয়েই রইলো। মালতী শশীর চোখে চোখ রেখে জামাটা কোমরে গুঁজতে লাগলো। তার মুখে সেই জ্বালাধরা হাসি। আলো নিভে গেলো আস্তে আস্তে। সব অন্ধকার।

আবার আলো ফুটলো তক্তপোষের কাছে। শশী

যেখানে দাঁড়িয়ে এদের প্রশ্ন করেছিল, সেখানে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে। মালতী নেই।]

শশী ॥ জানো না?

হিমাদ্রি ॥ না শশীদা। এখন জানি না।

শশী ॥ আপনারা কেউ জানেন না?

[সাতু আর কাত্তিক মাথা নাড়লো]

আমি জানি। আপনি কর্তব্য মনে করে মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দিলে এক বছরের মধ্যে মেয়েটা কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেবে। আপনি আর আমি সেই পোড়া দেহটাকে কাঁধে করে নিয়ে এসে ঐ—ঐ রকম—আবার আগুনে পোড়ানো।

[সবাই চুপ]

আপনি বলবেন—আমার অত্যাচারে মরেছে? নিশ্চয়ই। তাই তো মরেছে! আপনার কি দোষ? দুনিয়া তাই বলবে। আপনার কি দোষ? আপনিও দুনিয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে যতোদিন পাবেন—যতোদিন পাবেন—নিজেকে—

[হঠাৎ গ্লাসটা তুলে এক চুমুকে খালি করে দিলো। তারপর সম্পূর্ণ শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে কথা বললো।]

তাস দিন সাতুবাবু। দেখি এবার জিতি না হারি।

॥ বিরতি ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

. ...

[প্রথমে দেখা গেলো মেয়েটাকে। বসে আছে সে নিজের জায়গায়, দর্শকদের দিকে তাকিয়ে।]

মেয়েটা ॥ কেমন লাগলো, গল্পটা? মালতীর গল্প? ভারী সুন্দর, না? ভারী মিষ্টি গল্প। আমার খুব ভালো লাগে। ওদেরও গল্প আছে এক একজনের এক একটা গল্প। এখন শুনলে হয়তো তা'টা ভালো লাগবে না। খানিকটা একই ধরণের তো? আমি কিন্তু প্রত্যেকটাই সুন্দর লাগে। সমান সুন্দর। বারবার ও ইচ্ছে করে। ভালোবাসার গল্প তো?

হ্যাঁ, ভালোবাসার গল্প। প্রত্যেকটা। ভা-লো-বাসা। সুন্দর কথাটা, না? ভা-লো বা-সা। ঐ আগুনের মতো। জ্বলে আর জুড়োয়। তা যদি না হোতো—

আচ্ছা, এই যে কষ্ট যন্ত্রণা আগুনে পোড়া—এ সমস্ত আজে বাজে কথা, না? এ সব কোনো কাজের কথা নয়। আসল কথা নয়। মরলে তো জ্বলতেই হবে, ঐ যেমন আমি জ্বলছি এখন। কিন্তু যদি ঐ জ্বলাটাই থাকে, আর কিছু না, আর কিচ্ছু না—উঃ!

[দু হাতে মুখ ঢেকে বসলো। ওদিকে আলো ফুটতে লাগলো, গলা শোনা গেলো।]

কার্তিক॥ ষোলো।

শশী॥ আছি।

কার্তিক॥ সতেরো।

শশী॥ আছি।

কার্তিক॥ আঠেরো।

শশী॥ আছি।

কার্তিক॥ উনিশ।

শশী॥ আছি।

হিমাদ্রি॥ কি করছেন কি, শশীদা? চারটে কালো বেরিয়ে আছে—

শশী॥ তুমি থামো তো! আছি।

কার্তিক॥ বিশ।

শশী॥ আছি।

কার্তিক॥ পাস।

সাতু॥ ডবল।

হিমাদ্রি॥ হোলো তো? চারটে কালো—ডবল—এইবার কালো ছক্কা।

শশী॥ (নির্বিকার হেসে) দাও, রং করি।

[রং করা হোলো। তাস বিলি হোলো। খেলা সুরু হোলো। ওদের দ্বিতীয় বোতল চলছে। মেয়েটা মুখ তুললো আস্তে আস্তে।]

ম॥ সন্ধ্যেবেলা আকাশটা কি রকম আস্তে আস্তে রং বদলায়, না? আমার ঘরের জানলাটা পশ্চিম দিকে। রোজ সন্ধ্যেয় জানলায় দাঁড়িয়ে আকাশের রং-বদল দেখতাম। সেই ছোটবেলা থেকে

দেখছি। কতো ছোটবেলা মনে নেই। পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত রোজ—হ্যাঁ, সত্যি—রোজ সন্ধ্যেবেলা, ঐ একই জানলায় দাঁড়িয়ে—পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর তিন বছর দেখি নি। ওখানে পশ্চিম দিকে জানলা ছিল না—জানলাই ছিল না, তার পশ্চিম দিক। বাইরের দিকের যতো জানলা—সব ঘষা কাঁচের শার্সি। খোলা যায় না। আলো আসে, কিছু দেখা যায় না। উঃ, সন্ধ্যেটা আকাশের রং দেখবার জন্যে কি ছটফট না করতাম! মনে হোতো—একদিনও যদি, একটা সন্ধ্যেও যদি—পশ্চিম দিকে একটা খোলা জানলা পাই—একটা সন্ধ্যে যদি আকাশের ঐ রং—

সাতু ॥ কই রং দেখি! ট্রেক্কার!

কার্তিক ॥ ইস্কাবন?

শশী ॥ কেন, আপত্তি আছে?

কার্তিক ॥ না না, কিছুমাত্র না। খেলো হিমাদ্রি।

মেয়েটা ॥ তারপর আবার পেলাম। তিন বছর পরে—আবার। পশ্চিম দিকের সে—ই পুরানো জানলাটা। কজা ভেঙে পাল্লা ঝুলে পড়েছে? পড়ুক! ছাত দিয়ে বর্ষায় জল পড়ে? পড়ুক। পক্ষাঘাতে বাবা শুয়ে আছে? থাক। তবু তো সন্ধ্যেবেলা আকাশের রং দেখা যায়?

কে যেন বলেছিল, এই সন্ধ্যে আলোটাকে নাকি বলে—কনে দেখা আলো। আচ্ছা, কনে দেখা কেন বলে? কে কনে দেখে? কিসের জন্যে দেখে? আর এ আলোটাই কেন বেছে বেছে কনে দেখবার আলো হোলো?

জানি না। কেউই বা জিজ্ঞেস করবে? আমি শুধু—(হাসতে শুরু করলো, লাজুক হাসি) আমি শুধু—ঐ আলোয় বসে—নিজেকেই কনে ভাবতাম—হ্যাঁ সত্যি! এমন বোকার মতো—কিন্তু ভাবতে ভালো লাগতো—সত্যি!

(হঠাৎ চমকে) এ মা! দেখেছো? এসব কি আজে বাজে বকে চলেছি? এগুলো কি গল্প না কি, ছিঃ!

এই, তোমাদের খেলা কি শেষ হবে না? আমি যে পুড়ে শেষ হয়ে এলাম!

কার্তিক ॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে) এই যে স্যার, আসুন—রঙের টেক্কা!

সাতু ॥ আহা হা হা! এই তো চাই কার্তিকবাবু!

হিমাদ্রি ॥ যাঃ! গেলো।

[মেয়েটা অন্ধকার হয়ে গেলো আস্তে আস্তে]

সাতু ॥ তেইশ—পঁচিশ—

হিমাদ্রি ॥ ও আর গুণে কি হবে? ও তো জানা কথা।

সাতু ॥ ঊনত্রিশ—একত্রিশ বত্রিশ। কালো ছক্কা!

শশী ॥ (হাসিমুখে) আবার হেরেছি তাহলে?

হিমাদ্রি ॥ তা হারবেন না? সাতা আটা নিয়ে উনিশ বিশ হাঁকবেন খালি।

শশী ॥ আরে এই তো খেলা! ভেবেচিন্তে হিসেব করে খেললে কি খেলা হয়?

সাতু ॥ হিমাদ্রিবাবু আপনার গেলাস খালি কেন।

হিমাদ্রি ॥ না, আমি আর খাবো না, আপনারা খান।

সাতু ॥ সে কি? আপনি তো সেই প্রথমবারে যা নিয়েছেন, তাই—

হিমাদ্রি ॥ ওতেই হবে। আমার কাজ হয়ে গেছে।

সাতু ॥ কাজ?

হিমাদ্রি ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) কাল দেখা হবে আসি বরং।

[হিমাদ্রি বেরিয়ে গেলো]

সাতু ॥ (চোখ টিপে) কার্তিকবাবু, দিন তো। ওর গেলাসটা এদিকে—

[কার্তিক হেসে গ্লাসটা এগিয়ে দিলো। সাতু খানিকটা ঢেলে দিলো। গ্লাসটা আবার যথাস্থানে ফিরে এলো।]

শশী ॥ গোড়ায় খানিকটা নেশা হয়েছিল। এখন যেন সেটাও কেটে আসছে। কেন বলুন তো?

সাতু ॥ হ্যাঁ, আমারও যেন তাই।

কার্তিক ॥ বিলিতী না হলে বলতুম—জল মিশিয়েছে বেটারা।

সাতু ॥ কি জানি, হয় তো খেলায় মন ছিল বলে। একটু বিল্যাক্স করে না খেলে নেশা জমতে চায় না।

কার্তিক ॥ তা হলে বিল্যাক্স করে এক ঢোক খাই। (ঠ্যাং ছড়িয়ে এলিয়ে বসে) কি বলে যেন?—চীয়ার্স!

সাতু ॥ (হেসে) তারা তারা মা!

শশী ॥ আপনার কাল কাজ করতে কষ্ট হবে না? সারা রাত জাগার পর রোদের মধ্যে—

সাতু ॥ নাঃ! এসব গা-সওয়া আমার। রাতেই ঘুমোতে হবে, এমন কোনো কথা নেই আমার পাজিতে। যখনই ফাঁক পাই, ঘুমিয়ে নিতে পারি।

শশী ॥ নেপোলীয়ন বলুন?

সাতু ॥ (অট্টহাস্যে) হ্যাঁ, শুধু দিগ্বিজয়টা হোলো না, এই যা!

কার্তিক ॥ আমার সকালবেলা ঠিক ঢুলুনি আসবে। ডাক্তার দেখে না ফেললে বাঁচি।

সাতু ॥ তা কি হয়েছে? সারারাত জেগে মড়া পুড়িয়েছেন শুনলে—

কার্তিক ॥ ওরে বাবা! স্বাধীন ব্যবসা আপনার সাতুবাবু—চাকরি কি চিজ্ বুঝবেন কি করে?

সাতু ॥ তাও বটে। চাকরি কোনোদিন করা হয় নি। যদিও 'স্বাধীন' কথাটা একেবারে ভুল।

কার্তিক ॥ ডাক্তারের ধারণা—ঢুলতে ঢুলতে আমি ভুলভাল ওষুধ দিয়ে রোগীকে বিষ খাইয়ে মারবো।

সাতু ॥ আচ্ছা কার্তিকবাবু, আপনি তো বহু বছর এই কাজ করছেন, না?

কার্তিক ॥ তা প্রায়—ছাব্বিশ বছর হতে চললো।

সাতু ॥ আচ্ছা, কোনোদিন কি ওষুধের ভুল কিছু হয় নি?

কার্তিক ॥ ভুল হবে না কেন? কতো হয়েছে। তবে এমন ভুল কোনোদিন হয় নি যাতে রোগী মারা পড়ে। সাতাকারের বিষ নিয়ে আর কতোটুকু নাড়াচাড়া করতে হয়?

সাতু ॥ কিছু তো হয়?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ, তা হয়। আপনার কাউকে মারবার দরকার থাকলে বলবেন।

সাতু ॥ (অট্টহাস্যে) না মশাই, এখন অবধি সেরকম কোনো দরকার পড়ে নি কোনোদিন।

শশী ॥ আমার পড়তো এতোদিনে, যদি বৌ নিজে থেকে বেহাই না দিতো।

সাতু ॥ আচ্ছা, আপনার কাছে বিষ চেয়েছে কেউ কোনোদিন?

কার্তিক ॥ (দৃঢ়কণ্ঠে) না।

[মেয়েটা ফুটে উঠলো আলোয়]

সাতু ॥ চাইলে কি করতেন?

কার্তিক ॥ দিতাম না।

মেয়েটা ॥ কেন দিতে না?

কার্তিক ॥ খুন খারাবীর মধ্যে আমি নেই।

সাতু ॥ না না, খুনের কথা বলছি না শুধু। ধরুন, কেউ নিজের জন্যেই চাইলো?

কার্তিক ॥ (একটু থেমে) তাহলেও দিতাম না।

মেয়েটা ॥ না। দিতে না। কিন্তু তার বদলে কি দিতে? দিতে পারতে কিছু? পারতে?

শশী ॥ ধরুন, তার যদি খুব দরকার থাকে? বেঁচে থাকার থেকে মরে যাওয়া তার পক্ষে যদি অনেক ভালো হয়?

কার্তিক ॥ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো হয় না কখনো।

মেয়েটা ॥ হয় না?

শশী ॥ এ কি বললেন কার্তিকদা?

কার্তিক ॥ ঠিকই বলেছি। যা বিশ্বাস করি তাই বলেছি।

শশী ॥ সে যদি এমন যন্ত্রণায় -

কার্তিক ॥ হাঁ, যন্ত্রণা ঘোচে। আমি বলছি— ভালো হওয়ার কথা! বেঁচে থাকার চেয়ে ভালো কিছু নেই।

শশী ॥ মানলাম না।

কার্তিক ॥ (হেসে) আপনাকে মানতে কে বলেছে? আমি যা মানি তাই বললাম। আপনারা চীয়ার্স বলেন, আমি তারা তারা মা বলি— এই ব্যবস্থাই তো ভালো।

শশী ॥ (অল্প উত্তেজিত) কিন্তু তাই বলে একজনের জীবন যদি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিষময় হয়ে ওঠে—

কার্তিক ॥ লোকের যন্ত্রণার ভার হাল্কা করার দায়িত্ব আমার উপর নেই।

মেয়েটা ॥ আর বেদনা দেওয়া? মা[illegible]র মতো যন্ত্রণা? তার দায়িত্ব নিতে চাওনি কোনোদিন?

শশী ॥ দায়িত্ব ঠিক করনেওয়ালা কে?

কার্তিক ॥ শেষ পর্যন্ত নিজেই। তা ঠিক হোক আর ভুল হোক।

সাতু ॥ আপনারা যে জীবন-দর্শন স্বরু করে দিলেন দেখছি?

শশী ॥ (হেসে) শ্মশান-মহিমা!

কার্তিক ॥ (হেসে) তার উপর শ্মশানকালীর মন্ত্রঃপূত কারণবারির মহিমা। জীবন-দর্শন আসবে—এ আর আশ্চর্য কি?

সাতু ॥ তা আসুক। একটু জ্ঞানলাভ করি। জীবনটা দৌড়োদৌড়ি

করেই কেটে গেলো, থেমে জীবনটাকে একটু নজর করে দেখবো—তার ফুরসৎই পেলাম না।

কার্তিক ॥ মরণ তো দেখেছেন ?

সাতু ॥ অ্যাঁ ? মরণ তো হরদমই দেখছি চারদিকে।

কার্তিক ॥ সে রকম দেখা নয়। যাকে বলে—হাড়ে হাড়ে দেখা।

মেয়েটা ॥ বলো ! বলো !

সাতু ॥ (ইতস্ততঃ করে) হাঁ, তা দেখেছি বোধহয়। অন্ততঃ একবার দেখেছি।

কার্তিক ॥ তখন জীবনটাকে দেখতে পান নি ?

সাতু ॥ (ধীরে ধীরে) হয় তো। আপনার কথাই হয় তো ঠিক। মরণ দেখলেই বোধহয় জীবন দেখা সম্ভব।

মেয়েটা ॥ জীবন। মরণ। কিন্তু মরণেও যদি জীবন না ফোটে ? যদি না ফোটে ? যদি মরণটা শুধু মরণই হয় ?

সাতু ॥ দেখে—ভালো লাগে নি।

কার্তিক ॥ ভালো লাগবার কথা তো হচ্ছে না ? দেখবার কথা হচ্ছে।

শশী ॥ কেন, আপনি যে বললেন বেঁচে থাকার চেয়ে ভালো কিছু নেই ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ বলেছি। এখনও বলছি।

শশী ॥ উল্টোপাল্টা কথা হয়ে যাচ্ছে না ?

কার্তিক ॥ না, উল্টোপাল্টা কেন হবে ? ভালো 'লাগা' আর ভালো 'হওয়া' কি এক জিনিষ ?

সাতু না কার্তিকবাবু, আপনার জীবন-দর্শন আমার পক্ষে বড়ো শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কার্তিক (হেসে) তবু তো আপনি জীবনটাকে অন্ততঃ একবারও দর্শন করেছেন ?

মেয়েটা ॥ জীবন ! জীবনটা কি ? কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারে ? পাগলা ঘোড়া ? মারবো চাবুক ছুটবে ঘোড়া। ওরে বিবি সরে দাঁড়া, আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। বিবি যদি না সরে ? যদি সরে না দাঁড়ায় ? ঘাড়ের উপর দিয়ে চলে যাবে ?

সাতু দর্শন করে শুধু এই মনে হয়েছে যে জীবনটার কোনো মাথামুণ্ড হয় না।

মেয়েটা ॥ পাগলা ঘোড়া ! পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে !

সাতু ॥ জীবনটা শুধু মৃত্যুই আনতে পারে।

মেয়েটা ॥ বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে!

সাতু ॥ আর কোনো কাজের নয়।

কার্তিক ॥ ওরে বাবা, ঐ কাজটা কি কম কাজ হোলো?

মেয়েটা ॥ অল রাইট, ভেরী গুড—

শশী ॥ (বিরক্ত হয়ে) কার্তিকবাবু, আপনি বেশী খেয়ে ফেলেছেন। আজে বাজে বকছেন।

কার্তিক ॥ আহা বেশী খেলে যদি এমনি আজেবাজে বকা যায়, তাহলে—(গ্লাস তুলে) তারা তারা মা!

[দীর্ঘ এক চুমুক দিলো]

মেয়েটা ॥ (কান্নাভরা গলায়) পাগলা ঘোড়া! একটু আমার দিকে এসো না? একটু ডেকে বলো না—ওরে বিবি সরে দাঁড়া! আমি কি বিবি নই? আমি কি বিবি হতে পারি না? আমি কি—আমি কি— ঐ আগুনে জলতে জলতে বলতে পারবো না—পাগলা ঘোড়া— অল রাইট—ভেরী গুড?

[অন্ধকারে মিশে গেলো মেয়েটা। শেষ কথাগুলো অন্ধকারেই কান্নায় ভেঙে পড়লো।]

সাতু ॥ (অল্প পরে) কি, সবাই হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন?

কার্তিক ॥ ভাবছি।

সাতু ॥ কি ভাবছেন? জীবন মরণের কথা।

কার্তিক ॥ হ্যাঁ-ও বটে, না ও বটে।

সাতু ॥ তার মানে?

কার্তিক ॥ আপাততঃ এই মেয়েটার কথা ভাবছিলাম।

সাতু ॥ এই মেয়ে—ও, এই মেয়েটা?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ।

সাতু ॥ মেয়েটার গল্প শেষ অবধি আর শোনাই হচ্ছে না আমার।

কার্তিক ॥ কদ্দূর শুনেছেন?

সাতু ॥ তা-ও তো মনে নেই ঠিক। বাপের পক্ষাঘাত—এইটুকুইতো শুনেছি বোধ হয়।

কার্তিক ॥ হ্যাঁ। পক্ষাঘাত আজ বছর চারেক। মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী যাবার কিছুদিন পরেই এই হাল।

সাতু ॥ (অবাক হয়ে) শ্বশুরবাড়ী? মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল না কি?

কার্তিক ॥ তা মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি যথাবিধি হয়েছিল।

সাতু ॥ বিধবা?

কার্তিক ॥ না। (নিরুত্তাপ ব্যঙ্গে) বিধবা কেন হবে? বালাই ষাট। সধবা!

সাতু ॥ কিন্তু—সিঁদুর টিঁদুর কিছু দেখলাম না তো? মরসে তো সিঁদুর লেপে একাকার করে দেয় দেখি—

কার্তিক ॥ ঐ হোলো। কে আর দেবে? আর দিয়েই বা কি হবে?

সাতু ॥ স্বামী কোথায় ওর?

কার্তিক ॥ স্বামী? হ্যাঁ, তা মন্ত্র যখন পড়া হয়েছে, স্বামী বই কি? এখন কোথায় আমি জানি না সাতুবাবু। কোনো উন্মাদ আশ্রমেও থাকতে পারে। বাড়ীতেও তালাবন্ধ থাকতে পারে। বড়ো বাড়ী, বিস্তর ঘর, অসুবিধে নেই।

সাতু ॥ আহা গো!

কার্তিক ॥ বিয়ে দিলে ভালো হয়ে যাবে—এই না কি জ্যোতিষী গুণে গেঁথে বলেছিল। ভালো জ্যোতিষী—পরিবারের বাঁধা মাইনের লোক। তা একমাত্র বিয়ের দিনটা আয়ত্বের মধ্যে ছিল, তারপরে না কি তাকে আর মেয়েটা চোখেও দেখে নি শোনা যায়। ফুলশয্যাতেও না।

শশী ॥ (হঠাৎ) আচ্ছা, সে জ্যোতিষীটার চাকরি আছে?

কার্তিক ॥ আছে বোধ হয়। শুনেছি সে বলেছে—কন্যা অলক্ষণা তা কি করা যাবে? এইবার বোধহয় সুলক্ষণা কন্যা খুঁজবে।

শশী ॥ আপনি এতো খবর পান কোত্থেকে?

কার্তিক ॥ আমাদের ডাক্তারখানায় যতো রোগী আসে তাদের মধ্যে বাচালতা রোগটাই প্রবল বেশী।

সাতু ॥ তারপর কি হোলো?

কার্তিক ॥ বছর তিনেক শ্বশুরবাড়ীর জেলখানায় বন্ধ থেকে একদিন রাত্তিরবেলা পালিয়ে এলো। শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া গয়না দিয়ে একটা দরোয়ানকে হাত করেছিল। সে-ই সব ব্যবস্থা করে পৌঁছে দিয়ে এখন রিটায়ার করে জমিজমা দেখছে। গয়না খুব কম ছিল না। যেগুলো দেয় নি, সেগুলোও না কি গাঁয়ের কাছে এসে রাত্তিরবেলা কেড়ে নিয়ে গেছে। বকশিস আর কি?

সাতু ॥ বাঃ! বাঃ! কাজের ছেলে! তারপর?

কার্তিক ॥ এসে দেখে—বাপ শয্যাশায়ী, ঘরদোর পড়ে যাচ্ছে, খাওয়া যে জুটছে এ্যাট অল্—সেটা কিছুটা মল্লিকবাবুর দয়ায়।

সাতু ॥ ও, এইবার মল্লিকবাবুর প্রবেশ। সেই রহস্য।

কার্তিক ॥ হ্যাঁ, সেই রহস্য। মল্লিক বুড়োকে জিইয়ে রেখেছিল—যদি মেয়েটা ফেরে কোনোদিন। খরচ তো বেশী নয়? পুষিয়ে যায়।

[মেয়েটা ফিরে এসেছে]

সাতু ॥ এইবার বুঝে গেছি, আর বেশী বলতে হবে না। তবে—মরলো কিসে? অ্যাবর্শান না কি?

[কার্তিক হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলো]

কার্তিক ॥ তা হলেও ছিল ভালো। বুঝতাম একটা মানে দাঁড়ালো।

মেয়েটা ॥ চুপ করো। চুপ করো চুপ করো চুপ করো।

সাতু ॥ তার মানে?

কার্তিক ॥ মল্লিকের সে ক্ষমতা গেছে। তিনদিনও বাঁচতে পারেনি। ওর মেয়ে দরকার শুধু চটকাবার জন্যে।

মেয়েটা ॥ (দু হাতে কান চাপা দিয়ে) চুপ করো—ও—ঃ।

[হিমাদ্রি ফিরে এলো]

হিমাদ্রি ॥ আর ঘণ্টাখানেক লাগবে সারাতে।

[কেউ কিছু বললো না। হিমাদ্রি বসলো।]

কার্তিক ॥ তারা তারা মা!

মেয়েটা ॥ আর ঘণ্টাখানেক। আর মাত্র এক ঘণ্টা। পাগলা ঘোড়া—তুমি একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাবার সময় পেলে না? আমি কি মালতী নই? মিলি নই? লক্ষ্মী নই?

[সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো। সাতু চমকে একেবারে লাফিয়ে উঠলো। গ্লাসের মদ চলকে পড়লো।]

সাতু ॥ কে?

হিমাদ্রি ॥ কুকুরটা। আবার ফিরে এসেছে।

সাতু ॥ অ্যাঁ? ও হ্যাঁ—কুকুরটা। আবার—ফিরে এসেছে।

[সাতুর হাত কাঁপছে। মেয়েটা সাতুর দিকে তাকিয়ে আছে।]

মেয়েটা ॥ (ফিস ফিস করে) লছমি!

কার্তিক ॥ (হেসে) কুকুরের ডাক আপনার ভয়ানক অপছন্দ দেখি?

সাতু ॥ (লজ্জিত হেসে) না. ঐ চীৎকারটা আমার—একেবারেই—

মেয়েটা ॥ (ফিস ফিস করে) লছমি।

[কপালে একবার হাত চালিয়ে সাতু বসলো। গ্লাসে মদ ঢাললো।]

সাতু ॥ (হঠাৎ) কুকুরের মতো এমন নেমকহারাম জীব দুটো নেই।

কার্তিক ॥ সে কি? লোকে তো উল্টো কথা বলে?

সাতু ॥ লোকে ছাই জানে। একটা কুকুর দেখেছি—প্রায় আমাদের—মানে আমার আস্তানায় আসতো—ভাত দিতাম দুবেলা—

মেয়েটা ॥ তুমি দিতে? তুমি ভাত দিতে?

সাতু ॥ মানে, ভাত টাত যা থাকতো দেওয়া হোতো—দু বেলা—এমনি খেঁকি কুত্তা মশাই, জাত ফাত নেই—তবু একটা মায়া পড়ে গিছলো—

মেয়েটা ॥ তোমার? তোমার মায়া পড়ে গিছলো?

সাতু ॥ তা এমন নেমকহারাম মশাই—বছর দুই পরে যখন দেখা হোলো—চিনতেই পারলে না একেবারে। উল্টে কামড়াতে এলো—

শশী ॥ বাবা! কুকুরের সঙ্গে বছর দুই পরে দেখা হওয়া, তার আবার চিনতে পারা—

সাতু ॥ (লজ্জিত হেসে) না, লোকে বলে তো—কুকুর চিনে রাখে অনেকদিন—

মেয়েটা ॥ ঠিক চিনে রেখেছিল তোমায়। ঠিক চিনেছিল। চেনে নি?

সাতু ॥ (গা ঝাড়া দিয়ে, কৃত্রিম স্ফূর্তির স্বরে) কি, আর এক বাজী হবে না কি টোয়েণ্টি নাইন?

শশী ॥ নাঃ, তাস আর ভালো লাগছে না।

সাতু ॥ তবে গল্প হোক।

মেয়েটা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হোক।

সাতু ॥ বেশ রসালো দেখে প্রেমের গল্প দু একটা ছাড়ুন দেখি?

কার্তিক ॥ প্রেমের গল্প কে ছাড়বে এখানে?

সাতু ॥ হিমাদ্রিবাবু? আপনারই তো বয়স এখন।

হিমাদ্রি ॥ বয়সে কি আসে যায়? শশীদা বললেন না?—বাঙালীর ছেলের প্রেম করবার মুরোদই নেই!

শশী ॥ তা তুমি না হয় আমার কথাটা মিথ্যেই প্রমাণ করে দাও।

হিমাদ্রি ॥ তাই কি পারি? গুরুজন না?

শশী ॥ ওরে আমার গুরু-ভক্তি রে!

হিমাদ্রি ॥ তা ছাড়া কথাটা মিথ্যে তো নয়?

সাতু ॥ আরে বাবা, না হয় বানিয়েই একটা গল্প বলুন না?

কার্তিক ॥ (হঠাৎ) ও, বানিয়ে বলা চলবে? তা হলে তো আমিও চান্স নিতে পারি!

সাতু ॥ নিন না চান্স! আমরা তো শুনতে প্রস্তুত।

কার্তিক ॥ (একটু ভেবে) অনেকদিন আগে একটা গল্প শুনেছিলুম—যে বলেছিলো সে বানিয়ে বলেছিলো কি না জানি না। বললো তো সত্যি।

সাতু ॥ আচ্ছা সত্যি মিথ্যে পরে ভাবা যাবে। আপনি বলুন তো?

মেয়েটা ॥ তোমারও গল্প আছে? সত্যি? আমি জানি না তো? কেন জানি না বলতে পারো? তোমার কথা আমি কিচ্ছু জানি না!

কার্তিক ॥ গল্পটা শুনেছিলাম—এক মুচির কাছে।

সাতু ॥ মুচি?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ। কেন, মুচির প্রেম করতে নেই?

সাতু ॥ না না, তা কেন?

শশী ॥ মুচির প্রেম তো আমাদের মিন্‌মিনে ক্যাকাসে ভদ্দরলোকি প্রেমের চেয়ে অনেক বেশী জমাটি হবার কথা।

কার্তিক ॥ তা যদি ভেবে থাকেন, তবে আমার গল্পটা শুনলে নিরাশ হবেন।

সাতু ॥ না না, বলুন বলুন।

কার্তিক ॥ মুচিটা একটা বড়ো বাড়ীর দোরগোড়ায় বসে জুতো সেলাই করতো। বাড়ীতে বহু লোকের যাতায়াত, ঢুকছে বেরুচ্ছে, জুতোও সারাচ্ছে, মুচি রোজ হরেক রকম মানুষ দেখতে পায়।

মেয়েটা ॥ এ কি তোমার গল্প? এ কি তোমার গল্প?

কার্তিক ॥ একটা ছোট মেয়ে প্রায়ই আসে যায়—এই দশ বারো বছরের হবে। জুতোও সারায় মাঝে মাঝে। দু একটা কথাবার্তাও হয়। আবার চলে যায়! যতো মানুষ আসে তার মধ্যে এই মেয়েটাই যেন—মানে এই মেয়েটার জন্যেই যেন সে অপেক্ষা করে থাকে রোজ।

সাতু ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার এই মুচির বয়স কতো ?

কার্তিক ॥ (হেসে) তা হয়েছে—বয়স হয়েছে। চল্লিশ পঞ্চাশ হবে।

শশী ॥ ও বাবা—এ যে বাৎসল্য প্রেম ?

কার্তিক ॥ আরে প্রেম কি না, তাই আগে ঠিক হোক, তারপর বাৎসল্য।

সাতু ॥ বলুন, বলুন।

কার্তিক ॥ এমনি দিন যায়। বছর যায়। মেয়েটা অনেকদিন পরে পরে হঠাৎ একদিন আসে। বেশীর ভাগ দিন মুচিটাকে খেয়াল করে দেখেও না। মুচির ডেকে কথা বলতে ইচ্ছে করে—সাহস পায় না।

হিমাদ্রি ॥ কেন, সাহস পায় না কেন ?

কার্তিক ॥ দিন যাচ্ছে, বছর যাচ্ছে, মেয়ের বয়সও তো বসে থাকছে না ?

শশী ॥ তাতে কথা বলতে বাধা কি ? এতে কার কি মনে করবার আছে ?

কার্তিক ॥ ঐ তো। ঐটাই তো আসল কথা। মনে করবার না থাকলেও মুচির সাহস হয় না। এর মানেটা কি দাঁড়ালো ?

হিমাদ্রি ॥ অর্থাৎ আপনি বলতে চান, তার নিজের মনে—

কার্তিক ॥ হ্যাঁ, এইটাই বলছি। তার নিজের মনে কি আছে সেটা সে জানে। হাড়ে হাড়ে জানে। যতো দিন যাচ্ছে, বছর যাচ্ছে, ততো বেশী করে জানছে। চব্বিশ ঘণ্টা খালি ঐ মেয়েটাই মাথায় ঘুরছে তার। স্বপনে জাগরণে, না কি বলে ; তাই। আসলে আগে তার কিছুই ছিল না। বাপ মা, ঘর সংসার, বন্ধুবান্ধব—কিস্যু না। একেবারে ফাঁকা মন। এই মেয়েটা তাই ফাঁকা পেয়ে একেবারে সারা মন জুড়ে বসেছে।

সাতু ॥ সর্বনাশ।

কার্তিক ॥ সর্বনাশ বলে সর্বনাশ! বছরের পর বছর—ঐ এক মেয়ে। অথচ কিছু হবার নেই। কথা বলারই জো নেই, তা হবার! কি রকম অবস্থাটা, বুঝতে পারছেন ?

সাতু ॥ তা সে জোর করে মনটা অন্যদিকে নেবার চেষ্টা করলো না কেন ?

কার্তিক ॥ বোকা, বোকা! ইচ্ছে করলে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে হল্লা করতে পারতো, ঢোল পিটতে পারতো, বে পাড়ায় যেতে পারতো। তা সে কিছুই করলো না—শুধু ঐ মেয়ের চিন্তায় বুঁদ হয়ে বসে রইলো।

সাতু ॥ কেন ?

মেয়েটা ॥ এ কার গল্প ? এ তো আমি চিনতে পারছি না ?

কার্তিক ॥ কেন ? সোজা ব্যাপার, যদিও বোঝা সহজ নয়। মেয়েটার চিন্তা তাকে কষ্ট দেয় ঠিকই, কিন্তু নিশ্চয়ই আরো কিছু দেয় যার দাম তার কাছে অনেকখানি।

মেয়েটা ॥ মন ভরে দেয়, না ? ওর ফাঁকা মনটা ভরে রাখে। আমি বুঝতে পারি। জানি না কিন্তু বুঝতে পারি।

হিমাদ্রি ॥ বুঝলাম।

কার্তিক ॥ বুঝলে ?

মেয়েটা ॥ পশ্চিমের জানলায় আকাশের ঐ আলো, ঐ কনে-দেখা-রং—কতো কষ্ট যে দিয়েছে, কতো—কতো কিছু পাবার ইচ্ছে যে—কিন্তু মন ভরে দেয়। ফাঁকা মন ভরে দেয়।

সাতু ॥ তারপর ?

কার্তিক ॥ তারপর হঠাৎ একদিন মেয়েটার আসা বন্ধ হয়ে গেলো। মুচি কতোদিন অপেক্ষা করে থেকে থেকে সাবধানে খোঁজ খবর নিলো। যা ভয় করেছিলো তাই।

শশী ॥ মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ। বাংলাদেশের সেই বস্তাপচা প্রেমের ট্র্যাজেডি।

হিমাদ্রি ॥ শেষ হয়ে গেলো ?

কার্তিক ॥ না, আরো আছে। তবে সেটা সত্যি, না মুচির কল্পনা, জানি নে। মুচি বলে—মেয়েটা না-কি বিয়ে করে সুখী হয় নি। তার স্বামীর সঙ্গে তার না কি কোনো সম্পর্কই ঘটে নি।

সাতু ॥ কেন ?

কার্তিক ॥ কে জানে ? অন্য কোনো ব্যাপার ছিল নিশ্চয়ই! এরকম তো এদেশে আকছারই ঘটছে ? এই মেয়েটার কথাই ধরুন না ?

মেয়েটা ॥ কিন্তু এ তো আমার গল্প নয় ? আমি তো কারো ফাঁকা মন ভরি নি ?

হিমাদ্রি ॥ তারপর ?

কার্তিক ॥ তারপর ভালো মনে নেই—মেয়েটা বিধবা হোলো কি, শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলো কি পালিয়ে এলো—অনেকদিন আগে শোনা তো ? মোদ্দা কথা হোলো—বেশ ক'বছর পরে মুচির সঙ্গে তার আবার দেখা হোলো। দেখা হোলো মানে, মুচি তাকে দেখলো।

সাতু ॥ এইবার জমে উঠেছে !

কার্তিক (হেসে) না মশাই, এ জমে ওঠার গল্পই না। ঐ দেখলোই, যেমন আগে দেখতো। শুধু টের পেলো যে এই ক'বছরে মেয়েটা তার মন থেকে তো যায়ই নি, বরং দ্বিগুণ পোক্ত হয়ে বসেছে।

[কার্তিক থামলো]

সাতু ॥ কই বলুন ?

কার্তিক ॥ তারপর আর জানি নে ভাই, সে মুচির সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

হিমাদ্রি ॥ বা বা বা, এই রকম জায়গায় শেষ করে দিলেন ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ, এ গল্পটা শুরু করাই ঠিক হয়নি। নেশার ঝোঁকে মনে হোলো —বেশ জমবে। তা দেখি কিছুই নেই গল্পটাতে !

মেয়েটা। কে বলে কিছু নেই ? খুব ভালো গল্প। সুন্দর গল্প।

কার্তিক (গ্লাস বাড়িয়ে) কই স্যার ? তারা তারা মা ?

[সাতু ঢেলে দিলো]

এতোক্ষণে নেশাটা একটু জমেছে মনে হচ্ছে।

সাতু ॥ হ্যাঁ, আমারও।

[হিমাদ্রি উঠে দাঁড়ালো]

বেরুচ্ছেন না কি ?

হিমাদ্রি না !

[জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো]

মেয়েটা মিলির কথা ভাবছো ?

শশী ॥ (হঠাৎ) কার্তিকদা বড়ো বাজে কথা বলেন।

[বোঝা যাচ্ছে, নেশা হলে শশী ঝগড়াটে হয়ে ওঠে। কার্তিক সাতুর দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসলো।]

কার্তিক ॥ কোনটা বাজে কথা বললাম ?

শশী ॥ (গজ গজ করে) ফাঁকা মন ভরেছে ! গুষ্টির পিণ্ডি করেছে।

কার্তিক ॥ প্রেমের গল্প শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো আপনার ?

শশী ॥ প্রেমের গল্প ? ওটা প্রেম ?

কার্তিক ॥ প্রেম তবে কি ?

সাতু ॥ সত্যি। প্রেম বস্তুটা কি ?

মেয়েটা ॥ (হিমাদ্রিকে) তুমি বলো না ? মিলির কথা ? বলো না ওদের ?

হিমাদ্রি ॥ (না ফিরে) প্রেম হচ্ছে এমন একটা বস্তু, যা আকাশ পাতাল ভাবাবে, ভোগাবে, কষ্ট দেবে, তারপর এমন সব উল্টোপাল্টা কাজ করাবে যে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মেয়েটা ॥ খালি জ্বলবে? জুড়োবে না?

[কার্তিক হ্যা হ্যা করে হেসে জড়িত কণ্ঠে বেসুরে গেয়ে উঠলে।]

কার্তিক ॥ আগে যদি জানতাম রে সই, প্রেমের এতো জ্বালা—

মেয়েটা ॥ শুধু জ্বালা? শুধু জ্বালা? আর কিছু নেই?

[কেউ কথা বললো না। তিনজনে ঝিম মেরে বসে আছে। হিমাদ্রি হঠাৎ ফিরে এসে তার গ্লাসটা তুলে এক চুমুক খেলো। মুখ বিকৃত হয়ে উঠলো তার। অন্যরা খেয়াল করলো না।]

তুমি মদ খাচ্ছো। জীবনে প্রথম মদ খাচ্ছো তুমি আজ। মনে আছে? যেদিন তুমি প্রথম দেখলে, মিলি—

হিমাদ্রি। (বিহ্বল ভাবে) মিলি—

[মেয়েটা মিলি হয়ে দাঁড়ালো। হিমাদ্রি আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে এলো।]

হিমাদ্রি ॥ মিলি!

মিলি ॥ কি?

[হিমাদ্রি আরো কাছে এলো। মিলির মুখে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে কি যেন বুঝতে চাইলো। মিলির চোখে ভয়।]

কি হিমাদ্রি? কি?

হিমাদ্রি ॥ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

মিলি ॥ বিপাশাদের বাড়ী। কেন?

হিমাদ্রি ॥ এতো রাত হোলো?

মিলি ॥ রাত? কতো রাত?

হিমাদ্রি ॥ বারোটা বাজে। তোমার বাবা মা শুয়ে পড়েছেন সবাই।

মিলি ॥ (কৃত্রিম স্বাভাবিকতায়) ও তাই না কি? তা বেশ তো? মানে—আমি তো খেয়ে এসেছি। বলে রেখেছিলাম তো—দেরী হবে? বিপাশার জন্মদিনের পার্টি ছিল তো।

হিমাদ্রি ॥ ও, পার্টি ?

মিলি ॥ (দুর্বল হেসে) পার্টি মানে, ঐ আর কি, দু একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। —তুমি যে জেগে আছো এখনো ?

[মিলি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কথা বলছে]

হিমাদ্রি ॥ পড়ছিলাম।

মিলি ॥ ও। আচ্ছা গুড নাইট, শুয়ে পড়ি—ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—

[যেতে গেলো]

হিমাদ্রি ॥ মিলি শোনো।

মিলি ॥ (দাঁড়িয়ে, না ফিরে) কি ?

হিমাদ্রি ॥ এদিকে এসো না একটু ?

[মিলি আস্তে আস্তে কাছে এলো]

কি হয়েছে বলো তো ?

মিলি ॥ কি হবে আবার ?

হিমাদ্রি ॥ বাড়ীর কেউ জেগে নেই, জানো তো ?

মিলি ॥ হ্যাঁ, তো কি ?

হিমাদ্রি ॥ (অল্প হেসে) এ সময়ে এরকমভাবে আমাকে গুড নাইট বলে দৌড়ে পালাচ্ছো, এটা—একটু আশ্চর্য লাগছে।

মিলি ॥ (মাথা নীচু করে) আমার ভীষণ টায়ার্ড লাগছে—আমি—

[হিমাদ্রি হঠাৎ দুহাতে মিলির মুখ চেপে তুলে ধরলো। মিলি ছাড়িয়ে নেবার আগেই মুখ নীচু করে ঘ্রাণ নিলো দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে। তারপর চমকে পিছিয়ে এলো এক পা। মিলির চোখে ভয়।]

হিমাদ্রি ॥ মিলি! তুমি—তুমি—মদ খেয়েছো ?

মিলি ॥ কে বললে ?

হিমাদ্রি ॥ তাই ভয়ে পালাচ্ছিলে ?

মিলি ॥ হিমাদ্রি, আমি—পার্টির মধ্যে—সামান্য একটু না খেলে ভীষণ অভদ্রতা হোতো—

হিমাদ্রি ॥ অভদ্রতা ? মদ না খেলে অভদ্রতা ?

মিলি ॥ মদ নয়, হিমাদ্রি—একে মদ বলে না। দু-একটা ড্রিঙ্ক শুধু— বিপাশার অনারে—বিপাশা নইলে—

[হিমাদ্রি শুধু চেয়ে আছে। মিলি একটা অসহ্য ভয়ে অস্থির হয়ে আছে।]

হিমাদ্রি—আমি খেতে চাই নি—আমি অনেক আপত্তি করেছিলাম —ওরা জোর করে আমাকে—

হিমাদ্রি ॥ জোর করে ?

মিলি ॥ প্রায় জোর করে—মানে না খেলে এতো অফেন্স নিতো—হিমাদ্রি! প্লীজ তুমি—

[হিমাদ্রি ফিরলো। মিলি জোর করে তাকে আবার ঘুরিয়ে মুখোমুখি করালো। দু হাতে বাহু চেপে ধরে মিনতি করে বললো ছোট মেয়ের মতো।]

আমি আর কোনোদিন খাবো না—কক্ষনো খাবো না—গড্-প্রমিস হিমাদ্রি—গড্ প্রমিস্—(প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল—সচেতন হয়ে চাপা গলায়) কক্ষনো—কোনোদিন খাবো না—প্লীজ হিমাদ্রি তুমি রাগ কোরো না—প্লীজ।

হিমাদ্রি ॥ (শান্ত স্বরে) আমার রাগ করায় কি আসে যায় মিলি ? তোমার সোসাইটিতে যা করা দরকার, আমার জন্যে তুমি কেন—

মিলি ॥ (প্রায় আর্তস্বরে) হিমাদ্রি! ও রকম করে বোলো না। তুমি জানো—তুমি এ রকম ভাবে কথা না বলে যদি আমার দু গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারো তো আমি বেঁচে যাই—

হিমাদ্রি ॥ (হঠাৎ, প্রকৃত জিজ্ঞাসায়) কেন মিলি ? কেন ? তোমার মুখে এই রকম কথা শুনলে মনে হয় তুমি আমার সামান্য রাগ করাকেও যমের মতো ভয় করো, অথচ—

মিলি ॥ তাই করি, তাই করি, সত্যি—

হিমাদ্রি ॥ অথচ পার্টিতে, তোমার সোসাইটিতে, আমার কথা তোমার এক ফোঁটাও মনে থাকে না—

মিলি ॥ কে বললো ?

হিমাদ্রি ॥ তখন আমার ভালো লাগা খারাপ লাগার এক কানাকড়িও দাম দাও না তুমি—যেন আমার কোনো অস্তিত্বই নেই তোমার জীবনে—

মিলি ॥ (হিমাদ্রির মুখে হাত চাপা দিয়ে) না, ও কথা বোলো না! তুমি জানো না তুমি আমার কাছে কি—তুমি বুঝতে পারছো না—

তোমাকে চেনার পর এই এতোদিনের জীবন—এই টেনিস, সুইমিং, ড্রাইভিং, পার্টি পিক্‌নিকের জীবন—এ সব—

হিমাদ্রি ॥ কিন্তু এ সবই তো তোমার চাই মিলি! তাই আজও পার্টিতে গিয়ে ড্রিঙ্ক না করে পারলে না—

মিলি ॥ আমি তোমাকে যে কি করে বোঝাবো হিমাদ্রি—হিমাদ্রি, তুমি আমাকে সময় দাও—এ বোধহয়—আমি জানি না—আমি আজ পারছি না—কাল বিকেলে তোমার সঙ্গে বেরুবো—লক্ষ্মীটি রাগ করে থেকো না—তখন—তখন বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবো—যাবে তো? যাবে তো?

[হিমাদ্রি জবাব দিলো না]

বলো না? যাবে তো?

হিমাদ্রি ॥ আচ্ছা যাবো।

মিলি ॥ তুমি রাগ করে থেকো না, লক্ষ্মীটি। আমি ঘুমোতে পারবো না—তুমি যদি রাগ করে থাকো—কাল সারাদিন এক মুহূর্ত স্বস্তি পাবো না—বলো—

হিমাদ্রি ॥ তুমিও আমাকে সময় দাও মিলি, আমি এতো সহজে বলতে পারবো না।

[আস্তে আস্তে হাত ছেড়ে দিলো মিলি]

মিলি ॥ আচ্ছা। আচ্ছা। কাল যাবে তো—বিকেলে?

হিমাদ্রি ॥ যাবো।

[মিলি হিমাদ্রির দিকে দু' হাত তুলে এগোতে গেলো, তারপর থেমে পেছন ফিরে ছুটে চলে গেলো।]

সাতু ॥ (জড়িত কণ্ঠে) না, এই যে জ্বালা—(থেমে গেলো)

কার্তিক ॥ (অপেক্ষা করে) কিসের জ্বালা?

সাতু ॥ এই—আপনাদের এই প্রেমের।

কার্তিক ॥ (আবার অপেক্ষা করে) হ্যাঁ, কি হয়েছে?

সাতু ॥ এ জ্বালাটা আসছে কোত্থেকে?

শশী ॥ আসছে, যারা প্রেম করছে তাদের মুখ্যুমি থেকে।

সাতু ॥ (ভেবে) প্রেম কি তা হলে মুখ্যুরাই করে?

শশী ॥ না। প্রেমে পড়লে মুখ্যু হয়ে যায়।

সাতু ॥ (ভেবে) আই সী।

[হিমাদ্রি এর মধ্যে ফিরে তার গ্লাসটা তুলে খালি করেছে। আরো ঢেলেছে। গ্লাসের দিকে চেয়ে আছে সে।]

শশী ॥ আপনি কচু সী।

সাতু ॥ (ভেবে) কেন ?

শশী ॥ আপনি প্রেমে পড়েছেন কোনোদিন যে সী করবেন ?

সাতু ॥ (ভেবে) না, তা পড়ি নি। (অল্প পরে) কিন্তু তবে লছ্‌মিটা কি ব্যাপার ?

কার্তিক ॥ লছ্‌মি ?

শশী ॥ লছ্‌মিটা আবার কে ?

সাতু ॥ একটা মেয়ে। (অল্প থেমে) মরে গেছে।

শশী ॥ আপদ গেছে।

কার্তিক ॥ আঃ, শশীবাবু !

[শশী জবাব দিলো না। সাতুও কিছু বললো না। হিমাদ্রি হঠাৎ খুক্ খুক্ করে হাসতে লাগলো নিজের মনে।]

তোমার আবার কি হোলো ?

হিমাদ্রি ॥ কি রকম—মদ খাচ্ছি দেখুন ? নির্জলা মদ। কি এটা ? হুইস্কী ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ।

হিমাদ্রি ॥ আচ্ছা, মদ খেলে ক্ষতি কি ?

কার্তিক ॥ বেছে বেছে কথাটা আমাকেই জিজ্ঞেস করলে বাপ ?

হিমাদ্রি ॥ কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয় মদ খেলে ?

শশী ॥ মহাভারতের শুদ্ধতা বজায় রেখেই বা হবে কি ?

[মেয়েটা আলোয় উজ্জল হয়ে উঠেছে]

হিমাদ্রি ॥ কিন্তু—বেশী খাওয়া উচিত না।

[হিমাদ্রির চোখ অনেক দূরে। আস্তে আস্তে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো সে।]

কার্তিক ॥ কেন ?

হিমাদ্রি ॥ বেশী খেলে—হাঁটা উচিত।

শশী ॥ হাঁটা ?

মেয়েটা ॥ শেষ দিনের কথা মনে পড়ছে ? শেষ দিন ?

হিমাদ্রি ॥ গাড়ী চালানো উচিত না।

শশী ॥ গাড়ী চালানো ?

কার্তিক ॥ ও, গাড়ী ? তা হলে আমার কোনো সমস্যা নেই।

[নিশ্চিন্ত মনে চুমুক দিলো]

হিমাদ্রি ॥ (বিড় বিড় করে) এ হয় না। এ হবে না।

[কেউ খেয়াল করলো না। মেয়েটা মিলি হয়ে বসলো শূন্য চোখে। হিমাদ্রি কাছে এলো।]

এ হয় না মিলি। এ হবে না। দু বছর ধরে অনেকবার অনেক-ভাবে চেষ্টা করে দেখেছি—এ হবার নয়।

মিলি ॥ (শূন্য কণ্ঠে) তুমি যে আমাকে একেবারে সহ্য করতে পারো না।

হিমাদ্রি ॥ তা নয় মিলি। তুমি জানো তা নয়। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি—

মিলি ॥ চেষ্টা ? তুমি চেষ্টা করেছো আমাকে একেবারে ঢেলে সাজাতে। তুমি চেয়েছো আমি তোমার জগতে একেবারে মাপে মাপে মিশে যাই। এক চুল এদিক ওদিক হলে আমাকে দূর করে দিয়েছো—

হিমাদ্রি ॥ মিলি।

মিলি ॥ কুকুরের মতো দূর করে দিয়েছো। আমি কুকুরের মতো আবার তোমার কাছে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছি—বারবার—ভিক্ষে করেছি —অথচ তুমি আমার জগৎটাকে এককোটা বোঝবার চেষ্টা করলে না।

হিমাদ্রি ॥ করি নি ?

মিলি ॥ একফোঁটা সহ্য করলে না, ক্ষমা করলে না। কেন করবে ? তুমি তো আমাকে ভালোবাসো নি কোনোদিন ?

হিমাদ্রি ॥ তুমি জানো এ কথা মিথ্যে। তোমার আমার জগতের এতো তফাৎ যে—

মিলি ॥ জগতের তফাৎ। জগতের তফাৎ। তোমার কাছে তোমার জগৎটাই সব। আমি কিছু না। আমাকে তোমার কোনো দরকার নেই।

হিমাদ্রি ॥ (অল্প থেমে) তুমি যখন বুঝবেই না, আমি যাই।

মিলি ॥ (তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়ে) কোথায় যাবে ?

হিমাদ্রি ॥ তুমি জানো না ?

মিলি ॥ না! যাবে না! যেতে পাবে না তুমি!

হিমাদ্রি ॥ (হঠাৎ চটে) শুনুন মিস্ রায়। আপনার বাবার চাকরিতে আমি ইস্তফা দিয়েছি। আমার স্যুটকেস বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে। আপনার সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না। আপনাদের দয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।

[প্রত্যেকটি কথা মিলিকে যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করে দিলো। হিমাদ্রি ফিরলো। মিলি দু হাতে মাথা চেপে অল্প টলতে লাগলো। তারপর, হিমাদ্রি দু পা যেতে, হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো।]

মিলি ॥ হিমাদ্রি!

হিমাদ্রি ॥ বলুন মিস্ রায়।

মিলি ॥ (যন্ত্রণা চেপে) তুমি জানো—আমি তোমার বাড়ী যাবো। তুমি জানো আমি আবার—

হিমাদ্রি ॥ কোনো লাভ হবে না। বারবার এ আর আমি পারছি না। এবং তাই মনস্থির করে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

মিলি ॥ (সভয়ে) তার মানে?

হিমাদ্রি ॥ তার মানে, আমাদের বাড়ীতে গেলে আমাকে পাবে না। আমি অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করেছি, এবং সে ঠিকানা তুমি খুঁজে পাবে না।

মিলি ॥ সত্যি তুমি আমাকে চক্ষের মতো দূর করে দিচ্ছো?

হিমাদ্রি ॥ না। আমি চক্ষের মতো দূর হয়ে যাচ্ছি।

মিলি ॥ না। না। তোমার জীবন ঠিকই চলবে। তোমার জগৎ আছে।

হিমাদ্রি ॥ তোমারও জগৎ রইলো।

মিলি ॥ না। আমার জগৎ নেই আর। তোমার জগতে খোলো আর। ঢুকতে পারি নি, কিন্তু আমারটা খুইয়েছি। কিন্তু তাতে তোমার কিছু আসে যায় না।

হিমাদ্রি ॥ (অল্প থেমে) চলি।

মিলি ॥ হিমাদ্রি! তোমার ঠিকানা দিয়ে যাও!

হিমাদ্রি ॥ না।

মিলি ॥ আমি যাবো না—আমি সম্পূর্ণ তোমার মনের মতো হতে না পারলে যাবো না—আমি কথা দিচ্ছি—তুমি ঠিকানাটা দিয়ে যাও শুধু—

হিমাদ্রি ॥ না। চলি—

মিলি ॥ হিমাদ্রি !

[হিমাদ্রি ফিরে তাকালো না]

(চাপা অর্ধ-উন্মত্ত স্বরে) তুমি ঠিকানা না দিয়ে যদি এ বাড়ী থেকে যাও, আমি হুইস্কী আনিয়ে খাবো—খাবো আর খাবো—যতোক্ষণ না জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাই—

হিমাদ্রি ॥ কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌ মিস্‌ রায়। আপনার জগৎ অক্ষয় হোক।

[হিমাদ্রি দৃঢ় পায়ে চলে গেলো জানলায়। মিলি অন্ধকারে ঢেকে গেলো।

জানলায় হিমাদ্রি ঘুরে দাঁড়ালো। তার চোখে একটা অর্ধ উন্মত্ত বিভীষিকা। হঠাৎ এগিয়ে এসে দু হাতে শশী আর সাতুর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে লাগলো।]

সাতুবাবু? শশীদা? শুনুন? শুনুন? বেশী মদ খেয়ে কক্ষনো গাড়ী চালাবেন না! বেশী মদ খেয়ে—গাড়ী চালালে—জোরে চালাতে ইচ্ছে হবে—বেশী মদ খেলে তো—জ্ঞান থাকে না?—খুব জোরে—পঞ্চাশ মাইল—সাট মাইল—পঁয়ষট্টি মাইল—(হিমাদ্রি হাঁপাচ্ছে)—আর তারপর—তারপর—গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে—সমস্ত গাড়ীটা থেঁৎলে—সমস্ত শরীরটা—থেঁৎলে—একেবারে—সে চেনা যায় না শশীদা—চেনা যায় না—উঃ! কেন—কেন—কেন আমি—

[ততক্ষণে শশী আর সাতু উঠে হিমাদ্রিকে ধরেছে। কার্তিকও উঠে পড়েছে!]

সবাই ॥ হিমাদ্রি। হিমাদ্রি। বোসো। কি হোলো? বোসো।

[ওদের কথা চাপা দিয়ে হিমাদ্রি চীৎকার করে চলেছে]

হিমাদ্রি ॥ কেন—কেন আমি—কেন আমি—

শশী-কার্তিক ॥ বোসো হিমাদ্রি! বোসো।

সাতু। এই নিন—খান এক ঢোক।

[সাতু প্রায় জোর করে হিমাদ্রিকে এক ঢোক খাইয়ে দিলো। হিমাদ্রি বিষম খেয়ে কাশতে লাগলো। তারপর হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে গেলো।]

হিমাদ্রি ॥ (মরা গলায়) ও অ্যাক্সিডেন্ট শশীদা। সুইসাইড নয়। সুইসাইড কেন হবে? অ্যাক্সিডেন্ট। তাই না?

[কেউ জবাব দিলো না। হিমাদ্রি ঝিম্ মেরে বসে রইলো। শশী আর কার্তিক নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো। সাতু দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। মেয়েটা ফুটে উঠলো আলোয়।]

মেয়েটা ॥ আমপাতা জোড়া জোড়া। মারবো চাবুক ছুটবে ঘোড়া। ওরে বিবি সরে দাঁড়া। আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। পাগলা ঘোড়া—

[হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা]

পাগলা ঘোড়া—ক্ষেপেছে—পাগলা ঘোড়া—ক্ষেপেই আছে—সব সময়ে—

[সাতু হঠাৎ দরজার একটু বাইরে গিয়ে একটা ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারলো]

সাতু ॥ স্ স্! যাঃ।

[কুকুরটা ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে দুবার ডেকে উঠলো। যেন রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। সাতু এবার বড়ো ঢিল তুলে ছুঁড়লো। কুকুরটা ঘ্যাঁক করে আর একবার ডেকে থেমে গেলো। যেন সরে গেছে। সাতু হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ভিতরে এলো।]

কার্তিক ॥ কে?

মেয়েটা ॥ ভুলুয়া।

সাতু ॥ সেই কুকুরটা। ফের এসে বসেছে।

মেয়েটা ॥ না না। এটা অন্য কুকুর। ভুলুয়া মরে গেছে ক—বে!

কার্তিক ॥ মরুক গে!

সাতু ॥ হ্যাঁ, মরুক গে।

মেয়েটা ॥ মরবেই তো। লছ্‌মি মরে গেলে ভুলুয়া বেঁচে থাকতে পারে?

সাতু ॥ জানেন, সেই কুকুরটাকে পুষবো ভেবেছিলাম—

কার্তিক ॥ কোন্ কুকুরটাকে?

মেয়েটা ॥ ভুলুয়া।

সাতু ॥ ঐ যে নেমকহারাম কুকুরটার কথা বলছিলাম না?

কার্তিক ॥ ও হ্যাঁ।

শশী ॥ যার সঙ্গে আপনার পুনর্মিলন হয়েছিল দু'বছর পরে?

[সাতু স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাস্য করলো না এবার]

সাতু ॥ হ্যাঁ, বলতে পারেন। কতো ডাকলাম, তা বেটা কিছুতেই এলো না।

শশী ॥ কোত্থেকে এলো না?

সাতু ॥ অ্যাঁ?

শশী ॥ মানে, কোথায় পুনর্মিলনটা হয়েছিল জিজ্ঞেস করছিলাম।

সাতু ॥ এমনি—রাস্তায়—

মেয়েটা ॥ কি?

সাতু ॥ না, রাস্তায় ঠিক নয়। (অল্প থেমে) শ্মশানে। এমনি একটা গেঁয়ো শ্মশানে, আসানসোল অঞ্চলে।

[সাতু ঘুরে জানলার কাছে গেলো। বাইরে চেয়ে রইলো। কার্তিক, শশী আর হিমাদ্রি অন্ধকারে আবছা হয়ে আসছে। মেয়েটা ঝুঁকে সাতুর দিকে চেয়ে আছে।]

মেয়েটা ॥ (ফিসফিস করে) লছ্‌মি। লছ্‌মি। লছ্‌মি।

সাতু ॥ লছ্‌মি।

[মেয়েটা লছ্‌মি হয়ে দাড়ালো। সাতু ঘুরে এগিয়ে এলো তার কাছে।]

লছ্‌মি!

[লছ্‌মি হেসে উঠলো]

লছ্‌মি ॥ তুমি আমাকে লছ্‌মি বলো কেন বাবুজি? আমার নাম তো লক্ষ্মী।

সাতু ॥ তুই আমায় বাবুজি বলিস কেন? আমার নাম তো—

লছ্‌মি ॥ ওরে বাস্‌রে, তোমার নাম ধরতে পারি না কি আমি?

সাতু ॥ (হেসে) কেন রে? আমি কি তোর স্বোয়ামী না কি, যে নাম ধরতে পারবি না?

[লছ্‌মি অন্যদিকে ফিরে রইলো। তার মুখ যেন ভিতরের এক প্রশান্ত আনন্দে উজ্জ্বল। যেন 'স্বোয়ামী' কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছে।]

কি রে? বল?

[লছ্‌মি ধীরে ধীরে ফিরে তাকালো]

লছ্‌মি ॥ না।

সাতু ॥ তবে?

লছ্‌মি ॥ তার থেকে অনেক বেশী।

সাতু ॥ ওব্বাবা! স্বামীর থেকে অনেক বেশী—সেটা কি চিজ্‌ দাঁড়ালো?

লছ্‌মি ॥ জানি না।

সাতু ॥ তুই তো কিছুই জানিস না! সব কিছুতেই—জানি না।

লছ্‌মি ॥ আমি যে লেখাপড়া শিখি নি বাবুজি।

সাতু ॥ হাঃ! লেখাপড়া শিখলেই তো লোকে সব জেনে বসে থাকে কি না?

লছ্‌মি ॥ জানবে না? বাঃ?

[সাতু রুমাল বার করে কপাল ঘাড় মুছলো]

সাতু ॥ ঘণ্টা জানবে।

লছ্‌মি ॥ (হাত বাড়িয়ে) দাও।

সাতু ॥ কি?

লছ্‌মি ॥ রুমালটা, কেচে দেবো।

সাতু ॥ ফর্সা রুমাল, আজকেই দিলি তো? আবার কাচবি কি?

লছ্‌মি ॥ দাও না, আমি ফর্সা রুমাল দিচ্ছি আর একটা।

সাতু ॥ দেখ্‌ মাঠে ঘাটে কাজ করি, অতো পরিষ্কার আমার সইবে না।

লছ্‌মি ॥ (করুণভাবে) আমার ভালো লাগে যে?

সাতু ॥ তুই আমার সর্বনাশ করছিস।

লছ্‌মি ॥ (চমকে) আমি?

সাতু ॥ একেবারে ননীগোপাল বানিয়ে তুলছিস আমাকে। একটা কাজ নিজের হাতে করতে দিস না।

লছ্‌মি ॥ (নিশ্চিন্ত হয়ে) ও, এই?

[বাইরে কুকুরটা দুবার ডাকলো]

সাতু ॥ ঐ তোর পোষ্য এসেছে। যা, খেতে দে, আর কি?

লছ্‌মি ॥ (হেসে) তুমি ভুলুয়াকে দেখতে পারো না, না?

সাতু ॥ (হেসে) দেখতে না পারলে রক্ষে আছে? সঙ্গে সঙ্গে তুই হয় তো আমাকে ছেড়ে চলে যাবি।

[লছ্মি যাবার জন্য ফিরেছিল, চমকে ফিরে তাকালো]

লছ্মি ॥ বাবুজি !

সাতু ॥ কি হোলো ?

[লছ্মি অল্পক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর একটু হাসলো।]

লছ্মি ॥ তোমাকে ছেড়ে যাবো—মরলে। আর—তুমি তাড়িয়ে দিলে।

সাতু ॥ কোনটারই চান্স দেখছি না বিশেষ। দিব্যি তাগড়া আছিস, চট্ করে মরবি না। আর তোকে তাড়িয়ে দিলে আর কি আমার চলবে ?

[লছমির মুখ একটা আশ্চয আনন্দে উজ্বল হয়ে উঠলো। কুকুরটা আবার ডাকলো। লছ্মি ফিরে ছুটে চলে গেলো।]

লছ্মি ॥ ভুলুয়া ! ভুলু ভুলু ভুলুয়া !

[সাতু ফিরে আসছে। এদিকের আলো ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। হিমাদ্রি তার টুলে বসে তক্তপোষের কানায় মাথা রেখে বোধ হয় ঘুমোচ্ছে।]

কার্তিক ॥ তারা তারা মা !

শশী ॥ ওঃ আপনার তারা-ভক্তির ঠেলায় অস্থির হয়ে উঠলাম

কার্তিক ॥ ভক্তি ? ভক্তিটা কোথায় দেখলেন ?

শশী ॥ তবে অতো বার বার ডাকেন কেন ?

কার্তিক ॥ ও একটা হাঁক হিসেবে ডাকি, হাই তোলার মতো। মগজের বাষ্পটা বের করে দি।

শশী ॥ দরকার কি বের করবার ?

কার্তিক ॥ সেফ্‌টি ভাল্‌ভ। নইলে ফেটে যায় যদি ?

[সাতু জানলায়]

শশী ॥ ফাটলে ক্ষতি কি ?

কার্তিক ॥ সব বেরিয়ে ছত্রখান হয়ে পড়বে যে ? হাটে হাঁড়ি ভাঙার মতো।

শশী ॥ তাতেই বা ক্ষতি কি ?

কার্তিক ॥ আমার আর কি ক্ষতি ? আপনারা পাঁচজন নিন্দে মন্দ করবেন বলবেন—বুড়োর মগজে এতো বাজে গ্যাস জমেছিল ?

শশী ॥ আপনি ফের বাজে বকছেন।

কার্তিক ॥ তবে থাক, আর বকবো না। (অল্প থেমে সজোরে) তারা তারা মা!

[শশী বিরক্ত হয়ে গ্লাস তুলে এক ঢোক খেয়ে ঠক করে গ্লাসটা রাখলে।]

সাতু ॥ (ধীরে ধীরে) জানেন কার্তিকবাবু, আপনার ঐ মুচিই সুখী লোক।

কার্তিক ॥ শুনে সুখী হলাম। কিন্তু কারণটা কি?

সাতু ॥ ও বেটা কিছুই পায় নি, তাই নিশ্চিন্ত মনে একটা জিনিষ চেয়ে চেয়ে জীবনটা কাটিয়ে যাচ্ছে। কোনো গণ্ডগোল নেই।

কার্তিক ॥ গণ্ডগোল তা' হলে কিসে?

সাতু ॥ পেলেই গণ্ডগোল। পেয়ে রাখতে তো আমরা কেউ জানি না? ছোট ছেলের খেলনার মতো ভেঙে চুরে ছত্রখান করি। তারপর আবার ভেঙে গেলো বলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদি।

[মেয়েটা আলোকিত হয়ে উঠেছে এর মধ্যে]

কার্তিক ॥ কথাটা মন্দ বলেন নি।

মেয়েটা ॥ কিন্তু না ভাঙলে কি বোঝা যায়—কি পেয়েছিলাম? বোঝা যায়?

সাতু ॥ আচ্ছা, আমরা এ রকম করি কেন বলতে পারেন?

কার্তিক ॥ কি রকম?

সাতু ॥ যা করবো না ভাবি, যা করতে চাই না, ঠিক তাই করি। যা করলে নিজে মরি, অন্যে মরে—যা করলে সব ভেঙে চুরে নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তাই করে চলি!

মেয়েটা ॥ (খিল খিল ক'রে হেসে) পাগলা ঘোড়া—জানো না? ক্ষেপেই আছে। সব তছনছ ক'রে দেয়।

(হঠাৎ করুণস্বরে) আমাকেও এই রকম তছনছ করে দিলে না কেন পাগলা ঘোড়া? এমনি—এই লছ্‌মির মতো? মালতীর মতো? মিলির মতো? আমি কি শুধুই জলবো? জুড়োবো না?

কার্তিক ॥ মুচিই তা হলে সুখী বলছেন? কিছু পেলো না বলে?

[সাতু জবাব দিলো না। মেয়েটা লছ্‌মী হয়ে এগিয়ে এলো।]

লছ্‌মি ॥ (চাপা গলায় ডেকে) বাবুজি ! বাবুজি !

সাতু ॥ কে ?

লছ্‌মি ॥ দরজা খোলো । আমি লছ্‌মি ।

সাতু ॥ লছ্‌মি ! এতো রাতে তুই ?

[লছমি জবাব দিলো না, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো ।]

আয়, ভিতরে আয় ।

[লছ্‌মি এলো]

কি হয়েছে ?

[লছ্‌মি চুপ]

বলবি তো ?

লছ্‌মি ॥ (ভাঙা অস্ফুট স্বরে) আমি ওখানে থাকতে পারছি না বাবুজি ।

সাতু ॥ কেন, কি হয়েছে ?

[লছ্‌মি জবাব দিলো না]

গিন্নী খারাপ ব্যবহার করে ?

[লছ্‌মি শুধু মাথা নেড়ে জানালো—না]

তবে ? কর্তা ? কর্তা পেছনে লাগছে ?

[লছ্‌মি এবারও মাথা নাড়লো]

তবে কি ? আর কেউ আছে না কি ? চাকর বাকর কেউ ? বাইরের কেউ ?

[লছ্‌মি প্রত্যেকবারই মাথা নেড়ে জানাচ্ছে—না]

(অধৈর্য স্বরে) তবে থাকতে পারবি নে কেন ?

লছ্‌মি ॥ আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও বাবুজি ।

সাতু ॥ পারলে দিতাম না ?

[লছ্‌মি চুপ]

বল ? রাখতে পারলে এ ব্যবস্থা করতাম ?

[লছ্‌মি চুপ]

শোন । একটু চেষ্টা কর । দেখে শুনে ভালো পরিবারে ব্যবস্থা করে দিয়েছি । ভালো করে কাজকর্ম কর, একটা পাকা আশ্রয় হবে । তুই তো কাজ করতে কোনোদিন ভয় পাস না ?

লছ্‌মি ॥ আমাকে তোমার কাজ করতে দাও বাবুজি !

সাতু ॥ (বিরক্ত হয়ে) আবার সেই এক কথা। কতোবার বলবো তোকে —এভাবে তোকে কাছে রাখলে আমার কাজকর্ম সব ডুববে, একটা কনট্র্যাক্ট পাবো না এর পর। খাবো কি তখন? তোকেই বা খাওয়াবো কি?

[লছ্‌মি নিঃশব্দে দাড়িয়ে কাঁদতে লাগলো]

(নরম স্বরে) শোন্ লছ্‌মি—

[লছ্‌মির কাঁধে হাত রাখতেই লছ্‌মি সাতুর পায়ের কাছে বসে পড়লো]

লছ্‌মি ॥ আমাকে তোমার কাছে থাকতে দাও বাবুজি, আমি আড়ালে লুকিয়ে থাকবো, কেউ জানতে পারবে না— আমি—আমি তোমার কাছে যাবো না, তুমি ঘরে থাকলে ঘরে ঢুকবো না—আমাকে তুমি ছুঁয়ো না—কথা বোলো না—তবু—তবু—তোমার কাছে থাকতে দাও—তোমার কাজ করতে দাও—আমি কাউকে জানতে দেবো না—

সাতু ॥ তাই কি হয় না কি? আমার তিনমহলা বাড়ী আছে যে তোকে লুকিয়ে রাখবো? তাঁবুতে, চালাঘরে—কোথায় লুকোবি তুই? যে দেখবে জিজ্ঞেস করবে—এটা কে?

লছমি ॥ তোমার ঝি—বোলো তোমার ঝি—

সাতু ॥ দেখ্, এসব কথা হয়ে গেছে আগে। একলা বেটাছেলে—তোর মতো ঝি রেখেছি —এই দেখলেই সবাই ডেকে কনট্র্যাক্ট দেবে?

লছ্‌মি ॥ দেখবে না বাবুজি —কেউ দেখবে না—আমি ঠিক লুকিয়ে থাকবো— আমাকে তাড়িয়ে দিও না বাবুজি—থাকতে দাও—তোমার কাছে থাকতে দাও—

[লছ্‌মি সাতুর দুই হাঁটু চেপে ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। সাতু বিরক্ত হয়ে সরে গেলো। লছ্‌মি হুমড়ি খেয়ে পড়লো।]

সাতু ॥ কি যে পাগলের মতো কথা বলিস, তার ঠিক নেই।

[লছ্‌মি পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। সাতু ফিরে এসে লছ্‌মিকে ধরে তুললো।]

ওঠ। ওঠ লছ্‌মি। যা, বাড়ী যা।

লছ্‌মি ॥ বাড়ী?

সাতু ॥ ঐটাই তোর বাড়ী। ওরা খুব ভালো লোক। বড়োলোক। মাধববাবু বড়ো ঠিকেদার—একটা অবস্থাপন্ন সংসারের মধ্যে থাকাব, তোর ভালো হবে।

লছ্‌মি ॥ ভালো ?

সাতু ॥ চেষ্টা কর—সব সয়ে যাবে। কাজে মন দে, ওদের জানবার চেনবার চেষ্টা কর, ভুলুয়া রইলো তোর কাছে—ওকে নিয়েও সময় কাটবে, আস্তে আস্তে ভুলতে পারবি।

লছ্‌মি ॥ ভুলতে ?

সাতু ॥ হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ভুলতে। দুনিয়াতে অনেক কিছুই ভুলতে হয়, ভোলাও যায়।

লছ্‌মি ॥ তুমি আমায় একেবারে ভুলে গেছো বাবুজি ?

সাতু ॥ আবার বাজে কথা বলে। যা। বাড়ী যা।

লছ্‌মি ॥ তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে কেন বাবুজি ? যেখানে ছিলাম সেখানেই মরতে দিলে না কেন বাবুজী ?

সাতু ॥ লছ্‌মি—

লছ্‌মি ॥ বলো না বাবুজী ? বলো না ? গুণ্ডারা তো কতো মেয়েকে এমন চুরি করে আনে। কতো মেয়েকে কেনা বেচা করে—ব্যবসা করে। তুমি কেন আমাকে নিয়ে আসতে গেলে ? তুমি কেন—

সাতু ॥ লছ্‌মি !

লছ্‌মি ॥ তুমি কেন ওদের সঙ্গে মারামারি করলে ? তুমি কেন ছুরি দেখে ভয় পেলে না—জানের ভয় পেলে না—

সাতু ॥ লছ্‌মি, এখন এসব কথা—

লছ্‌মি ॥ বলো না ? বলো না ? আমার জন্যে ? আমার জন্যে করেছো ?

সাতু ॥ যদি তাই করে থাকি—

লছ্‌মি ॥ তবে আজ আবার তাড়িয়ে দিচ্ছো কেন বাবুজি ?

সাতু ॥ একে কি তাড়িয়ে দেওয়া বলে ?

[লছ্‌মি চেয়ে রইলো শুধু]

যা। যা এখন। বাড়ী যা।

[লছ্‌মি আস্তে আস্তে ফিরে অন্ধের মতো পা ঘষে ঘষে চলে গেলো। সাতু তাকিয়ে রইলো যতোক্ষণ না অন্ধকারে মিশে গেলো সে।]

কার্তিক ॥ (শূন্য গ্লাস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে) বোতল কি খালি হয়ে গেলো বাবা ?

[কেউ সাড়া দিলো না]

ও সাতুবাবু !

সাতু ॥ (চমকে) অ্যাঁ ?

কার্তিক ॥ কোথায় আপনি ?

সাতু ॥ (এগিয়ে এসে) এই যে।

কার্তিক ॥ বোতল কি শেষ ?

সাতু ॥ না। আছে।

[ঢেলে দিলো। নিজেও খেলো।]

শশীবাবু, আপনি তখন একটা প্রশ্ন করেছিলেন। আমি একটা করবো ?

শশী ॥ একশোবার করবেন। জবাব পাবেন না।

সাতু ॥ কেন ?

শশী ॥ কোনো প্রশ্নেরই জবাব হয় না বলে।

কার্তিক ॥ আপনি বলুন সাতুবাবু।

সাতু ॥ মনে করুন—একটা—একটা দামী হীরে আপনি কুড়িয়ে পেলেন। নদমায় পড়ে ছিল হীরেটা। কুড়িয়ে এনে দেখলেন—অতো দামী হীরে রাখবার মতো আপনার জায়গা নেই। তাই সেটাকে—

কার্তিক ॥ দামী বলে ? না রাখতে সাহস হোলো না বলে ?

সাতু ॥ (একটু থেমে) আচ্ছা তাই ! আপনি সেটা অন্য একজনের কাছে গচ্ছিত রাখলেন—যার রাখবার মতো জায়গা আছে, ঘরদোর আছে—

কার্তিক ॥ গচ্ছিত রাখলেন ?

সাতু ॥ (থেমে) আচ্ছা, না হয় দিয়েই দিলেন। ভালোভাবে থাকবে ভেবে দিয়েই দিলেন।

কার্তিক ॥ অর্থাৎ বিদায় করলেন।

সাতু ॥ না !

কার্তিক ॥ আচ্ছা আচ্ছা, দিয়েই দিলেন। বলুন।

সাতু ॥ কিন্তু সে—সে তার অপব্যবহার করলো। নিজের স্বার্থের জন্যে সেটা নিয়ে ভেট দিলো একজনকে—এক বড়োকর্তাকে। আর সেই

বড়োকর্তা—সেটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—শেষে আবার সেই নর্দমাতেই—হাঁবেটা—

কার্তিক ॥ মানুষকে মানুষই বলুন না সাতুবাবু—হাঁবে-টিবে কেন ?

[সাতু চুপ করে রইলো]

প্রশ্নটা কি আপনার ?

সাতু ॥ কুড়িয়ে আনাটা ভুল হয়েছিল ? না অন্যকে দিয়ে দেওয়াটা ?

কার্তিক ॥ ভুল ? মানুষ যা কিছু করে, সবই ভুল। তাই ভুল কথাটার কোনো মানেই নেই।

সাতু ॥ তবে কি বলবো ? দোষ ? অপরাধ ?

কার্তিক ॥ নাঃ। ও সব একই ব্যাপার। তবে মানুষ যে মানুষ—সেইটাকে তার অপরাধ বলতে পারেন।

[মেয়েটা আবার আলোয়]

শশী ॥ ফের বাজে কথা ধরেছেন কার্তিকবাবু।

কার্তিক ॥ বাজে কথা ? তবে—তারা তারা মা'

[সাতু কি ভাবতে ভাবতে দরজার কাছে গেছে। হঠাৎ ঝুঁকে দাঁড়ালো।]

সাতু ॥ আ। আ! চুঃ চুঃ চুঃ চুঃ! ভুলুয়া। ভুলুয়া! আমাকে চিনতে পারছিস না ? আঃ! আঃ! চুঃ চুঃ।

মেয়েটা ॥ ও তো আসবে না ? কি করে আসবে ? লছ্‌মি যে জ্বলছে। ঐখানে—জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ও কেন আসবে ?

সাতু ॥ ভুলু! ভুলুয়া!

কার্তিক ॥ এই চ্যালাকাঠ ছুঁড়ে মারছেন, এই আদর করে ডাকছেন—ব্যাপার কি সাতুবাবু ?

[মেয়েটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। সাতু খাড়া হয়ে ফিরে দাড়ালো। তার চোখ দুটো অদ্ভুত রকম জ্বলছে। মুখে একটা অপ্রকৃতিস্থ হাসি। হাসি নয়, যেন হাসির মুখোস আঁটা। হঠাৎ এগিয়ে এলো কার্তিকের কাছে। ঝুঁকে কার্তিকের প্রায় মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফ্যাসফেসে গলায় বলতে লাগলো।]

সাতু ॥ কি ব্যাপার শুনবেন ? ব্যাপারটা হয়েছে কি—আসানসোল অঞ্চলে এক সহরে একটা বিশেষ পাড়ায়, একটা বিশেষ বাড়ীর একটা বিশেষ

ঘরে—আমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক তখন পাশের ঘরটায়—একটা মেয়ে মরছিল। যক্ষায়—আর একটা বিশেষ রোগে। যখন গিয়ে দেখলাম—তখন—মরে গেছে। মরে না গেলে আর গিয়ে দেখতে যাবো কেন বলুন? মরতে থাকে তো অনেকেই—দেখতে গেলে চলে? নেহাৎ মরে গেছে বলেই—

[গ্লাসটা তুলে ঢক করে অনেকখানি খেলো। তারপর আগের মতোই ঝুঁকে বলতে লাগলো।]

দেখি কি—একটা বুড়ো নেড়িকুত্তা পাশটায় বসে আছে। কাউকে কাছে ঘেঁসতেই দেবে না! তা বললে কি চলে? পাঁচজনে মিলে কুকুরটাকে খেদিয়ে দিয়ে খাটিয়া ফাটিয়া এনে—বলহরি হরিবোল করে—এমনি একটা শ্মশানে এনে তাকে—

[আর এক ঢোক খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো]

কি জানি কেন—আমাকেই সবাই বললে মুখাগ্নি করতে। আমারও মনে হোলো—সেই ভালো। সেইটাই সব রকমে ভালো হবে। ঠিক হবে। কিন্তু ঐ কুকুরটা—যেই আমি আগুন ছুঁইয়ে ফিরছি—অমনি—অমনি—

[দূরে আর্তস্বরে কুকুরটা কেঁদে উঠলো বাইরে। সাতু একটা উন্মত্ত চীৎকার করে এক লাফে বাইরে গিয়ে পড়লো। ঢিলের পর ঢিল তুলে ছুঁড়তে লাগলো আর চেঁচাতে লাগলো।]

গেট আউট! গেট আউট! গেট আউট—ইউ ব্লাডি শূয়ারকা বাচ্চা!

[হিমাদ্রি ধড়মড় করে উঠে বসলো। শশীও চমকে খাড়া হয়ে বসলো। কার্তিক একচুল নড়লো না।]

হিমাদ্রি ॥ কে—কি—সাতুবাবু! (উঠে দাঁড়ালো)

কার্তিক ॥ (হাত নেড়ে) বোসো বোসো—কিছু হয় নি।

[সাতু খানিকক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো, বাইরের দিকে চেয়ে। তারপর দ্রুত চলে গেলো চিতার দিকে।]

হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি ॥ অ্যাঁ?

কার্তিক ॥ একবার খুঁচিয়ে দিয়ে আসবে না কি?

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ যাই।

কার্তিক ॥ সাতুবাবুকেও নজর কোরো একবার।

হিমাদ্রি ॥ আচ্ছা।

[দরজায় গেলো]

কার্তিক ॥ তবে ঘাঁটিও না।

[হিমাদ্রি ফিরে তাকালো। তারপর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলো।]

শশী ॥ কি হয়েছে কি ?

[মেয়েটা অন্ধকারে খিলখিল করে হেসে উঠলো। আলো জ্বলে উঠলো তার ওখানে।]

মেয়েটা ॥ কি হয়েছে জানো না ? জানো না কি হয়েছে ? পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে !

[হেসে যেন কুটি কুটি হয়ে পড়লো।]

কার্তিক ॥ কি আবার হবে ? সব মানুষের যা হয়।

শশী ॥ সব মানুষের কি হয় ?

কার্তিক ॥ ক্ষেপে মধ্যে মধ্যে।

শশী ॥ (অল্প থেমে) আপনাকে তো ক্ষেপতে দেখি না ?

কার্তিক ॥ ক্ষেপবার মতো কোনো কিছু ঘটেনি বোধহয় আমার জীবনে।

মেয়েটা ॥ সত্যি ? সত্যি বলছো ? পাগলা ঘোড়া তোমাকে দেখে নি ? তোমার দিকে যায় নি ? আমারই মতো ? সত্যি ?

শশী ॥ কেন ঘটে নি ?

কার্তিক ॥ অ্যাঁ ?

শশী ॥ ঘটলো না কেন ?

কার্তিক ॥ কি জানি ?

মেয়েটা ॥ কেন এমন হয় বলতে পারো ? কেন এমন অবিচার ? পাগলা ঘোড়াটা কি কানা ? সবাইকে দেখতে পায় না ? ও—বুঝেছি। চোখে ঠুলি দেওয়া, না ? ঠুলি ঢাকা চোখ।

শশী ॥ আচ্ছা কার্তিক-দা ?

কার্তিক ॥ বলুন।

শশী ॥ এ মেয়েটা মরলো কিসে ?

মেয়েটা ॥ কি হবে ? কি হবে সে কথা দিয়ে ?

কার্তিক ॥ হার্টফেল। হার্টের রোগ।

শশী ॥ হার্টের রোগ ?

কার্তিক ॥ এ্যানজাইনা পেক্টোরিস।

শশী ॥ ও। (অল্প থেমে) সার্টিফিকেটে বুঝি তাই লিখেছে ডাক্তার ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ।

শশী ॥ ও। (অল্প থেমে) তাই ভাবছি।

কার্তিক ॥ অ্যাঁ ?

শশী ॥ বলছিলাম—ভাবছি।

কার্তিক ॥ ও। (অল্প থেমে) তাবা তাবা মা! (এক চুমুক খেলো।) কি ভাবছেন ?

শশী ॥ ভাবছি—মেয়েটা মরলো কিসে।

কার্তিক ॥ ও।

মেয়েটা ॥ কি আসে যায় ? কি হবে জেনে ? বাঁচলাম কিসে ? বাঁচলাম কি নিয়ে—কি দিয়ে—কেউ বলে দিতে পারে ?

শশী ॥ আপনি জানেন ?

কার্তিক ॥ কি ?

শশী ॥ মরলো কিসে ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ জানি।

শশী ॥ (অল্প থেমে) কিসে ?

কার্তিক ॥ দম বন্ধ হয়ে।

[মেয়েটা দু হাত গলায় চেপে ধরলো]

শশী ॥ (অল্প থেমে) গলায় দড়ি ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ।

শশী ॥ আপনি জানলেন কি করে ?

কার্তিক ॥ ডাক্তার বলেছে।

শশী ॥ ভাগ দেয় নি ?

কার্তিক ॥ দিয়েছিলো।

শশী ॥ (অল্প থেমে) নেন নি ?

কার্তিক ॥ (অল্প থেমে) না।

শশী ॥ (অল্প থেমে) কেন ?

[কার্তিক একটু হাসলো। তারপর গ্লাসটা তুলে নিলো।]

কার্তিক ॥ তারা তারা ব্রহ্মময়ী মা !

[মেয়েটা হঠাৎ কার্তিকের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো]

মেয়েটা ॥ কি আছে তোমার ভিতরে ? অতো ঠাণ্ডা থাকো কি করে তুমি ? তোমার ভিতরটা জ্বলে না ? পাগলা ঘোড়ার অবিচারে তোমার ভিতরটা জ্বল জ্বল করে জ্বলে না ?

শশী ॥ কার্তিক-দা !

কার্তিক ॥ উঁ ?

শশী ॥ আমার নেশা হয়েছে।

কার্তিক ॥ উত্তম কথা। (থেমে) কিসে বুঝলেন ?

শশী ॥ মেয়েটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে।

মেয়েটা ॥ দুঃখ ? আমি মরেছি বলে ?

[খিলখিল করে হেসে উঠলো]

কার্তিক ॥ মেয়েটার কাছে সবই সমান। বাঁচা মরা—কি আসে যায় ?

[কার্তিক উঠে দাঁড়ালো। আড়মোড়া ভাঙলো।]

তারা তারা।

শশী ॥ মেয়েটা বাঁচতে চায় নি ?

কার্তিক ॥ কি করতে চাইবে ? ও তো জানতো না ?

শশী ॥ কি জানতো না ?

কার্তিক ॥ বেঁচে কি লাভ তা তো জানতো না ?

মেয়েটা ॥ কি লাভ, বলো ? কি লাভ ?

[কার্তিক জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে]

শশী ॥ মরতে চেয়েছিলো ?

কার্তিক ॥ তাও চেয়েছে মাঝে মাঝে।

শশী ॥ যন্ত্রণায় ?

কার্তিক ॥ না। (অল্প থেমে হঠাৎ দৃঢস্বরে) না।

[মেয়েটা দুপা এগিয়ে এলো। যেন কাতর অনুনয়ে কি চাইছে কার্তিকের কাছে।]

মেয়েটা ॥ দেবেন না ?

কার্তিক ॥ না, দেবো না।

মেয়েটা ॥ কেন দেবেন না ?

কার্তিক ॥ কেন দেবো ?

মেয়েটা ॥ বেঁচে থেকে আমার কি লাভ, বলুন ?

কার্তিক ॥ (অল্প থেমে) যন্ত্রণা কি অসহ্য হয়ে উঠেছে ?

মেয়েটা ॥ যন্ত্রণা ? (একটু থেমে) না, যন্ত্রণা নয়। যন্ত্রণার জন্যে আসি নি।

কার্তিক ॥ তবে ?

[মেয়েটা চুপ। কার্তিকের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠেছে। কি যেন খুঁজছে সে ?]

তবে মরতে চাইছো কেন ?

মেয়েটা ॥ (ধীরে ধীরে) জানি না। বোঝাতে পারবো না আপনাকে। বেঁচে—কি হয় ? মানুষ বাঁচতে চায় কেন ? কি পায় ?

কার্তিক ॥ কিছুই পাও নি বলে মরতে চাইছো ?

মেয়েটা ॥ বোধহয়।

কার্তিক ॥ কি পেতে চাও ?

মেয়েটা ॥ তাও জানি না। চাই—এইটুকু জানি। পাই না—এইটুকু জানি। কি চাইতে হয়, কি পাবার আছে, তা তো জানলাম না কোনোদিন।

[কার্তিকের দু হাত মুঠো হয়ে উঠেছে]

আপনি বলতে পারেন ? কি পাবার আছে ? কি পেলে বাঁচা যায় ?

কার্তিক ॥ তোমার কথা আমি জানি না। তবে অনেক মেয়ে বাঁচতে পারে যদি—(থেমে গেলো)

মেয়েটা ॥ (উদগ্রীবভাবে) কি, কি—বলুন ! অনেক মেয়ে কি পেলে বাঁচতে পারে ?

কার্তিক ॥ (অন্যদিকে ফিরে) আমি জানি না ঠিক। হয় তো—ভালোবাসা।

মেয়েটা ॥ ভালোবাসা ? (ভেবে) কিন্তু সে কেমন—সে কি—কিছুই তো জানি না। (অল্প থেমে) এতোদিন তো—এতোদিনে তো—(হঠাৎ) আচ্ছা, আপনার তো অনেক বয়স হয়েছে ?

কার্তিক ॥ তা হয়েছে।

মেয়েটা ॥ অনেক দেখেছেন—আপনি বলতে পারেন ?

কার্তিক ॥ কি ?

মেয়েটা ॥ আমার—আমার মতো মেয়ে—কোনোদিন কি পারবে ?

কার্তিক ॥ কি ?

মেয়েটা ॥ ভালোবাসা পেতে ? ভালোবাসতে ?

কার্তিক ॥ (অল্প থেমে) বেঁচে থাকলে—সবই সম্ভব।

মেয়েটা ॥ সত্যি ? সত্যি বলছেন ?

কার্তিক ॥ কিন্তু তাতেও যন্ত্রণা কম নয়।

মেয়েটা ॥ যন্ত্রণা আমি চাই ! সত্যি বলছি—যন্ত্রণা আমি চাই ! যন্ত্রণাও হয় না বলে—আপনার কাছে—বিষ চাইতে এসেছিলাম। আমি মরতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই—যন্ত্রণা চাই ! কিন্তু (আবার হতাশায়)—তা কি হবে কোনোদিন ? হবে না। হবে না। আপনি আমাকে দিন, বিষ দিন।

কার্তিক ॥ না।

মেয়েটা ॥ আচ্ছা, দেবেন না। অন্য উপায় আছে।

[ফিরলো]

কার্তিক ॥ শোনো !

[মেয়েটা ফিরে দাঁড়ালো]

মেয়েটা ॥ কি ?

কার্তিক ॥ তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না ?

মেয়েটা ॥ আপনি জানবেন কি করে ?

কার্তিক ॥ তুমি আমাকে—আর একটু সময় দেবে ?

মেয়েটা ॥ আপনাকে ? আপনাকে কিসের সময় দেবো ?

কার্তিক ॥ তোমাকে বোঝাবার। বিশ্বাস করাবার।

মেয়েটা ॥ (আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে) হবে না।

কার্তিক ॥ যদি না হয়, তুমি যা ইচ্ছে কোরো। যদি চাও, আমি বিষও দেবো।

মেয়েটা ॥ দেবেন ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ দেবো। তুমি—সাতদিন সময় দাও। সাতদিন পরে—এই রকম সময়ে তুমি আবার এসো। সেদিন যদি তোমাকে বিশ্বাস করতে না পারি—তবে—তুমি যা চাও দেবো।

মেয়েটা ॥ ঠিক ?

কার্তিক ॥ ঠিক।

মেয়েটা ॥ আচ্ছা। (তারপর) দেখি।

[চলে গেলো মেয়েটা। কার্তিক তাকিয়ে রইলো।]

শশী ॥ তবে কিসে ?

কার্তিক ॥ অ্যাঁ ?

শশী ॥ যন্ত্রণায় নয়, তবে কিসে ?

কার্তিক ॥ বোধহয়—বেঁচে থাকবার কোনো মানে খুঁজে পায় নি বলে। (অল্প থেমে) বোকা। জানতো না তো ?

শশী ॥ কি ?

কার্তিক ॥ বেঁচে থাকলে—সবই সম্ভব।

[মেয়েটা আলোয়]

মেয়েটা ॥ কি সম্ভব ? কি সম্ভব ?

কার্তিক ॥ আর কটা দিন যদি বেঁচে থাকতো,—

মেয়েটা ॥ কি হোতো—আর কটা দিন বেঁচে থাকলে ? কি বলতে তুমি আমাকে ? ছাই বলতে ! ছাই ! ছাই !

কার্তিক ॥ আর কটা দিন—

মেয়েটা ॥ কি হোতো ? আমাকে মালতী করে দিতে পারতে ? মিলি ? লছমি ? ছাই ! ছাই ! তার চেয়ে এই ভালো। এই যে জলছে ! জলুক। যতো পারে জলুক !

শশী ॥ কি হোতো—আর কটা দিন বাঁচলে ?

কার্তিক ॥ না—হয়তো কিছুই হোতো না। আবার হতেও পারতো। কে বলতে পারে ?

মেয়েটা ॥ আমি বলতে পারি। কিছুই হোতো না। অনেক দিন দেখেছি। অনে—ক দিন—

কার্তিক ॥ একটা কথা মনে হয় শুধু।

শশী ॥ কি কথা ?

কার্তিক ॥ ধরুন যদি—আমার গল্পের ঐ মূর্তিটার মতো কোনো একজন—বুড়ো হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক—কোনো একজন—কোনো একজনের মন যদি ভরে থাকতো ওকে নিয়ে—দিনের পর দিন—বছরের পর বছর—

মেয়েটা ॥ হয় নি হয় নি তা হয় নি—তা যদি হোতো—উঃ তা যদি হোতো—

কার্তিক ॥ আর সে কথা যদি কোনোদিন জানতো মেয়েটা—তা হলেও কি মরতো এ রকম ভাবে ?

মেয়েটা ॥ মরতো ? (হেসে উঠলো) জানো না ? জা-নো না তুমি ?

শশী ॥ কে জানে ? হয়তো আরো কষ্ট পেতো। তখন মরতো।

মেয়েটা ॥ হ্যাঁ মরতো। মালতীর মতো। মিলি লছ্‌মির মতো। মরার মতো মরতো। বাঁচার মতো বেঁচে মরতো!

কার্তিক ॥ কে জানে ? হয়তো তাই। সব প্রশ্নের উত্তর যদি মানুষের জানা থাকতো—

শশী ॥ (হেসে উঠে) তবে মানুষ আর মানুষ থাকতো না।

মেয়েটা ॥ পাগলা ঘোড়া—কেন সে রকম করলে না ? কেন আমাকে দিয়ে কারো মন ভরালে না ? কেন কাউকে দিয়ে আমার মন ভরালে না ? কেন তোমার চোখে ঠুলি ? কেন ? কেন ?

[হিমাদ্রি ফিরে এলো। পেছনে সাতু। এসেই তার গ্লাসটা খালি করলো।]

হিমাদ্রি ॥ শেষ হয়ে এসেছে শশীদা।

মেয়েটা ॥ (মরা গলায়) শেষ হয়ে এসেছে ? হোক। শেষ হোক। শেষ হোক।

[মেয়েটা অন্ধকারে ডুবে গেলো]

কার্তিক ॥ (বোতলটা তুলে) হ্যাঁ, বোতলটাও শেষ হয়ে এলো।

শশী ॥ (উঠে) চলুন যাওয়া যাক।

কার্তিক ॥ (বোতলটা দেখিয়ে) সাতুবাবু ?

সাতু ॥ নাঃ আর থাক।

কার্তিক ॥ শশীবাবু ?

শশী ॥ না।

কার্তিক ॥ হিমাদ্রি ?

হিমাদ্রি ॥ না। চলুন যাই।

[এরা তিনজন কোণ থেকে গামছা নিয়ে কোমরে বাঁধছে]

কার্তিক ॥ তোমরা এগোও ভাই, আমি এইটুকু শেষ করে দিয়ে যাচ্ছি। বেশীক্ষণ লাগবে না।

শশী ॥ (হেসে) কার্তিকবাবু শেষ না দেখে নড়ে না। চলুন সাতুবাবু।

[তিনজনে বেরিয়ে গেলো। কার্তিক হাতের গ্লাসটা শেষ করলো এক চুমুকে। বোতলটা ভালো করে দেখলো—কতোটা বাকী আছে। তারপর উঠে গিয়ে

কলসী থেকে খানিকটা জল ভরলো গ্লাসে। গ্লাসটা তুলে দেখলো—যেন মেপে ভরছে। আর একটু ঢাললো। উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানে খানিকটা ফেললো। তারপর বোতলের তলানি হুইস্কীটুকু গ্লাসের জলে মেশালো। মেয়েটা ফুটে উঠেছে আলোয়। বসে আছে সে। দেখছে কার্তিককে।]

মেয়েটা ॥ ও কি করছো?

[কার্তিক ট্যাঁক থেকে সাবধানে একটা কাগজের পুরিয়া বার করলো। খুলে ভিতরের সাদা গুড়ো পদার্থটা সাবধানে গ্লাসে ঢাললো। তার প্রতিটি কাজ যেন আগে থেকে ঠিক করে রাখা।]

মেয়েটা ॥ ও কি—ও কি করছো তুমি? কি করছো?

[কার্তিক মঞ্চের মাঝখানে, সামনের দিকে। গ্লাসটা তুলে চোখের সামনে ধরে আস্তে আস্তে নাড়ছে—যাতে গুঁড়োটা গুলে যায় অথচ পানায় না চলকে পড়ে। তার মুখে একটা প্রশান্ত হাসি, যেন এইমাত্র ভালো একটা রসিকতা শুনেছে।]

কার্তিক ॥ কার্তিক কম্পাউণ্ডার শেষ না দেখে নড়ে না, না? শেষ হয়ে গেছে শশীবাবু। শেষ হোলো এইবার।

মেয়েটা ॥ কি বলছো তুমি? কি বলছো?

কার্তিক ॥ সাত বছর। সাত বছর মুচিটা ভরিয়ে রেখেছিলো। সাত বছর। কার্তিক কম্পাউণ্ডার! সাত বছর বসে থেকে তুমি সাতটি দিন সময় চেয়েছিলে। তাও পেলে না।

[মেয়েটা ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলো।]

মেয়েটা ॥ কি?? কি বললে??

কার্তিক ॥ যাক! শেষ দেখা হোলো। আর কিছু দেখবার নেই। খেলা খতম।

মেয়েটা ॥ তুমি—তুমি সাত বছর—আমাকে—আমার জন্যে—?

কার্তিক ॥ (প্রশান্ত হাসিমুখে, গ্লাসটা তুলে) তারা তারা মা! চীয়ার্স!

মেয়েটা ॥ (চীৎকার করে) না না না না না!

[কার্তিক ঠোঁট অবধি এনে হঠাৎ থামলো। ঘাড়

বাঁকিয়ে কি যেন শোনাবার চেষ্টা করছে। কি যেন ভাবছে।]

মেয়েটা ॥ (আর্ত চীৎকারে) নামিয়ে নিয়ে এসো! এখনো পুড়ে শেষ হয়-নি—এখনো জলছে—নামিয়ে নিয়ে এসো—পাগলা ঘোড়া! ফিরিয়ে নিয়ে এসো—আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো—পাগলা ঘোড়া—!

[অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে মেয়েটা]

পাগলা ঘোড়া! পাগলা ঘোড়া!

[অন্ধকারে ডুবে গেলো মেয়েটা। শুধু তার চীৎকারের রেশ—প্রতিধ্বনির মতো—পাগলা ঘোড়া—আ—আ! কার্তিক স্থির দেহে তখনো শুনছে মুখের কাছে উদ্যত গ্লাস ধরে।]

কার্তিক ॥ (ধীরে ধীরে) বেঁচে থাকলে—সবই সম্ভব?

সাত দিন সময় দিলো না। সাতটা দিন। আমি—আমিও—কি? তবে কি শেষ দেখা হয় নি এখনো? বেঁচে থাকলে সবই সম্ভব?

[কেউ জবাব দিলো না। কার্তিক ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখলো, যেন কি একটা শুনছে। তারপর গ্লাসের দিকে তাকালো। একটা নিঃশ্বাস ফেললো।]

তারা তারা মা!

[আস্তে আস্তে গ্লাসের পানীয়টা মাটিতে ঢালতে লাগলো। পর্দা বন্ধ হয়ে গেলো আস্তে আস্তে। শেষ বিন্দুটুকু তখনো ঢালছে মাটিতে কার্তিক—আস্তে আস্তে—সাবধানে।]

—যবনিকা—

শেষ নেই
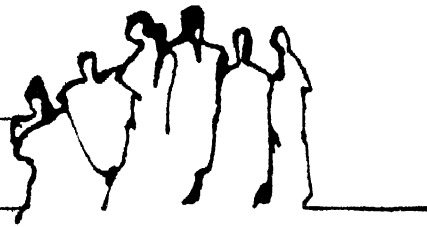
চরিত্র

সুমন্ত / লোকটা / প্রশান্ত / অমিয় / শ্রীবাস্তব / আনন্দ
প্রথম সাক্ষী / দ্বিতীয় সাক্ষী / তৃতীয় সাক্ষী / চতুর্থ সাক্ষী
পঞ্চম সাক্ষী / সুমতি / মৃণালিনী / মণিকা

[পর্দার কলিংবেল। মঞ্চে একটা ঘরের আভাস। পিছনে একটা প্ল্যাটফর্মের উপর একটা উঁচু ডেস্ক—দোকানের কাউন্টারের মতো। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা নীচু কফি টেবিল। পিছনে একপাশে ও সামনে অন্যপাশে দুটি বড়ো ছবি অথবা পর্দা দুটি বস্তুকে আড়াল করে রেখেছে। ঘরে আর কোনো আসবাব নেই।

কলিংবেল বেজে চলেছে। মৃদু কোলাহল বাইরে। মঞ্চ আলোকিত হোলো। ছুটে এলো সুমন্ত, মঞ্চ পার হয়ে অন্যপাশে গেলো দরজা খুলে দিতে। তাকে ঠেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো এক ঝাঁক পুরুষ মহিলা, কারো হাতে ক্যামেরা, কারো হাতে ফুলের মালা, কারো হাতে মানপত্র, অটোগ্রাফ খাতা। সুমতিকে ঘেরাও করে প্রায় সমস্বরে কথা চললো।]

সকলে ॥ কই, কোথায়? কোথায়? কোথায়? কোথায়?

॥ দেখতে এলাম।

॥ দেখতে এসেছি।

॥ দেখতে চাই।

॥ মালা দেবো।

॥ ছবি নেবো।

॥ অভিনন্দন জানাবো।

॥ অটোগ্রাফ নেবো।

সকলে ॥ কোথায় তিনি? কোথায়? কোথায়?

॥ আমরা মুগ্ধ।

॥ আমরা বিস্মিত।

॥ আমরা চমৎকৃত।

॥ আমরা ধন্য।

॥ আমরা গর্বিত।

॥ আমরা গৌরবান্বিত।

॥ দেখতে চাই।

॥ বলতে চাই।

॥ শুনতে চাই।

॥ দর্শন চাই।

॥ ছবি চাই।

॥ বাণী চাই।

সকলে ॥ কোথায় তিনি? কোথায়? কোথায়?

সুমতি ॥ (প্রায় রুদ্ধশ্বাসে) ডাকছি, ডাকছি, আসছেন, আসছেন—

সকলে ॥ ডাকুন। ডাকুন। তিনি আসুন। আসুন। আসুন। আসুন।

[সুমতি ভিতরে ঢুকলো। এবং সবাই যেন ওৎ পেতে বসলো।]

আসছেন। আসছেন। আসছেন। আসছেন।

[সুমন্ত এলো স্মিতহাস্যে। সকলে ঘিরে ধরলো তাকে। প্রচণ্ড কোলাহল, ছবি তোলা, অটোগ্রাফ, প্রশস্তি, বাণীভিক্ষা। সুমতি পিছন পিছন ঢুকেছিল, সে একপাশে দাঁড়িয়ে।]

সকলে ॥ ধন্য ধন্য ধন্য আমরা ধন্য

॥ দেশবরেণ্য কবি—

॥ বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত-বিদারী কবি—

॥ নিঃশঙ্ক আত্মা বিক্ষুব্ধ আত্মার কবি—

॥ একটা অটোগ্রাফ—

॥ একটা ছবি—

॥ একটু হাসি—

॥ একটু বাণী—

॥ আমরা মুগ্ধ।

॥ আমরা বিস্মিত।

॥ আমরা গর্বিত।

॥ আমরা চমৎকৃত।

॥ আমরা গৌরবান্বিত।

সকলে ॥ ধন্য ধন্য ধন্য আমরা ধন্য—

॥ সাহিত্য ধন্য।

॥ বাংলা ধন্য।

॥ ভারত ধন্য।

সকলে ॥ ধন্য ধন্য ধন্য আমরা ধন্য -

॥ হে সুধী—

॥ হে কবি—

॥ হে গুণী—

॥ তুমি উজ্জ্বল হও, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম—

॥ তুমি আরো দিগন্ত বিদীর্ণ করো—

॥ সাহিত্য ধন্য হোক।

॥ দেশ ধন্য হোক—

সকলে ॥ ধন্য ধন্য ধন্য আমরা ধন্য। ধন্য ধন্য ধন্য আমরা ধন্য।

[সুমন্ত মালা নিচ্ছে, অভিনন্দন শুনছে। অটোগ্রাফে সই করছে। ওকে দেখা যাচ্ছে না ভালো ক'রে এদের আড়ালে। ওরা চলে গেলো ধন্য ধন্য বলতে বলতে। সুমন্ত মাল্যভূষিত, টেবিলে ফুল, মানপত্র, উপঢৌকনের স্তূপ। সুমন্ত ঈষৎ বিভ্রান্ত, মালা খুলে রাখলো টেবিলে।]

সুমন্ত ॥ সুমতি!

সুমতি ॥ বলো।

সুমন্ত ॥ এই সব—

[হাতের নির্দেশে টেবিলের সব কিছু দেখালো]

সুমতি ॥ হ্যাঁ যাই।

[সুমতি টেবিলের উপর গুছিয়ে রাখতে লাগলো]

সুমন্ত ॥ সুমতি।

সুমতি ॥ কি?

সুমন্ত ॥ এটাকে কি বলে ?

সুমতি ॥ স্বীকৃতি।

সুমন্ত ॥ এটা ভালো না খারাপ ?

সুমতি ॥ যদি এতে তোমার ভালো হয়, তবে ভালো। যদি না হয় তবে খারাপ।

সুমন্ত ॥ (একটু থেমে) সুমতি, আমি কি এই সব চেয়েছিলাম ?

সুমতি ॥ না।

সুমন্ত ॥ আমি কি এই সবের জন্য লিখেছিলাম ?

সুমতি ॥ না।

সুমন্ত ॥ ঐ যে একটা কবিতা আছে না ? একটা লাইন—মনে হোলো যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ। জীবনে বেশ কয়েকবার এক একটা দিন আসে, যে দিন ঐ লাইনটা মাথা থেকে বেরোতে চায় না। কেন বলো তো ?

সুমতি ॥ আজও তাই হচ্ছে ?

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ। কিন্তু এর আগের বার যতোটা মনে হয়েছিল ততোটা নয়।

সুমতি ॥ এর আগের বার কবে হয়েছিল ?

সুমন্ত ॥ যেদিন প্রথম বুঝলাম—এই আমার পথ। এই—লেখা। মনে আছে তোমার সে দিনটা ?

সুমতি ॥ আছে।

সুমন্ত ॥ কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল—অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেছি। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেছি।

সুমতি ॥ আর আজ ?

সুমন্ত ॥ আজ—কেন জানি না মনে হচ্ছে, পরের লাইনটা হবে—তবু মনে হয় সামনেও আছে অন্তবিহীন পথ।

সুমতি ॥ পরের লাইনটা তো তা নয় ?

সুমন্ত ॥ জানি। (হঠাৎ সুমতির কাছে গিয়ে) সুমতি! তুমি তো আছো ?

সুমতি ॥ হ্যাঁ, আছি।

[সুমন্ত সরে গেলো। সে চিন্তিত। সুমতি কাছে গেলো।]

কি হয়েছে তোমার ?

সুমন্ত ॥ জানি না। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে কোথায় যেন ফাঁক আছে একটা। ফাঁকি আছে।

সুমতি ॥ (একটু থেমে, ধীরকণ্ঠে) এ কথা কি আজই প্রথম মনে হচ্ছে?

সুমন্ত ॥ (চমকে) অ্যাঁ? (তারপর ধীরে ধীরে) না, এর আগেও যেন—মাঝে মাঝে—(হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে) না না! এর আগে কখনো হয় নি! আজও হচ্ছে না! আসলে—ক্লান্ত লাগছে। শরীরটাও ঠিক—

সুমতি ॥ শরীর খারাপ লাগছে?

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ, না—ঠিক জুৎ লাগছে না। তুমি—তুমি এগুলো তুলে ফেলো সুমতি, আমি—আমি একটু—

সুমতি ॥ লিখবে?

সুমন্ত ॥ না—অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ লিখবো। চেষ্টা করবো লিখতে। তুমি এগুলো—

সুমতি ॥ হ্যাঁ রাখছি।

[সুমতি জিনিষগুলি তুলতে গিয়ে আবার রাখলো। সবশুদ্ধ টেবিলটা নিয়ে যাওয়াই সহজ মনে হোলো তার।]

সুমন্ত ॥ সুমতি!

সুমতি ॥ (ফিরে) কি?

সুমন্ত ॥ তুমি—তুমি থেকো।

সুমতি ॥ (হেসে) আমি যাচ্ছি।

[সুমতি ভিতরে চলে গেলো টেবিল নিয়ে। সুমন্ত কি যেন ভাবছে। একটি মধ্যবয়স্ক লোক ঘরে ঢুকলো নিঃশব্দে। সিড়িঙ্গে লম্বা, শয়তানী চেহারা। মুখে একটা নির্মম ব্যঙ্গের হাসি যেন মুখোসের মতো আঁটা। সাদা জামার পিঠে বাদুড়ের মতো কালো ক্লোক।]

সুমন্ত ॥ (চমকে) কে? কে আপনি?

[লোকটা জবাব দিলো না। চেয়ে রইলো হাসি নিয়ে।]

কি—কে—কাকে খুঁজছেন?

লোকটা ॥ আপনাকে।

সুমন্ত ॥ কি চাই?

লোকটা ॥ বললুম তো—আপনাকে।

সুমন্ত ॥ কি—আমার সঙ্গে কি দরকার, বলুন?

লোকটা ॥ আপনাকেই দরকার। চলুন।

সুমন্ত ॥ কোথায় যাবো?

লোকটা ॥ দেখতেই পাবেন।

সুমন্ত ॥ তার মানে? আমি তো আপনাকে চিনিই না।

লোকটা ॥ চিনতে দেরী লাগবে না।

সুমন্ত ॥ কে আপনি?

লোকটা ॥ (হঠাৎ খিঁচিয়ে) তোমার যম!

সুমন্ত ॥ (স্তম্ভিত) কি বললেন?

লোকটা ॥ (কর্কশ কণ্ঠে) আর বেশী কথা বাড়িও না স্যাঙাৎ। চলো!

সুমন্ত ॥ গেট্ আউট্!

লোকটা ॥ বটে?

সুমন্ত ॥ বেরোও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—

লোকটা ॥ অতো সস্তা না। বেশী বাড়াবাড়ি না করে ভালোয় ভালোয় চলে এসো দিকি আমার সঙ্গে।

সুমন্ত ॥ এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছো?

লোকটা ॥ ঠিক ঐ কথাটা আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাকে। এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছো যে যা ইচ্ছে তাই করে যাবে?

সুমন্ত ॥ তার মানে? আমি—

লোকটা ॥ মেলা কথা বাড়িও না চাঁদ! কোর্টের টাইম হয়ে গেছে।

সুমন্ত ॥ কোর্ট? কিসের কোর্ট?

লোকটা ॥ হাইকোর্ট! ফৌজদারী আদালত! ভেবেছো এমনি করেই চলবে, না? ডকে আর উঠতে হবে না কোনোদিন?

সুমন্ত ॥ কিসের ডক? ডক কিসের?

লোকটা ॥ ডক ডক—আসামীর কাঠগড়া! আজ তোমার সব অপরাধের বিচার হবে।

সুমন্ত ॥ বিচার?

লোকটা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—বিচার। ট্রায়াল। হাইকোর্টে।

সুমন্ত ॥ এ তো মহা মুস্কিল! একটা বদ্ধ পাগল ঢুকে পড়েছে বাড়ীর মধ্যে—

লোকটা ॥ (ক্ষেপে) কি? কি বললে? পাগল? আমি পাগল?

[সুমন্তর দিকে এগিয়ে গেলো। সুমন্ত ভয়ে দু পা পিছিয়ে গেলো।]

(চীৎকার করে) সমস্ত কিছুর জবাবদিহি করতে হবে আজ কোর্টে! সাক্ষী আছে! প্রমাণ আছে! উইট্‌নেস্! এভিডেন্স! জুরী বিচার করবেন! হিজ্ লর্ডশিপ বিচার করবেন!

[সুমন্ত অন্ধের মতো ঘুসি ছুঁড়লো। লোকটা চকিতে সরে গেলো। সুমন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়লো। হা হা করে হেসে উঠলো লোকটা। সুমন্ত উঠলো, এগোলো লোকটার দিকে। লোকটা দুহাত বাড়িয়ে সম্মোহকের ভঙ্গিতে আঙুল নাড়াতে লাগলো। সুমন্ত দাঁড়িয়ে গেলো স্থির হয়ে—সম্মোহিত। লোকটা তিনবার হাততালি দিলো। প্রায় সব আলো নিভে গেলো। আবছা আলোয় বারোটি ছায়ামূর্তি একে একে এসে একটা করে চেয়ার (অথবা টেবিল ল্যাম্পের মতো চাকা লাগানো দণ্ড) মঞ্চে রেখে চলে গেলো। সেগুলি একধারে—দু' সারিতে সাজানো, পাশের দিকে মুখ করে। এর মধ্যে লোকটা গিয়ে ছবি-গুলি খুলে সরিয়ে দিয়েছে। আড়াল সরতে দেখা গেলো দুটো কাঠগড়া। ছোট প্ল্যাটফর্ম, এক দিকে রেলিং। পিছনেরটা সাক্ষীদের জন্য। অন্যটা পাশের দিকে মুখ করে। সেটা আসামীর কাঠগড়া। ডেস্কের উপর একটি কাঠের হাতুড়ি। তারপর সুমন্তর সামনে এসে আবার সম্মোহনের ভঙ্গি। সুমন্ত যান্ত্রিক গতিতে গিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালো। লোকটা বিচারকের টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে হাঁকলো।]

লোকটা ॥ অর্ডার! অর্ডার ইন্ দ্য কোর্ট!

[আলো জ্বলে উঠলো। সুমন্ত যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো, কিন্তু ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো আসামীর মতো।]

দোষী না নির্দোষ, বলে ফেলো চটপট!

সুমন্ত ॥ নির্দোষ।

লোকটা ॥ আচ্ছা, দেখা যাবে। (ডেস্কের দিকে ফিরে) ইয়োর লর্ডশিপ,

ডিফেন্সের কোনো কাউন্সেল নেই। ডক্ ব্রিফ দেবার আজ্ঞা হোক।

সুমন্ত ॥ আমার সরকারী ব্যারিষ্টার দরকার নেই। আমার কেস আমি নিজেই ডিফেণ্ড করবো।

লোকটা ॥ অ্যাঃ! শালার তেজ দেখো!

সুমন্ত ॥ মাই লর্ড—কনটেম্পট অফ্ কোর্ট! এ লোকটাকে বের করে দিন।

লোকটা ॥ (ভেংচে) বের করে দিন! মাইরি আর কি? আমি কাউন্সেল ফর দ্য প্রসিকিউশন, আমাকে বের দেবে! সখের প্রাণ গড়ের মাঠ!

সুমন্ত ॥ মাই লর্ড! প্রসিকিউশনের কাউন্সেলের ভাষা অত্যন্ত কুৎসিৎ। ওকে ভাষা সংযত করতে আজ্ঞা দেওয়া হোক।

লোকটা ॥ (চেঁচিয়ে) কনটেম্পট্ অফ্ কোর্ট মি'লড! আপনার লর্ডশিপকে উপদেশ দিচ্ছে! (যেন জাজের ধমক খেয়ে) ইয়েস মি'লর্ড—নো মি'লড—আই বেগ ইয়োর লর্ডশিপস পার্ডন। (সুমন্তকে) কি, কাউন্সেল চাই কি চাই না?

সুমন্ত ॥ চাই না।

লোকটা (অদৃশ্য জাজকে উদ্দেশ ক'রে) মি'লড। (চেয়ারগুলিকে বা দণ্ডগুলিকে উদ্দেশ করে) জেন্ট্‌লমেন অফ্ দ্য জুরি। এই যে লোকটাকে আপনারা আসামীর কাঠগড়ায় দেখছেন—এর নাম সুমন্ত সান্যাল। এ প্রচুর অপরাধ করেছে। কি অপরাধ করেছে এবং কিভাবে করেছে, সে কথা আমার প্রথমে বলে নেওয়া কর্তব্য। কিন্তু আমি আর সে ঝামেলায় ঢুকলাম না। সাক্ষীদের একজামিন করলেই কেসগুলো বেরিয়ে আসবে।

সুমন্ত ॥ মাই লর্ড, এটা কি আইনসঙ্গত হোলো? প্রসিকিউশনের কেস ওপ্‌ন্ না ক'রে—

লোকটা ॥ মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না তো? ভারী আইন শিখেছে—

সুমন্ত ॥ (আপত্তি জানিয়ে) মাই লর্ড—(যেন জাজের কথা শুনে) ইয়েস মাই লর্ড। আই বেগ ইয়োর লর্ডশিপ্‌স্ পার্ডন।

লোকটা ॥ প্রথম সাক্ষী—মৃণালিনী সান্যাল।

[মৃণালিনী এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন]

সুমন্ত ॥ মা !

লোকটা ॥ (কেঁপে) মি'লর্ড, যদি অনুমতি করেন—আমি আসামীর পেটে একটা গুঁতো মেরে ওকে থামিয়ে দি। (যেন ধমক খেয়ে) নো মি'লর্ড !

সুমন্ত ॥ (যেন জাজের কথা শুনে) ইয়েস মাই লর্ড।

লোকটা ॥ যাহা বলিব সত্য বলিব, সর্বসত্য বলিব—

মৃণালিনী ॥ যাহা বলিব সত্য বলিব, সর্বসত্য বলিব—

লোকটা ॥ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না—

মৃণালিনী ॥ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।

লোকটা ॥ নাম ?

মৃণালিনী ॥ মৃণালিনী সান্যাল।

লোকটা ॥ পেশা ?

মৃণালিনী ॥ পেশা আবার কি ? সংসার করি।

লোকটা ॥ হাউসওয়াইফ মি লর্ড। আসামীকে আপনি চেনেন ?

মৃণালিনী ॥ ও মা, আমার ছেলেকে আমি চিনবো না ?

লোকটা ॥ সোজা জবাবটা দিন, অতো কথা বলবেন না। এখানে আসামী উপস্থিত আছে ?

মৃণালিনী ॥ ঐ তো ওখানে। খোকা, তুই কি আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করলি সত্যি সত্যি ? এক বছর হয়ে গেলো, একটা চিঠি লিখেও খোঁজ নিস না—

লোকটা ॥ আস্তে, আস্তে, ও সব কথা এখন নয়।

মৃণালিনী ॥ তবে কখন ?

লোকটা ॥ প্রশ্ন করলে তবে উত্তর দেবেন। এখন বলুন তো—ওকে আপনি ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন ?

মৃণালিনী ॥ আমি করবো না তো কে করবে ?

লোকটা ॥ ওকে আপনি ভালো করে চেনেন ?

মৃণালিনী ॥ চিনবো না ? কি যে বলেন মাথামুণ্ডু, বুঝতে পারি না।

লোকটা ॥ ওর কিসে ভালো হয় মন্দ হয়, আপনিই তো সবচেয়ে বেশী বুঝতেন ?

মৃণালিনী ॥ এখনো বুঝি। বরাবর ওকে সামলে চলতে হয়েছে। ও তো বুঝতো না কিছু ? এখনো বোঝে না।

লোকটা ॥ ওর জন্যে আপনি অনেক কিছু করেছেন ?

মৃণালিনী ॥ সব মা-ই করে।

লোকটা ॥ কি কি করেছেন ?

মৃণালিনী ॥ তার কি হিসেব রেখেছি ?

লোকটা ॥ তবু দু একটা বলুন।

মৃণালিনী ॥ ও-ই বলুক না—কি করেছি না করেছি ? বলুক ও।

লোকটা ॥ ওর বলবার এখনো সময় আসে নি। আপনিই বলুন।

মৃণালিনী ॥ ওর জন্ম থেকে সুরু করে—

লোকটা ॥ একদম ছোটবেলাটা বাদ দিন। কাঁথা বদলাবার ইতিহাস দরকার নেই।

মৃণালিনী ॥ ইস্কুল থেকে এসেছে, কতো যত্ন করে খাবার করে দিয়েছি। কোনো-দিন হালুয়া, কোনোদিন লুচি আলুর দম। একদিন রসোমালাই করেছিলুম, পাশের বাড়ির যমুনাদি শিখিয়েছিল—

লোকটা ॥ (জজের প্রশ্ন শুনে) রসোমালাই মি লর্ড ? অনেকটা রসগোল্লার মতো, কিন্তু ঠিক রসগোল্লা নয়, মানে—ওটা ইয়ে—মি'লর্ড, রসোমালাই আমাদের এক্সিবিট নয়—ইয়েস মি লর্ড। হ্যাঁ বলুন। আর কি ?

মৃণালিনী ॥ জিভেগজা, নিমকি—

লোকটা ॥ না না, ও সব বুঝেছি। আর কি করেছেন ওর জন্যে বলুন।

মৃণালিনী ॥ ওর অসুখের সময়ে দিন নেই রাত নেই সেবা করেছি। ছোটবেলায় এতো রোগা ছিল—মাসের মধ্যে একবার জ্বর। তারপর হাম গেছে, চিকেন পক্স। একবার তো পেটের যন্ত্রণায় একেবারে—

লোকটা ॥ বুঝলাম। আর কি ?

মৃণালিনী ॥ ইস্কুলের বাজে বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দিই নি একেবারে। সেদিকে কড়া নজর রেখেছি বরাবর।

লোকটা ॥ ও মিশতো ?

মৃণালিনী ॥ মিশতো না আবার। পারলেই মিশতো। একটা ছেলে তো সিগারেট খেতো ঐ বয়সেই ! দুধের গন্ধ যায় নি তখনো মুখ থেকে—

লোকটা ॥ আপনি তাদের সঙ্গে মেশা ঠেকাতেন কি করে ?

মৃণালিনী ॥ বাড়ীতে কাউকে আসতে দিতুম না। শুধু গৌতম, আর ঐ

বিমল। ওরা খুব ভালো ছেলে, আমি তখনই চিনেছিলুম। আজ শুনি কতো বড়ো বড়ো চাকরী করছে দুজনেই—

সুমন্ত ॥ মাই লর্ড, গৌতম ক্লাস সিক্সেই সিগারেট ধরেছিল—

লোকটা ॥ চোপ। আমি একজামিন করছি এখন সাক্ষীকে।

সুমন্ত ॥ (জাজের হুকুম শুনে) ইয়েস মাই লর্ড।

লোকটা ॥ ও কি আপনার সব কথা মানতো?

মৃণালিনী ॥ তখন মানতো। সেই ছেলেবেলায়। যতো বড়ো হতে লাগলো, কি যে সব শিখতে লাগলো এদিক ওদিক—

লোকটা ॥ আপনি তো খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মেশা ঠেকাতেন?

মৃণালিনী ॥ সব কি ঠেকানো যায়? যতো বড়ো হয়—

লোকটা ॥ ও কি কুসঙ্গে পড়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল?

মৃণালিনী ॥ না না, খারাপ হবে কেন? তবে ওর নিজের মনের জোর তো তেমন ছিল না? যার তার কথায় নাচতো।

লোকটা ॥ আপনার ছেলে কি বোকা ছিল?

মৃণালিনী ॥ পড়াশোনায় বুদ্ধি ছিল খুব। কিন্তু সংসারের ভালো খারাপ চেনবার ক্ষমতা ছিল না একটুও। কতো যে সামলে রাখতে হোতো—

লোকটা ॥ সামলেও তো রাখতে পারলেন না বলছেন—

মৃণালিনী ॥ (হঠাৎ তীব্রস্বরে) পারতুম। যদি না ঐ বাজে মেয়েটার খপ্পরে গিয়ে পড়তো!

সুমন্ত ॥ মা!

লোকটা ॥ চোপ! কোন মেয়ে বলুন।

মৃণালিনী ॥ ঐ মণিকা। একটা বাজে খারাপ মেয়ে!

সুমন্ত। মণিকা বাজে হোক, খারাপ হোক—তুমি বলবার কে? তোমার কোনো অধিকার নেই বলবার—

লোকটা ॥ এই চুপ বলছি—

মৃণালিনী ॥ নিশ্চয়ই আছে! আমার ছেলেকে ভুলিয়ে—

লোকটা ॥ আপনি থামুন।

[কিন্তু মৃণালিনী কাঠগড়া থেকে নেমে এসেছেন ততোক্ষণে]

মৃণালিনী ॥ তুই বুঝতিস কিছু তখন? দেখবার চোখ ছিল তোর? তাই যদি থাকবে, তবে পরে কেন—

সুমন্ত ॥ চুপ করো। ও কথা এখানে ওঠে না!

লোকটা ॥ মি'লর্ড! মি'লর্ড!

মৃণালিনী ॥ কেন, ওঠে না কেন? যদি গোড়ায় ঠিকই চিনেছিলি, তবে পরে কেন ওকে ফেলে—

সুমন্ত ॥ সে তুমি বুঝবে না।

মৃণালিনী ॥ নাঃ! বুঝবো না! আমি গোড়া থেকেই জানি, ও মেয়ে—

[সুমন্ত বেরিয়ে এলো কাঠগড়া থেকে]

সুমন্ত ॥ (চীৎকার করে) ও মেয়ে যাই হোক, আমি পরে যাই করি—তুমি যা করেছো তার মাপ নেই!

মৃণালিনী ॥ কি বললি? আমি যা করেছি তার—

লোকটা ॥ (দু জনের মাঝখানে প'ড়ে) চুপ! চুপ করুন! যান ওখানে যান! এই, যাও! এটা কোর্ট, না কি?

[দুজনে ফিরে গেলো রাগে গরগর করতে করতে]

কি করেছিলেন আপনি?

[মৃণালিনী চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে উঠলেন]

মৃণালিনী ॥ আমি মা! আমি যা করেছি সে আমার ছেলের জন্যে! আমার ছেলেকে বাঁচাতে কোন্ মা তা না করবে? বলুন! বলুন আপনারা! কোন মা তা না করবে?

লোকটা ॥ আঃ, কান্না থামিয়ে কি করেছেন সেইটা বলুন না?

মৃণালিনী ॥ আমার ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে—

সুমন্ত ॥ কি জন্যে—সে কথা কেউ শুনতে চায় নি! কি করেছো তাই বলো।

লোকটা ॥ (চেঁচিয়ে) মি'লর্ড। এই লোকটা কোর্টের সমস্ত নিয়ম কানুন—

সুমন্ত ॥ শাট আপ! আমি সাক্ষীকে জেরা করছি—ক্রস একজামিনেশন। আমার কাউন্সেল আমি!

লোকটা ॥ (আরও চেঁচিয়ে) মি'লর্ড—(ধমক খেয়ে) ইয়েস মি'লর্ড।

সুমন্ত ॥ বলো এখন। তুমি মণিকার স্কুলে গিয়েছিলে কি না?

মৃণালিনী ॥ (গোঁজ হয়ে) হ্যাঁ গিয়েছিলুম।

সুমন্ত ॥ হেড মিস্ট্রেস্‌কে কি বলেছিলে?

মৃণালিনী ॥ মণিকা কি রকম মেয়ে তাই বলেছিলুম।

সুমন্ত ॥ সত্যি কথা বলেছিলে?

মৃণালিনী ॥ ছাখ, খোকা—

সুমন্ত ॥ (কড়া গলায়) খোকা নয়, কাউন্সেল ফর দ্য ডিফেন্স! বলো—সত্যি কথা বলেছিলে?

মৃণালিনী ॥ কিছু মিথ্যে বলি নি।

সুমন্ত ॥ বলো নি? মণিকাকে গড়ের মাঠে যার তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে বলো নি?

মৃণালিনী ॥ ঘোরে নি তুই জানিস?

সুমন্ত ॥ ঘুরেছে তুমি জানতে?

মৃণালিনী ॥ ওরকম মেয়েরা ওরকম ঘুরেই থাকে—

সুমন্ত ॥ তুমি বলেছো—ওকে ঘুরতে দেখা গেছে! তুমি বলেছো ট্যাক্সিতে ওকে স্যুট টাই পরা মাঝবয়সী লোকদের সঙ্গে দেখা গেছে!

মৃণালিনী ॥ হ্যাঁ দেখা গেছে।

সুমন্ত ॥ কে দেখেছে?

মৃণালিনী ॥ সে যে-ই দেখুক—

সুমন্ত ॥ তুমি হেডমিস্ট্রেসকে বলেছো—বাবা দেখেছেন। বাবার নাম ক'রে মিথ্যে কথা বলেছো তুমি।

মৃণালিনী ॥ এ ছাড়া আমার উপায় কি ছিল শুনি? পাড়ার ছেলের নাম করলে হেডমিস্ট্রেস শুনতো?

সুমন্ত ॥ পাড়ার ছেলে দেখেছে কেউ?

মৃণালিনী ॥ তা আমি কি করে জানবো? আমায় এসে বলবে তারা?

সুমন্ত ॥ কেউ দেখে নি! বানানো মিথ্যে কথা! একটা মেয়ের সর্বনাশ করবার জন্যে—

মৃণালিনী ॥ বড়ো বড়ো কথা বলিস নি খোকা! সর্বনাশ কি হয়েছিল ওর?

সুমন্ত ॥ স্কিশিপ্ কাটা গিয়েছিল! মণিকার পড়া বন্ধ হয়ে গেলো জন্মের মতো।

মৃণালিনী ॥ ওঃ, পড়ে তো উল্টে যাচ্ছিল! কোনোমতে ঘসটে পাস—ওকি ইস্কুলের চৌকাঠ পেরুতো না কি কোনোদিন?

সুমন্ত ॥ সেটা তোমার দেখবার কথা নয়!

মৃণালিনী ॥ (রেগে) না, কিন্তু আমার ছেলের ভালোমন্দ দেখবার কথা কার শুনি? তুই নিজের বুকে হাত দিয়ে বল্ তো, মণিকাকে তুই ছেড়েছিলি কেন শেষ পর্যন্ত?

সুমন্ত ॥ (গুম খেয়ে) সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।

মৃণালিনী ॥ অন্য ব্যাপার! কেন অন্য ব্যাপার? আজ মণিকাকে নিয়ে দুনিয়ার সামনে তুই নিজের মাকে দোষী করছিস—

সুমন্ত ॥ যা করেছো সেটা দোষ নয়?

মৃণালিনী ॥ তার শতগুণ দোষ তুই করেছিস তোর নিজের মায়ের উপর! নিজে মণিকাকে ছেড়েছিস, আর সমস্ত দোষ চাপাতে চাইছিস আমার ঘাড়ে—

সুমন্ত ॥ আমি যাই করি না কেন, তোমার দোষটা দোষই! তুমি আমাকে মানুষ করতে গিয়ে, আমার ভালো করতে গিয়ে যা ক্ষতি করেছো আমার—

মৃণালিনী ॥ (স্তম্ভিত) আমি তোর ক্ষতি করেছি? আমি?

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ তুমি! ভালোবাসা! মায়ের ভালোবাসা! দুনিয়া থেকে ছিঁড়ে সরিয়ে আঁচল চাপা দিয়ে জড়ভরত বানাবার নাম মাতৃস্নেহ!

মৃণালিনী ॥ (প্রায় জ্ঞান হারিয়ে) যদি ঈশ্বর থাকেন, যদি ধর্ম থাকেন, তবে যে অন্যায় তুই তোর মার উপর আজ করলি, তার—

লোকটা ॥ চলুন, চলুন এখান থেকে, চলুন, আপনার সাক্ষ্য শেষ—

[মৃণালিনীকে মঞ্চের বাইরে রেখে এলো লোকটা। ঘাম মুছলো।]

মি'লর্ড! আসামী কোর্টের কাজে যে রকম বাধা সৃষ্টি—ইয়েস মি'লর্ড, দ্বিতীয় সাক্ষী আনছি। কিন্তু তার আগে এক্সিবিট নাম্বার ওয়ান (চিঠির তাড়া রাখলো জাজের টেবিলে)—ষোলোখানা চিঠি—মৃণালিনী সান্যালের লেখা—সুমন্ত সান্যালকে। কি প্রচণ্ড আকুতি ছেলেকে দেখা করতে বলে, অথচ ও দেখাও করে নি, একটা চিঠির উত্তরও দেয় নি। আর এই যে মি'লর্ড—এক্সিবিট নাম্বার টু—আসামীর লেখা কবিতা। অনেক দিন পরে লিখেছে, কোথায় অনুতাপ করবে, তা না মাতৃস্নেহের প্রতি পারিবারিক পবিত্রতার প্রতি কি প্রচণ্ড অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ—ইয়েস মি'লর্ড, পড়ছি—মি'লর্ড?—ইয়েস মি'লর্ড, দিচ্ছি। (কাগজটা সুমন্তকে দিয়ে) নাও, তুমি পড়ো!

সুমন্ত ॥ (প'ড়ে) নাড়ির বন্ধন
কেটে গেছে জন্মলগ্নে, তবু আমরণ
পাকে পাকে পিষ্ট করে রেখে দাও।

ভুলে যাও—জঠরের বেদনা
শৈশবে গিয়েছে চুকে, আজ তার হিসেব হবে না।
তোমার কল্যাণে আজ বিকলাঙ্গ মন-প্রাণ-দেহ—
আহা, মাতৃস্নেহ!

লোকটা ॥ শুধুমাত্র এই কবিতার অংশটা থেকেই প্রমাণ হয়—ইয়েস মি'লর্ড! দ্বিতীয় সাক্ষী মণিকা বোস।

[মণিকা এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠলো। সুমন্ত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে।]

যাহা বলিব সত্য বলিব—

মণিকা ॥ যাহা বলিব সত্য বলিব—

লোকটা ॥ সর্ব সত্য বলিব—

মণিকা ॥ সর্ব সত্য বলিব—

লোকটা ॥ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।

মণিকা ॥ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।

লোকটা ॥ নাম কি?

মণিকা ॥ মণিকা বোস।

লোকটা ॥ পেশা?

মণিকা ॥ একটা নার্সারি স্কুলে চাকরি করি।

লোকটা ॥ টীচার?

মণিকা ॥ না। এ্যাটেণ্ডেণ্ট। (একটু থেমে) মানে—ছেলে-রাখা ঝি।

সুমন্ত ॥ মণিকা!

মণিকা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। কি করবো? আমি তো ম্যাট্রিক অবধিও পড়তে পেলাম না।

লোকটা ॥ আসামীকে আপনি চেনেন?

মণিকা ॥ হাড়ে হাড়ে চিনি।

লোকটা ॥ আসামীর জন্যেই কি আপনার আজ এই অবস্থা?

মণিকা ॥ আমার কি অবস্থা? এমন কি খারাপ অবস্থাটা আমার?

লোকটা ॥ মানে—এই যে আপনি আজ নার্সারি স্কুলের—

মণিকা ॥ তাতে আপনার কি? আপনার ইস্কুলে চাকরি করি আমি?

লোকটা ॥ মি লর্ড—হোস্টাইল উইট্‌নেস্!—ইয়েস মি'লর্ড, মানছি—আমারই উইট্‌নেস্। (ঘাম মুছে) শুনুন, মিস্ বোস—

মণিকা ॥ মিস্‌ বলছেন কাকে ? আমার দুটো ছেলে আছে।

লোকটা ॥ এই খেয়েছে! আপনার স্বামীও কি বোস না কি ?

মণিকা ॥ স্বামীর পদবী আমি ব্যবহার করি না।

লোকটা ॥ সে কি ? কেন ?

মণিকা ॥ (জাজের টেবিলের দিকে চেয়ে) স্যার, কেস হচ্ছে সুমন্ত সান্যালের, এ লোকটা আমার স্বামীকে নিয়ে টানাটানি করছে কেন ?

লোকটা ॥ স্যার নয়, মি'লর্ড বলতে হয়—

মণিকা ॥ ঐ হোলো! (জাজের ধমক খেয়ে) না স্যার—মি'লর্ড।

[জলন্ত চোখে লোকটার দিকে চেয়ে রইলো। লোকট আবার ঘাম মুছলো।]

লোকটা ॥ আপনি, ইয়ে—আসামীকে চিনতেন ?

মণিকা ॥ কতোবার বলবো ?

লোকটা ॥ মানে—আসামীর সঙ্গে আপনার বেশ—ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

মণিকা ॥ ঘনিষ্ঠতা বলতে কি বোঝায় ?

লোকটা ॥ মানে—ভাব, ইয়ে—যাকে বলে প্রেম—

মণিকা ॥ ছিল বলেই ভেবেছি অনেক দিন।

লোকটা ॥ কতো দিন ?

মণিকা ॥ প্রায় বছর দুই হবে।

লোকটা ॥ ও আপনাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল ?

মণিকা ॥ কথা দেওয়া-দেওয়ির কিছু ছিল না। বিয়ে হবে—এইটাই ধরে নেওয়া ছিল বরাবর।

লোকটা ॥ তারপর কি হোলো ?

মণিকা ॥ ওর প্রেম ছুটে গেলো।

সুমন্ত ॥ মণিকা আমি--

লোকটা ॥ চোপ! আপনি বলুন।

মণিকা ॥ কি আবার বলবো ? প্রেম ছুটে গেলো, পালিয়ে গেলো।

সুমন্ত ॥ মণিকা আমি—(ধমক খেয়ে) ইয়েস মাই লর্ড।

লোকটা ॥ তার মানে বিশ্বাসঘাতকতা করলো ?

মণিকা ॥ অতো শক্ত বাংলা আমি জানি না। লেখাপড়া বেশী শিখি নি তো ?

লোকটা ॥ আপনি তো ওকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন ?

মণিকা ॥ (একটু থেমে) হ্যাঁ বাসতাম।

লোকটা ॥ এখনো ভালোবাসেন ?

মণিকা ॥ (হঠাৎ ক্ষেপে) তাতে আপনার বাপের কি ?

লোকটা ॥ (দু হাত শূন্যে ছুঁড়ে) মি'লড !—ইয়েস মি'লর্ড, আমার উইটনেস্।

মণিকা ॥ মরি মি'লর্ড। আর বলবো না। কিন্তু ওকে আজে-বাজে প্রশ্ন করতে বারণ করে দিন।

[লোকটা ঘাম মুছলো। ঠোঁট চেটে নিলো।]

লোকটা ॥ মিস্ -মিসেস্—

মণিকা ॥ মণিকা বলুন। সবাই তাই বলে।

লোকটা ॥ হয়ে—মণিকাদেবী—

মণিকা ॥ (ঠোঁট উল্টে) ওঃ, দেবী !

লোকটা ॥ ইয়ে—মণিকা, আপনি—মানে, আসামীর মা যখন আপনার স্কুলের ফ্রিশিপটা নষ্ট করলেন, আপনি কি করলেন ?

মণিকা ॥ কি আবার করবো ? ইস্কুল ছেড়ে দিলাম। মায়ের অতো পয়সা ছিল না যে ইস্কুলের মাইনে যোগায়

লোকটা ॥ আপনার বাবা ?

মণিকা ॥ বাবার চাকরি ছিল না বহুদিন। নানারকম রোগের ভাণ করে চাকরি খুঁজতোও না। খাওয়া পরা সব মা চালাতো চাকরি করে।

লোকটা ॥ আসামী তখন আপনার জন্যে কিছু করে নি ?

মণিকা ॥ করতে চেয়েছিল।

লোকটা ॥ কি করতে চেয়েছিল ?

মণিকা ॥ বলেছিল -যেমন করে পারে ইস্কুলের মাইনে জোগাড় করে দেবে।

লোকটা ॥ দেয় নি ?

মণিকা ॥ আমি নিতে রাজী হই নি।

লোকটা ॥ কেন ?

মণিকা ॥ ও কোথায় পেতো টাকা ? ও তো তখন কলেজে।

সুমন্ত ॥ আমি ছাত্র পড়িয়ে—

মণিকা ॥ হ্যাঁ দিতো। ওর নিজের পড়াটি মাথায় উঠতো।

লোকটা ॥ আপনি এতো বড়ো স্বার্থত্যাগ করেছেন ওর জন্যে, তবু ও—

মণিকা ॥ দেখুন, যা বোঝেন না, তা নিয়ে বার বার কথা বলেন কেন বলুন তো ?

লোকটা ॥ ওর উপর তবে কি আপনার কোনো নালিসই নেই ?

মণিকা ॥ নেই আবার !

লোকটা ॥ তা হলে ?

মণিকা ॥ সে কি ও আমার ইস্কুলের মাইনে জোগায় নি বলে ? এই বুদ্ধি নিয়ে ব্যারিষ্টারি করতে এসেছেন ?—না মি'লর্ড, কিছু বলি নি ।

লোকটা ॥ ঠিক আছে, কি নালিশ আপনিই বলুন ।

[মণিকা চুপ করে রইলো]

কই বলুন ?

মণিকা ॥ (তিক্ত হেসে) কি আসে যায় ?

লোকটা ॥ আপনার যাই হোক, কোর্টের আসে যায় ।

মণিকা ॥ কেন ? কোর্টের কি ?

লোকটা ॥ আসামীর বিচার হচ্ছে

মণিকা ॥ তাতে আমার কি ?

লোকটা ॥ শুনুন—ন্যায়, জাষ্টিস্ -

মণিকা ॥ (ক্লান্তভাবে) ওঃ জাষ্টিস্ ! ঠিক আছে, বলুন ।

লোকটা ॥ আপনি বলুন ! কি নালিস আপনার ?

মণিকা ॥ নালিস ? কে জানে, নালিস কি না ? দোষ তো আমারই । আমি অনেক কিছু বিশ্বাস করেছিলাম ।

লোকটা ॥ সেই কথাই তো বলছিলাম তখন—বিশ্বাসঘাতকতা --

মণিকা ॥ কে বিশ্বাস করতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল আমায় ? কি মিল ছিল ওতে আমাতে ? ওর কতো উঁচু ক্লাস, লেখাপড়ায় কতো ভালো, ওদের অবস্থা কতো ভালো, ওরা ব্রাহ্মণ—

সুমন্ত ॥ এগুলো কোনো কথাই নয়—

মণিকা ॥ (ভ্রূক্ষেপ না করে) আমার না ছিল রূপ, না ছিল বুদ্ধি, না ছিল বিদ্যে—

লোকটা ॥ ভালোবাসা ?

মণিকা ॥ ভালোবাসা ! কি দাম তার ?

লোকটা ॥ দাম নেই, বাঃ ? ভালোবাসাই তো—

মণিকা ॥ (হঠাৎ উত্তেজিতভাবে) কিন্তু ও চোট্টামি করলো কেন ? জোচ্চুরি করলো কেন আমার সঙ্গে ? হ্যাঁ, এই তো নালিস ! এটাই নালিস !

লোকটা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন বলুন—

মণিকা ॥ ভাণ করলো কেন? দিনের পর দিন ভাণ করে গেছে। যখন আমার ছায়াটা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে নি, তখন ভালোবাসার কথা বলেছে—

সুমন্ত ॥ মণিকা!

মণিকা ॥ ওর মুখ দেখে বুঝতে পারছি, কথার সুর শুনে বুঝতে পারছি—ও ভাণ করে যাচ্ছে, জোচ্চুরি করছে, তবু—

লোকটা ॥ ভাণ! জোচ্চুরি! মি লর্ড! জেন্টলমেন অফ্ দ্য জুরি!

মণিকা ॥ (গলা চড়ছে) আমি বুঝেও মানতে পারি নি, জেনেও জানতে চাই নি, ও আমার—ও কেন আমার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বললো না—তুমি বেরোও! বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াচ্ছো কোন্ সাহসে?

সুমন্ত ॥ মণিকা—

মণিকা ॥ তা হলেই তো আমার জ্ঞান ফিরতো। তা তো বললো না?

লোকটা ॥ ও তবে কি করলো?

মণিকা ॥ দিনের পর দিন ভাণ করে আমার ভরসা, আমার আশা চুড়োয় তুলে কাপুরুষের মতো সরে গেলো, যাবার আগে মুখটাও দেখিয়ে যেতে পারলো না, আমি—(ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে) এ নালিস আমার জীবনেও যাবে না! মরলেও যাবে না!

লোকটা ॥ মি লর্ড, এক্সিবিট নাম্বার থ্রি—সুমন্ত সান্যালের শেষ চিঠি—"মণিকা, আমি পারলাম না, আমাকে ক্ষমা কোরো।'

মণিকা ॥ (ক্রন্দনবিকৃত চীৎকারে) চোর! জোচ্চোর! কাপুরুষ!

লোকটা ॥ (সুমন্তকে, হিংস্র আনন্দে) এবার? এবার? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

সুমন্ত ॥ মাই লর্ড! আমি এখন সাক্ষীকে জেরা করতে পারি? (যেন অনুমতি পেয়ে) আই থ্যাঙ্ক ইয়োর লর্ডশিপ।

লোকটা ॥ এ সাক্ষীকে জেরা করলে নিজেই মরবে।

[সুমন্ত নেমে এসে মণিকার কাছে এলো। মণিকা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, অন্য দিকে মুখ।]

সুমন্ত ॥ আমি তোমাকে ছেড়ে গেছি তোমার বিদ্যেবুদ্ধির অভাবের জন্যে?

মণিকা ॥ বিদ্যে, বুদ্ধি, রূপ—সব কিছু।

সুমন্ত ॥ তোমাকে প্রথম ভালোবেসেছিলাম, দু'বছর ধরে ভালোবেসে এলাম—বিদ্যে বুদ্ধি রূপের জন্যে?

মণিকা ॥ তখন বোঝো নি—

সুমন্ত ॥ দু বছর পরে বুঝলাম—তোমার বুদ্ধি বিদ্যে কম? রূপ কম?

মণিকা ॥ তা ছাড়া আর কি?

সুমন্ত ॥ আমি অন্য কোনো মেয়ের জন্যে তোমাকে ছেড়েছিলাম?

মণিকা ॥ তখন ছাড়ো নি, কিন্তু পরে—

সুমন্ত ॥ পরের কথা পরে হবে! তখন কি অন্য কোনো মেয়ের জন্যে তোমায় ছেড়েছিলাম?

মণিকা ॥ তা তো বলি নি।

সুমন্ত ॥ তবে বিদ্যা বুদ্ধি রূপ কম মনে হোলো এমনি এমনি?

মণিকা ॥ তোমার তো দু বছরে বিদ্যেবুদ্ধি বেড়েছিল? তুমি তো দিনে দিনে টের পাচ্ছিলে—কতো তফাৎ তোমাতে আমাতে? আমি কথা বলতে জানি না, বই পড়ে বুঝি না। আমাকে নিয়ে সারাজীবন ঘব ক'বতে হবে ভেবে—

সুমন্ত ঘর? ঘর কবতে চেয়েছিলাম আমি তখন?

[মণিকা চুপ ক'রে রইলো]

প্রশান্ত দাসকে মনে আছে তোমার?

মণিকা। (গুম হয়ে) আছে।

সুমন্ত ॥ দু চোক্ষে দেখতে পারতে না তাকে তুমি, মনে আছে?

[মণিকা চুপ ক'রে রইলো]

প্রশান্ত আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। পথ দেখিয়েছিল আমাকে। কি ছিল আমার তখন? আমার ঘরবাড়ী, বাপ মা, আত্মীয় স্বজন, চারি পাশের লোকজন—অসহ্য! অসহ্য! চেপে মেরে ফেলছে সবাই! বাঁচতে দিচ্ছে না। নিশ্বাস নিতে দিচ্ছে না—সেই একই থোর বড়ি খাড়া আব খাড়া বড়ি থোর! সেই কলেজ, সেই বাড়ী, সেই বদ্ধ জীবন—একমাত্র তুমি ছিলে, তোমাকে নিয়ে ডুবে থাকতে চেয়েছিলাম—কিন্তু প্রশান্ত—প্রশান্ত আমাকে বাঁচিয়েছিল। প্রশান্ত দেখিয়েছিল—এ শুধু আমার একার নয়, অনেকেরই। এ আমার গণ্ডীটারই দোষ নয় শুধু—সমস্ত সমাজেরই। এবং সে সমাজটা বদলানো যায়, বদলাতে হবে, বদলানোটাই এক মাত্র কাজ, বেঁচে থাকবার একমাত্র পথ—

মণিকা ॥ এ সব কথা আমাকে বলে কি হবে? আমি এ সব বুঝি না।

সুমন্ত ॥ ঠিক তাই মণিকা। তুমি এ সব বোঝো না। সেদিনও বোঝো

নি। শুধু তাই নয়—বুঝতে চাও নি। দিনের পর দিন বোঝাতে চেয়েছি, বুঝতে চাও নি। বরং প্রশান্তর উপর রেগে গেছো কে এই সব আমার মাথায় ঢুকিয়েছে বলে—

মণিকা ॥ আমার যদি বোঝবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি না থাকে—

সুমন্ত ॥ বিদ্যেবুদ্ধি নয় মণিকা। তুমি ঘর চেয়েছিলে। এক বন্ধ ঘর থেকে নিয়ে আব এক বন্ধ ঘরে পুরতে চেয়েছিলে আমাকে। আর আমি চেয়েছিলাম তোমাকে নিয়ে বন্ধ ঘরগুলো ভাঙবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে—

লোকটা ॥ কোন্ ঘর-ভাঙা কাজে ঝাঁপিয়েছো শেষ পর্যন্ত চাঁদ?

সুমন্ত ॥ (গর্জন করে) চুপ করো তুমি! সে কথা প্রশান্ত এসে বলুক!

লোকটা ॥ আলবৎ বলবে। মি' লর্ড, আমার তৃতীয় সাক্ষী—

সুমন্ত ॥ আমার শেষ হয় নি এখনো। বলো মণিকা?

মণিকা ॥ আমি জানি না। ও সব কিছু আমি বুঝি না। আমি শুধু জানি, আমাকে দিয়ে তোমার হোলো না, তুমি চলে গেলে।

সুমন্ত ॥ না। চলে যাই নি। পালিয়ে গেলাম। আগেই ঠিক বলেছিলে তুমি—পালিয়ে গেলাম। এতো বেশী ভালোবাসতাম তোমায় যে আর কিছুদিন থাকলে ঐ বন্ধ ঘরেই ডুব দিতে হোতো আমায়। আর তা যদি হোতো—আজকের নালিস তা হলে তোমার হাজার-গুণ হয়ে উঠতো!

লোকটা ॥ সাফাই! আত্মপ্রবঞ্চনা! জোচ্চুরির নামান্তর!

সুমন্ত ॥ (কর্ণপাত না করে) মাই লর্ড। বহুদিন আগে লেখা, কাঁচা হাত, তবু এই হোলো এক্সিবিট নাম্বার ফোর।

(কাগজ বার করে পড়তে লাগলো)

বন্ধ জল। গভীরের অন্তরালে
পাতালে পাথরে গাঁথা অনড় প্রাসাদ
অচলায়তন। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার
জড়তার বিষের আস্বাদ।
নাগকন্যা পাতালের রাণী,
তোমার এ হাতছানি—কবরের ডাক।
বুকে যতো তন্ত্রী আছে ছিঁড়ে যায় যাক,
তবুও ভাসার মন্ত্রে ভেসে যাই স্রোতে

প্রলয়ের পথে।

বাঁধের অচল ভিতে ভাঙনের শব্দ শোনা যায়,

নাগকন্যা। তোমাকে বিদায়।

মণিকা ॥ নাগকন্যা! পাতালের রাণী। তুমি আজ স্বর্গে উঠেছো, আমি নার্সারি স্কুলে ছেলে-রাখা ঝি। আমার ছেলে দুটো মানুষ হবে না। তাদের বাবা এখন কোন্ সহরে মদ খেয়ে প'ড়ে আছে কেউ জানে না। তুমি স্বর্গে থাকো—আমার নালিস যাবে না। কোনোদিন যাবে না।

[বলতে বলতে দ্রুত চলে গেলো মণিকা]

লোকটা ॥ মি'লর্ড। জেন্টলমেন অফ দ্য জুরি। তৃতীয় সাক্ষী—প্রশান্ত দাস।

[প্রশান্ত এসে কাঠগড়ায় উঠলো। সুমন্তও ফিরে গেছে যথাস্থানে।]

যাহা বলিব—

প্রশান্ত ॥ (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) যাহা বলিব সত্য বলিব, সর্বসত্য বলিব, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না। নাম প্রশান্ত দাস। রাজনীতি করি—হোলটাইমার। আসামীকে আমি চিনি। ঐখানে দাঁড়িয়ে—সুমন্ত সান্যাল।

লোকটা ॥ আপনি তো আমার কাজ অনেক সংক্ষেপ করে দিলেন।

প্রশান্ত ॥ আমার সময় নেই বেশী। একটা জরুরী মিটিং আছে।

লোকটা ॥ তবে আপনিই বলে দিন আসামীর সম্বন্ধে কি জানেন—আরো সংক্ষেপে হবে।

প্রশান্ত ॥ বলবার কিছু নেই। ও আমার কাছে এখন মৃত।

লোকটা ॥ কি কারণে?

প্রশান্ত ॥ ওর আর আমার পথ এখন আলাদা।

লোকটা ॥ আপনাদের পথ এক ছিল কবে?

প্রশান্ত ॥ অনেক দিন। সেই কলেজ জীবন থেকে।

লোকটা ॥ কি করে এক হোলো? আপনি ওকে আপনার পথে টেনেছিলেন?

প্রশান্ত ॥ কেউ কাউকে কারো পথে টানতে পারে না, যদি তার নিজের সে পথে আসার দরকার না থাকে।

লোকটা ॥ কি রকম দরকার?

প্রশান্ত ॥ সে কি আপনি বুঝতে পারবেন?

লোকটা ॥ দেখুন, আপত্তিকর মন্তব্য করবেন না। আপনার চেয়ে আমার বুদ্ধি কিছু কম নয়।

প্রশান্ত ॥ বুদ্ধির কথা হচ্ছে না।

লোকটা ॥ তবে কি ?

প্রশান্ত ॥ এ দুনিয়াটাকে আপনার কেমন লাগে ?

লোকটা ॥ আপনার কাজ উত্তর দেওয়া। প্রশ্ন আমি করবো।

প্রশান্ত ॥ বলুন না কেমন লাগে ? তা হলে আমার উত্তর দিতে সুবিধে হবে।

লোকটা ॥ মন্দ কি ? ভালোই লাগে।

প্রশান্ত ॥ আমার ভালো লাগে না। আমি এ দুনিয়াটাকে বদলাতে চাই। এই আমার দরকার। এ দরকার আপনাকে বোঝাব কি করে ?

লোকটা ॥ আশার্মীরও তাই দরকার ছিল ?

প্রশান্ত ॥ ছিল। একদিন। তাই আমাদের পথে এসেছিল। আমি টেনেছি বলে নয়।

লোকটা ॥ আপনাদের পথ মানে—এই দুনিয়াটাকে বদলাবার পথ ?

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ।

লোকটা ॥ এ পথে আসবার আগে ওর কি পথ ছিল ?

প্রশান্ত ॥ নিজের গণ্ডীর মধ্যে ছটফট করতো। চারি পাশের সব কিছু অসহ্য লাগতো, তবু তা নিয়ে একা কিছু করতে পারতো না। নিজেকে সিনিক্ সাজিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতো।

লোকটা ॥ সিনিক সাজিয়ে বাঁচাটা কি বস্তু ?

প্রশান্ত ॥ ধর্ম পরিবার বিবাহ প্রেম—সব কিছু নিয়ে কতকগুলো সিনিক্ বুলি কপচানো। সব বাজে, কিন্তু এই হয়, কিছু করবার নেই। এরই মধ্যে বাঁচো। কিছু আশা কোরো না, কোনো কিছুকে মূল্য দিও না, কোনো নীতির বালাই রেখো না, মেয়েদের ধরে নাও পুরুষের হাতের খেলনা, দায়িত্ব ব'লে—

লোকটা ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান ! মণিকাকে ঠিক পুরুষের হাতের খেলনা মনে করতো তা তো মনে হোলো না ?

প্রশান্ত ॥ না, তা করতো না। ঐ ফিলজফির এইখানেই তো মজা। সব কিছু বাজে, তবু এই বাজে দুনিয়াতেই একটা অতি সাধারণ ঘরোয়া মেয়ের প্রেমে ডুবে থাকতে চাইতো।

লোকটা ॥ একেবারে বুদ্ধু ছিল মনে হচ্ছে ?

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, আপনাদের পাঁচজনের মতোই ছিল তখন।

লোকটা ॥ তার মানে ? মিলর্ড, আই প্রোটেষ্ট !—হয়েস মি'লর্ড, আমার উইট্‌নেস্। আপনি—বুঝলেন—আপনি কথাবার্তাগুলো একটু

প্রশান্ত ॥ আর কি প্রশ্ন আছে বলুন না মশাই ? খামোখা সময় নষ্ট করাচ্ছেন কেন ?

লোকটা ॥ আপনার পথে এসে ও কি করলো ?

প্রশান্ত ॥ আমার পথ নয়, ওটা সবই পথ ছিল। এ পথে আসবার দরকার ওর আমার থেকে বেশী ছাড়া কম ছিল না।

লোকটা ॥ তবে ও পথ ছাড়লো কেন ?

প্রশান্ত ॥ জানি না। হয়তো ফ্রাসটেশন।

লোকটা ॥ কিসের ফ্রাসট্রেশন ?

প্রশান্ত ॥ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ সালে ফ্রাসটেশনের যথেষ্ট কারণ ছিল আমাদের মতো লোকের

লোকটা ॥ কি কারণ ?

প্রশান্ত ॥ আপনাকে কি এখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস শেখাতে হবে না কি ?

লোকটা ॥ শেখাবার কথা হচ্ছে না। জানতে চাইছিলাম—এমন কি অবস্থা হোলো যাতে আপনার ফ্রাসটেশন হোলো না, ওর হোলো ?

প্রশান্ত ॥ আমার হয় নি কে বলেছে আপনাকে ?

লোকটা ॥ আপনি তো রাজনীতি ছাড়েন নি ?

প্রশান্ত ॥ না, কারণ রাজনীতি ছাড়া আমার কিছু করবার নেই। পার্টির ভিতরে যদি গোলমাল দেখি, আমি সমালোচনা করবো, চেঁচাবো, গালাগাল করবো, কিন্তু ওর মতো ছেড়ে বেরিয়ে যাবো না।

লোকটা ॥ ও ছেড়ে বেরিয়ে গেছে বলে তা হলে আপনার কোনো নালিস নেই ?

প্রশান্ত ॥ আলবাৎ আছে।

লোকটা ॥ কেন ?

প্রশান্ত ॥ ও পারতো। অনেক কিছু পারতো। ওর উপর ভরসা ছিল আমাদের। এ পথে ওর মতো লোককেই দরকার। (উত্তেজিত স্বরে) দেখতে পাচ্ছেন না আজকের অবস্থা ? সব কি রকম ভেঙে চুরে যাচ্ছে ? কোনোদিকে এগোনো যাচ্ছে না ? অথচ সব কিছু

ভেঙে ঢেলে সাজাবার এতো বেশী দরকার কখনো হয় নি ভারতবর্ষে, এতো বড়ো সুযোগও আসে নি বোধ হয় আগে!

লোকটা ॥ দেখুন, আদালতে এ সব বিপ্লবী রাজনীতি প্রচার করবেন না।

প্রশান্ত ॥ কেন? আপনার কি ভয় হচ্ছে এখানকার সবাই বিপ্লবী হয়ে যাবে আমার বক্তৃতা শুনে?

লোকটা ॥ বাজে কথা রেখে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

প্রশান্ত ॥ প্রশ্ন না করলে জবাব দেবো কিসের?

লোকটা ॥ রাজনীতি ছেড়ে আসামী কি করলো?

প্রশান্ত ॥ পড়াশুনো ধরলো আবার। এম্-এস্-সি পাস করলো। আরো ভালো চাকরি পেলো। তারপর ভগবান জানেন কতো ঘাট ঘুরে এখন না কি কবি হয়েছে। কিন্তু আমার তাতে কি বলতে পারেন?

লোকটা ॥ আপনার কিচ্ছু না?

প্রশান্ত ॥ আমার কি? আমার কাছে তো ও মৃত।

লোকটা ॥ আপনার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতি করে নি এ লোকটা?

[প্রশান্ত জবাব দিলো না]

কি হোলো, বলুন?

প্রশান্ত ॥ করেছে।

সুমন ॥ প্রশান্ত!

লোকটা ॥ (উদগ্রীব ভাবে) কি ক্ষতি? কি ক্ষতি করেছে?

প্রশান্ত ॥ সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

লোকটা ॥ দেখুন, আদালতে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কিছু নেই। সর্ব সত্য বলতে হয়।

প্রশান্ত ॥ (অল্প থেমে) ও আমার একমাত্র বন্ধুকে হত্যা করেছে।

লোকটা ॥ (লাফিয়ে উঠে) এই পেয়েছি! হত্যা! মার্ডার! মি'লড! জেন্টল্‌মেন অফ্ দ্য জুরি! শুনে রাখুন—মার্ডার! খুন! কাকে? কাকে? কি নাম তার?

প্রশান্ত ॥ সুমন্ত সান্যাল।

লোকটা ॥ সুমন্—(থমকে) অ্যাঁ?

প্রশান্ত ॥ (খানিকটা আপন মনে) পাঁচশ বছর রাজনীতি করছি। আত্মীয় পরিবার বলতে কিছু নেই। কোনো মেয়েকে ঢুকতে দিই নি

জীবনে। রঙীন সূর্যাস্ত, দক্ষিণে হাওয়া, পাখীর গান—এ সব একটু থেমে নিজেকে ভুলে ভোগ করতে পারি নি কোনোদিন। একমাত্র সম্বল ছিল—(হঠাৎ ফিরে সুমন্তর দিকে আঙুল দেখিয়ে তীব্র অভিযোগে) ঐ লোকটার বন্ধুত্ব! এই সমস্ত অভাব আমার মিটতো ঐ লোকটার সঙ্গে দু দণ্ড কথা বলে! কতোখানি যে মিটতো তখন বুঝতাম না, টের পেলাম যখন ও সেই বন্ধুটাকে হত্যা করলো।

[নেমে এসে সুমন্তর মুখোমুখি দাঁড়ালো]

কি পেয়েছিস তোর এখনকার দুনিয়ায়? কি পেয়েছিস তুই, বলতে পারিস? কিসের জন্যে তুই—

[হঠাৎ থেমে গেলো। ফিরে এলো।]

সরি মাই লর্ড। এগুলো আমার ব্যক্তিগত কথা, রেকর্ড থেকে কেটে দিতে হুকুম দিন।

লোকটা ॥ রেকর্ড থেকে কেটে দেবো কি? এই তো নালিশ।

প্রশান্ত ॥ কার নালিশ? কিসের নালিশ? আমি আমার পথে আছি, ও ওর পথে গেছে। বন্ধুত্বে দাবী চলে না। তা যদি চলতো, তবে বন্ধুত্ব দুনিয়ার সব চেয়ে বড়ো সম্পর্ক হোতো না।

লোকটা ॥ কিন্তু আপনি—

প্রশান্ত ॥ (কথা কেটে) আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে?

লোকটা ॥ ঠিক প্রশ্ন নয়। তবে—

সুমন্ত ॥ আমার আছে।

[প্রশান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সুমন্ত কাছে এলো।]

আমি রাজনীতি ছেড়ে চলে গিয়ে প্রশান্ত দাসের বন্ধুকে খুন করেছি। যদি আঁকড়ে পড়ে থাকতাম, তাহলেও কি সুমন্ত সান্যাল খুন হোতো না?

প্রশান্ত ॥ আমি জানি না।

সুমন্ত ॥ না জানলে চলবে কেন? আমি যদি অবিকল তোর মতো হতাম, তোর কোন অভাব মিটতো আমার বন্ধুত্বে? তুই যদি আমার মতো হতিস, তাতে আমারই বা কি অভাব মিটতো?

প্রশান্ত ॥ জানি না।

সুমন্ত ॥ এ ছাড়া আর উপায় ছিলো না রে প্রশান্ত। রাজনীতি ছাড়লে তুই মরতিস, না ছাড়লে আমি মরতাম। আমি আত্মহত্যা করলে কি তোর বন্ধু বেঁচে থাকতো?

প্রশান্ত ॥ হয় তো তোর কথাই ঠিক। কিন্তু রাজনীতি না ছাড়লে তোকে মরতে হোতো—এই ঘটনাটাই তোকে মৃত করেছে আমার চোখে। হয় তো এ ছাড়া অন্য কিছু হবার ছিল না।

সুমন্ত ॥ এ দুনিয়ায় এই রকমই হয়।

প্রশান্ত ॥ সেই জন্যেই তো এই দুনিয়াটা পাল্টাতে চাই।

সুমন্ত ॥ আমিও চাই। কিন্তু তোর পথে পাবি নি। হেরে গেছি।

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, হেরে গেছিস। আমার চোখে। কিন্তু শেষ বিচার আমি করবার কে?

লোকটা ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান! কি আরম্ভ করেছেন কি আপনারা? বিচার কোর্ট করবে। এই—এই—তুমি তফাৎ যাও। মি লর্ড, আসামী—

প্রশান্ত ॥ (হঠাৎ জোর গলায়) মাই লর্ড, আমার সাক্ষ্য শেষ, আমি যাচ্ছি।

লোকটা ॥ দাঁড়ান দাঁড়ান, প্রশান্তবাবু!

[কিন্তু প্রশান্ত চলে গেছে]

মি'লর্ড, সাক্ষী—ইয়েস মি লর্ড। চতুর্থ সাক্ষী—প্রফেসর অমিয় মুখার্জি।

[অমিয় এসে কাঠগড়ায় উঠলেন]

যাহা বলিব সত্য বলিব, সর্বসত্য বলিব—

অমিয় ॥ যাহা বলিব সত্য বলিব সর্বসত্য বলিব—

লোকটা ॥ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।

অমিয় ॥ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না।

লোকটা ॥ নাম?

অমিয় ॥ অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

লোকটা ॥ পেশা?

অমিয় ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

লোকটা ॥ আসামীকে আপনি চেনেন?

অমিয় ॥ সুমন্ত সান্যাল। আমার ছাত্র।

লোকটা ॥ কি রকম ছাত্র ছিল সে?

অমিয় ॥ খুব ভালো ছাত্র। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, শেখবার জানবার ইচ্ছেও

ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু পরীক্ষায় যতোটা আশা করেছিলাম, তা হয় নি।

লোকটা ॥ তার মানে ফাঁকি মেরেছিল।

অমিয় ॥ না বোধ হয়। আসলে পরীক্ষার জন্যে পড়াশুনা করতো না ও।

লোকটা ॥ তবে আবার কিসের জন্যে পড়ে মানুষে?

অমিয় ॥ হয় তো জানবার জন্যে। শিখবার জন্যে।

লোকটা ॥ জানলে শিখলেই তো লোকে পরীক্ষায় ভালো করে?

অমিয় ॥ কে বললে?

লোকটা ॥ কি জানি স্যার, আপনি প্রফেসর, আপনিই ভালো জানেন। সে যাই হোক, আসামী যে অপরাধ করেছে এটা তো আপনি মানেন?

সুমন্ত ॥ মাই লর্ড, লার্নিং কোয়েশ্চেন—সাক্ষীর মুখে কথা জোগানো হচ্ছে—

লোকটা ॥ তোমার মাথা করা হচ্ছে—আই বেগ ইয়োর লর্ডশিপ্‌স্ পার্ডন, অন্য প্রশ্ন করছি। আসামী কি সব কাজ উচিত মতো করেছিল?

অমিয় ॥ আমি যা আশা করেছিলাম, তা করে নি।

লোকটা ॥ ঐ হোলো। আপনি এতো বড়ো পণ্ডিত, আপনি কি আর অনুচিত কিছু আশা করতে পারেন?

সুমন্ত ॥ মাই লর্ড, সাক্ষীকে—সরি মাই লর্ড।

লোকটা ॥ কি রকম? হোলো তো? আরো পাকামি করতে এসো?—সরি মি'লর্ড। আপনি কি আশা করেছিলেন?

অমিয় ॥ আমি আশা করেছিলাম ও রিসার্চ করবে। ফেলোশিপও জোগাড় করে দিয়েছিলাম একটা।

লোকটা ॥ অতো এলেম কি ছিল ওর পেটে?

অমিয় ॥ ছিল। অনেক কিছু করতে পারতো ও। ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলো সব কিছু। ওর মতো ছেলের কোনো অধিকার ছিল না ওরকম ভাবে ছেড়ে দেবার।

লোকটা ॥ পড়া ছেড়ে কি ধরলো ও?

অমিয় ॥ চাকরি। চাকরিটা খুব ভালোই পেয়েছিল।

লোকটা ॥ ভালো চাকরি পেলে আর পড়বে কেন লোকে?

অমিয় ॥ আমি 'লোকের' কথা বলছিলাম না। সুমন্ত সান্যালের কথা বলছি।

লোকটা ॥ সুমন্ত সান্যাল চাকরি না করে রিসার্চ করলে জগতের কি উপকারটা হোতো?

অমিয় ॥ কি বলছেন আপনি? আমাদের সাবজেক্টে কতো কি করবার আছে—কোনো ধারণা আছে আপনার?

লোকটা ॥ তা ও-ই কি ইউনিভার্সিটির একমাত্র ভালো ছাত্র না কি? পরীক্ষাতেও তো তেমন ভালো করে নি বলছেন?

অমিয় ॥ পরীক্ষায় ভালো করলেই সব সময়ে ভালো রিসার্চ করা যায় না। জানবার নেশা লাগে। মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা লাগে। সাংসারিক আরাম সম্বন্ধে নিস্পৃহতা লাগে। সে সব ওর ছিল।

লোকটা ॥ ছিল? আপনিই তো বলছেন ভালো চাকরির লোভে ও—

অমিয় ॥ একবারও বলি নি। ভালো চাকরি পেয়েছে বলেছি। তার জন্যে রিসার্চ ছেড়েছে একবারও বলি নি।

লোকটা ॥ আর কি হতে পারে?

অমিয় ॥ (অন্যমনস্কভাবে) জানি না। ওকে ঠিক বুঝি নি আমি কোনোদিন। এখন শুনেছি সাহিত্য লেখে, খুব নামডাক হয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ কি হোতো না, যদি রিসার্চ করে—(সচকিত হয়ে) থাক গে, ও সব ভেবে আর কি হবে?

লোকটা ॥ আপনার তা হলে দৃঢ় বিশ্বাস রিসার্চ ছেড়ে ও অন্যায় করেছে?

অমিয় ॥ হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস।

সুমন্ত ॥ কেন স্যার?

লোকটা ॥ তোমাকে কে কথা বলতে বলেছে এর মধ্যে?

সুমন্ত ॥ ক্রস্ একজামিনেশন। তুমি তখন থেকে শুধু বাজে প্রশ্ন করে চলেছো—

লোকটা ॥ (চেঁচিয়ে) মি'লর্ড—(ধমক খেয়ে) ইয়েস মি'লর্ড।

সুমন্ত ॥ বলুন স্যার, কি অন্যায় করেছি আমি?

অমিয় ॥ বিজ্ঞানের ক্ষতি করেছো। বিজ্ঞান তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করেছিল।

সুমন্ত ॥ বিজ্ঞান? না আপনি?

অমিয় ॥ (বিস্মিত) আমি? আমি কে?

সুমন্ত ॥ প্রশান্ত বলে গেলো—রাজনীতি আমার কাছে অনেক কিছু পেতে পারতো। রাজনীতি? না প্রশান্ত? বিজ্ঞান, না আপনি?

অমিয় ॥ আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল কিছু?

সুমন্ত ॥ জানি না। সেইটাই আমার প্রশ্ন। আপনাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কি কিছুই নেই? প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত স্বার্থে ছাড়ছি, কিন্তু আপনারাও কি ব্যক্তিগত স্বার্থে আমাকে আটকাতে চান নি?

লোকটা ॥ মি'লর্ড, আসামী ডিফেণ্ড না করে উল্টো চার্জ করছে! এ জেরা চলবে না!

সুমন্ত ॥ আসামী নয়, ডিফেন্স কাউন্সেল ডিফেণ্ড করছে। আর ডিফেন্সের সব চেয়ে ভালো পদ্ধতি অ্যাটাক।

লোকটা ॥ ও সব বুলি আদালতে চলবে না। মি'লর্ড, রুলিং চাই!—ইয়েস মি'লর্ড?—অল রাইট মি'লর্ড। ঠিক আছে, চালাও, আমারও দিন আসবে।

সুমন্ত ॥ বলুন স্যার।

অমিয় ॥ কি বলবো? তুমি যাকে স্বার্থ বলছো, আমি তাকে স্বার্থ বলি না। একটা সময় ছিল, যখন আমি মোটা মাইনের চাকরি পেয়েও নিই নি—বিসর্জন করেছি। জ্ঞানটাকে ডিগ্রির তকমায় এঁটে বিক্রি করি নি। জ্ঞান বাড়াতে হয়, ছড়াতে হয়—এইটাই জেনেছি। আর কিছু আমি জানি না।

সুমন্ত ॥ যদি বলি ঐটাই আপনার স্বার্থ?

অমিয় ॥ কি যুক্তিতে বলবে?

সুমন্ত ॥ জ্ঞান বাড়ালে আপনি বাড়েন। জ্ঞান ছড়ালে আপনি ছড়ান। আমাদের মতো ছাত্রদের মধ্যে আপনি নিজেরই প্রকাশ খুঁজেছেন।

অমিয় ॥ (উত্তেজিত) বিকৃত অর্থ করছো তুমি!

সুমন্ত ॥ ইগো ইগো। অহম্! আপনার অহমের প্রকাশ আমাদের মধ্যে!

অমিয় ॥ কক্ষনো না! বেঁচে থাকার দাম দিতে হয়! আমি সেই দাম দেবার চেষ্টা করেছি সারাজীবন, আজও করছি! একে অহম্ বলে উড়িয়ে দাও তুমি কোন্ সাহসে?

সুমন্ত ॥ বেঁচে থাকার দাম দেবার চেষ্টা আমিও করেছি, আমিও করি। ঐ কারণেই আপনারা এক একটা পথ আঁকড়ে ধরে চিরজীবন

চলেন, আর ঐ একই কারণে আমি কেবলই এক পথ থেকে আর এক পথে ঠিকরে পড়ি থেকে থেকে।

অমিয় ॥ সেটা কি অহম্ হোলো?

সুমন্ত ॥ না, কিন্তু অন্যকে নিজের পথে আটকে রাখার ইচ্ছেটা অহম্ ছাড়া কি?

অমিয় ॥ যে পথে তুমি গেছিলে, সে পথেই কি জীবনের সত্যমূল্য দিতে পারবে ভেবেছিলে?

সুমন্ত ॥ না। আমি পথ খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

অমিয় ॥ এ রকম ভেসে বেড়াবার চেয়ে—

সুমন্ত ॥ রিসার্চে আটকে থাকলে ভালো হোতো—এই তো? হোতো না স্যার। ভালো হোতো কি না জানি না, আমার হোতো না।

অমিয় ॥ তোমাকে শুধু অস্থিরচিত্ত ব'লে জানতাম। এখন দেখছি তোমার চিন্তাধারাও বিকৃত। তুমি অস্থিরচিত্ততার একটা লজিকও খাড়া করেছো!

লোকটা ॥ ঠিক বলেছেন স্যার! অস্থির! বিকৃত! আগাগোড়া ক্রিমিন্যাল!

অমিয় ॥ আপনি আবার ও সব কি এনে ফেললেন এর মধ্যে?

লোকটা ॥ আসামীর স্বরূপ আপনি খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন জুরির সামনে! একেবারে কাপড় কাচা করে ছেড়ে দিয়েছেন!

অমিয় ॥ মাই লর্ড, এই বাতুলটিকে চুপ করতে বলবেন?

লোকটা ॥ কি বললেন?

সুমন্ত ॥ অস্থিরচিত্ত? স্থিরচিত্ত জীবনে একবারই হয়েছিলাম। প্রশান্ত করেছিল। পথ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না তখন, কোনো সংশয় ছিল না। টানা পাঁচবছর। ঐ পথই যখন উনপঞ্চাশ সালে এক ধাক্কায় তছনছ হয়ে গেলো, তখন আর স্থিরচিত্ত থাকবার—

লোকটা ॥ এরা সবাই দেখি উনপঞ্চাশ সাল আওড়ায়! উনপঞ্চাশে এমন কি হয়েছিল যে—

সুমন্ত ॥ তোমার কিছুই হয় নি। অনেকেরই কিছু হয় নি। হয়েছিল আমাদের মতো গোটাকয়েক লোকের, যারা মনে ক'রেছিল উনপঞ্চাশ সালের ন'উই মার্চ রেল ধর্মঘট থেকে বিপ্লবের সুরু।

লোকটা ॥ আবার আদালতে বিপ্লবের কথা! মি'লর্ড—

সুমন্ত ॥ বিপ্লব হোলো না। রেলষ্ট্রাইকও হোলো না। শুধু তাদের চোখ ফুটলো। তারা দেখলো—পায়ের নীচে যেটাকে এতোদিন শক্ত জমি ভেবে এসেছে—সেটা কাদা, চোরাবালি।

লোকটা ॥ শোনো, এটা কাব্য করবার জায়গা নয়।

সুমন্ত ॥ আপনি স্থিরচিত্ত বিজ্ঞানের সেবক খুঁজেছেন আমার মধ্যে? জানেন—আমি পড়াশুনা আবার সুরু করেছিলাম কেন?

অমিয় ॥ না।

সুমন্ত ॥ শুনে চমকাবেন না। বেলিংটা শক্ত করে ধরুন। সুরু করেছিলাম, কারণ তা না হলে হয় গাঁজা ধরতাম, না হয় সুইসাইড করতাম।

অমিয় ॥ সুমন্ত!

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ স্যার, সত্যি কথা। আপনারা জ্ঞান-সঞ্চয়ে জ্ঞান বিতরণে স্থিরচিত্ত বরাবর, আপনারা এসব বুঝবেন না।

লোকটা ॥ প্রফেসরকে অসম্মান! ক্রিমিন্যাল!

অমিয় ॥ বেশ তো, যে কারণেই হোক, সুরু যখন করলে, তখন ছাড়লে কেন?

সুমন্ত ॥ জানি না। সব পুরোনো হয়ে গেলো। অর্থহীন হয়ে গেলো। সেই থোর বড়ি খাড়া। মনে হোলো কি হবে আর পড়ে?

অমিয় ॥ তাই চাকরি নিলে

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ নিলাম। কিছু পাবার আশা করি নি, তবু পেয়েছিলাম। কিছুদিনের মতো ভালো লেগেছিল কাজটা। কিছুদিনের মতো ডুবতে পেরেছিলাম। মিষ্টার শ্রীবাস্তব তার সাক্ষী।

লোকটা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার পঞ্চম সাক্ষী মিষ্টার এন-সি-শ্রীবাস্তব—

অমিয় ॥ তুমি যাই বলো, যতোই বলো—আমি কিছুতেই মানতে পারছি না যে তুমি ঠিক করেছো।

সুমন্ত ॥ (ক্লান্তভাবে) আপনার মানবার দরকার নেই স্যার। মাই লর্ড, আমার ক্রস একজামিনেশন শেষ।

লোকটা ॥ আসুন স্যার, এই দিকে। (যেতে যেতে নীচু গলায়) ওকে বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই স্যার, ব্যাটা একের নম্বর বজ্জাত—নো মি'লর্ড, কিছু বলি নি!

[অমিয় চলে গেলেন]

পঞ্চম সাক্ষী মিস্টার এন-সি-শ্রীবাস্তব।

লোকটা ॥ আমরা এই কোর্টের কাজ বাংলায় চালাই।

শ্রীবাস্তব ॥ হাঁ বোলুন, হামি বাংলা বুঝে।

লোকটা ॥ আপনার নাম?

শ্রীবাস্তব ॥ এন-সি-শ্রীবাস্তব।

লোকটা ॥ পেশা?

শ্রীবাস্তব ॥ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এস্-কে-ইণ্ডাস্ট্রিজ্ লিমিটেড।

লোকটা ॥ আসামীকে আপনি চেনেন?

শ্রীবাস্তব ॥ শিওর! সানিয়াল—ওয়ান অফ আওয়ার—আই মীন্—আমাদের একজোন অফিসার ছিলো।

লোকটা ॥ কি অফিসার?

শ্রীবাস্তব ॥ গোড়ায় রিসার্চ এ্যাসিষ্ট্যান্ট ছিলো। ছ' মাহিনার মধ্যে রিসার্চ অফিসার—দেন্ আই ব্রট্ হিম ট্ দ্য ম্যানেজমেণ্ট। ব্রাইট্ ইয়ং চ্যাপ্—চটপট শিখতো, খাটতো—ম্যানেজমেণ্টে লিয়ে আসলাম জুনিয়র এক্জিকিউটিভ করে। কিন্তু—

[জিভ্ দিয়ে 'চুক' করে শব্দ করে মাথা নাড়লেন]

লোকটা ॥ পারলো না? ফেল করলো?

শ্রীবাস্তব ॥ না না, ফেল নেই, ফেল নেই! ইট্ ওয়াজ্ এ কোয়েশ্চেন অফ্ এ্যাডজাস্টমেণ্ট—মানে, ঠিক—

লোকটা ॥ মানিয়ে চলতে পারলো না?

শ্রীবাস্তব ॥ এক্জ্যাক্টলী! ওয়েল, নট্ এক্জ্যাক্টলী, বাট্—

লোকটা ॥ ঝগড়া করতো?

শ্রীবাস্তব ॥ না না, ঠিক ঝগড়া নেই, বাট ইন্ এ ওয়ে—হাঁ, ঝগড়াভি বোলতে পারেন, আই মীন্—

লোকটা ॥ সোজা কথা—লোকটা অত্যন্ত বদ ছিল—

শ্রীবাস্তব ॥ নো নো, নট্ রিয়েলী। আই উড্‌ন্ট্ গো দ্যাট্ ফার—

লোকটা ॥ একটা কথা বলুন তো মিষ্টার শ্রীবাস্তব? ওকে তো আপনারা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাই না?

শ্রীবাস্তব ॥ ওয়েল, ইন এ ওয়ে—হি ওয়াজ আস্কিং ফর ইট। এমোন কাণ্ডো

করলো। [illegible] হামরা বাধ্য হলাম ওকে [illegible] করতে। আর ও[illegible]

ব্যাপার সে—ও নিজেই ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলো।

[illegible]কটা ॥ তাড়িয়ে দেওয়া হোলো, অথচ বলছেন নিজে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলো—আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না—

সুমন্ত ॥ কোন্ কথাটা এখন অবধি বুঝতে পারছো তুমি?

লোকটা ॥ ইউ শাট আপ্!

শ্রীবাস্তব ॥ ওয়েল সানিয়াল, আই মাস্ট সে—তুমি হামাদের হতাশ কোরেছো।

সুমন্ত ॥ সেটা আপনাদের দোষ।

শ্রীবাস্তব ॥ হোয়াট্ ডু ইউ মীন?

সুমন্ত ॥ রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট থেকে টেনে ম্যানেজমেণ্টে নিয়ে যেতে কে বলেছিল আপনাদের?

শ্রীবাস্তব ॥ ইট ওয়াজ্ এ ব্রেক ফর ইউ। তিনশো টাকা তন্‌খা বাড়লো, গ্রেট প্রস্‌পেক্টস্—

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ বাড়লো। কাজ কি পেলাম? বারো আনা সময় কাটতো হোটেলে আর বার-এ, ক্লায়েণ্টদের তোয়াজ করতে—

শ্রীবাস্তব ॥ ইট্‌স্ পার্ট অফ দ্য গেম্!

সুমন্ত ॥ বীয়ার আর হুইস্কী! আর টাকা। মোটা মাইনে, দামী ফ্ল্যাট, কোম্পানীর গাড়ী—

শ্রীবাস্তব ॥ রাইট্ ম্যান্‌কে হামরা—উই অলওয়েজ পে ওয়েল—

সুমন্ত ॥ ওয়েল, আই ওয়াজ্ দ্য রং ম্যান।

শ্রীবাস্তব ॥ (অল্প চটে) হাঁ, তাই তো দেখা গেলো শেষকালে! বীয়ার আর হুইস্কী তোমার মাথাটা গড়বড় করিয়ে দিলো। তা না হ'লে তুমি ঐ দিন—

লোকটা ॥ কি, কি? মাতলামি করেছে? অফিসে?

সুমন্ত ॥ (চড়া গলায়) অফিসে নয়—ককটেল পার্টিতে! অফিসে হলে কিছু বলতো না ওরা—

শ্রীবাস্তব ॥ পাঁচ লাখ টাকার অর্ডার ছুটে গেলো হামাদের—

সুমন্ত ॥ তার আগে অমন বহু পাঁচ লাখ টাকার অর্ডার পাইয়ে দিয়েছি, যা ঐ অফিসে আর কেউ আনতে পারতো না!

শ্রীবাস্তব ॥ বাট্ হোয়াই দ্য হেল ডিড্ ইউ ডু ইট? হামি জানে তুমি মাতাল

হও নি সেদিন! ইচ্ছা কোরে কোরেছো—ইউ ডিড্ ইট্ ডেলিবারেটলী! ইন কোল্ড ব্লাড!

সুমন্ত ॥ কি ক'রে জানলেন?

শ্রীবাস্তব ॥ হামি জানে! আই নো!

লোকটা ॥ না না মিস্টার শ্রীবাস্তব—লোকটা সত্যিই মাতাল, অত্যন্ত বেয়াড়া টাইপ—

শ্রীবাস্তব ॥ ডোণ্ট থিঙ্ক অ্যায়াম এ ফুল সানিয়াল। ওইটুকু হামি বুঝতে পারে! কিন্তু বুঝতে পাবে না—কেনো? হোয়াই? হোয়াই ডিড্ ইউ হ্যাভ টু ডু ইট্? চাকরি ছোড়বাব কি দুসরা রাস্তা ছিল না?

সুমন্ত ॥ (একটু থেমে) না ছিল না।

শ্রীবাস্তব ॥ তুমি রিজাইন কোরতে পারতে। ভালো সার্টিফিকেট পেতে!

সুমন্ত ॥ পেয়ে ঐ রকম একটা ফার্মে যেতাম। আবাব পার্টিদের তোয়াজ করতাম হোটেলে বাবে নাইট ক্লাবে—

শ্রীবাস্তব ॥ হামি বুঝতে পাবে না—

সুমন্ত ॥ না মিষ্টার শ্রীবাস্তব। আপনাব বুঝতে পারার কথা নয়। বক্তে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিলেন আপনাবা টাকা দিয়ে। টাকাব অভ্যেস করিয়ে দেন আপনাবা ঐ আপনাদের পদ্ধতি!

শ্রীবাস্তব ॥ ননসেন্স্!

[সুমন্ত নেমে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো]

সুমন্ত ॥ মাতাল হই নি সেদিন বলছেন? ভুল কথা! মাতাল হয়েছিলাম। এক ঝটকায় চিবদিনেব মতো ও পথ ছেড়ে বেবিয়ে আসবার মতো যথেষ্ট হুইস্কী নিয়েছিলাম পেটে। না হলে পারতাম না। শিবদাঁড়া গলে জল হয়ে গিয়েছিল আপনাদের টাকা খেয়ে খেয়ে—

লোকটা ॥ আমি গোড়া থেকেই বলছি লোকটা পাড় মাতাল—

শ্রীবাস্তব ॥ (মাথা নেড়ে) আই ডোণ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

লোকটা ॥ আপনি না বুঝলেও কোর্ট বুঝেছে। আপনি এখন আসুন।

[শ্রীবাস্তব নামলেন]

শ্রীবাস্তব ॥ আই জাস্ট ডোণ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড—

[চলে গেলেন]

লোকটা ॥ জেণ্টলমেন অফ দ্য জুরী, স্পষ্টই দেখলেন—আসামী একটা পাঁড়

মাতাল। কিন্তু সে যে কতোখানি ক্রিমিন্যাল ছিল, সেটা প্রমাণ করবে আমার ষষ্ঠ সাক্ষী।

[সুমতি এলো]

সুমন্ত ॥ সুমতি! তুমিও?

সুমতি ॥ (হেসে) কেন নয়? আমিও তো আছি?

সুমন্ত ॥ (থেমে) হ্যাঁ তুমি আছো। এসো ভালোই হয়েছে।

লোকটা ॥ ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে, এখুনি টের পাবে চাঁদ।—সরি মি'লড। নাম?

সুমতি ॥ সুমতি মিত্র! কিন্তু হলফ করালেন না?

লোকটা ॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ, যাহা বলিব—

সুমতি ॥ সত্য বলবো, সর্বসত্য বলবো, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবো না।

লোকটা ॥ পেশা?

সুমতি ॥ চাকরি করি।

লোকটা ॥ আসামীকে—

সুমতি ॥ আমি চিনি। অনেকদিন ধরে চিনি।

লোকটা ॥ ভালো করে চেনেন?

সুমতি ॥ (হেসে উঠে) সুমন্ত! ইনি জিজ্ঞেস করছেন তোমাকে ভালো করে চিনি কি না?

সুমন্ত ॥ পাগলে কি না বলে?

লোকটা ॥ এই, খবরদার! আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আসামীর সঙ্গে কথা বলবার নিয়ম নেই।

সুমতি ॥ কি জবাব দেবো সুমন্ত?

লোকটা ॥ আবার? আপনি তো মহা ঝামেলা তুলছেন? কোর্টের নিয়ম কানুন কিচ্ছু মানবেন না?

সুমতি ॥ মানবো মানবো। কতো কি মানলাম, আর সামান্য এই কোর্টটাকে মানতে পারবো না?

লোকটা ॥ দেখুন, ও সব কথা বলবেন না। কনটেম্পট্ অফ কোর্ট হয়ে যাবে।

সুমতি ॥ কি বলেছি?

লোকটা ॥ কোর্টকে সামান্য বলেছেন।

সুমতি ॥ কই না তো?

লোকটা ॥ আমি নিজের কানে শুনেছি—

সুমতি ॥ আমি বলেছি কোর্টকে মানাটা সামান্য ব্যাপার।

লোকটা ॥ হতে পারে, কিন্তু আপনার বাক্যরচনায় গলদ ছিল।

সুমতি ॥ তা হবে। ব্যাকরণটা চিরকালই আমার কাঁচা।

লোকটা ॥ আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন ?

সুমতি ॥ কি প্রশ্ন ভুলে গেছি।

লোকটা ॥ আমার প্রশ্ন ছিল—আমি জিজ্ঞেস করছিলাম—(চটে) আপনি সব গুলিয়ে দেন, জানেন ?

সুমতি ॥ সব কোথায় ? এই একটাই তো গুলিয়েছে।

সুমন্ত ॥ আরো গুলোবে। মাথায় কিছু নেই তো ?

লোকটা ॥ চোপরাও !—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। আপনি আসামীকে ভালো করে চেনেন ?

সুমতি ॥ হ্যাঁ, ভালো করে চিনি।

লোকটা ॥ আসামী আপনার কে হয় ?

সুমতি ॥ অনেক কিছু।

লোকটা ॥ 'অনেক কিছু' কোনো একটা জবাব হোলো না। সম্পর্কটা বলুন।

সুমতি ॥ তা হলে সবসত্য বলা হবে না। তার মানেই মিথ্যে—যাকে আপনারা পাঙ্গারি বলেন।

লোকটা ॥ পার্জারিও জানেন ? কোর্টের খবর বেশ রাখেন মনে হচ্ছে ?

সুমতি ॥ সুমন্তকে বাঁচাতে একবার পাজারি করেছিলাম যে ? যেবার ওকে মিছিল থেকে পুলিসে ধরে কোর্টে তুলেছিল।

লোকটা ॥ চুপ করুন, ও সব কথার দরকার নেই। আপনি প্রসিকিউশনের উইটনেস।

সুমতি ॥ তাতে কি হয়েছে ?

লোকটা ॥ পাজারির রেকর্ড থাকলে কেস কাঁচা হয়ে যেতে পারে।

সুমতি ॥ কিন্তু সব সত্য—

লোকটা ॥ থাক থাক হয়েছে। বোঝা গেছে আসামী আপনার অনেক কিছু। তারপর ?

সুমতি ॥ তারপর মানে ?

লোকটা ॥ মানে—এই ধরুন—ইয়ে, আসামীকে আপনি কতোদিন ধরে চেনেন ?

সুমতি ॥ অনে—ক দিন। সেই উনিশশো—উনপঞ্চাশ। না সুমন্ত ?

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ। উনপঞ্চাশ।

লোকটা ॥ তুমি থামো! কি ভাবে আলাপ হয়েছিল?

সুমতি ॥ সুমন্ত, তোমার মনে আছে সেদিনের কথা?

লোকটা ॥ ওকে কেন টানছেন এর মধ্যে?

সুমতি ॥ বাঃ, ওর সঙ্গে আলাপের কথা হচ্ছে, ওকে বাদ দিয়ে কি করে হবে?

[সুমতি নেমে এসেছে কাঠগড়া থেকে। সুমন্তও নামলো।]

জুন মাস, না? না কি মে?

সুমন্ত ॥ তা মনে নেই। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে মিটিং ছিল—এইটুকুই মনে আছে। মিটিঙের পর মিছিল -

সুমতি ॥ আমি তো ও সব কিছুই জানতাম না। সন্ধ্যেবেলা বৌবাজার ষ্ট্রীট দিয়ে বাড়ী ফিরছি, রাস্তাটা ফাঁকা ফাঁকা, হঠাৎ কোথাও কিছু নেই—

[মঞ্চের বেশীর ভাগ আলো হঠাৎ নিভে গেলো। পরপর তীব্র হুইস্‌লের আওয়াজ। দূরে একটা গোলমাল, খাপছাড়া শ্লোগান—ইনকিলাব জিন্দাবাদ। চীৎকার। একটা পটকার আওয়াজ। সুমতি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। সুমন্ত সতর্ক, কিন্তু সুমতির মতো বিভ্রান্ত নয়। সুমতি ছুটে একদিকে যাবার সময় সুমন্তর চোখে পড়ে গেলো। সুমন্ত এক লাফে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে থামালো।]

সুমন্ত ॥ ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

সুমতি ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) আমি—আমি—

সুমন্ত ॥ ওদিকে ঘিরে ফেলেছে পুলিসে। এদিকে আসুন

[সুমতিকে নিয়ে কখনো আড়ালে লেপ্টে দাঁড়িয়ে, কখনো ছুটে, পালাতে লাগলো। দেখেই বোঝা যায়—এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। হুইস্‌লের শব্দ, চীৎকার বাড়ছে।]

(দাঁতের ফাঁকে) সেরেছে। এদিকটাও আটকে দিলো যে?

সুমতি ॥ কি হবে?

সুমন্ত ॥ হবে আবার কি? বড়ো জোর ধরা পড়বেন। আপনাকে ঠ্যাঙাবে না বেশী।

সুমতি ॥ ঠ্যাঙাবে মানে? কে ঠ্যাঙাবে?

সুমন্ত ॥ (অধৈর্যে) কে আবার? পুলিস! আগে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে তারপর জেল হাজতের প্রশ্ন। এদিকে আসুন, বসে পড়ুন।

[আড়ালে লুকোলো]

সুমতি ॥ জেল হাজতে? কেন, কি করেছি আমরা?

সুমন্ত ॥ আপনি কিছুই করেন নি। শুধু হাঁদার মতো বেজায়গায় বেটাইমে এসেছেন।

সুমতি ॥ আপনিও তো হাঁদা তা হলে?

সুমন্ত ॥ না। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। মিছিলে ছিলাম।

সুমতি ॥ কিসের মিছিল?

সুমন্ত ॥ (সুমতির দিকে একবার তাকিয়ে) যাক, বাঁচা গেলো।

সুমতি ॥ তার মানে?

সুমন্ত ॥ আপনার ভয়টা কেটেছে।

সুমতি ॥ কিসে বুঝলেন?

সুমন্ত ॥ খোসগল্প করছেন, মিছিলের ইতিহাস জানতে চাইছেন।

সুমতি ॥ ভয় কাটলে লাভ কি?

সুমন্ত ॥ পালাতে সুবিধে হয়। ভীতু লোক নিয়ে এ অবস্থায় এক জ্বালা, তার উপর আপনি —(থেমে গেলো)

সুমতি ॥ (হেসে উঠে) তার উপর আমি—কি? মেয়েছেলে?

সুমন্ত ॥ তাই মনে হয়েছিল প্রথমে।

সুমতি ॥ এখন কি মনে হচ্ছে? আমি মেয়ে নই?

সুমন্ত ॥ মেয়েরা এ অবস্থায় পড়লে ভেউ ভেউ করে কাঁদে বলে জানতাম।

সুমতি ॥ কটা মেয়ে দেখেছেন আপনি?

সুমন্ত ॥ একটু ব্যক্তিগত প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে না?

সুমতি ॥ (হেসে) সরি।

[হুইস্‌ল্, খুব কাছে]

সুমন্ত ॥ চুপ!

[দুজনে আবার গুঁড়ি মেরে বসলো! হুইস্‌ল্—দূরে।]

মনে হচ্ছে এইবার ক্লীয়ার পাওয়া যাবে। (উঠে দেখলো) কিন্তু—

সুমতি ॥ (উঠে) কি?

সুমন্ত ॥ প্রশান্তটা বোধ হয় ধরা পড়ে গেলো।

সুমতি ॥ আপনার বন্ধু ?

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ। পেছন থেকে এমন ধাক্কা খেলাম—উঠে দেখি কোথায় প্রশান্ত ? সব দৌড়োচ্ছে। তার উপর টীয়ার গ্যাস ! চলুন, এবার যাওয়া যাবে বোধ হয়।

সুমতি ॥ আপনার বন্ধুকে খুঁজবেন এখন ?

সুমন্ত ॥ খুঁজতে তো হবেই। আপনি কোথায় যাবেন ?

সুমতি ॥ বাড়ী। চলুন খুঁজি।

সুমন্ত ॥ আপনি কি খুঁজবেন ? কোথায় বাড়ী বলুন, আমি- -

সুমতি ॥ আমার তাড়া নেই। চলুন খুঁজি।

সুমন্ত ॥ কিন্তু—

সুমতি ॥ কি হোলো ? ভেউ ভেউ করে কাঁদি নি তো এখনো ? ভয়টা কিসের ?

সুমন্ত ॥ সাব করে ঝুঁকি নেবেন কেন ?

সুমতি ॥ সাব হলে আর কি করবো ? চলুন, আপনার বন্ধুকে খুঁজতে খুঁজতে মিছিলের ইতিহাসটা শোনা যাক।

[দুজনে এগোলো। তারপর যে যার কাঠগড়ায় ফিরে গেলো। আলো জ্বললো।]

লোকটা ॥ তারপর ?

সুমতি ॥ প্রশান্তকে সেদিন পাওয়া গেল না, কিন্তু ধরা পড়ে নি। শুধু হয়েছিল কি—

লোকটা ॥ প্রশান্তর কথা কে জানতে চেয়েছে ? সব সাক্ষ্য শেষ।

সুমতি ॥ শেষ হলে কি হবে ? সব সত্য বলতে গেলে ওরা সব ফিরে ফিরে আসবে।

[মণিকা এলো।]

সুমন্ত ॥ কে ? মণিকা ?

মণিকা ॥ চিনতে পেরেছো তা হলে ?

সুমন্ত ॥ তুমি—তুমি এখন—তুমি কলকাতায় আছো ?

মণিকা ॥ চিরকালই ছিলাম। তুমি খবর রাখো নি।

সুমন্ত ॥ আমি শুনেছিলাম তোমার বিয়ে হয়ে গেছে।

মণিকা ॥ ঠিকই শুনেছো।

সুমন্ত ॥ (একটু থেমে) ভালো আছো ?

মণিকা ॥ তা নিয়ে তোমার কি দরকার ?

[সুমন্ত চুপ করে রইলো]

তোমাকে দেখতে এলাম।

সুমন্ত ॥ কি দেখতে ?

মণিকা ॥ তুমি তো এখন পেয়ে গেছো। পেয়ে কেমন চেহারা হয়েছে দেখতে এলাম।

সুমন্ত ॥ কি পেয়ে গেছি ?

মণিকা ॥ মনের মতো মেয়ে। কবে বিয়ে করছো ?

সুমন্ত। মণিকা, তুমি কিছুই বোঝো নি। কোনোদিন বুঝতে না।

মণিকা ॥ না বুঝে তোমার কতো সুবিধে করে দিয়েছি বলো ?

সুমন্ত ॥ মণিকা, তুমি তো বিয়ে করেছো। আজ আবার কি নালিশ তোমার ?

মণিকা ॥ বিয়ে। হুঃ! বিয়ে।

সুমন্ত ॥ কেন, বিয়ে করে তুমি—

মণিকা ॥ চুপ করো। আমার বিয়ে নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি নিজের বিয়ের কথা ভাবো।

সুমন্ত ॥ বিয়ে ছাড়া কিছুই বোঝো না তুমি, না ?

মণিকা ॥ ও হ্যাঁ—তোমার সেই দুনিয়া পাল্টানো! বিপ্লব! তোমার বন্ধু প্রশান্ত দাসের মতো বড়ো বড়ো বুলি।

সুমন্ত ॥ বলে যাও। যা ইচ্ছে বলে যাও।

মণিকা ॥ দেখবো কদ্দিন থাকে। ও সব সমাজ, দুনিয়া, বিপ্লব—কদ্দিন থাকে দেখবো! ঐ সুমতির পায়ে মাথা মুড়িয়ে তুমিও ঘর বাঁধবে —বেশী দেরী নেই!

[মণিকা দ্রুত চলে গেলো]

লোকটা ॥ বাব্বাঃ! মেয়ে নয় তো যেন ঝড়!

সুমতি ॥ দেখছেন তো? ওরা সব ফিরে ফিরে আসছে—

লোকটা ॥ ঝামেলাটা তো আপনিই তুললেন—

[মৃণালিনীর প্রবেশ]

এই খেয়েছে!

মৃণালিনী ॥ তোমার নাম সুমতি, না ?

সুমতি ॥ হ্যাঁ।

[প্রণাম করলো]

মৃণালিনী। থাক থাক, হয়েছে।

[খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে দেখলেন]

কি করবে—তোমরা?

সুমতি ॥ কিসের?

মৃণালিনী। খোকা কি বলে? বিয়ে-থা করবে কবে?

সুমতি ॥ বিয়ের কথা তো কিছু হয় নি?

মৃণালিনী ॥ দেখো বাপু, আমি খোকার উপর কোনোদিন কোনো জোর করি নি। ওর যদি আমার ঠিক করা পাত্রী পছন্দ না হয়, তো ও যাকে চায় তাকেই বিয়ে করুক। অনেকবার বলেছি আমি ওকে। কিন্তু এই যেরকম চলছে, এমন তো চলতে দেওয়া যায় না?

সুমতি ॥ কেন, কি হয়েছে?

মৃণালিনী ॥ কি হয়েছে? তুমি তো মেয়েমানুষ, আর কিছু খুকীটিও নেই এখনো। এমনি বাউণ্ডুলের মতো কদ্দিন চলবে ঝুলিয়ে রেখে রেখে? আমি তো আপত্তি করছি নে? তোমরা কায়েত, তবু বলছি, খোকা যাতে খুশী হয়—

সুমতি ॥ আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না—

মৃণালিনী ॥ না, আমি তো কিছুই বুঝি না। খোকাও বরাবর ঐ কথাই বলে আমাকে। এখন তো বলতে গেলে কথাই বলে না আমার সঙ্গে। কি যে করেছো ওকে তোমরা দুজন।

সুমতি ॥ আমরা দুজন?

মৃণালিনী ॥ এই তুমি, আর ঐ প্রশান্ত। দুটিতে জুটি বেঁধে—

সুমতি ॥ প্রশান্তর সঙ্গে আমার আলাপই হয় নি—

মৃণালিনী ॥ হয় নি, হতে কতোক্ষণ? যা দেখছি শুনছি, মনে হচ্ছে তোমাদেরই ভালো মিলতো। তা হলে আর কিছু না হোক—আমার ছেলেটি রক্ষে পেতো।

[মৃণালিনী চলে গেলেন। সুমতি খিলখিল করে হেসে উঠলো।]

সুমতি ॥ শুনলেন? শুনলেন?

লোকটা ॥ না শোনবার কি আছে? আমি কি কালা?

সুমতি ॥ প্রশান্ত কি রকম আসছে দেখেছেন? ঐ দেখুন! ঐ দেখুন!

[প্রশান্ত এলো। সুমন্ত নেমে এলো। দুজনে পাশাপাশি
—যেন অনেকক্ষণ হাঁটছে একসঙ্গে।]

প্রশান্ত ॥ বুঝলাম।

সুমন্ত ॥ (হেসে) কি বুঝলি ?

প্রশান্ত ॥ অ্যাঁ ? না--বোধ হয় কিছুই বুঝিনি। এ সব ঢোকে না আমার মাথায়।

সুমন্ত ॥ কেন, এর মধ্যে মাথায় না ঢোকবার মতো কি আছে ?

প্রশান্ত ॥ মেয়েটা ভালোই—এইটুকু বুঝলাম শুধু।

সুমন্ত ॥ তবে আলাপ করতে আপত্তি করিস কেন ?

প্রশান্ত ॥ আপত্তি নয় ঠিক।

সুমন্ত ॥ তবে ?

প্রশান্ত ॥ লাভ কি আলাপ করে ?

সুমন্ত ॥ ভয় হচ্ছে—প্রেমে পড়ে যাবি ?

প্রশান্ত ॥ আরে দূর ! আমার আবার প্রেম।

সুমন্ত ॥ যতো প্রেম সব আমার, কি বলিস ?

প্রশান্ত ॥ আমি তাই বলেছি ?

সুমন্ত ॥ তোর তো দৃঢ় ধারণা—আমি গভীরভাবে প্রেমে পড়ে গেছি সুমতির।

প্রশান্ত ॥ পড়লে ক্ষতি কি ?

সুমন্ত ॥ না, আমরা পড়লে আর কি ক্ষতি ? তুই না পড়লেই হোলো।

প্রশান্ত ॥ কি জালা ! আমার কথা আসছে কোত্থেকে ?

সুমন্ত ॥ তুই সুমতির সঙ্গে আলাপ করবি নে কেন ?

প্রশান্ত ॥ করলে কার চারটে হাত বেরুবে ? তোর না আমার না সুমতির ?

সুমন্ত ॥ কারুরই বেরোবে না। কিন্তু আলাপ করতে তোর এতো ভয়টা কিসের শুনি ?

প্রশান্ত ॥ ভয় আবার কি ?

সুমন্ত ॥ তা ছাড়া কি ?

প্রশান্ত ॥ তোরই বা এতো জিদ কেন ?

সুমন্ত ॥ বলেছি তো—সুমতি তোর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে।

প্রশান্ত ॥ বাজে কথা বললে তো আমি শুনবো না ?

লোকটা ॥ আসল কথা হোলো—আসামীর অপরাধ।

সুমতি ॥ আসামীর অপরাধ—সে বাঁচতে চেয়েছিল।

লোকটা ॥ আবার বাজে কথা ?

সুমতি ॥ বাজে কথা ? বাঁচতে চাও নি তুমি সুমন্ত ?

সুমন্ত ॥ এখনো চাই।

সুমতি ॥ প্রশান্তও চায়। আমিও চাই। কিন্তু পথটা কি ?

সুমন্ত ॥ পথটা কি ?

[নেমে এলো। প্রশান্ত আসছে।]

পথটা কি ? প্রশান্ত তুই আমায় বুঝিয়ে দে !

প্রশান্ত ॥ আমি কি করে বোঝাবো ?

সুমন্ত ॥ তুই এটাকে লেফ ট্ অ্যাডভেঞ্চারিজ্‌ম্ বলবি না ?

প্রশান্ত ॥ না।

সুমন্ত ॥ তুই নাইন্থ মাচ দেখেছিস। বেল স্ট্রাইক নিয়ে কি আমাদের বলা হয়েছিল, আর কি দাঁড়ালো—দেখেছিস! তারপর দিনের পর দিন এই সব মিটিং-মিছিল! কারা করছে ? তোর আমার মতো কয়েকটা মধ্যবিত্ত ছেলে। তারা খুব ভালো ছেলে হতে পারে—জেলকে ভয় করে না, ঠ্যাঙানিকে পরোয়া করে না—কিন্তু মজুর কোথায় ? কৃষক কোথায় ? বিপ্লব কি এই ছেলেগুলো করবে ?

প্রশান্ত ॥ সবাই যদি পার্টি লাইন তৈরী করতে সুরু করে, তাহলে পার্টি চলে না।

সুমন্ত ॥ আমি এ পার্টি লাইনের মাথা মুণ্ড বুঝছি না। তুই বুঝিয়ে দে।

প্রশান্ত ॥ আমি যদি সব কিছু বুঝতে পারতাম, বোঝাতে পারতাম, তবে তো আমিই লীডার হতাম ? যতোদিন তা না পারছি, লীডারশিপ মানতেই হবে। এ ছাড়া কোনো রেভোলিউশানারি পার্টি চলতে পারে না।

সুমন্ত ॥ প্রশান্ত, তুই—

প্রশান্ত ॥ তোর আমার জ্ঞান কি এমন অসীম হয়ে উঠেছে যে প্রশ্ন করে চলবো ? আমরা কি সব জানি ? সব খবর রাখি ?

সুমন্ত ॥ যা চারি পাশে দেখছি, তাও জানি না ?

প্রশান্ত ॥ আমাদের চারিপাশ কতোটুকু ? যারা আমাদের থেকে অনেক

বেশী দেখতে পায়, তাদের কথার কোনো দাম নেই? কই, কমিন্‌ফর্ম জার্নালেও তো কোনো সমালোচনা দেখি না এ লাইনের? ওরা কি সব ঘাস খেয়ে বিপ্লব করেছিল?

সুমন্ত ॥ তার মানে তুই বলছিস বিশ্বাস করতে? ফেইথ্‌?

প্রশান্ত ॥ কথাটাকে বিকৃত করে বললেই কিছু একটা প্রমাণ হয়ে যায় না।

সুমন্ত ॥ বিকৃত কিছুই করি নি—

প্রশান্ত ॥ নিশ্চয়ই করেছিস। ডেমোক্রেটিক সেণ্ট্রালিজম্‌ পার্টি সংগঠনের শিরদাঁড়া। তাকে 'ফেইথ' বলে ভগবানে বিশ্বাসের মতো চেহারা দাঁড় করালে বিকৃত করা হয় না?

সুমন্ত ॥ প্রশান্ত, তোকে আমি বোঝাতে পারছি না। কিন্তু আমি আর পেরে উঠছি না।

প্রশান্ত ॥ কি পেরে উঠছিস না?

সুমন্ত ॥ এ রকমভাবে চলা আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

প্রশান্ত ॥ কি বলতে চাইছিস কি?

সুমন্ত ॥ এ রকম আর কিছুদিন চললে পার্টি ছেড়ে দেবো আমি।

প্রশান্ত ॥ বাজে বকিস না।

সুমন্ত ॥ সত্যি বলছি।

প্রশান্ত ॥ পার্টি ছেড়ে করবিটা কি? কি করবার আছে আর?

সুমন্ত ॥ জানি না কি করবো। কিন্তু এ ও পারবো না।

প্রশান্ত ॥ পাগলামি করিস না সুমন্ত। যদি ভুলও হয়ে থাকে, সবাই মিলে পার্টি ছেড়ে দিলে ভুল শোধরাবে?

সুমন্ত ॥ সবাইকে ছাড়তে বলছি না। আমি ছেড়ে দেবো।

প্রশান্ত ॥ (একটু থেমে) এ কি সুমন্ত সান্যাল কথা বলছে? না একটা মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ কথা বলছে?

সুমন্ত ॥ (ফেটে পড়ে) প্রশান্ত! (তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে) প্রশান্ত, তুই জানিস না তুই কি বলছিস।

প্রশান্ত ॥ খুব ভালো করে জানি। এই সময়ে পার্টি যারা ছাড়ে, তারা আমার চোখে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুমন্ত ॥ (খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে) যাক, যদি বা কিছু দ্বিধা ছিল, তুই কাটিয়ে দিলি।

প্রশান্ত ॥ তার মানে?

সুমন্ত ॥ যে পার্টি প্রশান্ত দাসের মতো ছেলেকে এই জিনিষ বানায়, সে পার্টিতে আর যারই হোক, আমার চলবে না।

[ফিরে গেলো সুমন্ত কাঠগড়ায়, প্রশান্ত চলে গেলো।]

লোকটা ॥ কি পেয়েছে কি এরা? এটা কি কোর্ট? না নাট্যশালা?

সুমতি ॥ কেন, কি হয়েছে?

লোকটা ॥ কি হয়েছে? হচ্ছিল আপনার সাক্ষ্য, আর কোত্থেকে প্রশান্ত এসে—

সুমতি ॥ আমার সাক্ষ্যই তো হচ্ছে। এই যে ব্যাপারটা দেখলেন, এর চোট আমার উপর কতোখানি পড়লো ভাবতে পারছেন?

লোকটা ॥ দেখুন, আপনার চোট নিয়ে এ কোর্টের কোনো মাথাব্যথা নেই—

সুমতি ॥ সুমন্তকে নিয়ে তো আছে? সুমন্ত যে পার্টি ছেড়ে চলে গেলো?

লোকটা ॥ তাতে কি হোলো?

সুমতি ॥ প্রশান্তকেও ছাড়তে হোলো তাকে!

লোকটা ॥ হ্যাঁ, তো কি? তাতে প্রমাণ হোলো—আসামী মেরুদণ্ডহীন এবং কাপুরুষ।

সুমতি ॥ এই তো অপরাধ পেয়ে গেছেন। আর কি চাই আপনার?

লোকটা ॥ হ্যাঁ, সেটা একটা কথা বটে।

সুমতি ॥ কিন্তু আসল কথা নয়।

লোকটা ॥ আসল কথাটা তবে কি?

[প্রশান্ত এলো। সুমতি নেমে এলো।]

সুমতি ॥ কি বলছো তুমি?

প্রশান্ত ॥ ঠিক কথাই বলছি। ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। থাকতে পারে না।

সুমতি ॥ তা হয় না প্রশান্ত।

প্রশান্ত ॥ তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

সুমতি ॥ এতো জিদ তোমার?

প্রশান্ত ॥ জিদ নয় সুমতি। পার্টির চেয়ে বড়ো আমার কাছে আর কিছুই নেই।

সুমতি ॥ পার্টির বাইরে তো কতো লোক আছে। তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তোমার?

প্রশান্ত ॥ সেটা এক কথা নয়। সুমন্ত পার্টিতে ছিল, চলে গেছে। ও দলত্যাগী—রেণিগেড।

সুমতি ॥ (একটু চুপ করে থেকে) আমি তবে কি করবো?

প্রশান্ত ॥ সে তুমি জানো।

সুমতি ॥ আমি তো সুমন্তকে ছাড়তে পারবো না?

প্রশান্ত ॥ ছাড়তে তো আমি বলি নি?

সুমতি ॥ কিন্তু তুমি?

প্রশান্ত ॥ আমি কি?

সুমতি ॥ আমি তো তোমাকেও ছাড়তে পারবো না?

প্রশান্ত ॥ আমাকে ধরা ছাড়ার কোনো ব্যাপার নেই। আমি আমার পথে আছি। চিরকাল থেকেছি, আজও থাকবো।

[প্রশান্ত চলে গেলো]

সুমতি ॥ (যন্ত্রণায়) সুমন্ত! সুমন্ত! এরা জানে না, প্রশান্তও জানে নি কোনোদিন, কিন্তু তুমি তো জানতে।

সুমন্ত ॥ (শান্তভাবে) হ্যাঁ জানতাম।

সুমতি ॥ তুমি জানতে, কিন্তু কোনোদিন কিছু বলো নি।

সুমন্ত ॥ কেন বলবো?

সুমতি ॥ কেন বলো নি? আমি যে ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেছিলাম সেদিন! তুমি কেন সেদিন আমাকে জোর করে টেনে আনো নি?

সুমন্ত ॥ তুমি তো নিজেই এসেছিলে।

সুমতি ॥ হ্যাঁ, কিন্তু সে কতো পরে, কতো কতো পরে! তার আগে আমি যে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

লোকটা ॥ শুনুন, আপনার যদি হিস্টিরিয়া হয় তবে আপনি বরং এখন আসুন।

সুমতি ॥ চলে যেতে বলছেন?

লোকটা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। এরকম এলোমেলো সাক্ষ্যে আমাদের দরকার নেই।

সুমতি ॥ কিন্তু এর পরে সুমন্ত যে নতুন করে আবার পড়াশুনো ধরলো?

লোকটা ॥ সেটা আমাদের জানা আছে। প্রফেসর অমিয় মুখার্জি সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন আগেই—

সুমতি ॥ অমিয় মুখার্জি কতোটুকু জানে?

[অমিয় এলেন]

অমিয় ॥ সুমন্ত, পাগলামি কোরো না!

সুমন্ত ॥ পাগলামি নয় স্যার, আমি ভেবেচিন্তেই বলছি।

অমিয় ॥ এতোদূর এসে ছেড়ে দেবার কোনো মানে হয় না।

সুমন্ত ॥ কতোদূর এসে? এম-এস-সি পাস করেছি শুধু।

অমিয় ॥ আমি তোমাকে বলছি—এই তোমার পথ। তুমি যা করবার এই লাইনেই করতে পারবে।

সুমন্ত ॥ স্যার আরো তো কতো ছাত্র আছে, আমার থেকে ভালো ছাত্র। আপনি তাদের কেন ধরছেন না?

অমিয় ॥ কারণ আছে।

সুমন্ত ॥ কি কারণ?

অমিয় ॥ (একটু থেমে) ওদের মধ্যে আগুন নেই।

সুমন্ত ॥ আমার মধ্যে আছে?

অমিয় ॥ আছে। তুমি সেই আগুনের জ্বালায় জ্বলছো ক্রমাগত। সত্যি-কারের সাধনা ঐ আগুন ছাড়া হয় না।

সুমন্ত ॥ (একটু থেমে) তাই যদি হয়, তবে এ পথ আমাকে আরো ছাড়তে হবে।

অমিয় ॥ কি বলছো তুমি?

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ। এ আগুন আমি জ্ঞানের সাধনায় খোয়াতে রাজী নই।

অমিয় ॥ (অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে) তুমি মূর্খ।

[অমিয় চলে গেলেন]

সুমতি ॥ কিসে কাজে লাগাবে তোমার আগুন?

সুমন্ত ॥ জানি না। লেখাপড়া অনেক করলাম। ও হবে না আর।

সুমতি ॥ তবে কি হবে?

সুমন্ত ॥ জানি না। খুঁজবো।

সুমতি ॥ খোঁজবার পদ্ধতিটা কি?

সুমন্ত ॥ তাও জানি না। আপাততঃ একটা চাকরি নেবার চেষ্টা করবো। তারপর খুঁজবো।

সুমতি ॥ কি খুঁজবে?

সুমন্ত ॥ নিজেকে। আমার 'আমি'কে। আমার কাছে 'আমি' সবচেয়ে বড়ো জিনিষ। আর কিছুর দাম নেই আমার কাছে।

সুমতি ॥ সুমন্ত, এ কথা কি সত্যি ?

সুমন্ত ॥ আগে হয় তো সত্যি ছিল না—আজ সত্যি। আমি কি করতে পারি, কতোটা করতে পারি—খুঁজে বার করতে হবে। ঐ যে আগুন ব'লে গেলো প্রফেসর ? সে আগুন সত্যি সত্যি আছে কিনা, থাকলে কতোটা আছে, সে আগুনে কি কি জ্বালানো যায়—আমাকে দেখতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে।

সুমতি ॥ শুধু 'তুমি' ?

সুমন্ত ॥ শুধু 'আমি'। আর কেউ না।

সুমতি ॥ আর আমি ?

সুমন্ত ॥ (একটু চমকে) কি তুমি ?

সুমতি ॥ আমি এর মধ্যে কোথায় আছি ?

সুমন্ত ॥ (থেমে) সুমতি, তুমি কি—

সুমতি ॥ না, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি না।

সুমন্ত ॥ আমি সে কথা বলি নি—

সুমতি ॥ না বলো নি, ভেবেছো। ও কথা ভুলে যাও। তুমি খোঁজো। আমিও খুঁজি।

সুমন্ত ॥ তুমি কি খুঁজবে ?

সুমতি ॥ তোমাকে।

সুমন্ত ॥ তার মানে ?

সুমতি ॥ তুমি তোমাকে খুঁজছো। আমি আমাকে খুঁজতে পারি না। কোনো মানে পাই না তার। তাই তোমাকেই খুঁজবো ঠিক করেছি। দুজনেই খুঁজি—দেখি কে আগে পায়।

[সুমতি ফিরে গেলো কাঠগড়ায়। সুমন্তও।]

লোকটা ॥ আ গেলো যা ! আদালতে কাব্য সুরু হয়ে গেলো !

সুমতি ॥ সুমন্ত কবি—ভুলে গেছেন ?

লোকটা ॥ কবিতায় আপনিও তো কম যান না দেখলাম !

সুমতি ॥ সঙ্গদোষ।

লোকটা ॥ তা তো হোলো, কিন্তু এই যে ছেলেখেলাটা এইমাত্র করলেন, তাতে কোন্ কাজটা এগোলো ?

সুমতি ॥ সুমন্ত এগোচ্ছে।

লোকটা ॥ সুমন্ত এর থেকে বেশী এগিয়েছিল আগেই! শ্রীবাস্তব পার হয়ে গেছিল আর আপনি এখন কেঁচে গণ্ডুষ—

[শ্রীবাস্তব এলো]

শ্রীবাস্তব ॥ কন্‌গ্র্যাট্‌স্‌ সানিয়াল! ই'অ্যাভ্‌ মেড এ ভেরী গুড জব অফ ইট্‌ লাস্ট নাইট।

সুমন্ত ॥ থ্যাঙ্কস্‌।

শ্রীবাস্তব ॥ কীপ্‌ ইট্‌ আপ্‌।

[চলে গেলো। সুমন্ত কাঠগড়ার রেলিঙে মাথা রেখে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। যেন অসুস্থ। সুমতি কাছে এলো।]

সুমতি ॥ সুমন্ত!

সুমন্ত ॥ (ধীরে ধীরে ফিরে) সুমতি? (হাতের কাল্পনিক গ্লাস তুলে ধরে) চীয়ার্স।

সুমতি ॥ এ কি ক'রে চলেছো তুমি?

সুমন্ত ॥ (কণ্ঠ ঈষৎ জড়িত) খুঁজছি। নিজেকে খুঁজছি।

সুমতি ॥ এই কি খোঁজার পদ্ধতি?

সুমন্ত ॥ আমি আমার পদ্ধতিতে খুঁজছি। তুমি তোমার পদ্ধতিতে খোঁজো।

সুমতি ॥ কি কি খুঁজে পেলে এতোদিনে?

সুমন্ত ॥ দেখলাম—আমি একজন তুখোড় অফিসার, এফিসিয়েন্সীতে অ্যামেরিকানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। দেখলাম—ডিউটির সময়ে প্রচুর হুইস্কী টেনেও মাথা সাফ রাখতে পারি, আর ডিউটির বাইরে দু ফোঁটা খেয়েই মাথা বেসামাল করে ফেলতে পারি।

সুমতি ॥ আর কি দেখলে?

সুমন্ত ॥ আর দেখলাম—ঐ আগুনটা। জলছে—কিন্তু সব কিছু পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে, ঝালাই হয়ে কিছু বেরোচ্ছে না।

সুমতি ॥ তুমি এ চাকরি ছেড়ে দাও সুমন্ত!

সুমন্ত ॥ ছেড়ে কি ধরবো?

সুমতি ॥ অন্য চাকরি নাও।

সুমন্ত ॥ এ লাইনের সব চাকরিই এই রকম।

সুমতি ॥ অন্য লাইনে যাও।

সুমন্ত ॥ এতো মাইনে আর কোন লাইনে দেবে ?

সুমতি ॥ টাকা নিয়ে তোমার কি হবে ?

সুমন্ত ॥ খরচ করবো। যা ইচ্ছে তাই করতে পারবো। কাল একটা মেয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম—

সুমতি ॥ আবার তুমি ঐ সব জায়গায় যাচ্ছো ?

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ গিয়েছিলাম। কাল রাত্রে।

সুমতি ॥ কেন যাও বলো তো ? আমি জানি তোমার ভালো লাগে না ওখানে—

সুমন্ত ॥ ভালো ? খুব খারাপ লাগে ! জঘন্য লাগে ! ফিরে এসে অনেকদিন আমি বমি ক'রেছি।

সুমতি ॥ তবু যাওয়া চাই ?

সুমন্ত ॥ শোনো না, শোনো না—কাল রাত্রে—

সুমতি ॥ না আমি শুনতে চাই না।

সুমন্ত ॥ না শুনলে আমাকে খুঁজে পাবে কি করে ?

সুমতি ॥ বেশ। বলো, শুনবো।

সুমন্ত ॥ আমি মেয়েটাকে বললাম—মেয়েটা—আমাকে—খুব সুন্দর দেখতে মেয়েটা জানো, কিন্তু—কি বলছিলাম ? ধুত্তোরি, সব গুলিয়ে যাচ্ছে ! আমি ওকে—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে প'ড়েছে, আমি ওকে বললাম—গুড্ নাইট্ ! ব'লে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে দেখি—খাঁ খাঁ করছে রাত। আর আমার গাড়ীটা—আমার না, কোম্পানির গাড়ীটা—ভূতের মতো রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি ওকে জাগিয়ে দিলাম—নিয়ে চললাম—কোন্‌দিকে কিচ্ছু জানি না—হু হু করে শুধু মাইলের পর মাইল। সব ফাঁকা হয়ে গেলো, বাড়ী নেই, ধানক্ষেত, পুকুর, মাঠ, ঝাঁকড়ামাথা গাছ—আর খাঁ খাঁ করছে রাত। চাঁদ নেই, শুধু তারা—আর সে কি যে ঝকঝক করছে তারাগুলো—মাথার ঠিক ওপরে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। আমি—আমি গাড়ী থামিয়ে নামলাম। বসলাম—একটা খালের ধারে—খাল না নদী ? ছোট নদী বোধ হয়। তারার আলো—আর গাছ—আর মাঠ—আর—আর—খাঁ খাঁ করছে রাত—আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে সুমতি, গুছিয়ে বলতে পারছি না। আমাকে একটু সময় দাও—

সুমতি ॥ বলো বলো, থেমো না।

সুমন্ত ॥ খাঁ খাঁ করছে রাত, আর আমি চেয়ে আছি, আর ঐ রাতের ভিতর দিয়ে—তারাগুলোর ফাঁক দিয়ে যেন—যেন আমার ভিতরটা দেখতে পাচ্ছি—ঐ আগুনটা—ঐ আগুনটা থেকে যেন একটা কিছু বেরোচ্ছে—ধারালো, চকচকে—চিনতে পারছি না, কিন্তু—

[সুমন্তর পা টলে উঠলো হঠাৎ, হাঁটু মুড়ে গেলো। সুমতি ওকে ধরে বসালো। সুমন্ত বোধহয় টেরও পেলো না।]

কোথা দিয়ে কিভাবে যে বাড়ী এলাম—একটা কাগজ নিয়ে, কলম নিয়ে—বসলাম—তারপর—ঐ টেবিলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে প'ড়েছি। গভীর ঘুম।

সুমতি ॥ তারপর?

সুমন্ত ॥ সকালে উঠে দেখি—কাগজে কি সব লিখেছি।

সুমতি ॥ কি লিখেছো?

[সুমন্ত পকেট হাতড়ে একটা কুঁচকানো কাগজ বার করে সুমতিকে দিলো]

সুমন্ত ॥ জানি না কি। কবিতার মতো দেখতে লাগছে। কিন্তু কবিতা তো আমি লিখি নি কখনো?

সুমতি ॥ (পড়বার চেষ্টা করে) এ আমি পড়তে পারছি না, তুমি পড়ো।

সুমন্ত ॥ (হেসে উঠে) পড়তে পারছো না? আমার হাতের লেখা পড়তে পারছো না, তুমি আমাকে খুঁজবে কি করে?

সুমতি ॥ এটা হাতের লেখা বলেই মনে হচ্ছে না। শুধু হিজিবিজি—

সুমন্ত ॥ (আরো জোরে হেসে) ঐ—ঐটাই আমার আসল হাতের লেখা! যে 'আমি'টাকে কাল রাত্রে দেখেছিলাম—খাঁ খাঁ রাত্তিরে—এ তারই হাতের লেখা!

সুমতি ॥ পড়ো তুমি।

সুমন্ত ॥
পা ডুবিয়ে পা ডুবিয়ে পাথরে পাথরে চলে গেছি
নদী পার হয়ে,
ওদিকে আড়ালে বনে
ঝোপে ঝোপে আলোছায়া বেয়ে
আঁকাবাঁকা পথহীন পথে চলে গেছি

পেছনে না চেয়ে।

এপারে যে বসে আছে

জলের সতর্ক পাবে—

সেও আমি।

আমারই কুকুর খোঁজে শিকারী বাতাসে

পলাতক গন্ধের ইসারা,

আমারই বল্লমে কাঁপে সাপের প্রতীক্ষা-তীক্ষ্ণ জিভ,

আমারই ধারালো চোখ খোঁজে

ওপারের বনে

পাতার চালুনি-ছাঁকা আলোর পংক্তে—

যে পথে এখনই গেছি আমি

পাথরে পাথরে

পা ডুবিয়ে পা ডুবিয়ে নদী পার হয়ে।

কি? কি বুঝলে?

সুমতি ॥ কবিতা।

সুমন্ত ॥ কবিতা? কি মানে এর?

সুমতি ॥ ঠিক জানি না। কিন্তু কবিতা।

সুমন্ত ॥ আমিও জানি না। কবিতা কিনা তাও জানি না। শুধু মনে হচ্ছে —কাল রাত্রে যেন এইটাই চকচক করছিল আগুনে। আমাকে লিখতে হবে সুমতি। আরো লিখতে হবে! আমার হঠাৎ মনে হচ্ছে—আমার অনেক কিছু বলবার আছে—বলতে পারি না, কিন্তু বলতে হবে—আমাকে বলতেই হবে—

[উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সুমন্ত। সুমতি তাকে ধরে আছে।]

সুমতি ॥ (খানিকটা ভয়ে, খানিকটা আনন্দে) সুমন্ত! সুমন্ত!

সুমন্ত ॥ আমাকে—আমাকে লিখতেই হবে—(হঠাৎ চীৎকার করে) টু হেল উইথ, ইউ শ্রীবাস্তব!

[সুমতির হাত ছাড়িয়ে চলে গেলো সুমন্ত। ফিরে গেলো কাঠগড়ায়। সুমতিও ফিরলো।]

লোকটা ॥ বাবা, কবিতা লিখতে এতো চেল্লাচেল্লি করতে হয় না কি?

সুমতি ॥ আপনি জানেন না? কবিতা লেখেন নি কখনো?

লোকটা ॥ দেখুন, কোর্টটা রসিকতা করবার জায়গা নয় !

[সুমন্ত হঠাৎ জোর গলায় আবৃত্তি করে উঠলো]

সুমন্ত ॥ আমি যেতে চাই হাওয়া ছাড়িয়ে
আরো দূরে দূরে হারিয়ে
নিজেকে পেরিয়ে ওপারে,
আমি পেতে চাই খুঁজে খোলা-চোখ বুঁজে
অদেখা নিজের না-চেনা না-বোঝা ধোঁকারে !

সুমতি ॥ যাও ! যাও ! খোঁজো !

সুমন্ত ॥ আমি যাবো ভেসে কিছু না দেখে
সম্মুখে কিছু না রেখে
ভুলে ফেলে যাবো থামাকে,
আমি পিছনের ঠেলা খেয়ে সারাবেলা
নিজেরই তাড়ায় খুঁজে খুঁজে যাবো আমাকে ।

সুমতি ॥ খোঁজো সুমন্ত, খোঁজো !

সুমন্ত ॥ আমি কোনো ধার শোধ না করে
পালাবো হঠাৎ ধাঁ করে
কোথাও না থাকা বিদেশে,
আমি যাবো রাতে দিনে ভুল পথ চিনে
শেষ ভেঙে দেওয়া সীমাছাড়া উপনিবেশে ।

সুমতি ॥ যাও যাও সুমন্ত, আরো যাও !

সুমন্ত ॥ ওরে 'আমি' নিয়ে তোরা কে আছিস !
কবরের ঘুমে কে বাঁচিস
পাথরের খাঁজে ঝিমিয়ে ?
যদি লুঠে নিতে চাস ফাঁকির খালাস
এই বেলা পালা 'আমি'র দেয়াল ডিঙিয়ে !

সুমতি ॥ (উৎসাহে) ঐটা—ঐটা বলো সুমন্ত, ঐ যে—সে কথা যদি এখনো শোনা যায়—

লোকটা ॥ কি পেয়েছেন আপনি—

সুমন্ত ॥ সে কথা যদি এখনো শোনা যায়
বাতাসে যদি দোলানি আজো লাগে,
আমি তো তবু পীড়িত দোটানায়

প্রহরী মন বৃথাই শুধু জাগে।

আঁচল-ভরা বকুল কেন চুপ

ছড়ানো ধূলো সেই তো ছিল ভালো

কি ভেবে এতো সেজেছো অপরূপ ?

আকাশে দেখো—

লোকটা ॥ অসম্ভব ! এ চলতে দেওয়া যায় না !

সুমতি ॥ শুনুন না, শুনুন না, ভালো লাগবে !

লোকটা ॥ না না অসম্ভব ! এটা কোর্ট, থিয়েটার নয় !

সুমতি ॥ কিন্তু সুমন্ত এখন বিখ্যাত কবি !

লোকটা ॥ সুমন্ত আসামী !

সুমতি ॥ তার কবিতা এক্সিবিট হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

লোকটা ॥ তবে সেই রকম কবিতা দাখিল করুন যাতে আসামীর অপরাধ প্রমাণ হয় !

সুমতি ॥ যাতে প্রমাণ হয় আসামী বাঁচতে চেয়েছিল ?

লোকটা ॥ তার মানে ?

সুমতি ॥ বাঁচতে চাওয়াই তো ওর একমাত্র অপরাধ ?

লোকটা ॥ আপনার মাথা ! বহু লোকের উপর বহু অন্যায় ও করেছে ! আপনার উপরেও নিশ্চয়ই করেছে, আপনি চেপে যাচ্ছেন !

সুমতি ॥ সত্য গোপন ? পাজারি ?

লোকটা ॥ হ্যাঁ, পাজারি !

সুমতি ॥ সুমন্ত ! তবে বলবো ?

লোকটা ॥ নিশ্চয়ই বলবেন ! ওকে জিজ্ঞেস করবার কি আছে ?

সুমতি ॥ সুমন্ত নিজেকে খুঁজেছে। খুঁজে পেয়েছে। কবিতার মধ্যে। লেখার মধ্যে। ওর চূড়ান্ত প্রকাশ। সুমন্তর আজ দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, ওর অতীতের যতো ভুল ত্রুটি, যতো দোষ-অন্যায়—সব ধুয়ে মুছে গেছে এই চূড়ান্ত প্রকাশে—

লোকটা ॥ কিস্যু ধুয়ে মুছে যায় নি ! আমি প্রমাণ করে দেবো—

সুমতি ॥ (কান না দিয়ে) কিন্তু আমি ? আমিও তো খুঁজেছি। ওকে খুঁজেছি। পাচ্ছি না কেন ? না পাবার কোনো কারণ নেই, তবু কোথায় যেন এসে হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ওর একটা দিক আমি খুঁজে পাচ্ছি না—

সুমন্ত ॥ (আপন মনে) কল্যানীয়াসু,

জিজ্ঞাসু আত্মা আসে না তোমার কাছে
প্রশ্নের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে
জবাবের দাবী জানিয়ে।
তোমার আছে শান্তি, আছে কল্যাণ,
তোমার কাছে ক্লান্তির অবসান
স্নিগ্ধ বিশ্রামে।

সুমতি ॥ এইটুকু?

সুমন্ত ॥ তাই যখন চোখে নামে
দিন শেষের অলস আবেশ,
যখন থাকে না প্রশ্নের রেশ
মনের কোনো কোণায়—

সুমতি ॥ প্রশ্নের রেশ? কি প্রশ্ন?

সুমন্ত ॥ যখন আঁধার ঘনায়
দীপজ্বালা ঘরের সীমানায়
ঘুম-ঢালা নিরালায়—

সুমতি ॥ কি—কি প্রশ্ন সুমন্ত?

সুমন্ত ॥ তখন খুঁজি তোমায়
সমস্ত প্রাণ দিয়ে
কল্যাণীয়ে।

সুমতি ॥ কিন্তু যখন প্রশ্ন থাকে? তখন?

সুমন্ত ॥ (চমকে) কি বললে?

সুমতি ॥ যখন প্রশ্ন থাকে, তখন?

সুমন্ত ॥ কি প্রশ্ন? কোনো প্রশ্ন নেই আমার। আমি পথ পেয়ে গেছি।

সুমতি ॥ হ্যাঁ আছে। অনেক দিন খুব কাছে থেকেও বহুদূরে চলে গেছো তুমি। আমি খুঁজে পাই নি—

সুমন্ত ॥ সুমতি, ও কথা ছেড়ে দাও, প্রশ্ন নেই আমার—

সুমতি ॥ হ্যা আছে। একটা কিছু তোমার নেই। তুমি হারিয়েছো। তুমি খুঁজে পাচ্ছো না।

সুমন্ত ॥ সুমতি, চুপ করো! চুপ করো!

লোকটা ॥ না না, চুপ করবেন না। বলে যান। বলে যান!

সুমন্ত ॥ (প্রায় চীৎকারে) সুমতি—আমার জীবনে এখন কবিতা আর তুমি! আর কিছু নেই।

সুমতি ॥ না, না, ফাঁক আছে, কোথায় যেন ফাঁক আছে—

[সুমন্ত এক লাফে নেমে এলো। টেনে নিয়ে এলো সুমতিকে সামনের দিকে। দুটো হাত চেপে ধরলো।]

সুমন্ত ॥ সুমতি! সুমতি! আমার দিকে তাকাও! আমার চোখের দিকে তাকাও! এই দেখো। আমার সব আছে! আমার সবকিছু জানো তুমি, সব কিছু তুমি খুঁজে পেয়েছো, সব কিছু—

[সুমতি এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে পিছিয়ে গেলো।]

(প্রায় আর্ত চীৎকার) সুমতি!

সুমতি ॥ (ফিস ফিস করে) আনন্দ?

সুমন্ত ॥ (প্রচণ্ড ভয়ে) কি বলছো তুমি সুমতি? কি—কি বলছো?

[সুমতি সুমন্তর চোখে চোখ রেখে পিছু হঠছে]

সুমতি ॥ (ফিসফিস করে) আনন্দ? আনন্দ?

লোকটা ॥ (বিকট চীৎকারে) আনন্দ!

[সুমতি ছিটকে বেরিয়ে গেলো]

(পাশবিক আনন্দে) মি'লর্ড! জেন্টলমেন অফ্ দ্য জুরী! আমার পরের সাক্ষী—আনন্দ!

সুমন্ত ॥ (চীৎকার করে) মাই লর্ড—ও মরে গেছে—ওর সাক্ষ্য চলবে না—মাই লর্ড—ইন অ্যাড্মিসিব্ল্ এভিডেন্স!

লোকটা ॥ (হা হা করে হেসে) আলবাৎ চলবে! চলবে না মানে? উইটনেস্ ফর দ্য প্রসিকিউশন।

সুমন্ত ॥ (লোকটার কথার উপরেই) মরে গেছে। মৃত সাক্ষী! ইন্অ্যাড-মিসিব্ল এভিডেন্স।

লোকটা ॥ এইবার! এইবার! সব কিছু বেরুবে! সব কিছু!

সুমন্ত ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) মাই লর্ড! জুরীদের চলে যেতে বলুন, ঐ উকিলটাকে চলে যেতে বলুন—যা বলবার আমি আপনার কাছে বলবো—

লোকটা ॥ ইয়ার্কি পেয়েছো? মামদোবাজি? কোর্টের সামনে বলতে হবে তোমাকে! ছুনিয়ার সামনে!

সুমন্ত ॥ আমি বলবো না!

লোকটা ॥ তোমার ঘাড় বলবে! বলিয়ে ছাড়বে!

[সুমন্ত ছুটে গেলো লোকটার গলা টিপে ধরতে। লোকটা চকিতে পিছিয়ে দু'হাত তুলে ধরলো সম্মোহন করার ভঙ্গীতে। সুমন্ত দাঁড়িয়ে গেলো। চেয়ে রইলো তার আঙুলের মুদ্রার দিকে, টলতে লাগলো, ঢলে পড়লো। লোকটার চোখে পৈশাচিক দৃষ্টি। তখনো আঙুলের নৃত্য চলছে। আলো নিভে গেলো। অন্ধকারে লোকটার হাসি। তারপর সুমন্তর কণ্ঠস্বর।]

সুমন্ত ॥ আত্মপক্ষ সমর্থন। আমি সুমন্ত সান্যাল, জবাব দিচ্ছি। মা তোমাকে, মণিকা তোমাকে, প্রশান্ত তোমাকে, অমিয় মুখার্জি তোমাকে, শ্রীবাস্তব তোমাকে, সুমতি তোমাকে। জবাব আছে, জবাব খাড়া করেছি, জবাব দিচ্ছি—তোমাদের সবাইকে। কিন্তু তারপর? তারপর?

[আলো ফুটছে। সুমন্ত উঠে দাঁড়াচ্ছে—কষ্টে।]

তারপর? আর জবাব পাচ্ছি না কেন? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেন? আমাকে যে বাঁচতে হবে! বেঁচে থাকতে হবে—আরো—আরো—যতোদিন পারি—বাঁচতে—বেঁচে থাকতে—(হঠাৎ চীৎকারে) আনন্দ তুমি কেন মরে গেলে? বাঁচা কি যেতো না?

[হা হা ক'রে হেসে উঠলো লোকটা অন্ধকার কোণ থেকে—হায়নার মতো।]

(ভাঙা গলার চীৎকারে) আনন্দ!

[আনন্দ ফুটে উঠলো আলোয়]

(ফিসফিস করে) আনন্দ, এসেছো?

আনন্দ ॥ এসেছি।

সুমন্ত ॥ কেন এলে?

আনন্দ ॥ আসতেই হোলো।

সুমন্ত ॥ ওরা সবাই?

আনন্দ ॥ সবাই আছে।

সুমন্ত ॥ সবাই সাক্ষী ?

আনন্দ ॥ সবাই সাক্ষী।

সুমন্ত ॥ কিন্তু ওরা তো মৃত ?

আনন্দ ॥ আমিও মৃত।

সুমন্ত ॥ তবু তুমিও সাক্ষী ?

আনন্দ ॥ আমিও সাক্ষী।

[হা হা করে হাসলো লোকটা অন্ধকার কোণে—হায়নার মতো। পাঁচজন নানা দিক থেকে এসে জুটলো নিঃশব্দে, অশরীরি প্রেতাত্মার মতো।]

সুমন্ত ॥ (মন্ত্রমুগ্ধের মতো) তোমরা—তোমরা সবাই—সাক্ষী ?

[ওরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে—নিশ্চল, নিরুত্তর।]

মাই লর্ড, এ হতে পারে না। এদের সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে না। এরা কেউ জীবন্ত মানুষ নয়। এরা কেউ নেই।

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) আমরা সবাই আছি।

প্রথম ॥ আমরা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আছি।

দ্বিতীয় ॥ হয়তো লুকিয়ে আছি তবু বেঁচে আছি।

তৃতীয় ॥ এক হয়ে বহু হয়ে অসংখ্য হয়ে আছি।

চতুর্থ ॥ যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে আছি।

পঞ্চম ॥ যারা মরে গেছে তাদের মধ্যেও আছি।

আনন্দ ॥ ওরা আছে। আমি নেই, তবু আছি।

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) আমরা আছি। সুমন্তর মধ্যে আমরা সবাই আছি।

সুমন্ত ॥ তোমরা নেই। তোমরা ছিলে, এখন নেই।

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) আমরা আছি। এখনো আছি।

সুমন্ত ॥ না, নেই। আমি পথ পেয়েছি, আমি লিখতে চাই, আমাকে লিখতে দাও।

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) তুমি লিখতে চাও। তুমি লেখো।

সুমন্ত ॥ আমাকে শান্তিতে লিখতে দাও।

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) শান্তি নেই। তুমি লেখো।

সুমন্ত ॥ কি লিখবো ?

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) আমাদের কথা লেখো।

সুমন্ত ॥ তোমাদের না ভুললে আমি লিখতে পারবো না !

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) আমাদের ভুলো না। ভোলা চলবে না।

সুমন্ত ॥ তোমরা আমার সব কিছু গুলিয়ে দাও!

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) তাই চাই। তাই লেখো।

সুমন্ত ॥ সে লেখার কোনো মানে হবে না!

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) সেই লেখারই মানে হবে।

সুমন্ত ॥ সে লেখা কেউ বুঝবে না! চাইবে না!

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) একদিন বুঝবে। একদিন চাইবে।

সুমন্ত ॥ ততোদিনে আমি মরে যাবো!

পাঁচজন ॥ (সমস্বরে) তবু বেঁচে থাকবে। আমরাও মরে গেছি, তবু বেঁচে আছি।

সুমন্ত ॥ তোমাদের কথা আমি মানি না! তোমাদের সাক্ষ্য আমি মানি না! তোমরা যাও! যাও!

লোকটা ॥ (হা হা করে হেসে) এরাই সাক্ষী মি'লর্ড! 'এদের সাক্ষ্যে আসামী শেষ হবে! খতম হবে! বিলকুল খতম!

সুমন্ত ॥ (হঠাৎ রুখে) খতম হবো? খতম?

[এগিয়ে এসে লোকটার জামা চেপে ধরলো গলার কাছে]

লোকটা ॥ মি'লর্ড! বাঁচান! বাঁচান!

সুমন্ত ॥ খতম হবো যদি না লিখি। আর যদি লিখি?

লোকটা ॥ লিখতে পারবে না তুমি!

সুমন্ত ॥ (ঝাঁকানি দিয়ে) যদি পারি?

লোকটা ॥ ছেড়ে দাও আমাকে!

সুমন্ত ॥ বলো! যদি পারি?

লোকটা ॥ মি'লর্ড! হেল্প্!

[একটা ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিলো সুমন্ত, লোকটা ছিটকে পড়লো একধারে। সুমন্ত টেনে আনলো প্রথম সাক্ষীকে সামনের দিকে। মুখোমুখি দাঁড়ালো।]

সুমন্ত ॥ কে তুমি, বলো!

প্রথম ॥ তুমি চেনো না?

সুমন্ত ॥ না চিনি না!

প্রথম ॥ দেখো নি কোনোদিন?

সুমন্ত ॥ দেখলেও চিনি নি। কোথায় দেখেছি বলো!

প্রথম ॥ তোমার গলিব মোড়ে বড়ো রাস্তার ফুটপাথে আমি শুয়ে থাকি। ঐ শোবার জায়গাটুকুর জন্যে মারামারি করতে হয়, না হয় পাড়ার গুণ্ডাকে রাতপিছু দশ পয়সা করে দিতে হয়। দেখো নি আমায়?

সুমন্ত ॥ দেখেছি। চিনি না।

প্রথম ॥ আমি গ্রামে থাকি। ধান উঠলে বেচে দিতে হয় সস্তায়। দেনা শোধ করতে হয় চড়া সুদে। জমি চলে যায়। ক্ষেতে মজুরি করি। খেতে পাই নি অনেক পুরুষ ধ'রে। চেনো না আমায়?

সুমন্ত ॥ শুনেছি তোমার কথা। চিনি না।

প্রথম ॥ কারখানায় কাজ করি। না যেতে পারলে রোজ বন্ধ। কাজ কম থাকলে ছাঁটাই। লকআউট। বস্তিতে থাকি—একটা ছোট্ট ঘরে পাঁচজন। চেনো না আমায়?

সুমন্ত ॥ না। তোমার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই আমার। তোমার কথা লিখবো কি ক'রে?

প্রথম ॥ কিন্তু আমি আছি।

সুমন্ত ॥ আছো তার আমি কি করবো?

প্রথম ॥ লিখবে।

সুমন্ত ॥ যা জানি না তা লিখবো কি ক'রে?

প্রথম ॥ আমি আছি, তা তো জানো।

সুমন্ত ॥ সে জেনে লাভ কি?

আনন্দ ॥ তবে ভুলে যাও না ওর কথা?

সুমন্ত ॥ আনন্দ, তুমি জানো ভোলা যায় না। কোনো না কোনো সময়ে মনে পড়বেই?

আনন্দ ॥ মেনে নাও তবে।

সুমন্ত ॥ মানাও যায় না। তুমি জানো সে কথা। জানো বলেই ওকে নিয়ে এসেছো সাক্ষী করে।

আনন্দ ॥ না এনে উপায় কি? ও আসতোই।

সুমন্ত ॥ শুধু কি ও? এই যে—এই লোকটা—

[দ্বিতীয় সাক্ষীকে টেনে নিয়ে এলো। প্রথম সাক্ষী ফিরে গেলো লাইনে।]

কে তুমি?

দ্বিতীয় ॥ দাঙ্গায় আমার বাড়ীঘর পুড়ে গেছে। বাপ মা ভাই খুন হয়েছে।

আমি ঘর ছেড়ে পথে গেছি। দেশ ছেড়ে বিদেশে গেছি। অন্ত মানুষ করেছে এ সব।

সুমন্ত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, কিন্তু—

দ্বিতীয় ॥ বোমা পড়েছে। ক্ষেতখামার নষ্ট হয়েছে। জঙ্গলে পালিয়েছি। লড়াই করেছি। ধ'রে নিয়ে গেছে। অকথ্য অত্যাচার করেছে। সব অন্য মানুষ।

সুমন্ত ॥ সে কোন দেশে ?

দ্বিতীয় ॥ সে অনেক দেশে। কোনো না কোনো দেশে।

সুমন্ত ॥ দুনিয়ার কোথায় কি হবে, তাতে আমি কি করবো ?

দ্বিতীয় ॥ সব মানুষ করেছে। আমি মানুষ। তুমিও মানুষ।

সুমন্ত ॥ সুতরাং আমাকে লিখতে হবে ?

দ্বিতীয় ॥ হ্যাঁ, লিখতে হবে।

সুমন্ত ॥ না জানলেও লিখতে হবে ?

দ্বিতীয় ॥ হ্যাঁ, লিখতে হবে।

সুমন্ত ॥ কি করে লিখবো ?

দ্বিতীয় ॥ আমি আছি তা তো জানো।

সুমন্ত ॥ দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন তুমি। দুঃস্বপ্ন এরা সবাই।

আনন্দ ॥ দুঃস্বপ্ন ভুলে যাও না ? মেনে নাও ?

সুমন্ত ॥ (যন্ত্রণায়) আনন্দ, এদের কেন নিয়ে এলে ?

আনন্দ ॥ এরা সাক্ষী। এরা আসবেই।

[সুমন্ত তৃতীয় সাক্ষীকে টেনে নিয়ে এলো। দ্বিতীয় সাক্ষী ফিরে গেলো।]

সুমন্ত ॥ বলো, যা খুসী বলো।

তৃতীয় ॥ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরক শক্তি তৈরী হয়েছে পৃথিবীতে। আমাকে মারতে। সমস্ত মানুষকে, সমস্ত প্রাণীকে মারতে। পৃথিবীকে লুপ্ত করে দিতে।

সুমন্ত ॥ জানি। জানি।

তৃতীয় ॥ মানুষ তৈরী করেছে।

সুমন্ত ॥ তাও জানি। কিন্তু পৃথিবী এখনো আছে।

তৃতীয় ॥ আছে। হয় তো থাকবেও। কিন্তু ভয়ে বেঁচে আছে। ভয়। যে কোনো মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে যাবার ভয়।

সুমন্ত ॥ তাতে আমার কি করার আছে ?

তৃতীয় ॥ ভয় নিয়ে বাঁচা যায় না। কাজ করা যায় না। মন দেওয়া যায় না। এগোনো যায় না।

সুমন্ত ॥ হতে পারে, কিন্তু আমি কি করবো ?

তৃতীয় ॥ ভয়ে মূল্যবোধ চলে যায়। আশা চলে যায়। জীবনের অর্থ চলে যায়। মানুষের মন পঙ্গু হয়ে যায়।

সুমন্ত ॥ কি করবো তার আমি ?

তৃতীয় ॥ মানুষই মানুষকে মারছে। ভয় দেখাচ্ছে। পঙ্গু করছে।

সুমন্ত ॥ তাই লিখতে হবে ? যেহেতু আমি মানুষ ?

তৃতীয় ॥ হ্যাঁ লিখতে হবে। যেহেতু তুমি মানুষ।

আনন্দ ॥ কিম্বা ভুলে যাও। মেনে নাও।

সুমন্ত ॥ আনন্দ, তুমি চুপ করবে ?

[চতুর্থ সাক্ষীকে নিয়ে এলো। তৃতীয় সাক্ষী ফিরে গেলো।]

বলো। ব'লে ফেলো কি বলবার আছে।

চতুর্থ ॥ ঐ বনে ফুল ফুটতো। শুকিয়ে গেছে। ঐ গাছে পাখী ডাকতো। মরে গেছে। ঐ আকাশে চাঁদ উঠতো। পুড়ে গেছে।

সুমন্ত ॥ কি বাজে বকছো ?

চতুর্থ ॥ মানুষ ভালোবাসতো। আর বাসে না।

সুমন্ত ॥ কেন ?

চতুর্থ ॥ দুঃস্বপ্নে ভালোবাসা জ্বলে গেছে।

সুমন্ত ॥ তার মানে ?

চতুর্থ ॥ সব কবিতা মরে যাচ্ছে।

সুমন্ত ॥ মিথ্যে কথা। কবিতা মরে নি।

চতুর্থ ॥ মরে নি এখনো। মরে যাচ্ছে।

সুমন্ত ॥ তুমি কি করে জানলে ?

চতুর্থ ॥ আমি কবিতা। আমি মরে যাচ্ছি।

সুমন্ত ॥ তোমাকে নিয়ে আমি কি করবো ?

চতুর্থ ॥ বাঁচাবে। লিখবে।

সুমন্ত ॥ আর তা না হলে ?

আনন্দ ॥ ভুলে যাও। মেনে নাও।

সুমন্ত ॥ (গর্জন করে) থামো তুমি।

[পঞ্চম সাক্ষীকে আনলো। সে হোঁচট খেলো।]

এ কি! তুমি অন্ধ?

পঞ্চম ॥ হ্যাঁ, আমি অন্ধ।

সুমন্ত ॥ কেন?

পঞ্চম ॥ আমি অন্ধ হয়ে গেছি। দিশা পাচ্ছি না। পথ পাচ্ছি না। সব জানা জিনিষ অন্ধকার হয়ে গেছে। অন্ধকারে আলো নেই, দিশা নেই, পথ নেই।

সুমন্ত ॥ ভগবান নেই?

পঞ্চম ॥ ছিল। মরে গেছে। পুরোনো ভগবান মরে গেছে। নতুন ভগবান দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকারে ডুবে আছে।

সুমন্ত ॥ কি করবে তুমি?

পঞ্চম ॥ আলো খুঁজবো। ভগবান খুঁজবো।

সুমন্ত ॥ কে কেড়ে নিয়েছে তোমার আলো?

পঞ্চম ॥ মানুষ।

সুমন্ত ॥ আমিও মানুষ। কি করবো?

পঞ্চম ॥ আলো আনবে। লিখবে।

সুমন্ত ॥ অসম্ভব! ভগবান সৃষ্টি করবো কি করে?

পঞ্চম ॥ করতেই হবে।

আনন্দ ॥ না হয় ভুলে যাও। মেনে নাও।

[সুমন্ত পঞ্চম সাক্ষীকে রেখে এলো যথাস্থানে। চলে গেলো এক কোণে, দু'হাতে মাথা চেপে ধরে। তারপর এলো আনন্দর কাছে।]

সুমন্ত ॥ আনন্দ—তুমি! তুমি যতো নষ্টের মূল! তুমি এদের এনেছো।

আনন্দ ॥ না এনে উপায় কি সুমন্ত?

সুমন্ত ॥ কোনো উপায় ছিল না?

আনন্দ ॥ না। এরা আসতোই।

সুমন্ত ॥ কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি ওদের এনেছো!

আনন্দ ॥ এই মুহূর্তে তুমি জেগে আছো। আসলে এরা বরাবরই আছে।

সুমন্ত ॥ কক্ষনো না! আমি দেখি নি এদের আগে।

আনন্দ ॥ দেখেছো। দুঃস্বপ্নে। এখন জেগে দেখছো।

সুমন্ত ॥ কি লাভ হোলো জেগে? কি লাভ হোলো দেখে?

আনন্দ ॥ লিখবে।

সুমন্ত ॥ লিখতে না পারলে?

আনন্দ ॥ ভুলে যাবে। মেনে নেবে।

সুমন্ত ॥ আব তা সম্ভব নয়। তুমি আমাব সর্বনাশ করেছো আনন্দ।

আনন্দ ॥ কেন?

সুমন্ত ॥ তোমাকে খুঁজতে গিয়ে আমাব সর্বনাশ হয়ে গেলো। তুমি মরে গেলে, তবু খুঁজছি, তুমি মবে গেছো, তবু খুঁজে চলেছি। তুমি বইলে না—এদেব নিযে এলে।

আনন্দ ॥ এরা ববাবর ছিল। এখনো আছে।

সুমন্ত ॥ কিন্তু তুমি বেঁচে ছিলে। তুমি কেন মরে গেলে?

আনন্দ ॥ আমাকে বাঁচাও তবে।

সুমন্ত ॥ কি করে? কি কবে?

আনন্দ ॥ কবিতা দিযে। মানুষ দিযে। এদের দিয়ে। তোমাকে দিয়ে।

[ওরা পাঁচজন ধীরে ধীবে চলে গেলো সাবি বেঁধে। সুমন্ত মাটিতে পড়লো মুখ ঢেকে। আনন্দ চলে গেলো সবাব শেষে।]

সুমন্ত ॥ (আর্ত চীৎকাবে) আনন্দ। কোথায় তুমি? আনন্দ॥

[নেপথ্যে মিলিত কণ্ঠস্বরে ডাক—প্রতিধ্বনির মতো]

মিলিত কণ্ঠস্বর (নেপথ্যে) ॥ আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ!

[সব অন্ধকাব। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেলো। অন্ধকারে একটা দেশলাই জ্বললো। সিগারেট ধরালো কেউ। আলো ফুটলো। সুমন্ত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে কাঠগড়ায়। লোকটা জাজের টেবিলে ঠেস দিয়ে ত্রিভঙ্গমুবারি হয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। বিষদৃষ্টি সুমন্তর দিকে, মুখে বিষাক্ত হাসি। তারপর লোকটা খাড়া হয়ে হাঁকলো।]

লোকটা ॥ জেণ্টলমেন অফ দ্য জুরী!

[মৃণালিনী, মণিকা, প্রশান্ত, অমিয়, শ্রীবাস্তব, সুমতি একে একে এসে জুরীদের চেয়ারে বসলো—সামনের সারিতে। একটু ফাঁক দিয়ে অন্য পথে এলো প্রথম থেকে পঞ্চম

সাক্ষী আর সব শেষে আনন্দ। ওরা বসলো পেছনের সারিতে। যদি চেয়ারের বদলে দণ্ড থাকে, তাহলে দণ্ড হাতে নিয়ে ওরা দাঁড়াবে দু'সারিতে।]

মি'লর্ড। জেণ্ট্‌ল্‌মেন অফ দ্য জুরী। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আপনাদের সামনে রাখা হয়েছে। আপনারা সেই সব সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে বলবেন—আসামী দোষী না নির্দোষ। প্রথমে মৃণালিনী দেবীর সাক্ষ্য। স্পষ্টই দেখা গেলো আসামী মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্য তো করেই নি, উল্টে মাতৃজাতির প্রতি চরম অপমানকর ব্যবহার করেছে। ওর কুৎসিৎ কবিতা—আমাদের দু নম্বর এক্সিবিট—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মণিকা বোসের সাক্ষ্যে দেখেছি—আসামী বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। একটি নিরীহ অসহায় নারীকে চরম দুঃখ আর গ্লানির মধ্যে ঠেলে দিতে তার চোখের পাতা কাঁপে নি। প্রশান্ত দাস প্রমাণ করেছে—আসামী তার বন্ধুর হত্যাকারী। অধ্যাপক অমিয় মুখার্জিকে আসামী চরম আঘাত করেছে নিজের—নিজের বিকৃতবুদ্ধি অস্থিরচিত্ততায়। শ্রীবাস্তব দেখিয়েছেন আসামীর কর্তব্যহীনতা, নির্লজ্জতা এবং দুশ্চরিত্রতা। সুমতি মিত্র যতো উল্টোপাল্টা সাক্ষ্যই দিক না কেন, আসামী যে তার প্রতি কতোখানি অন্যায় করেছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এর পরের ছ'জন সাক্ষী কি বলেছে আপনারা হয়তো ঠিক বুঝতে পারেন নি। আপনাদের দোষ নেই—আমিও ঠিক বুঝতে পারি নি। মাননীয় বিচারপতির কোর্টের ভিতরে কিছু না বোঝবার এক্তিয়ার নেই, নইলে তিনিও বুঝতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু একটা কথা আমরা সবাই বুঝেছি—এঁরাও একযোগে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। নইলে আসামী অতো চেঁচাবেই বা কেন, অমন মুখ থুবড়ে পড়বেই বা কেন? সব মিলিয়ে এক কথায় বলা যায়—আসামী কর্তব্যজ্ঞানহীন, সমাজবিরোধী, বিশ্বাসঘাতক, হত্যাকারী, লম্পট এবং মদ্যপ। তা ছাড়াও—শেষ ছ'জনের সাক্ষ্যে প্রমাণ—আসামী কোনো এক দুর্বোধ্য অপরাধে লিপ্ত। এর পরেও আসামীকে নির্দোষ বলা চরম মূর্খের পক্ষেই সম্ভব। এই কটি কথা মনে রেখে মাননীয় জুরী তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে আমি আশা করি।

এইখানে আসামীপক্ষের কাউন্সেলের দু'কথা বলাটা নিয়ম। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, তবু নিয়মরক্ষার খাতিরে তাকে কিছুটা সময় দেওয়া যেতে পারে।

[লোকটা সরে গেলো একপাশে। সুমন্ত ধীরে ধীরে কাঠগড়া থেকে নেমে এলো।]

সুমন্ত ॥ মাই লর্ড। জেন্ট্‌ল্‌মেন অফ দ্য জুরী। আমার ছোটবেলা—আমার বাড়ী—আইনের রাজত্ব। জঘন্য আইন—কিন্তু নিখুঁত আইন। আমার আইন ভাঙ্গা—তারও আইন ছিল। মা—আমি, মণিকা—আমি, প্রশান্ত—আমি, সব ধাপে ধাপে আইনে আইনে চলেছে। আমার বড়ো হবার আইন। অমিয় মুখার্জি—আমি, শ্রীবাস্তব—আমি, সুমতি—আমি, তাও আইন। ঐ একই আইন। আমার বড়ো হওয়া, আমার আত্মচেতনা, আমার একান্ত নিজস্ব জীবন। এখানে যতো বিরোধ—সব এক আইনের সঙ্গে অন্য আইনে। সে বিরোধের বিচার হয়, মীমাংসা হয়—আইনের ভিত্তিতে। আমার জীবন। আমার কাজ। আমার সীমাবদ্ধ গণ্ডী।

(হঠাৎ স্বর বদলে, উত্তেজিতভাবে) কিন্তু মাই লর্ড—সব কিছুর মধ্যে একটা মারাত্মক বে-আইনী বীজ লুকিয়ে ছিল। সে বীজ কখন অঙ্কুরিত হয়েছে—টের পাইনি। বীজপত্র চারা হয়েছে, গাছ হয়েছে, লতায় পাতায় কাঁটায় বে-আইনী জঙ্গল সৃষ্টি করেছে—মাই লর্ড—যুক্তি গুলিয়ে যাচ্ছে, পথ হারিয়ে যাচ্ছে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে!

ঐ লোকটা যে ফুটপাথে শুয়ে থাকে, না খেতে পেয়ে মরে—ও আমার কেউ না! ও আমার জীবনের বাইরে, আইনের বাইরে। তবু ওকে ভোলাও যাচ্ছে না, মানাও যাচ্ছে না! ঐ যার বাবা দাঙ্গায় মরেছে, ভাই বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে কাঁটাতারে ঝুলছে, ছেলে বোমায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে—ও আমার কেউ না, তবু ও বেআইনী দুঃস্বপ্নে ফিরে ফিরে আসে। ঐ যারা ধ্বংসে ভয়ে মরছে, লুপ্তির ভয়ে বেপরোয়া হচ্ছে, আশা হারাচ্ছে, লক্ষ্য হারাচ্ছে, অর্থ হারাচ্ছে—তারাও তো কেউ নয় আমার! তারা বে-আইনী—তবু তারা আছে!

মাই লর্ড—কবিতা মরে যাচ্ছে, দর্শন অন্ধ! যে আইনে আমি বড়ো হয়েছি, এতোদিন চলেছি—সে আইন ধ্বসে পড়ছে। কোন্ আইনে আমি আজ লিখবো মাই লর্ড? একদিকে আমার নিজের জীবন, আর অন্যদিকে এই সব বে-আইনী দুঃস্বপ্ন—কি করে মেলাবো আমি?

এই কোর্টে আমি জোর গলায় ঘোষণা করেছি—আমি নির্দোষ। তখন আইন ছিল। এখন সব আইন গোলমাল হয়ে গেছে—আমি জানি না আমি দোষী না নির্দোষ! মাই লর্ড! জেণ্ট্‌ল্‌মেন অফ দ্য জুরী! আপনাদের আইন আছে, আমার নেই; আপনারাই ঠিক করে দিন—আমি দোষী না নির্দোষ!

[সুমন্ত কাঠগড়ায় ফিরে গেলো]

লোকটা ॥ মি' লর্ড, আসামী কি তার বক্তব্য এখন পেশ করবে?—ইয়েস মি' লর্ড। আসামী সুমন্ত সান্যাল। তোমার কিছু বলবার আছে?

সুমন্ত ॥ (হঠাৎ চীৎকার করে) এ আদালত বে-আইনী! আমি এ আদালত মানি না!

[বারোজন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে আঙুল বাড়িয়ে গর্জে উঠলো]

জুরী ॥ (সমস্বরে) দোষী!

[হা হা করে হেসে উঠলো লোকটা। সুমন্ত স্থির।]

লোকটা ॥ মি' লর্ড! আপনার রায়।

[জাজের চেয়ার থেকে কোনো সাড়া এলো না]

মি' লর্ড, আপনার রা—এ কি? হিজ্ লর্ডশিপ্ কোথায় গেলেন? মি' লর্ড! মি' লর্ড!

জুরী ॥ (সমস্বরে) মি' লর্ড! মি' লর্ড!

লোকটা ॥ হিজ্ লর্ডশিপ্ নেই! জজসাহেব নেই!

জুরী ॥ (সমস্বরে) নেই! নেই!

লোকটা ॥ জজসাহেব ছিলেনই না! কোনো সময়েই ছিলেন না! বিনা জাজে আদালতের কাজ চলেছে এতোক্ষণ?

জুরী ॥ (সমস্বরে) হতেই পারে না!

লোকটা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হয়েছে! হিজ লর্ডশিপ ছিলেন না—বিনা বিচারকে বিচার হয়েছে!

সুমন্ত ॥ কে বলেছে?

[সুমন্ত এর মধ্যে সবার অলক্ষ্যে কাঠগড়া থেকে নেমে বেরিয়ে গিয়েছিল। এখন মাথা তুললো বিচারকের টেবিলের আড়াল থেকে। হাতুড়ি তুলে ঠুকলো টেবিলে।]

অর্ডার! অর্ডার ইন দ্য কোর্ট!

[নীরবতা]

বিচারক ছিল। বরাবর ছিল। এখনো আছে।

লোকটা ॥ কিন্তু মি'লর্ড—

সুমন্ত ॥ (গর্জে) অর্ডার।

[লোকটা কুঁকড়ে গেলো। সুমন্তর জলন্ত চোখ প্রত্যেকের উপর ঘুরে গেলো। সবাই স্থির।]

জেণ্ট্‌ল্‌মেন অফ দ্য জুরী। আপনারা কি একমত?

জুরী ॥ (সমস্বরে) একমত।

সুমন্ত ॥ আসামী দোষী না নির্দোষ?

জুরী ॥ (সমস্বরে) আসামী দোষী।

সুমন্ত ॥ কোন্ আসামী? কোথায় আসামী?

[সকলে কাঠগড়ার দিকে তাকালো। কাঠগড়া খালি।]

লোকটা ॥ (চেঁচিয়ে) আসামী নেই! পালিয়েছে! আসামী পালিয়েছে! পুলিস! পুলিস!

সুমন্ত ॥ (হাতুড়ি ঠুকে গর্জে) অর্ডার!

[নীরবতা]

লোকটা ॥ (কাঁদো কাঁদো) মি'লর্ড, আসামী নেই!

সুমন্ত ॥ একটু আগে বলেছিলে—বিচারক নেই।

লোকটা ॥ ভুল বলেছিলাম মি'লর্ড। কিন্তু আসামী সত্যিই নেই। (জুরীদের) কই, বলুন না আপনারা?

জুরী ॥ (সমস্বরে) আসামী নেই।

সুমন্ত ॥ আসামী আছে!

লোকটা ॥ কোথায় ?

জুরী ॥ (সমস্বরে) কোথায় ?

সুমন্ত ॥ ঐ তো আসামী !

[আঙুল দিয়ে লোকটাকে দেখিয়ে দিলো]

জুরী ॥ (সমস্বরে , আঙুল দেখিয়ে) ঐ তো আসামী !

লোকটা ॥ (সভয়ে) আমি ? না না মি'লর্ড, আমি নই ! আমি ব্যারিষ্টার, আমি কাউন্সেল ফর দ্য প্রসিকিউশন—

সুমন্ত ॥ তুমি আসামী !

জুরী ॥ (সমস্বরে) তুমি আসামী !

[লোকটা প্রতিবাদ করতে করতে পিছু হঠছে]

লোকটা ॥ না না, ভুল হয়েছে ! ভুল হয়েছে মি'লর্ড, আমি আসামী নই, আমি—

সুমন্ত ॥ আসামী !

জুরী ॥ (সমস্বরে) আসামী !

[লোকটা যেন কোণঠাসা হয়ে আসামীর কাঠগড়ায় উঠে পড়লো]

লোকটা ॥ (তারস্বরে) নট্ গিল্টি ! নট্ গিল্টি, মি'লর্ড—

জুরী ॥ (সমস্বরে) গিল্টি !

লোকটা ॥ (চীৎকারে) এ কি হচ্ছে ? সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে ! কে আসামী, কে সাক্ষী, কে ব্যারিষ্টার, কে জুরী, কে জাজ—

সুমন্ত ॥ (সগর্জনে) অর্ডার !

[নীরবতা। সুমন্ত দু'হাত শূন্যে তুলে উপর দিকে তাকিয়ে হাঁকলো।]

মাই লর্ড !

[সাড়া এলো না। সবাই ঊর্ধ্বমুখী, উৎকর্ণ।]

(আর এক পর্দা গলা তুলে) মাই লর্ড !

[জবাব নেই। সুমন্ত চোখ নামিয়ে এদের দিকে তাকালো]

মাই লর্ড নেই। মাই লর্ড মরে গেছে। আমি মাই লর্ড। তুমি মাই লর্ড। তুমি—তুমি—তোমরা সবাই মাই লর্ড ! আমরা সবাই মাই লর্ড !

জুরী ॥ (সমস্বরে) আমরা সবাই মাই লর্ড।

সুমন্ত ॥ আসামী নেই। আমি আসামী। তুমি আসামী। তুমি—তুমি—তোমরা সবাই আসামী। আমরা সবাই আসামী।

জুরী ॥ (সমস্বরে) আমরা সবাই আসামী।

[সুমন্ত নেমে এলো। লোকটা বেরিয়ে এলো কাঠগড়া থেকে। দুজনে সামনে, জুরীরা সারি বেঁধে পেছনে।]

লোকটা ॥ তা হলে কি রায় হোলো? দোষী না নির্দোষ?

সুমন্ত ॥ কি রায়? কি রায় কেউ জানে না। দোষী না নির্দোষ কেউ জানে না।

লোকটা ॥ তা হলে কি করে হবে? বিচার তো শেষ?

সুমন্ত ॥ না। বিচার শেষ নয়। বিচারের শেষ নেই। বিচার চলছে, বরাবর চলবে। এ বিচার বরাবর চলবে।

সকলে ॥ (সমস্বরে) শেষ নেই, এ বিচার বরাবর চলবে। শেষ নেই, এ বিচার বরাবর চলবে। শেষ নেই, এ বিচার বরাবর চলবে।

[আলো নিভে গেলো আস্তে আস্তে]

যবনিকা